ছায়াপথ।

(উপন্যাসে—সনাতন ধর্ম্ম প্রসঙ্গ।)

প্রথম প্রকাশ।

(প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড।)

শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত।

অজ্ঞেতে বুঝিতে নারে, বিজ্ঞে লাগে ধন্ধ।
গুরু কৃপা বিনা নাহি—ইহার সম্বন্ধ॥

কলিকাতা, ১০ নং উল্টাডাঙ্গা রোড হইতে
শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র দে দ্বারা প্রকাশিত।

আশ্বিন, ১৩০৫।

 মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র

Calcutta.

PRINTED AT THE CALCUTTA PRESS.

67, Nimtola Street.

1898.

বিজ্ঞাপন।

"ছায়া" লিখিয়া "কান্তি" লিখিবার ইচ্ছা ছিল। লিখাও হইয়াছিল, কিন্তু মুদ্রাঙ্কণে দেওয়া হয় নাই।

যাহার ছায়া লইয়া "ছায়ার"—রচনা, "কান্তি" যে তাহার স্বরূপ, কিন্তু সে স্বরূপের ত এ সংসার নহে। যে সংসার সেই স্বরূপের ব্যথা বুঝে, সেই স্বরূপে তন্ময় হইতে চাহে, অগ্রে তাহাই দেখাইতে—এ ছায়াপথের রচনা। যদি এ ছায়া সংসারে "ছায়াপথের" আলোকে, সে স্বরূপে আদর জন্মে, তবে একদিন "কান্তি" প্রকাশে ইচ্ছা রহিল।

কিন্তু, এ "ছায়াপথেরও" কি গ্রাহক হইবে--পাঠক জুটিবে? যাঁহারা হিন্দু ধর্ম্ম বিশ্বাস করেন, মর্ম্ম বুঝিতে চাহেন, বুঝিতে—অধ্যবসায়ে স্থির থাকেন, তাঁহাদের জন্যই আমার এ উদ্যম। তবে, তাঁহারা শাস্ত্র ফেলিয়া এ "ছায়াপথের" পাঠক হইবেন কেন?

শাস্ত্র—সমুদ্র বিশেষ, সকলের আয়ত্ব করা সহজ সাধ্য নহে; সে জন্য ব্যক্তি-গত চরিত্র সাধন দেখাইয়া, অধিকারী—কে, লভ্য—কি, লভ্যের—উপায়, কথোপ-কথনচ্ছলে সামান্য গল্প সূত্রে গ্রথিত করিয়া দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছি।

কৃতবিদ্য অনেকে উপন্যাস রচনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, সফলও হইয়াছেন, সংসার তাঁহাদের নিকট চিরঋণি; কিন্তু, এ অবধি জীব চরিত্র ভিন্ন পরাচরিত্র আঁকিতে কেহ প্রয়াস পান নাই। উপন্যাস যখন আমাদের আদরের এবং সাহিত্যের অঙ্গবিশেষ, তখন তাহাকেও এ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিতে চেষ্টা—বিশেষ আনন্দের বিষয় ও তাহার পুষ্টি সাধনের প্রকৃষ্ট উপায়।

কিন্তু, ইহা অনেকের মনোরঞ্জন করিতে পারিবে না। পারিবে না বলিয়াই তাঁহাদের নিকট পুরস্কারের আশা না রাখিলেও, তিরস্কার—অবশ্যম্ভাবী। কারণ, মায়া চরিত্র ফুটাইতে যে সকল আয়োজন—প্রয়োজন, যিনি সে আয়োজনের ভিকারী, তাঁহার এ ছায়াপথের—আয়োজনে হৃদয় গলিবে না। সে জন্য আমি বিশেষ দুঃখিত নহি কারণ, আমার সে উদ্দেশ্য নহে।

তবে, অনেকে বলিতে পারেন—শাস্ত্রের বিষম সমস্যা, উপন্যাসে প্রকটিত না করাই ভাল ছিল—গ্রন্থকারের এ সাহস ভাল হয় নাই। তাহাতে গ্রন্থকারের

নিবেদন এই যে, তাঁহারা দোষ গুণ বিচারে উপদেশে বাধিত করিলে, সংসারের যে উপকার হইবে, অনর্থক বাক্য ব্যয়ে তাহা অসম্ভব। কারণ, যিনি যে রসের রসিক, তিনি সে রসের সমালোচনায় কৃতী; নচেৎ অনধিকারচর্চ্চা সর্ব্বত্রই অকৃতীত্বের পরিচয়।

আমি নগণ্য। সংসারে যাঁহারা গণ্য মান্য, আমি তাঁহাদের নিকট অপরিচিত। জানি না—কি লিখিতে কি লিখিয়া ফেলিলাম, তাঁহাদের নিকট আশা—কিছু শিক্ষা। ভিক্ষা—যেন আমি তাঁহাদের উপদেশে স্বকর্ম্মে নিজ দোষ চিনিয়া লইতে পারি।

কলিকাতা
১০ নং উল্টাডিঙ্গা রোড।

গ্রন্থকার।

প্রথম খণ্ড।

বিবেক।

অধিকারী কে—লক্ষ্য কি।

ছায়াপথ।

প্রথম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

নন্দী গ্রামে নটনারায়ণ শর্ম্মা একজন পরিচিত ব্রাহ্মণ। ধর্ম্মভীরু— সংসারী। যজন যাজনই—জীবিকা। তাঁহার দুই পুত্র, এক কন্যা। জ্যেষ্ঠ নরনারায়ণ, কনিষ্ঠ ইন্দ্রনারায়ণ, কন্যা—তারা। তারা বিধবা, পিত্রালয়েই থাকেন।

কিশোর নরনারায়ণ আজ কয় দিন পীড়িত। চিকিৎসকের বা গৃহস্থের সাধ্য সাধনা ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত হইতে পারিল না; শেষ—আসন্ন কাল উপস্থিত। গৃহস্থ উপায়হীন হইয়া ঈশ্বরের শেষ আদেশ অপেক্ষা করিতেছেন। এমন সময়ে, একজন জটাজূটধারী সন্ন্যাসী ভিক্ষায় আসিলেন।

বিমর্ষভাবাপন্ন পরিবার দর্শনে সন্ন্যাসী কৃপাপরবশ হইয়া, গৃহস্থের অনুরোধে, নরনারায়ণসমীপে উপস্থিত হইয়া নটনারায়ণকে বলিলেন, "সংসারি! যদি তুমি আমায় এই সন্তান ভিক্ষা দাও, তবে আমি ইহাকে রোগমুক্ত করি।"

আকাশের চাঁদ হাতে পাইবার সময় লোকের কাণ্ডজ্ঞান বা হিতাহিত চিন্তা থাকেনা। সকলেই একস্বরে তাহাতে স্বীকৃত হইলেন।

সন্ন্যাসী বলিলেন, "যদি তাহাতে ব্যথা না লাগে, তবে উহাকে আমার মত বেশ পরাইয়া দাও, হাতে কমণ্ডলু দাও—দিয়া, আমার হাতে সমর্পণ কর।"

কে তখন তাহাতে আপত্তি করিবে? কিন্তু সে বেশ বা কমণ্ডলু কোথায়? অনেক অনুসন্ধানে মিলিল, বেশও পরাণ হইল, কিন্তু কমণ্ডলু ধরে কে? নরনারায়ণ যে অজ্ঞান—ত্রিদোষে বিভোর। তখন সন্ন্যাসী নরনারায়ণের কর্ণদ্বারে, কি এক অব্যক্তস্বরে, কি মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন। কেহ তাহা বুঝিল না, তবে তাহাতে নরনারায়ণ নেত্র উন্মীলিত করিলেন। অমনি সন্ন্যাসী কমণ্ডলুর জল তাঁহার মুখে দিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে নরনারায়ণের চেতনা হইল। সন্ন্যাসী নটনারায়ণকে বলিলেন, "সংসারি! ঈশ্বরের নামে এখন উহাকে উৎসর্গ কর। উৎসর্গের অগ্রে যদি কিছু সাধ থাকে, তবে সন্তান লইয়া অগ্রে তাহা পূরণ কর।"

নরনারায়ণের মাতা—চঞ্চলা—সেস্থানে উপস্থিত। নটনারায়ণ একবার চঞ্চলার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, উভয়ে যেন মনে মনে বলিলেন—ভগবন্! যাহার সুখে আমাদের সুখ, সে যদি প্রাণ পায়, সে সুখ অপেক্ষা আর আমাদের সাধ কি? প্রতিদান ত কখন চাহি নাই, তাহাত সুবর্ণে পরশসংযোগ; সে ভাগ্য যদি আমাদের না থাকে—নাই থাকুক, সুবর্ণ ত থাকিবে; তাহাই আমাদের যথেষ্ট।

নটনারায়ণ বলিলেন, "সাধু! আপনার কৃপায় সন্তানের পুনর্জীবন দেখিয়া হৃদয় আনন্দরসে পরিপ্লুত হইয়াছে। সাধ অসাধ এখন আর হৃদয়ে কিছুই নাই, তবে অনেক দিন উহাকে কিছু খাইতে দিই নাই, একবার উহার ভোজন দেখিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু—আজ ত সেদিন নহে। আপনার কৃপায় একদিন তাহা হইবে—দেখিব।"

এই বলিয়া সন্ন্যাসীর পদধূলি লইতে গেলেন। সন্ন্যাসী বলিলেন "সাধ পূরণ কর, অন্ন লইয়া আইস।"

নটনারায়ণ চমকিত হইলেন। এখনি অন্ন দিতে তাঁহার সাহস হইতেছে না। এখন যেন জ্ঞান তাঁহার ললাটে বসিয়া কার্য্য করিতে অগ্রসর হইতেছে, হৃদয়ের সে দাস্যভাব, যেন জ্ঞানের আলোকে ক্রমশঃ বিলীন হইতেছে।

সন্ন্যাসী বলিলেন—বুঝিয়াছি। অন্ন দিতে ভয় করিতেছ। এই তুমি

না আমার সন্তান দান করিলে? আমার সন্তানকে আমি অন্ন দিব, অন্ন লইয়া আইস।

আশে পাশে যাঁহারা ছিলেন, সকলেই মুখ তাকাতাকি করিতে লাগিলেন। একদিকে তাঁহাদের মুখ, আরদিকে সন্ন্যাসীর সেই দিব্য মূর্ত্তি, নটনারায়ণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন।

সন্ন্যাসী বলিলেন, "নরনারায়ণ! অন্নে রুচি হয় কি?" নরনারায়ণের যেন আর কোন অসুখ নাই, ক্ষুধাও অতিশয়, অন্নের নামে তিনি উঠিয়া বসিলেন। তখন সন্ন্যাসীর আগ্রহে অন্ন আসিল, নরনারায়ণ সে গুলি সহজ ভাবে গ্রাস করিলেন।"

আহারান্তে নরনারায়ণ শয্যায় বসিলে সন্ন্যাসী অকস্মাৎ সমস্ত কমণ্ডলুর জল তাঁহার মস্তকে ঢালিয়া দিলেন। অমনি নটনারায়ণ তাড়াতাড়ি সন্ন্যাসীর হস্ত ধরিলেন—বলিলেন, "যদি বাঁচাইলেন—তবে মারেন কেন? স্নানের ত এ সময় নহে।

সন্ন্যাসী একবার তাঁহার প্রতি তীব্র দৃষ্টি করিলেন। পরে আবার হাসিয়া বলিলেন, "সংসারি! স্থির হও। তোমরা সংসারে কোন্ শক্তিতে চালিত হইতেছ তাহা জাননা, অথচ—জানার মত কথা কও, চল, বল, গর্ব্ব কর, ছি! যে জ্ঞানে তুমি জ্ঞানী, যদি সেই জ্ঞানই দিব্য হয়, তবে সন্তান মরিতে বসিয়াছিল কেন? অবশ্য আত্মার এ ভ্রম, সময় না হইলে বুঝিবার নহে—কি করিবে!"

কিন্তু জানিয়া রাখ, তোমাদের সংসার—আত্মার বাল্য-লীলার স্থান। তোমাদের সংসারে যেমন বালক, বাল্যে হাসে খেলে, বুঝে, গর্ব্ব করে, আবার—যৌবনে তাহার মর্ম্ম বুঝিয়া বাল্যভাব চিনিয়া সে ভ্রম দূর করে, —তেমনি বিরাট সংসারে—তোমাদের সংসার, আত্মার, বাল্য-প্রাঙ্গন। সময় হউক, জন্মের পর—জন্মে, আসক্তিক্ষয়ে বয়স বৃদ্ধি হউক, তখন বুঝিবে এ বাল্যলীলার—কেমন ভ্রম।

তুমিতোমার সংসারে বৃদ্ধ, কিন্তু বিরাট সংসারে—বালক। তোমার সন্তান তোমার সংসারে—বালক, কিন্তু বিরাট সংসারে দেখিতেছি সে যৌবনোন্মুখ। তুমি তাহা তোমার বাল্যচক্ষে দেখিয়াও দেখিতে পাও

নাই। যৌবন যেমন বাল্য-বন্ধন ছিঁড়িয়া বালককে সর্ব্বগতি করে, তেমনি আজ উহার প্রবৃত্তি-বন্ধন কাটিয়া দিয়া উহাকে নিবৃত্তি-মার্গে ফিরাইব। যাহা করি বা বলিয়া যাই, দেখিয়া লও—আর শুনিয়া লও।

নরনারায়ণ দেখিতে জীর্ণ বটে, কিন্তু যেন সুস্থের বল তাঁহার চক্ষে দেখা দিতেছিল। দেখিয়া শুনিয়া গৃহস্থ চমৎকৃত, বাক্যহীন।

তখন সন্ন্যাসী নরনারায়ণকে লইয়া একটু দূরে নির্জ্জনে গেলেন, এবং পরক্ষণেই আবার ফিরিয়া তাঁহাকে শয্যায় বসাইলেন। নটনারয়ণকে বলিলেন, "সংসারি! আর কিছু সাধ আছে?"

নটনারায়ণ আর কোন কথা কহিলেন না, বাক্যাতীত ভাবে ধীরে ধীরে নরনারায়ণ-সমীপে গিয়া তাঁহার হস্ত ধরিলেন। হস্ত কাঁপিতে লাগিল, কিন্তু—চক্ষে যে আর দেখিতে পান না—কি এক অন্তঃসলিলা বন্যা তাহার চক্ষুকে প্লাবিত করিল, তিনি যেন অন্ধ হইয়া নরনারায়ণ রূপ যষ্টি অবলম্বন করিলেন। তখন নরনারায়ণ যষ্টি-স্বরূপ হইয়া সন্ন্যাসী সমীপে নটনারায়ণকে উপস্থিত করাইলেন।

ধীরে ধীরে নটনারায়ণ, সন্ন্যাসীর হস্তে নরনারায়ণকে সমর্পণ করিয়া পদধূলি লইতে, চক্ষুজলে তাঁহার পদ সিক্ত করিয়া ফেলিলেন।

সন্ন্যাসী বলিলেন, "সংসারি! দান প্রতিগ্রহণ করা মায়ার কার্য্য। যে জাগরিত থাকিতে চেষ্টা করে, মায়া তাহাকে গ্রাস করিতে পারে না। যাহা দান করিলে, মায়া তাহাকে পুণগ্র্হণে সুহৃদের ন্যায় তোমায় পরামর্শ দিবে; কিন্তু—সাবধান, জাগরিত থাকিও, নচেৎ—হারাইবে। আমার ধন, আমি তোমার নিকট রাখিয়া চলিলাম;—দেখিয়া সুখী হইও, গ্রহণে—অগ্রসর হইও না।"

নরনারায়ণকে বলিলেন, "বৎস! বিষের বীজ তোমার হৃদয়ক্ষেত্রে রোপণ করিয়া গেলাম। তোমার মানসপ্রাঙ্গনের আগাছার জঙ্গল তোমার চক্ষুকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে; আর সে জঙ্গলের ফলে ভুলিয়া বর্ব্বর ভাবে দিন কাটাইতে হইবে না। বীজ অঙ্কুরিত হইয়া আগাছা ধ্বংশ

করিবে—তখন, সে দূরদৃষ্টিতে আমায় দেখিতে পাইবে; এখন আর আমায় দেখা পাইবে না।”

এই বলিয়া সন্ন্যাসী একবার সকলের প্রতি দৃষ্টি করিলেন। সে ঈক্ষণে যেন সকলেই মুগ্ধ হইয়া রহিলেন। সকলেই যেন নির্ব্বাক, নিস্পন্দ। তখন সন্ন্যাসী দ্রুতপদে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

পরক্ষণেই সকলের যেন চমক ভাঙ্গিল, কিন্তু আর সন্ন্যাসীর দর্শন মিলিল না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

শিক্ষা উপলক্ষে নরনারায়ণ ও ইন্দ্রনারায়ণকে প্রায় কলিকাতায় থাকিতে হয়। তবে নিকট, অধিক দূর নহে—সে জন্য মধ্যে মধ্যে বাটী আসিলে শিক্ষার কোন বিঘ্ন হয় না, তাই আসেন।

দিনের পর দিনে, বৎসরের পর বৎসরে, নরনারায়ণ আবার পূর্ব্ব সুস্থতা লাভ করিয়াছেন। কিন্তু শৈশবের সে ভাব আর ফিরিয়া পান নাই। পূর্ব্বে মধ্যে মধ্যে দেশে যাইবার জন্য কত ব্যস্ত হইতেন, গ্রাম্য বন্ধুদের সাক্ষাতে কত হৃষ্ট হইতেন, এখন যেন আর সে সকলে সে আগ্রহ নাই। পূর্ব্বে কত আশা কত ভরসা হৃদয়ে কত বল দিত, এখন তাহারা লজ্জায় যেন বলক্ষীণ—সে পূর্ণ মূর্ত্তি তাহাদের আর নাই।

নাই কেন? যৌবন উদ্যানে কত ফল ফুল, মাধুরী মাখিয়া দুলিয়া দুলিয়া, উদ্যান-স্বামীর আশা ভরসায় যে কত পুষ্টি সাধন করে। তবে তাহাদের এ ক্ষীণমূর্ত্তি কেন—আর লজ্জাই বা কি?

কেন—কে জানে। নরনারায়ণও তাহা জানেন না। তাঁহার যেন আর কিছুতেই আস্থা নাই। আহারে অনাস্থা, বিহারে অনাস্থা, বসন ভূষণে অনাস্থা, সুখ আহ্লাদে অনাস্থা—তবে, নরনারায়ণ চান কি? তাহা তিনিও জানেন না। এ বড় যন্ত্রনা। এ যন্ত্রনা, সংসারে অনেকে বুঝেন না—না বুঝিয়া—অনেকের এই দিব্যহৃদয়ে ব্যথা দেন।

যদি এতই অনাস্থা—তবে আবার তাহা গ্রহণ করেন কেন? আহার কেন, বসন কেন, সুখ আহ্লাদ কেন? যেমন সকলে, দেখিতে—তিনিওত তেমনি।

{ আস্বাদে অনাস্থা, কিন্তু ক্ষুধা আস্বাদ লইতে পীড়া দেয়। ক্ষুধায় অনাস্থা, কিন্তু সে স্বতঃই উদয় হয়। বসনে অনাস্থা, কিন্তু চর্ম্ম উষ্ণতা চায়, লজ্জা—আবরণ চায়। যাহা চায় তাহা না পাইলে মন অস্থির হয়; মন অস্থির হইলে, নরনারায়ণকেও অস্থির হইতে হয়, তাই নরনারায়ণকে লইতে হয়। কিন্তু মনের সে স্থিরতায় সুখ আছে—শান্তি নাই। নরনারায়ণ সুখ চাহেন না—শান্তি চান। কিন্তু মনের সে অস্থিরতায় সুখও মিলে না—শান্তিও মিলে না, তাই—নরনারায়ণকে শান্তির অভাবে সুখের মুখ তাকাইতে হয়। নহিলে, জীবন রক্ষা হয় না; না হইলে—শান্তির অনুসন্ধান করে কে। তাই সে মায়াগত আশা ভরসা তাহাদের ভাবে আর পুষ্ট হইতে পায় না, ক্ষীণ—অতি ক্ষীণ চিত্তধর্ম্মে আছে মাত্র, কিন্তু সে ভাবে তাহারা মুখ দেখাইতে যেন লজ্জিত—ভীত। }

এই রূপে দিন কাটিতে লাগিল। আর তিনি বিদ্যালয়ের পাঠে মন নিবেশ করিতে পারেন না। কনিষ্ঠ ইন্দ্রনারায়ণ অনেক নিম্নে থাকিয়াও শেষে, নরনারায়ণের সহপাঠী হইলেন।

ক্রমে ইন্দ্রনারায়ণ উচ্চশিক্ষায় প্রবেশ করিলেন। কিন্তু, নরনারায়ণ সে উচ্চ শিক্ষায় বিরক্ত, তিনি বিদ্যালয়ের পাঠ বন্ধ করিলেন। গৃহে বসিয়া জনৈক উচ্চ শিক্ষিত পণ্ডিতের নিকট, শাস্ত্র পাঠ আরম্ভ করিলেন।

নটনারায়ণ, নরনারায়ণের ভাবে চঞ্চল হইয়াও সন্ন্যাসীর বাক্য-স্মরণে স্থির রহিলেন। কিন্তু চঞ্চলা বড়ই চঞ্চলা হইলেন। তিনি যাহাতে সন্তান সন্ন্যাসী না হন—গৃহবাসী হন, এজন্য নটনারায়ণকে নরনারায়ণের বিবাহের উদ্যোগ করিতে বলিলেন।

সে কথায় নটনারায়ণ হাসিলেন—বলিলেন, "চঞ্চলা! নামে গুণে এক হইলে সকল সময়ে চলেনা; সন্ন্যাসীর কথা মনে পড়ে কি?"

চঞ্চলা বলিলেন, "তিনি সাধু, দেবতা। দেবতা কি তোমার সত্ত্ব লইতে আসিবেন? ও সব কথা মনে করিলে কি সংসার চলে?"

এইরূপে উভয়ে উভয় দিকে। নটনারায়ণ দেখিলেন, ইহাতে সংসারে বড়ই অশান্তির উদয় হয়। বিশেষ চঞ্চলা যাহা বলেন, তাহা সংসারের কথা। সংসারী হইয়া সংসারের কথা তুচ্ছ করা উচিত নহে। তিনি সে জন্য নিজে উদাসীন থাকিয়া, গৃহিণীর কথায় আর আপত্তি করেন না।

এক দিন নরনারায়ণকে ডাকিয়া বলিলেন—"দেখ, তোমার মাতা তোমার বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন। সংসারে সংসার-ধর্ম্মের জন্য অর্থের আবশ্যক, তুমি কিন্তু সে বিষয়ে দৃষ্টি কর না। বিদ্যাভ্যাস যাহা করিলে, তাহাতে যে ধন উপার্জ্জন হইবে না—তাহা নহে, তবে উচ্চ-শিক্ষায় আরও সুন্দর হইত।"

নরনারায়ণ বলিলেন, "উচ্চ শিক্ষা আবশ্যক বটে, কিন্তু যে শিক্ষায় মনের উন্নতি ও আত্মার উন্নতি হয়—তাহাই উচ্চ শিক্ষা। সাধারণ উচ্চ শিক্ষায় তাহা হয় কই? উচ্চশিক্ষিতেরা নিম্ন শিক্ষায় যাহা শিখে, তাহা হৃদয়ে বদ্ধমূল করিতে পারে না কেন? "মিথ্যা কহিও না" "কাহাকেও কষ্ট দিও না" "ধর্ম্মে মতি রাখিও" কণ্ঠস্থত সকলের—কিন্তু, তাহা কার্য্যে ঘটে না কেন? যদি সাধারণ উচ্চশিক্ষায় এ জ্ঞান বদ্ধ-মূলই না হইল, স্বভাব পরিবর্ত্তনই না হইল—তবে, তাহাকে উচ্চশিক্ষা বলিবার প্রয়োজন কি?"

নট। তোমার না হয়—হয় নাই, অনেকেরত হয়—তবে, শিক্ষার দোষ কি?

নর। কাহার হয়? হইলে—এরূপ সংসার হইত কি? যাহার হয়—সে—এ উচ্চশিক্ষা ফেলিয়া দেয়—তাই, সাধারণ তাহাকে মূর্খ বলে—বোকা বলে। কারণ, আজ কালকার উচ্চশিক্ষার সে হৃদয়দোষ অপনোদনের ক্ষমতা নাই। এ উচ্চশিক্ষায় অন্য গুণ লাভ হউক—আর নাই হউক, আত্মগোপনের বিশেষ শিক্ষা হয়।

নট। তবে কি এ উচ্চশিক্ষায় লোক অধোগামী হয়?

নর। সংসার-ধর্ম্মে উন্নত হয় বটে—কিন্তু, আত্ম-ধর্ম্মে উন্নত হয় না।

নট। সংসার-ধর্ম্ম কি লক্ষ্যের নহে—ত্যাগের?

নর। যে সংসারে মনের উন্নতি ও আত্মার উন্নতি—তাহাই আদরের; তাহাতে শান্তি আছে। নচেৎ, সুখের পর দুঃখ—দুঃখের পর সুখ অপরিহার্য্য। ইহাই যদি জন্মের—মনুষ্যত্বের উদ্দেশ্য হয়—তবে, জন্ম বৃথা। কারণ, না জন্মিলে এ ভোগের আবশ্যক হইত না।

নট। বৃথা কেন? সুখ ভোগে কাহার না ইচ্ছা হয়? সুখ ভোগই উদ্দেশ্য।

নর। নির্ম্মল সুখ কাহার ভাগ্যে ঘটে? যে সুখ নির্ম্মল, ঝটিকা শূন্য—তাহাই শান্তি। তাই শান্তি নিত্য, কিন্তু সুখ বিঘ্ন বাধায় অনিত্য। এমন অনিত্যে যাহার শান্তি, সে মনুষ্যকুলের—গর্দ্দভ।

নট। তুমি যাহাকে উচ্চশিক্ষা বল, তাহাতেই বা সে শান্তি কই? আমরাও ত তাহা পাঠ করিয়াছি।

নর। শাস্ত্র, নিম্নশিক্ষা হৃদয়ে বদ্ধমূল করিতে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা দিয়াছেন। যিনি সে অনুষ্ঠানে ব্রতী, তিনি সে অনুষ্ঠানে হৃদয় নির্ম্মল করিয়া শাস্ত্রের উচ্চশিক্ষায় হৃদয় গঠিত করেন। যিনি কেবল পাঠক, তাঁহার উন্নতির তিনিই শত্রু—শাস্ত্রের দোষ কি?

নট। এ উচ্চশিক্ষাও তাহাই মনে কর না!

নর। মনে করিলে কি হইবে? ইহাতে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা কই? কেবল বাক্যে যদি হইত—তবে, সংসার এরূপ হইত কি? এ উচ্চ শিক্ষায় সে দৃষ্টি ফুটে কই? যদি ফুটিত—তবে, সংসার এত নামে মত্ত কেন? মনের বা আত্মার উন্নতি দেখিয়া সংসার চালাইতে শিখে না কেন?

নটনারায়ণ আর কোন কথা কহিলেন না। ইন্দ্রনারায়ণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শুনিতেছিলেন—ভাবিতেছিলেন, মুখের নানা দোষ। এ সকল কি—কথা? ইহারত কোন অর্থই নাই, প্রয়োজনও নাই। এত বড় বড় লোক রহিয়াছেন, কেহই কিছু বুঝেন না, এ কি—কথা? অত শত ত বুঝিনা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বিবাহে, নটনারায়ণের আপত্তি না থাকিলেও উদ্যোগ নাই। কিন্তু গৃহিনী—চঞ্চলার—উদ্যোগে দেখা শুনা চলিতেছে।

এ দিকে, নরনারায়ণ বিবাহ করিতে চাহেন না। তাহাতে চঞ্চলার আরও উদ্বেগ বাড়িয়াছে। যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র কার্য্য সমাধা হয়, তাহাই তাঁহার ইচ্ছা।

চঞ্চলা, নরনারায়ণকে বলিলেন, "বাবা! আমাদের কথা অগ্রাহ্য করিতে নাই, তুমিত—কুপুত্র নও।"

নরনারায়ণ বলিলেন, "এখন আমার বিবাহে ইচ্ছা নাই।"

চঞ্চলা। আর ত তুমি ছেলে মানুষটা নও। ২২।২৩ বৎসরের হইলে। বাবা! তুমি যে সন্ন্যাসী হইয়া পথে পথে বেড়াইবে, তাহাত আমি দেখিতে পারিব না। আমাদের কাঁদান কি তোমার উচিত? এই কি তোমার ধর্ম্ম?

নর। মা! তুমি না বুঝিলে, আমি কি বলিব।

চঞ্চলা। আমাকে কে দোষ দিবে বল? আমিত মন্দ কায করিনা। এত দিন বিবাহ দেওয়া উচিত ছিল—তা, তোমার পিতাই দেরি করিয়া ফেলিলেন। তা'তে কি আর রাগ করিতে হয়? ছি বাবা! তোমারত বুদ্ধি হইয়াছে।

নর। কেন মা—এরূপ বলিতেছ? ইহাতেই আমার সংসার ভাল লাগে না। এমন সংসারে আমার কায নাই।

চঞ্চলা। কেন? আমায় কে মন্দ বলিবে, আমি মন্দ কায করিলে ত দোষ দিবে? আমাদের ভাল না লাগে, বউ লইয়া থাকিও। আমাদের কাযত আমাদের করিতে হইবে। তোমরা ভাল থাকিলেই আমাদের ভাল।

চঞ্চলা কাঁদিতে লাগিলেন। নরনারায়ণ মাতার ভাবে বড়ই দুঃখিত হইলেন—কিন্তু, সে ভাব অপনয়নের কোন উপায় দেখিলেন না। মনে মনে বলিলেন, মা! যে ভাবে তুমি বৃদ্ধ—সে ভাব, তোমাতে পূর্ণমূর্ত্তি। যদি তাহার উচ্ছেদে চেষ্টিত হই; তাহা হইলে তুমি ধারণ করিতে পারিবে না;

আর তাহা আমার দ্বারা সংশোধিত হইবার নহে। মানুষ নিম্নমুখী হইয়া ঊর্দ্ধভাব ধরিতে পারে না। লোকে দেখিতে শুনিতেও তাহা ভাল হয় না। যদি কেহ তাহা ধরিতে পারে—সে জ্ঞানের কৃপা, কিন্তু তোমাতে তাহা কই?

নরনারায়ণ বলিলেন, "মা! কাঁদিতেছ কেন? যে—যেরূপ, মা'র উচিত সে সন্তানকে, সেইরূপে মানুষ করা। মা ছেলের এইরূপ মুখ তাকাইয়া কার্য্য করেন বলিয়া—মা শব্দ এত গুরু।"

চঞ্চলা। তোমাকে কি দুঃখ দিয়াছি বাবা? যাহাতে তুমি দুঃখ না পাও—সংসারী হও, তাইত আমাদের ইচ্ছা। তোমার কিসের দুঃখ? খাও দাও, খেলিয়ে বেড়াও, সংসার ধর্ম্ম কর, আমরা নাতি নাতিনী লইয়া শেষ কয়টা দিন সুখী হই।

নরনারায়ণ আর কোন উত্তর করিলেন না। অন্য কথায় মাতাকে শান্তনা করিলেন। তখন গৃহিণী চলিয়া গেলেন।

নরনারায়ণ ভাবিতে লাগিলেন, সংসারে কি সেরূপ মা—আর নাই! যাঁহার হাতে সন্তান মানুষ হইয়া, এ সংসার ভ্রম বুঝিয়া, সত্যসংসারী হয়। যে সংসারে মানুষ হইয়া জনক রাজা—রাজা হইয়াও ঋষি?

নটনারায়ণ সন্ন্যাসীর কথায় বিবাহে উদাসীন থাকিলেও, যে সংসারে তিনি সংসারী, তাহাতে সে উদাসীনতার বল রক্ষা করা, বড় সহজ নহে। সে জন্য মধ্যে মধ্যে তাঁহার সে ভাবের, অনেকটা পরিবর্ত্তনও ঘটে। বিশেষ, পাড়াপ্রতিবাসী—চঞ্চলা ও তারা তাঁহার প্রতিকূলে, দণ্ডায়মান। তিনি কোন দিকেই কুল পান না, সংসারে শান্তিও রক্ষা হয় না।

নটনারায়ণ একদিন নরনারায়ণকে বলিলেন, "শুনিতে পাই তুমি বিবাহ করিবে না। বিবাহ না করিলেই—কি, আত্মার উন্নতি হয়, নচেৎ হয় না? জনক রাজা ত ঋষি—রাজা, তিনিও ত বিবাহ করিয়াছিলেন।"

নরনারায়ণ বলিলেন—"কথা সত্য। বিবাহ ভাল কি মন্দ তাহা পরে বুঝিব—এখন, আমার পক্ষে ভাল কি মন্দ, তাহা না বুঝিয়া আমি বিবাহ করিব না। যাহার শক্তি আছে, সে স্বশক্তির দ্বারা অন্যশক্তি দমন

করিতে পারে—কিন্তু, যে স্বশক্তিতে ক্ষীণ, সে অন্য শক্তিতে হীন হইয়া পড়ে।"

নট। যদি অন্য শক্তি উচ্চ অঙ্গের হয়, তাহাতে ক্ষতি কি? সেত প্রার্থনীয়।

নর। প্রার্থনীয় বটে—কিন্তু, তাহা ভাগ্যের অপেক্ষা করে। এ সংসারে কাহার—স্ত্রীর জন্য সত্য বৈরাগ্যের উদয় হয়?

নট। এত বৈরাগ্য তাকাইয়া কি সংসার হয়?

নর। সংসারে শাস্ত্রানুষ্ঠান থাকিলেই—সংসার-ধর্ম্মও হয়, বৈরাগ্যও আপনি উদয় হয়।

নট। এ জ্ঞান যাঁহার নিকট পাইয়াছ—তবে, তাঁহার বৈরাগ্য হয় নাই কেন? আমিত জানি—তিনি অনুষ্ঠানী। যদি অনুষ্ঠানেই হয়—তবে, আমাদেরও হয় নাই কেন?

নর। কেবল অনুষ্ঠানে হয় না—সেই রূপ মনের যোগ চাই।

নট। আমরা কি মন দিয়া করি না?

নর। করেন। যাহার জন্য মন দেন, তাহার লাভও হয়। ব্রাহ্মণ, পূজায় মন দিলে—পূজা হয়, নৈবেদ্যে মন দিলে—নৈবেদ্য লাভ করেন। ফল দেখিয়া কর্ম্ম বুঝা যায়, কর্ম্মের ফল অবশ্যম্ভাবী।

নট। তুমি বালক। যাহা বলিতেছ সত্য—কিন্তু, সংসারে নৈবেদ্যও প্রয়োজন।

নর। নৈবেদ্য প্রয়োজন বটে—কিন্তু, অগ্রে ইষ্টদেবের সন্তুষ্টি প্রয়োজন। অনেকে কিন্তু, তাহা দেখিতে চাহেন না—তাই, বৈরাগ্যের উদয় হয় না। এমন সংসারে প্রয়োজন নাই। আমার উপর বিরক্ত হইবেন না, এই জন্যই আমার মনে হয়—আমার পক্ষে বিবাহ মন্দ।

নট। কিছুমাত্র বিরক্ত হই নাই—কিন্তু, তুমি নির্জ্জনে বসিয়া বসিয়া এরূপ ভাবিলে—যে, পাগল হইবে?

নর। আমি ইচ্ছা করিয়া নির্জ্জনে বসিয়া থাকি না। কাহারও সহিত আমার মিশিতে ভাল লাগে না।

নট। কেন?

নর। তাঁহারা যাহা ভাল বাসেন, আমার তাহা ভাললাগেনা। তাস খেলায়, দাবা খেলায় আমার তৃপ্তি নাই।

নট। তাই কি সকলে খেলে?

নর। যিনি না খেলেন, তাঁহার হয়ত টাকা কড়ির কথা বা বৃথা গল্পে আমোদ—আমার তাহা ভাল লাগেনা।

নট। তা ছাড়া কি—কেহ, আর কিছু করে না?

নর। তা ছাড়া—আজ কালকার রাজনীতি, সমাজনীতি আর ধর্ম্ম নীতি।

নট। তাহার কি প্রয়োজন নাই?

নর। আছে—কিন্তু, ধর্ম্ম ভিন্ন রাজনীতি, সমাজনীতি শোভা পায় না। আমার—ধর্ম্ম কি, তাহাই জ্ঞান হইল না—তবে, উহাতে আনন্দ হইবে কিরূপে?

নট। কেন? ধর্ম্মনীতিও ত আলোচনা হয়—বলিতেছ।

নর। ধর্ম্ম কি—তাহা, কেহ দেখিতে চাহেনা, জানিতে চেষ্টাও করে না—কিন্তু, তাহার নীতি জানিতে বকাবকি করে, আমার সে বকাবকি ভাল লাগে না।

নট। ধর্ম্ম নীতি শিক্ষা ভিন্ন—কি, ধর্ম্ম লাভ হয়?

নর। যে নীতি পালনে যে ধর্ম্মের উদয় হয়—তাহাই তাহার ধর্ম্ম-নীতি। যে নীতি যেরূপ—মন, সে নীতি পালনে সেইরূপ ধর্ম্মে ধর্ম্মী হয়। কর্ম্মী—মন, অদ্যকার উচ্চশিক্ষায় যে রূপ, তাহার সেই রূপ ধর্ম্মাকাঙ্খা এবং তাহার নীতিও সেই রূপ। সেই জন্যইত আজকাল বিদ্যা—মুখে, অন্তরেনাই? সেই জন্যইত আজকাল ধর্ম্ম নীতি—বচনে, অনুষ্ঠানে অধর্ম্ম!

নটনারায়ণ বলিলেন, "বাবা! আমি তোমার অন্তর দেখিবার জন্য এতক্ষণ অপেক্ষা করিতে ছিলাম। তোমার মত সন্তান লাভ, লোকের ভাগ্য। কিন্তু সংসারে জন্মিয়া সংসারী না হইলে—এ ভাব, স্থির রাখিতে পারিবে না। তখন তুমি অন্ধ হইয়া এ ভাব হারাইবে। যদি তুমি ভাল বুঝ, এভাব স্থির রাখিতে বিবাহ কর। সংসার নানা বিঘ্নময়, যৌবনের কর্ষণ অতিক্রম করা যেরূপ সহজ মনে করিতেছ—সেরূপ নহে।"

নরনারায়ণ মনে মনে বলিলেন, পিতঃ! পিতা আহার দিয়া, বসন দিয়া, বিদ্যা দিয়া, বিবাহ দিয়া সন্তানকে কত সুখে সুখী করেন; কিন্তু আমায় শান্ত করিতে, যৌবনের এ কর্ষণ শক্তি অতিক্রম করাইতে, এ ছাড়া কি তোমাদের—আর কিছু নাই!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পার্শ্ব গ্রাম হইতে কণ্যাপক্ষেরা আজ নরনারায়ণকে দেখিতে আসিবেন। নটনারায়ণ নিজে পাত্রী দেখিয়া মনস্থ করিয়াছেন, এখন তাঁহাদের মনস্থ হইলেই কার্য্য সমাধা হয়। প্রতিবাসী দুই একজন আসর সাজাইয়া বসিয়া আছেন।

কিন্তু এ আনন্দের দিনে নরনারায়ণ যেন ভীত—লজ্জিত। আনন্দত নাই, তদ্‌পরিবর্ত্তে তাঁহার হৃদয়ে এ ভীতির সঞ্চার কেন? হয়ত বা পরীক্ষার জন্য, না—তাহা নহে।

তিনি ভাবিতেছেন—সংসার সমুদ্র বিশেষ, এ সমুদ্রের তীর আছে—কিন্তু, যদি তরঙ্গে তীরাভিমুখী না হইয়া গর্ভোন্মুখী হই, তাহা হইলে উপায়? যাঁহারা সুহৃদ—হিতাকাঙ্খী, তাঁহারাই যখন আমার প্রাণের ব্যথা না বুঝিয়া আমায় সেই সমুদ্রে নিক্ষেপ করিতে ক্ষিপ্রহস্ত; তাঁহারাই যখন সংসারের এ তরঙ্গে বার বার বিক্ষিপ্ত চিত্ত হইয়াও, এ সুখ দুঃখে বিতরাগী নহেন—তখন, তাঁহাদের আর ভরসা কি?

জন্মিলেই মরণ—এ নিশ্চয়। যদি নিশ্চয়—তবে, এ আনন্দ কেন? এই কয় দিনের সুখ দুঃখ ভোগই কি জন্মের উদ্দেশ্য? যদি তাহাই হয়—তবে, বৃথা জন্ম। এই সংসারে কত লোক জন্মিয়াছে, কত লোক মরিয়াছে; যাহারা মরিয়াছে, তাহাদের এ জগতের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই। যদি ইহাই জন্মের উদ্দেশ্য হয়—তবে, তাহাদের জন্ম বৃথা। আর যদি কোন উদ্দেশ্য থাকে, তবে এ সংসার সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য; সাধনে যাহা লাভ, সেই ধনে তাহারা ধনী হইয়া এ সংসার ছাড়িয়াছেন। এ সংসারে

কোন সম্বন্ধ না থাকিলেও সে সংসারে তাঁহারা শান্ত। কিন্তু, সে শান্তি ত কেহ চাহে না, অনুসন্ধান করে না। কেন—কে জানে?

পাছে তিনি সংসারের এ সুখ আনন্দে সে স্মরণ ভুলিয়া যান, ইহাই তাঁহার—ভয়। আর সংসারের এ সুখ বিলাসে তিনি যে অনুপযুক্ত, ইহাই তাঁহার—লজ্জা।

যথা সময়ে কণ্যাপক্ষ দেখিতে আসিলেন। নটনারায়ণ, ইন্দ্রনারায়ণকে ডাকিয়া বলিলেন, "নরনারায়ণকে এক খানা পরিস্কার কাপড় পরিয়া এই খানে আসিতে বল।"

ইন্দ্রনারায়ণ, নরনারায়ণকে পিতার কথা জানাইলেন। নরনারায়ণ যেন শুনিয়াও শুনিলেন না।

ইন্দ্রনারায়ণ বলিলেন, "তবে বাবাকে কি বলিব?"

নরনারায়ণ বলিলেন,—"ভাই বস, আমি গিয়া কি করিব? বিবাহে আমার ইচ্ছা নাই—তাহাত জান।"

ইন্দ্র। বাবাকে তাহাই বলিবে।

নর। বার বার উত্তরে কথা কাটাকাটি ভাল নহে। আমি যাইব না।

ইন্দ্র। বাবার কথা অমান্য করিবে?

নর। একটা কথার অমান্যে, যদি দশটা কথার মান্য রাখিতে পারি, তাই যাইব না—বিবাহ করিব না।

ইন্দ্র। তোমার ওকথা কেহ বুঝিতে পারে না। সকলেইত বিবাহ করে। বিবাহ করিলেই কি বাপ মার কথার মান্য রাখা হয় না। অত শত বুঝি না।

নর। বিবাহত সুখের জন্য, যদি আমার তাহাতে সুখ না হয়?

ইন্দ্র। তোমার মতেত সুখ কিছুতেই নাই, সে কথা কে বুঝিবে? সংসারে কি সকলেই দুঃখি! এত ভাবিয়া কেহ বিবাহ করে না।

নর। করে নাত—জানি। কিন্তু তাহাতে কি লাভ, ভাবিয়া দেখিয়াছ কি?

ইন্দ্র। অত ভাবিতে গেলে সব ছাড়িয়া দিতে হয়। সব ছাড়িলেই—কি, যত সুখ হয়? না—তাহাতে কেহ সুখী হইয়াছে?

নর। সব ছাড়িতে বলা—আমার উদ্দেশ্য নহে। মানুষ সব ছাড়িয়া দাঁড়াইতে পারে না, এক ছাড়ে—এক লয়। যাহা লইলে বা যাহা ছাড়িলে মানুষ, মানুষ হয়—মানুষের তাহাই উচিত।

ইন্দ্র। এ আবার কি কথা? মানুষত তাহাই করে—তাহার জন্য আবার এত ভাবনা কেন?

নর। যদি তাহাই করে—তবে, সংসারে শান্তি নাই কেন?

ইন্দ্র। এত শান্তি কেহ খুঁজিয়া বেড়ায় না। যেমন করিতে হয়, সকলেই তেমনি করে। শান্তির জন্য কত উপায়, কত চেষ্টা সংসারে নিত্য হইতেছে। পুলিশ আদালত ত আছেই, এ ছাড়া হাঁসপাতাল, রেল, জাহাজ, তারের সংবাদ, দিন দিন সংসারের কত উন্নতি হইতেছে। কেবল মানুষের জন্য কি? পশুদের কষ্ট নিবারণের জন্যও কত উপায় হইতেছে।

নর। হইতেছে বটে—কিন্তু, দিন দিন দুঃখের ভাগ কমিতেছে না বাড়িতেছে? যদি কমিত—তবে, এ সকল উন্নতির এত প্রয়োজন হইত না।

ইন্দ্র। এত বড় একটা পৃথিবীতে সেটা কি সহজ কথা? কতকগুলি লোক আছেন, তাঁহারা মন্দটাই দেখেন, ভাল দেখিতে পান না বা দেখিবার শক্তি—তাঁহাদের নাই। যাঁহারা সংসারের শিক্ষিত, তাঁহারা সে কথায় কান দেন না।

নর। তোমারও না দিলেই হয়। দাও ভাল, না দাও—সেও ভাল। আমরা শান্তির জন্য কান দিই, তোমরা শান্তিতে—কান দাও না। শান্তির জন্য কথা। যদি সেই শান্তি পাইয়া থাক সুখের বিষয়, আমরা সে শান্তি ভঙ্গ করিতে যাইব কেন? তবে তোমাদের ভাবে অশান্তি দেখা যায়, তাই বলিতে হয়—নচেৎ, অশান্তিতে আমরা আর কি বলিব?

ইন্দ্র। কে জানে, অতশত বুঝি না।

ইন্দ্রনারায়ণের আর ভাল লাগিল না। তিনি উঠিলেন—বলিলেন, "তবে তুমি ওই ভাব, আমি বাবাকে ওই কথা বলি

যাইতে উদ্যত, তখন নরনারায়ণ বলিলেন, "না—না কিছু বলিতে হইবে না। আমি যাইতেছি। আমার কাপড় বড় ময়লা, তোমার একখানা কাপড় দাও দেখি।"

ইন্দ্র। তোমার কাপড় নাই অনেক দিন তোমায় বলি। কিন্তু তুমি কিনিবে না। তোমার ভালর জন্যই বলি, আমার কথায় রাগ করিও না, এই দেখ দরকার ত হয়?

নর। কলিকাতা ছাড়িয়াছি, বাটী হইতে বাহির প্রায় হই না, সে জন্য কাপড় আমার প্রায়ই দরকার হয় না।

তখন বিরক্ত হইয়া ইন্দ্রনারায়ণ কাপড় আনিতে গেলেন। আসিয়া আর নরনারায়ণকে দেখিতে পাইলেন না। ভাবিলেন, হয় ত সেই ময়লা কাপড়েই বাহিরে গিয়াছেন, ছি! ছি! লোকে বলিবে কি? বলিলেও বুঝিবেন না—বুঝিতে চেষ্টাও করিবেন না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ইন্দ্রনারায়ণ বাহিরে আসিয়া নরনারায়ণকে দেখিতে পাইলেন না। সকলেই নরনারায়ণের অপেক্ষা করিতে ছিলেন। নটনারায়ণ বলিলেন, "কই—নরনারায়ণকে আসিতে বলিলে না?"

ইন্দ্র। তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছি না, বোধ হয় বাড়ীতে নাই।

নটনারায়ণ যে ভয় করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহা স্বচক্ষে দেখিলেন। ভিতরে গিয়া অনুসন্ধানেও কোন ফল হইল না। নরনারায়ণ সত্যই বাড়ীতে নাই। ইন্দ্রনারায়ণ তখন যাহা যাহা ঘটিয়াছিল সমস্ত বলিলেন।

নটনারায়ণ, চঞ্চলাকে বলিলেন, "গৃহিণী! আমায় এরূপে অপমান করায় তোমার কি লাভ? এখন বল দেখি ভদ্র লোকদের কি জবাব দিই?"

চঞ্চলা এ ঘর ও ঘর খুঁজিতে লাগিলেন—বলিলেন, "তবে পাড়ায় কোথায় আছে—দেখ।" ইন্দ্রনারায়ণ পাড়ায় অনুসন্ধানে গেলেন।

নট। না—গৃহিনী, সে পাড়ায় নাই। তাহাকে এখন খুঁজিয়া

পাইবে না। যদি তাহার এতই অনিচ্ছা—তবে কেন, তাহাকে এ বন্ধনে বাঁধা ? বাঁধিতে গেলেই কি বাঁধিতে পারিবে ? তুমি আমার কথা শুননা। আমি একবার তোমার মুখ তাকাইয়া—সংসার তাকাইয়া যে কার্য্য করি ; আবার—তাহার মুখ তাকাইয়া তাহা ভুলিয়া যাই—সন্ন্যাসীর কথা মনে পড়ে—কিন্তু, তুমি তাহা বুঝ না। ফল কেবল অশান্তি। বল দেখি এখন কি উত্তর দিব ?

গতিক বুঝিয়া কন্যাপক্ষেরা চলিয়া গেলেন। নটনারায়ণ তাহাতে বড় লজ্জিত হইলেন।

ইন্দ্রনারায়ণ, প্রতিবাসী দেবেন্দ্রের সহিত বাটী ফিরিলেন। দেবেন্দ্র নরনারায়ণকে বড় ভাল বাসেন, সমবয়স্ক।

দেবেন্দ্র সমস্ত শুনিয়া, প্রতিবাসী আর দুই চারি জন সঙ্গে, অনুসন্ধানে বাহির হইলেন। ইন্দ্রনারায়ণও সেই সঙ্গ নিলেন। ক্রমে রাত্রি অধিক হইতে লাগিল, গৃহিণী ও তারা ব্যস্ত হইতে লাগিলেন। কিন্তু, নটনারায়ণ স্থির ভাবে বলিতেছেন—"ভয় নাই। আজ রাত্রে হউক বা কাল প্রাতে হউক, সে আসিবে—ভয় নাই।"

গৃহিণী ও তারা ক্রমে অর্দ্ধমাত্রায়, শেষে পূর্ণমাত্রায় ক্রন্দন আরম্ভ করিলেন। সে ক্রন্দন নিবারণের জন্য অনেক সুহৃদও স্থান অধিকার করিয়া বসিলেন।

এক একবার নটনারায়ণ বিরক্ত হইয়া বলিতেছেন, "এই জন্যই সে এ সংসার ভাল বাসে না। যাহার জন্য এত কান্না—তবে, তাহার হৃদয় বুঝ না কেন ? নিজের সুখে মত্ত হইয়া তাহার দুঃখ বুঝ না কেন ? সেত মদ, গাঁজা, বেশ্যা চাহে না—যে, তাহাকে উপদেশ দিয়া সৎপথে আনিবে। সে যাহা বলে যদি তাহা শুন—তবে, তোমরাই তোমাদের দোষ দেখিতে পাও। তাহার দোষ—কি দেখাইতেছ ? তোমার ইচ্ছায় যদি তাহার ইচ্ছা না হয়—এত জোর কেন ? সে—দোষী, না—তোমরাই দোষী ? তবে তোমাদের ইচ্ছায় তাহার ইচ্ছা দেখিতে চাও কেন ? এইত সংসার—এইত সংসার-সুখ ! আর সে সুখে তাহাকে সুখী করিতে হইবে না।"

প্রথমে ইন্দ্রনারায়ণ ফিরিলেন। নটনারায়ণ বলিলেন, "খুঁজিয়া

পাইলে না—বুঝিয়াছি, কিন্তু তুমি—ভাই, বাটী আসিলে, যাহারা প্রতিবাসী তাহারা এখনও খুঁজিতেছে।”

ইন্দ্র। অনর্থক রাস্তায় রাস্তায় খুঁজিয়া বেড়াইলে কি হইবে? তাঁহার এ বুদ্ধি নাই যে আপনারা ভাবিতেছেন?

নটনারায়ণ আর কোন উত্তর করিলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে দেবেন্দ্র ও অন্যান্য প্রতিবাসীরাও ফিরিলেন, কিন্তু কোন অনুসন্ধান হইল না। তখন সকলেই বহির্ব্বাটীতে আসিয়া বসিলেন।

নট। যেখানেই থাক, আমার বোধ এই রাত্রেই, না হয় কাল প্রাতে আসিবে।

দেবেন্দ্র। কিরূপে বুঝিতেছেন?

নট। বিবাহের জন্য তাহাকে বড়ই ব্যস্ত করা হইয়াছে, সেই জন্যই সে অদ্য বাড়ী ছাড়িয়াছে। নচেৎ অন্য কিছু নহে।

দেবেন্দ্র। আমাদের ত ভয় হয়, তাহার ভাবত জানেন?

নট। ভাব বটে, কিন্তু সে বড় সহজ ভাবিও না। সন্ন্যাসী হইলেই হয় না। যিনি ছেলেখেলা মনে করেন, তাঁহার জন্য ভাবনা নাই, তাঁহাকে ফিরিতেই হয়, তবে আজ আর কাল—এই প্রভেদ। আর যিনি, সত্য সত্য সেরূপ হৃদয় গঠিত করেন, তাঁহাকে কাহার সাধ্য ধরিয়া রাখে—কিন্তু, নরনারায়ণের তাহা কই?

দেবেন্দ্র। বলিতে পারি না—তবে, সেইরূপই বোধ হয়।

নট। সেই ভাবের বটে, কিন্তু এখনও তাহা নহে। দেখ—আমি যাহা বলিতেছি—তাহা ঠিক কি—না। তোমরা লেখা পড়া শিখিয়াছ, উচ্চশিক্ষা ধরিয়াছ, যদি এই সকলই না দেখিতে শিখিবে—তবে, তোতা-পাখী হইলে—আর নাই হইলে, সংসারের তাহাতে লাভ কি?

ইন্দ্রনারায়ণের আর সহ্য হইল না—বলিলেন, “অত দেখিবার আবশ্যক নাই। কে এই সব খুঁজিয়া খুঁজিয়া দেখিয়া বেড়াইতেছে? কি দরকার? দেখিবার শিখিবার কত কি রহিয়াছে।”

নট। আছে বটে, কিন্তু তোমার জন্য নহে। মানুষ একরূপ নহে। হাত পা থাকিলেই মানুষ হয় না।

নটনারায়ণ আর দাঁড়াইলেন না, ভিতরে গেলেন। দেবেন্দ্র ইন্দ্রনারায়ণকে বলিলেন,"তোমরা ইংরাজি শিখিয়াছ, লোকে তোমাদের শিক্ষিত বলিয়া মান্য করে; তোমরাও নানা বিদ্যার কথা তোলাপাড়া কর, কিন্তু কাহার সহিত কিরূপে কথা কহিতে হয় বা কোন কথা কে—কি ভাবে বলে, তাহা বুঝ না কেন? এ বড় লজ্জার কথা!

ইন্দ্র। তুমি যে দাদার মত বাক্য শিখিয়াছ? তা—শিখিবে না কেন, লেখা পড়া ত সেই টোলে—সহর দেখিলে না, একবার সহর দেখ ত বুঝিতে পার, তাহাদের দেখিবার শক্তি কত।

দে। যে যেমন সে বুঝে তেমন। কি বলিলাম—কি বুঝিলে। তুমি সহরে থাক বলিয়া দেশে আসিয়া আমাদের সহিত মিশ না, কথার ভাবে দেখিতেছি ঘৃণা ও কর; কিন্তু তোমাদের মত ইংরাজি শিখি নাই বলিয়া ভাবিওনা যে আমরা কিছু বুঝি না। বিদ্যা—ইংরাজি, বাঙ্গালা, বা সংস্কৃতে বদ্ধ নহে তাহা বুঝ কি? বোধ হয়—বুঝ না, যদি বুঝিতে—তবে, বিদ্যা বুঝিতে—বুঝিয়া তাহার ব্যবস্থা শিখিতে। তোমার কলিকাতা—যে দেখি নাই তাহা নহে,তবে তোমার চক্ষে দেখি নাই বটে।

ইন্দ্র। যাহা হউক ওরূপ বাক্য শিখিও না—শিখিও না। তাহা হইলে দাদার মত, মায়া, মহামায়া, পরা, অপরা ভাবিয়া—মাটী হইবে;

দে। মাটী হইব কিরূপ!—কিছু বুঝ কি?

ইন্দ্র। পরা, অপরা, কে জানে বল দেখি? এক কাহারও মুখে শুনি নাই।

দে। না শুনিতে পার, তুমি যেমন—তোমার সঙ্গী তেমন। শুনিবে কোথা হইতে? এইজন্যই তোমার এত সুন্দর বুদ্ধি।

ইন্দ্র। কে জানে বল, অতশত বুঝি না। আর বুঝিবার দরকারই বা—কি? বুঝিবার অনেক জিনিষ আছে।

দে। সে সত্য। তোমার জন্য সে সকল কথার বা ভাবের সৃষ্টি হয় নাই। তাই বলিয়া সংসারটাকে তোমার মন-গড়া সরার মত ভাবিও না।

তুমি যেমন তেমনি নানান জিনিষ আছে, আবার তারা যেমন তেমনি নানা জিনিষ আছে।

ইন্দ্র। কে জানে, আমাদের বুদ্ধির অ তাহা অগোচর।

দে। তা—হইতে পারে, তাহাতে আর ক্ষতি কি?

ইন্দ্র। কাহার বুদ্ধিরই বা—গোচর, আর তাতেই বা লাভ কি? ওই লইয়া ত আর সংসার চলিবে না?

দে। মানুষের বুদ্ধির গোচর। তুমি যেমন, তোমার তেমনি লাভই—লাভের বোধ হয়। পেট চালাইবার জন্ত মানুষ বিদ্যা উপার্জন করে না। পেট চালান—বিদ্যার গৌণ ফল।

ইন্দ্র। ওসব ত বুঝি না। আমাদের ক্ষুদ্রপ্রাণে, এই ক্ষুদ্র সংসারই ভাল। ক্ষুদ্র হৃদয়ের এই ক্ষুদ্র ভালবাসাই—আমাদের যথেষ্ট।

দে। যদি বুঝ না—তবে সমকক্ষ হইয়া বক্তৃতার এত ঘটা কেন? তোমাকে আর কি বলিব, তোমার বাক্যেই—তোমার হৃদয় প্রকাশ পাইতেছে। যাহার হৃদয়—এত সীমাবদ্ধ। মানুষের তাহাকে ক্ষমা করাই উচিত।

দেবেন্দ্র আর কোন কথা কহিলেন না। ভিতর হইতে নটনারায়ণ উত্তরকে ডাকিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ইন্দ্রনারায়ণ শয়নের জন্ত ভিন্ন গৃহে গমন করিলে, নরনারায়ণ উঠিলেন। ধীরে ধীরে পশ্চাৎ দ্বার দিয়া—বাটী হইতে নিক্রান্ত হইলেন। কোথায় যাইতেছেন বা যাইবেন, সে চিন্তা তখন তাঁহার মাথায় ছিল না, কেবল তাঁহার চিন্তা—কেহ না দেখেন। নরনারায়ণ যেন লজ্জিত—ভীত।

এ লজ্জা—এ ভয় দোষের জন্ত নহে, দোষীর জন্ত। দোষী নির্দ্দোষীরও দোষ দেখে কারণ, নিজের দোষ সে দেখিতে পায় না। এই জন্তই সংসারে এত কলহ, এত মত ভেদ।

বেলা নাই, সূর্য্যদেব পশ্চিমে হেলিয়া সন্ধ্যার প্রতীক্ষা করিতেছেন। নরনারায়ণ অন্য দিন যেদিকে বেড়াইতে যান আজ আর সেদিকে ভাল লাগিল না। যেদিকে নির্জ্জনের পর নির্জ্জন, সেইদিকে গ্রামের প্রান্তভাগে, শ্মশান অভিমুখে চলিলেন। এদিক ওদিক কিয়ৎক্ষণ ঘুরিয়া, শেষ শ্মশান হইতে কিয়দ্দূরে—প্রান্ত পথের ধারে বৃহৎ এক বকুলতলে বসিলেন। স্থানটী যেন তাঁহার মনের মত। অন্ধকার যেন তাঁহাকে লোকচক্ষু হইতে ঢাকিতে আসিতেছে। সন্ধ্যা যেন তাহাতে নিজ কর্ম্ম ভুলিয়া তাঁহাকে চিন্তায় প্রশ্রয় দিতেছে।

সেদিন অমাবস্যা, তাহাতে আবার ক্রমে মেঘের সঞ্চার। সে সঞ্চারে যেন সন্ধ্যা শীঘ্র শীঘ্র কৃষ্ণবসনে আকাশ হইতে নামিয়া বকুলতলা ঘেরিয়া বসিল। আর নরনারায়ণ নিজেকেও নিজে দেখিতে পান না।

তখন তাঁহার বাটীর কথা মনে পড়িল। পিতা মাতার আজ্ঞালঙ্ঘনের কথা মনে পড়িল। তিনি নিজের অবস্থায় নিজে দুঃখিত হইলেন। চক্ষে জল আসিল। অর্দ্ধস্ফুটস্বরে বলিতে লাগিলেন;—

"যেই হও তুমি, ভগবন! আমার প্রতি কৃপা দৃষ্টি কর। লোকে যে সংসারে মুগ্ধ হইয়া আছে, আমি কেন তাহাতে বঞ্চিত? আমিত তাহা ইচ্ছা করিয়া ত্যাগ করি না। আমি মুগ্ধ হইতে গিয়া মুগ্ধ হইতে পারি না। যদি ইহা মঙ্গলের কারণ হয়, তবে আমায় সেই মঙ্গলে স্থান দাও; আমি স্থান ভ্রষ্ট হইয়া যে কোনদিকেই স্থির হইয়া তোমায় ডাকিতে পারি না। তোমার অনন্ত জগতে অনন্ত ঐশ্বর্য্য—কিন্তু, আমার কেন তাহাতে আকর্ষণ জন্মে না। জন্মিলে ত এ জ্বালা বাড়িত না। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভার্য্যার—ব্যথা আসিত না। তাহা হইলে ত আমারও এ দৃষ্টি ফুটিত না। যখন ফুটাইয়াছ তখন স্থান দাও, আর আমায় ইহাতে মুগ্ধ করিবার জন্য পরীক্ষা করিও না। দুর্ব্বল আমি—দুর্ব্বলসহায়! সহায় হও।

"সংসারে সকলেই আকর্ষণে ফিরে। যে আকর্ষণে পিতা, মাতা এই সংসারে সংসারী, আমি কোন আকর্ষণে তাহা হইতে চ্যুত হইয়া কোন কেন্দ্র উন্মুখী, দেখাইয়া দাও প্রভো! নচেৎ আমার জন্য যাহারা

কাঁদে, তাহাদের জন্য কাঁদিয়াও কেন সে ক্রন্দন নিবারণ করিতে পারি না?"

ভাবিতে ভাবিতে যেন তাঁহার বাহ্য ভ্রম হইতে লাগিল। একবার ভাবিলেন—বাড়ী যাই, কিন্তু সে অন্ধকারে সাহস হইল না। একে শ্মশান—শৃগাল কুক্কুরের বিকটস্বর, জনমানবের সাড়া শব্দ নাই, তাহাতে আবার অন্ধকার, কোলের মানুষ দেখা যায় না; ভাবিলেন, ইহা গ্রাম্য-পথ, অবশ্য একজন না একজন এ পথে আসিবেন, সেই সময়ে তাঁহার সঙ্গে যাইবেন। এ ভাবেও অনেকক্ষণ কাটিল।

ক্রমে জগৎ যেন তাঁহার অন্ধকারময় বোধ হইতে লাগিল। সে অন্ধকারে কি আছে—না আছে, যেন কিছুই স্মরণ হইতেছে না। নিজেকেও নিজে, যেন সে অন্ধকারে বিলীন বোধ হইতে লাগিল। এতক্ষণ যে সুখদুঃখ চিন্তায়, নিজের অস্তিত্ব নিজে দেখিতে ছিলেন, এখন যেন আর তাহাও নাই। যদি কিছু কোথাও থাকে, যেন সকলি নিদ্রিত। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, স্মৃতি যেন সকলেই নিদ্রিত। সংসার শূন্য, বুদ্ধি শূন্য, অহঙ্কার শূন্য, কি যেন এক চেতনস্বরূপ, দীপস্বরূপ দাঁড়াইয়া! অনন্ত অন্ধকার মধ্যে একা তিনি। ক্ষুদ্র, অতি ক্ষুদ্র, এত ক্ষুদ্র আর যেন তাহাও দেখা যায় না।

অকস্মাৎ কি এক আকর্ষণ, আবার সে ক্ষুদ্রকে বৃহৎ করিল। ক্ষুদ্র যেন বৃহতের পর বৃহৎ হইয়া, সে অনন্ত অন্ধকার ভেদ করিয়া, আবার সেই মন, সেই বুদ্ধি, সেই অহঙ্কার, সেই স্মৃতিতে জ্ঞানালোকে দেখা দিল। অমনি জ্ঞান সে দীপস্বরূপে কি এক আঘাতের চেতনা দিল। অমনি তিনি ভূমে পড়িয়া গেলেন। কর্ণ যেন তাঁহাকে শুনাইল, কে বলিতেছে—কে তুমি এখানে, এ নির্জ্জনে শ্মশানে, রাত্রে অন্ধকারে—কে তুমি একাকী?

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

নরনারায়ণের তখন মস্তক ঘূর্ণিত হইতেছিল। মুখে বাক্য ফুটিল না। কে যেন তাঁহাকে অন্ধকারে হস্তস্পর্শে তুলিয়া বসাইলেন। অনেকক্ষণ পরে—নরনারায়ণ বলিলেন, "আপনি কে?" কে যেন উত্তর করিল, আমি পথিক, গ্রামান্তরে যাইতেছিলাম, অন্ধকারে দেখিতে না পাইয়া চলিতে চলিতে তোমার উপর আসিয়া পড়িয়াছিলাম; সে জন্য তুমি পড়িয়া গিয়াছিলে, অবশ্য তোমায় বিশেষ আঘাত লাগিয়াছে; কোথায় লাগিয়াছে বল, যদি কোন উপায় থাকে তাহার প্রতিকার করিব। তুমি কি ব্রাহ্মণ?

নর। ব্রাহ্মণসন্তান, কিন্তু ব্রাহ্মণ কি না—বলিতে পারি না।

প। তোমার স্বর শুনিয়া তোমায় যুবা বলিয়া বোধ হইতেছে। কোথায় লাগিয়াছে বল?

নর। আমায় লাগে নাই—পড়িয়া গিয়াছিলাম মাত্র।

প। আমিও ব্রাহ্মণ। তুমি কনিষ্ঠ, যাহা হউক দোষ লইবে না। এ সময়ে এখানে কেন?

নর। সে কথা আপনার প্রয়োজন নাই : আপনি পূজনীয়—মিথ্যা বলিতে ইচ্ছা নাই।

প। তোমার কোন অসুখ আছে বা হইয়াছিল? এখানে তোমায় কে আনিয়াছিল—এটা শ্মশান জান?

নর। আমার বাড়ী এই গ্রামে। আমি একা বৈকালে বেড়াইতে আসিয়াছিলাম।

প। বাড়ীতে কিছু কি মনান্তর হইয়াছে?

নর। না।

আবার বলিলেন 'না' বলা ঠিক হইল না। কারণ তাহা যে ভাবে লউন তাহাই হয়। আমি বিবাদ করিয়া আসি নাই, কেহ আমার ভৎর্সনা করে নাই, আমার কোন রোগ হয় নাই।

প। তুমি বলিতে বলিতে তবে কাঁদিতেছ কেন? তোমার পিতা মাতা আছেন—তোমাদের অবস্থা কেমন?

নর। আমার সকলেই আছেন—অবস্থা মন্দ নহে।

প। তবে তোমার এ ভাব কেন?

নর। তাহা জানিনা—এই আমার দুঃখ। আমি নিজেকে নিজে সন্তুষ্ট করিতে পারি না, অন্যেও আমার দ্বারা সন্তুষ্ট হন না—এই আমার দুঃখ।

প। সন্তুষ্ট হইতে বা করিতে চেষ্টা কর না কেন?

নর। চেষ্টা করিতে যাই, কিন্তু সে চেষ্টা স্থির থাকে না। এ সংসার আমার ভাল লাগে না। সংসারে এমন কিছু দেখি না, যাহাতে আমি স্থির হই। অথচ এ ভাব কেন—তাহাও বুঝিতে পারি না। আমি যে ইচ্ছা করিয়া—এ ভাব আনিতে যাই তাহা নহে। আপনি আসিয়া উদয় হয়, সে জন্য আমার চেষ্টা স্থির থাকে না।

পথিক অনেকক্ষণ স্থির হইয়া রহিলেন, পরে বলিলেন, "তোমার নাম কি?"

নর। শ্রীনরনারায়ণ দেবশর্ম্মা।

প। বয়স কত?

নর। বোধ হয় ২০।২২ হইবে।

প। তুমি কাহাকেও ভাল বাসিয়াছিলে?

নর। কি রূপ? বন্ধুতে বন্ধুতে—কি স্ত্রীলোককে?

প। যে রূপই হউক।

নর। না।

প। আর কোন রূপ ভালবাসা হয় না কি?

নরনারায়ণ কিছুক্ষণ ভাবিলেন, পরে—বলিলেন, "তাহা যদি হয়, তবে বোধ হয় ভাল বাসিয়া থাকিব।"

প। তিনি কে?

তখন নরনারায়ণ তাঁহার জীবনদাতা সন্ন্যাসীর বিষয় ও তাহার পর বর্ত্তমান ঘটনা অবধি সমস্ত আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিলেন।

পথিক বলিলেন, "বৎস! তোমার মূর্ত্তি বড় সুন্দর। দেহের লাবণ্য যেমন বাহ্য ধূলা মাটীতে ঢাকা থাকে, চিত্তের লাবণ্য তেমনি কুঅনুষ্ঠান

জনিত মলিনতায় ঢাকা থাকে। ফল দেখিয়া কর্ম্মের অনুমান, তুমি যে অনুষ্ঠানে অনুষ্ঠানী, তাহাতে তোমার চিত্তের মুর্ত্তি বড় সুন্দর।

"কিন্তু, এ চিত্ত সুন্দর হইলেও, সংসারের চক্ষে সুন্দর নহে, কারণ ইহাতে সংসার রক্ষা হয় না। যাহাতে সংসার রক্ষা হয়, সংসার—চিত্তের সেই মুর্ত্তিই সুন্দর দেখে। তাই তুমি সংসারকে সন্তুষ্ট করিতে পার না।

"তুমি নিজেও সন্তুষ্ট নও, কারণ জন্ম জন্ম মায়াস্বরূপকে, স্বস্বরূপ মনে করিয়া এত দিন ভুলিয়া ছিলে। কিন্তু বার বার সুখ দুঃখ ভোগে —সুখানুসন্ধানে, সুখে—দুঃখ অপরিহার্য্য দেখিয়া সুখ দুঃখ উভয়েই বীতরাগী। সে বীতরাগেও ফল পাও নাই. যে তুমি—সেই তুমি। কারণ মায়া ভিন্ন তোমার এমন কিছুই নাই, যাহা লইয়া তুমি মায়া হইতে পৃথক হইয়া দাঁড়াও। যাহা লইয়াই তুমি, তাহাতেই তোমার বীতরাগ, অতএব তোমার সন্তোষ কোথায়? ইহাই তোমার অসন্তোষের কারণ।

"অন্ধ যেমন কেবল বাক্যে আলোক দর্শন করিতে পারে না— তেমনি তুমি কেবল উপদেশে বা শাস্ত্র পাঠে স্বস্বরূপ দর্শন করিতে পার নাই। অন্ধকে যেমন চিকিৎসক চক্ষুর দোষ নষ্ট করিয়া আলোক দর্শন করান—তেমনি গুরু, সাধকের অন্তরচক্ষু খুলিয়া দিয়া স্বস্বরূপ দর্শন করান। চক্ষুষ্মান—যেমন চক্ষে সূর্য্যকেও দেখেন এবং আপনাকেও দেখেন, তেমনি মুক্তজীব—যেমন গুরু, কৃষ্ণকে দেখেন, তেমনি আপনাকেও দেখেন। এই গুরু কে?

"কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেন নয়।
যেই কৃষ্ণ তত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥"

কৃষ্ণ কৃপা বিনা কেবা—কৃষ্ণ তত্ত্ব জানে।
যে হৃদয়ে কৃষ্ণ দৃষ্ট—তাঁরে গুরু ভনে॥
চৈত্ত্য সে মহান্ত ভেদে দুই রূপ তাঁর।
চৈত্ত্য যিনি—হন তিনি সর্ব্বতত্ত্ব সার॥
মহান্ত সে যিনি—তিনি তত্ত্ববেত্তা হ'ন।
দুই রূপে লীলা তাঁর অভেদেতে র'ন॥
সহস্র দলেতে দোঁহে র'ন নিরন্তর।
চৈত্ত্য হ'ন বিষ্ণু সেই—মহান্ত সে হর॥

ত্রিগুণে নির্লিপ্ত বিষ্ণু—গুণে লিপ্ত হয়।
নির্লিপ্ত স্বরূপ নহে জীবের গোচর॥
তাই জীব পেয়ে মুক্তি মহান্তের দ্বারে।
নির্লিপ্ত স্বরূপে তবে নির্লিপ্তেরে হেরে॥
নির্লিপ্ত স্বলিপ্ত ভাব মহান্তের রয়।
যে ভাবে তাঁহারে ভজে তাই লাভ হয়॥
স্বকামীরে গুণদ্বারে মায়াতে ভুলান।
নিষ্কামীরে সঞ্চারীয়ে কৃষ্ণ ভক্তি দেন॥
শিব যথা হ'ন এই ভবরূপ তরু।
ব্যষ্টি ভাবে প্রতি জীবে আছেন সে গুরু॥
অভক্তের প্রতি তিনি ভব কারাগার।
কৃষ্ণ ভক্তে—কৃষ্ণেচ্ছায় মুক্তির ঈশ্বর॥
শিব যথা পরতত্ত্বে অভেদেতে র'ন।
ব্যষ্টি তাঁর মুক্ত জীব—মহান্তে গণন॥
জড় মুক্তে জীব যথা নির্লিপ্ত সে হয়।
কিন্তু রহে মায়া সঙ্গে—তাই শিব কয়॥
জীব নহে হন সেই—দেব দেব শিব।
শিব সম হয়ে র'ন ঘুচায়ে অশিব॥
এ ভাবেতে কার্য্য তাঁর—কৃষ্ণানুশীলন।
এই ভাব যেই পায়—সেই ভাগ্যবান॥
মহান্ত দ্বারেতে বিষ্ণু—দীক্ষা শিক্ষা দানে
দাস করে লন জীবে আপন কর্ষণে॥
মহান্ত দ্বারেতে হয় কুণ্ডলী সঞ্চার।
যে শক্তিতে মুক্ত সেই অনাময় দ্বার॥
যে দ্বারেতে ভক্তি লাভ কৃষ্ণ দরশন।
অতএব মহান্তের কৃপা প্রয়োজন॥
বদ্ধভাবে তুমি রও—তাতে তুষ্ট নও।
অথচ জাননা কিসে সন্তুষ্ট যে হও॥
বদ্ধ জীবে এই ভাব বৈরাগ্য সে হয়।
সুখ দুঃখ তাড়নায় এ ভাব সে পায়॥
তাইতে অশুদ্ধ অতি এ ভাব তোমার।
কৃষ্ণ সুখে সুখী হও—ঘুচিবে সংসার॥

শিব ভাবে কৃষ্ণরাগ কি রূপ সে হয়।
শ্রীগুরু কৃপায় তাহা বারেক তোমায়॥
দেখায়ে—দেখাব কত প্রভেদ সে হয়।
মুক্তি হতে দাস্য সেই—ভক্ত যাহা চায়॥
তাহলে সে জ্ঞানাগুণে ভুলিবে না আর!
ভুলাতে না পেরে মায়া ছাড়িবে দুয়ার॥
মায়া জন্মে কার্য্য দ্বারে বয়ঃ বৃদ্ধি পেয়ে।
যথা করে প্রেম লাভ আনুসঙ্গী লয়ে॥
সে রূপ দ্বিতীয় জন্মে ভক্তির সাধন।
যাতে লভে প্রেম ভক্তি আর দিব্য জ্ঞান॥

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ।
কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ॥"

তখন পথিক সেই অন্ধকারে কি এক হুঙ্কার তুলিলেন। যাহাতে নরনারায়ণ, চকিতে অন্তর্ম্মুখী হইয়া কি এক অব্যক্ত ধ্বনিতে—এ বাহ্য জগৎ অতীত হইলেন। কি এক ভাব জগতে—যেন কি এক অব্যক্ত শান্তিতে—তাঁহার স্বঅঙ্গ প্রস্ফুটিত হইল। সে অঙ্গ স্বচ্ছ—এত স্বচ্ছ যে, সে অঙ্গশক্তিতে তিনি স্বস্বরূপ দর্শনে যেন চিরশান্ত—সে শান্তির তুলনা নাই। সে শান্তিতে তাঁহার সে নূতন হৃদয়ে, কি এক ভাবের উদয় হইল—যাহাতে তিনি দ্রবীভূত হইয়া সে আবেগ আর সহ্য করিতে পারিলেন না। অমনি সে আবেগ—আবার সেই অব্যক্ত ধ্বনিতে বহির্ম্মুখী হইয়া আনন্দময়ী রূপে নরনারায়ণকে আনন্দময় করিয়া তুলিল।

পথিক ডাকিলেন, "নরনারায়ণ!" নরনারায়ণের আর উত্তর নাই। মুখে কেবল—"হায় হায় হায়!" পথিক বলিলেন, "ছাড়িয়া দাও, ছাড়িয়া দাও। যাহা দেখিলে, তাহা আর ভুলিবে না। এ জগতে এমন কিছু নাই—যাহা এ স্মৃতি ভুলাইতে পারে। ইহাকেই—দ্বিতীয় জন্ম বলে। মায়াঅঙ্গ মিলনে মায়াবদ্ধে—বদ্ধজীব। —চিদঙ্গে দ্বিতীয় জন্মে মায়ামুক্তে—মুক্তজীব—শিব। এই মুক্তজীব

বা শিবই—অধিকারী, এবং একমাত্র কৃষ্ণপ্রেমই—শিবের লভ্য। লভ্যের উপায়—পরা ভক্তি।"

নরনারায়ণের সে আনন্দ উৎস—এখনও হৃদয় মধ্যে বার বার দেখা দিতে ছিল। তিনি পথিকের কথা শুনিতে ছিলেন, আর যেন ভক্তি রসে দ্রবীভূত হইতে ছিলেন—বলিলেন, "দেবতা, এ—কি! যাহা কখনও দেখি নাই—শুনি নাই—ভাবি নাই, এ—কি! এখন দেখিতেছি—শাস্ত্র যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা সকলি সত্য—কিন্তু এইরূপ দর্শন অভাবে, কেহ এভাব হৃদয়ে আনিতে পারে না। আনিবে কি রূপে? জন্ম না হইলে যেমন এ সংসার অলীক, তেমনি সে দেশ অলীক হইয়া আছে—হায় হায় হায়!" বলিতে বলিতে নরনারায়ণের চক্ষে জল আসিল। আবার বলিলেন—"প্রভো! তবে জীবের উপায়? মুক্তজীব, শিব—অধিকারী, লভ্য—কৃষ্ণ। আমাদের উপায়?"

পথিক অনেকক্ষণ স্থির হইয়া রহিলেন। পরে বলিলেন, "জীবের উপায়—সুকৃতি। যাহাতে চৈত্ত্যের কৃপায় শ্রদ্ধার উদয়, যে উদয়ে জীব—অধিকারী। যে অধিকারে চৈত্ত্য গুরুর আকর্ষণ, যে আকর্ষণে—মহান্ত গুরুর দর্শন, যে দর্শনে মহান্ত গুরুতে বৈধী ভক্তি—যে ভক্তিতে গুরু কৃপা—যে কৃপায় লভ্য—শক্তি সঞ্চার। যে সঞ্চারে—পরা ভক্তির উদয়।"

নরনারায়ণ আর কোন কথা কহিলেন না। পথিক বলিলেন, "গুরু চিনিতে পারিবে?" নরনারায়ণ বলিলেন, "পারিব।"

প। কি রূপে?

নর। শাস্ত্র যেরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

প। তাহাতে নির্দ্দেশ হইবে না। সেই নির্দ্দেশেই জীব মন্ত্র গ্রহণে বিফল মনোরথ হয়। মায়াজ্ঞানে মায়াগুরুরই দর্শন হয়। মায়াগুরু জীব উদ্ধারে অসমর্থ।

নর। তবে কি শাস্ত্র—মায়া উপদেশ দিয়াছেন।

প। না।

নর। তবে শাস্ত্র

প। মলিন জল

মলিন হয়—তেমনি তুমি, মায়াজ্ঞানে শাস্ত্রজ্ঞান লইলে, সে জ্ঞানও মলিন হইবে। সেই জন্য শূদ্রের শাস্ত্র পাঠ নিষিদ্ধ। সেই জন্য জীব· শাস্ত্রপাঠে—সদ্‌গুরু নির্দ্দেশ করিতে পারে না।

নর। তবে উপায়?

প। যখন জীব সুকৃতি দ্বারে ভোগাবসানে উপনীত হয়, তখন গুরু চৈত্ত্যরূপে তাহাকে সদসৎ বিচারে শিক্ষা দেন—এই শিক্ষা দানই চৈত্ত্য গুরুর কৃপা। এই কৃপায় জীব মহান্তগুরু চিনিয়া লয়। নচেৎ দেশে দেশে ঘুরিলে, মায়াতত্ত্বে গুরু দর্শন হয় না। কারণ যে অন্ধ—সে চক্ষুষ্মানকেও অন্ধ দেখে, অন্ধকেও চক্ষুষ্মান দেখে, তাহার এ ভ্রম নিন্দনীয় নহে।

নর। গুরু জানিবেন কি প্রকারে?

প। অন্তর্য্যামী চৈত্ত্যগুরু রূপ—বিষ্ণুর অজানিত কি?

নর। জানিলে উদয় হন না কেন?

প। প্রাণের সহিত ডাকিলে, তিনি না আসিয়া থাকিতে পারেন না—ইহাই জানিও।

নর। কি রূপে আসেন?

প। মহান্ত রূপে।

নর। অনেকেইত ডাকে, কাহারও নিকট উদয় হন, কাহারও নিকট উদয় হন না কেন?

প। ডাকের মত ডাকে উদয় হন, নচেৎ লোক দেখান ডাকে, তিনি উদয় হন না।

নর। আমি ডাকিলাম এক জনকে, আসিলেন আর এক জন—এরূপও ত হয়?

প। না—তাহা হয় না! জীব—জীবের অন্তর জানে না। জীব মায়া নেশায় বিভোর। করে এক—ভাবে এক—বলে এক। সেই জন্যই এরূপ গোল বোধ হয়। কিন্তু গুরু তাহা দেখিতে পান। সেজন্য যে গুণ ভিক্ষা করে, তাহার নিকট মায়াগুরু রূপে—যে কৃষ্ণ ভিক্ষায় ভিখারী—তাঁহার নিকট শ্রীগুরু রূপে উদয় হন।

"চৈতন্যগুরু অন্তর্য্যামী দ্রষ্টা মাত্র—নির্লিপ্ত। জীবের চিদাকাশে থাকিয়া জীবের সর্ব্ব অবস্থাই দেখিতেছেন। বদ্ধভাবে অসন্তুষ্ট হইয়া জীব যখন স্বস্বরূপের জন্য সত্য সত্যই ব্যাকুল হয়, তখন তাঁহার কৃপা হয়। যখন তাঁহার কৃপা হয়, তখন জানিবে জীবের সে ব্যাকুলতা সত্য। যতদিন তাঁহার কৃপা না হয়, ততদিন জানিবে—জীব যতই কেন দেখাক না, তাহা মিথ্যা—সত্য অন্তর্গত নহে। তাঁহার কৃপা না হইলে, মহান্তগুরুর কৃপা হয় না। কারণ মহান্ত, চৈতন্য যোগেই ভক্ত হৃদয় জানিতে পারেন। তবে জীব তাঁহার সাক্ষাৎ পায়।"

নর। মহান্ত গুরুর প্রয়োজন? চৈতন্যইত উদ্ধার করিতে পারেন?

প। না—পারেন না। কারণ তিনি নির্লিপ্ত, জীব অন্ধ, আময় ভিন্ন ধরিতে পারে না। দিব্য জ্ঞান, দিব্য ভক্তি ভিন্ন, সে নির্লিপ্ত স্বরূপের দর্শন মিলে না। বদ্ধ জীবের তাহা কই? জীব মায়াবশ, জীবের জ্ঞান ভক্তিও মায়াগত। দিব্যজ্ঞান, দিব্যভক্তি শিবের—জীবের নহে।

নর। বুঝিলাম।

প। কি বুঝিলে? বারেক শুনিলে, কি দেখিলে, জীব কি বুঝিতে পারে? যদি বুঝিবে—তবে সাধক ভ্রষ্ট হয় কেন? এদেশে বালক যেমন রোগে উত্তীর্ণ হইলে—তবে বয়সে জ্ঞানে পরিপক্ক হয়—তেমনি তুমি —সাবধান, শুষ্ক বিবেক অনেক রোগের সৃষ্টি করে। করিবে না কি? কিন্তু—সাবধান।

তখন নরনারায়ণ পথিকের পদধারণ করিয়া বলিলেন, "দেবতা! আপনার নাম? আমি আপনার সঙ্গ ছাড়িব না, যদি কৃপা করিলেন—তবে সঙ্গে লইতে হইবে।"

প। এ ভাব অধিক দিন স্থায়ী হইবে না, আবার হারাইবে। ভোগাবসানের সঙ্গে সঙ্গে আবার এ ভাবের উদয় হইবে—তখন আমায় চিনিবে। এখন আমায় দেখিবে—কিন্তু চিনিতে পারিবে না। মায়ার নামে কি প্রয়োজন? তাহাতে মায়ার দেহ নির্দ্দেশিত হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহার সহিত তোমার কি প্রয়োজন? যাহার সহিত প্রয়োজন—তাহা মায়ার নামে নির্দ্দেশিত হয় না। তাহাকে যখন

চিনিবে, তখন তাহার মায়া দেহও চিনিবে, কাহাকেও চিনাইয়া দিতে হইবে না। সে বড় দূরের কথা, তখন সে চক্ষে মায়াদেহও আর মায়া থাকিবে না—তাই সনাতন বৈষ্ণবের সাধুসঙ্গে কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হয়।

এই বলিয়া পথিক নরনারায়ণের হস্ত ধরিয়া উঠিলেন। সঙ্গে সঙ্গে নরনারায়ণও উঠিয়া পথিকের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। অন্ধকারে পথিকের বাহ্যরূপ দর্শন নরনারায়ণের ভাগ্যে ঘটিল না, নাম ধাম জিজ্ঞাসায়ও কোন ফল হইল না। পুনরপি জিজ্ঞাসায় তাঁহার মুখ যেন বদ্ধ হইয়া আসিতেছিল।

আসিতে আসিতে সে অন্ধকারে পথিক যেন কোথায় মিলাইয়া গেলেন। নরনারায়ণ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন "প্রভো! হৃদয়-বন্ধু! আত্ম-চক্ষু! যদি চক্ষু ফুটাইলে, তবে আবার ঢাকিলে কেন? ঢাকিলে ত সম্মুখ হইতে সরিলে কেন? যদি সরিলে, তবে এ অদর্শন-ব্যথার সূত্রপাত করিলে কেন?"

দূর হইতে কে যেন বলিল—আমি আছি, হৃদয়-মধ্যে চিদাকাশে তোমার জন্যই—আমি আছি, তুমি দেখিলেই—আমি আছি। তুমি আছ বলিয়াই—আমি আছি, ভয় নাই—দেখিতে চেষ্টা কর, ভোগাবসান কর—আবার আমায় দেখিবে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

পথিক অদৃশ্য হইলে, নরনারায়ণ ধীরে ধীরে গৃহাভিমুখী হইলেন। রাত্রের অন্ধকারে পিতা মাতার ভর্ৎসনায় আর সে ভয় নাই। কি যেন অভয়ে—শান্তিতে, মন যেন আনন্দিত—দৃঢ়।

নরনারায়ণ ভাবিতে লাগিলেন—এ আগন্তুক—কে? মনুষ্য, না—দেবতা। হৃদয়ের এ ভাবহিল্লোলই বা—কি? যাহা বর্ত্তমান, দেখিতেছি—ভোগ করিতেছি, ইহা কি—নিত্য? যদি হয়, তবে যিনি এ ভাব উদ্রেকে—শক্তিমান, তিনিও নিত্য।

সংসারের অর্থশূন্য, ভাবশূন্য, উদ্দেশ্যশূন্য এ ভাব—এ আনন্দ

কি? শাস্ত্র ত অনেক দেখিয়াছি, কিন্তু এ ধারণা ত কখন হয় নাই; কেহ ত এ ধারণায় শাস্ত্র-অর্থ করেন না! জগৎ অনিত্য বটে, কিন্তু অলীক নহে। অলীক হইলে এ সত্যের আবির্ভাব হইত না। যাঁহারা এ সত্যে, এক দিনও সত্য হন নাই—তাঁহারা শাস্ত্রের এ সত্য অর্থ জানেন না—তাই তাঁহাদের শাস্ত্র—অশাস্ত্র হয়। ছি ছি সংসার! কেন এমন হইলে? ভাব নহে, যেন ভাবমূর্ত্তি। জগতে কি—এমন সুন্দর আছে, যাহাকে তুলনায় বুঝাইতে পারি। জগতে এমন কি আছে, যাহাতে হৃদয় এত আনন্দরসে দ্রব হয়, ভক্তিতে মাতিয়া উঠে। জগতে এমন—কি আছে, যাহাতে মানুষ তন্ময় হইয়া তদাকার প্রাপ্ত হয়, প্রাপ্তে জগৎ সংসার অতীত হয়?

আছে—না থাকিলে, এ ভাব এ আনন্দ হৃদয়ে ভোগ করিলাম কিরূপে। এ ভাব যাহার, সেই ইহার মর্ম্ম বুঝে, ব্যথা বুঝে; যাঁহার নাই—তাঁহার আকাশকুসুম। তাই জগৎ তাঁহাদের পক্ষে অলীক —ভ্রম।

নরনারায়ণ একবার জগৎ প্রতি দৃষ্টি করিলেন—দেখিলেন, জগতে তাহা আছে, কিন্তু এ মায়াজ্ঞানে তাহা ধরা যায় না, তাই জগতে তাহা মর্ম্মশূন্য—ভাবশূন্য। জগতে যেমন প্রেমিকের প্রেম, প্রেমিক ভিন্ন দেখিতে পায় না, তেমনি তাহা ভক্তে ভিন্ন উদয় হয় না। তবে এ বোবার স্বপন সংসার বুঝিবে কেন? যে—না বারেক হেরিয়াছে, সে ভিন্ন এ বোবার স্বপন কে বুঝিবে? সে ভিন্ন শাস্ত্রের এ গুহ্য মর্ম্ম বুঝিবে কে?

আগন্তুক! তুমিই কি সেই জীবনদাতা—সন্ন্যাসী? বাল্যের সে স্মরণ নাই, অন্ধকারে সে মূর্ত্তি অদৃশ্য, তবে এ সন্দেহ ঘুচাইবে কে? যদি না ঘুচে—তবে, বৃথা জন্ম—বৃথা জীবনধারণ। আমার প্রতি এত দয়া কাহার? কে আমার দুঃখে এত দুঃখিত? কে আমার অন্তর বুঝিয়া, এত শাস্তি মাথায় করিয়া আমার জন্য ঘুরিবে? জীবনদাতা—সন্ন্যাসী—আগন্তুক—দেবতা! তোমরা যেই হও, একবার চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন কর।

ক্রমে নরনারায়ণ বাটী পঁহুছিলেন। সকলে তাঁহার প্রতীক্ষা বসিয়া। গৃহিণী দৌড়াইয়া আসিয়া নরনারায়ণের হস্ত ধরিলেন—বলিলেন, "বাবা! আমাদের কি এইরূপে কাঁদাইতে হয়?" তখন তারাও কাঁদিতে বসিলেন। তাঁহার তখন বৈধব্য যন্ত্রণার দুঃখ বাড়িল।

তখন নটনারায়ণ নরনারায়ণকে বহির্বাটীতে লইয়া গেলেন, কিন্তু সে বিষয়ের কোন উল্লেখ না করিয়া অন্য কথা আরম্ভ করিলেন। নটনারায়ণ নানা কথায় কেবল নরনারায়ণের হৃদয় দেখিতে চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু আজ যেন কিছু বুঝিতে পারিতেছেন না। সুখ শান্তির যুগপৎ স্রোত যেন নরনারায়ণের হৃদয়ে নৃত্য করিতেছে। নটনারায়ণ ভাবিলেন, এই কি সেই প্রাতের—নরনারায়ণ!

নানা কথার পর নটনারায়ণ বলিলেন, "আমি তোমায় শাস্ত্র পড়াইব। যদিও আমার সময় অল্প—হউক, তাহাতে আমারও উপকার আছে।" মনে মনে বলিলেন, না পড়াইলে, যাঁহার কাছে পাঠ করিবে, তিনি তোমায় ধার্ম্মিক করিতে না পারুন—ভণ্ড করিয়া তুলিবেন, এ গুণ অনেকের আছে।

তখনও নরনারায়ণের হৃদয়ে এক একবার সে আনন্দের বেগ দেখা দিতে ছিল এবং সে প্রতিভায় ওষ্ঠপ্রান্ত কম্পিত হইয়া আনন্দের ভাব আনিতেছিল। নরনারায়ণ বলিলেন, "না—আর আমি শাস্ত্র পড়িব না। আমি এতদিন শাস্ত্রে যাহা বুঝিয়াছিলাম তাহা ভ্রম। যে, যে বস্তু কখন দেখে নাই, বর্ণনায় সে এক বুঝিতে আর বুঝে, যিনি বর্ণনা করেন, তিনিও তেমনি এক বুঝাইতে আর বুঝান। তেমন বুঝিতে আর আমার ইচ্ছা নাই, বিশেষ, দিব্যজ্ঞান ভিন্ন এ জ্ঞান বুঝাইতে পারে না।"

বলিতে বলিতে নরনারায়ণের জিহ্বা স্তম্ভিত হইয়া আসিল, চক্ষে জল আসিল, থর থর সর্ব্বশরীর কম্পিত হইয়া উঠিল, হৃদয়ে যেন সেই পূর্ব্বভাবের আভাষ আসিল, কিন্তু আর মূর্ত্তিমান হইল না। কথা আর ফুটিল না, তিনি অনেকক্ষণ স্থির হইয়া রহিলেন।

নটনারায়ণ বলিলেন, "তুমি কি কোন মাদক দ্রব্য সেবন করিয়াছ? সত্য বল।"

ইন্দ্রনারায়ণ ও দেবেন্দ্র বসিয়াছিলেন। ইন্দ্রনারায়ণ দেবেন্দ্রকে অর্দ্ধ-স্ফুটস্বরে বলিলেন—দেখিলে? পরা, অপরার কত গুণ? দেবেন্দ্র কোন কথা কহিলেন না। তখন নরনারায়ণ রাত্রের সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিতে করিতে যেন একরূপ বিহ্বলপ্রায় হইলেন, নটনারায়ণকে বলিলেন "বোধ হয় আপনি এই জন্যই আমায় মাদকসেবী মনে করিতেছেন।"

নটনারায়ণ ও দেবেন্দ্র বিস্মিত হইয়া অনেকক্ষণ কি ভাবিতে লাগিলেন, কিন্তু ইন্দ্রনারায়ণ বিদ্রূপপরতন্ত্র হইয়া দেবেন্দ্রের সে চিন্তায় বাধা দিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে নটনারায়ণ বলিলেন, "যাহা বলিতেছ তাহা যদি সত্য হয়, তবে এ ভাব তাহারই—আর যদি তাহা না হয়, তবে আর কি হইতে পারে? কিন্তু যাহা বলিতেছ, তাহা ত ধারণায় আনিতে পারিতেছি না। আমার বোধ হয় নিশীথে অন্ধকারে ভয়ে তোমার ও ভ্রমদর্শন।"

নর। যদি ভয়ের ভ্রম হইবে, এখন ত ভয় নাই, এ—কি?

নট। ভয়ে অনেক সময়ে মানুষ পাগল হয়—এ সেই বাতিক বুদ্ধি।

নরনারায়ণ হাসিলেন, বলিলেন "কি বলিব! বলিবার আর আমার কিছুই নাই। সে ভাব ফুটিবার শব্দ আমার নাই, যদি কেহ বুঝেন, তবে তিনি আমার ভাব দেখিয়াই বুঝিবেন, নচেৎ আমার কথায় কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তবে—বিশ্বাস, যে বিশ্বাস করিবে, তাহার নিকট এ সত্য কথা।"

নট। অবিশ্বাস করিতেছি না, কিন্তু বিশ্বাসের ভিত্তিও পাইতেছি না।

নরনারায়ণ ক্রমে যতই বাহ্যদৃষ্টিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ততই তাহা দূরগত হইতে লাগিল, নটনারায়ণের শাস্ত্রপাণ্ডিত্য তাহা ধরিতে পারিল না।

ইন্দ্রনারায়ণ দেবেন্দ্রকে বলিলেন, "দেখ—দাদার এভাব ভাল নহে, বোধ হয় কোন রোগের পূর্ব্বসূত্র—বাবাকে ডাক্তার দেখাইতে বল।" সে কথা নটনারায়ণের কর্ণে গেল, তিনি একবার ইন্দ্রনারায়ণের প্রতি দৃষ্টি করিয়া, হাসিয়া বলিলেন, "যে রোগের জন্য ডাক্তার কবিরাজ, এ সে রোগ নহে, বৃথা বকিতেছ কেন?" নটনারায়ণ আহারের উদ্যোগে বাটীর ভিতর গেলেন।

এইরূপে সে দিন গেল। পরদিন হইতে নটনারায়ণ নিত্য নরনারায়ণকে লইয়া শাস্ত্রপাঠ আরম্ভ করিলেন ও সেই সঙ্গে সঙ্গে সংসারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে নানা উদাহরণ দেখাইয়া, যাহাতে নরনারায়ণের সংসারে মতি জন্মে, তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

নন্দীগ্রামের উত্তরে দুই ক্রোশ ব্যবধানে দেবীগ্রাম। অদ্য দেবীগ্রাম হইতে হরসুন্দর শর্ম্মা নরনারায়ণকে দেখিতে আসিবেন। নটনারায়ণ কিন্তু তাহা কাহাকেও প্রকাশ করেন নাই, কারণ, শুনিলে নরনারায়ণ হয়ত পূর্ব্বেই সে দিনের মত পলাইতে পারেন; তবে সেই দিন হইতে নরনারায়ণ যেন কিছু শান্ত—সুস্থির।

প্রাতে নটনারায়ণ নরনারায়ণকে লইয়া শাস্ত্রপাঠ আরম্ভ করিলেন। নরনারায়ণ শুনিতেছেন মাত্র কিন্তু যেন কোন জিজ্ঞাস্য নাই। নটনারায়ণ বলিলেন "বুঝিতে পারিতেছ ত? তুমি কোন কথা জিজ্ঞাসা করিয়া লও না কেন?"

নরনারায়ণ বলিলেন, "জ্ঞানে বুঝিতেছি বটে কিন্তু যাহা বুঝিতেছি তাহাই কি সত্য? যদি হয়, তবে লাভ হয় না কেন?"

নট। কেন হইবে না? শাস্ত্রবাক্য অভ্রান্ত, অবশ্য হইবে।

নর। আপনি যাহা বুঝিয়াছেন, আমায় তাহাই বুঝাইবেন। যদি বুঝিলেই হয়, বলুন দেখি—আপনার লাভ হইয়াছে কি? আপনি পিতা—সময় বিশেষে বলিতে হইতেছে, অপরাধ লইবেন না।

নট। কেন না হইবে? শাস্ত্রবাক্য শুনিতে শুনিতে চিত্ত যতই বিশুদ্ধ হয়, ততই বিশুদ্ধ জ্ঞানের উদয় হয়, যাহাতে ঈশ্বরতত্ত্ব উপলব্ধি হয়,—এইত লাভ?

নর। ইন্দ্রিয়

উদয় নাই। কোন্ ইন্দ্রিয়গতজ্ঞানে ঈশ্বরতত্ত্ব উপলব্ধি হয়? দেহের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের জ্ঞানে প্রাকৃত সত্ত্বাই উপলব্ধি হয়—হইয়াও থাকে তাহাই।

নট। প্রাকৃতসত্ত্বা ভিন্ন—ঈশ্বরসত্ত্বা উপলব্ধি হয় না কি?

নর। না, হইতে পারে না; এই জন্যই শাস্ত্র ঈশ্বরকে জ্ঞানাতীত বা ইন্দ্রিয়াতীত বলিয়াছেন।

নট। বলিয়াছেন বটে, কিন্তু আবার ঈশ্বর জ্ঞানগম্য, তাহাও বলিয়াছেন, তবে ইহার অর্থ কি?

নর। ঈশ্বর এ জ্ঞান বা এ ইন্দ্রিয়াতীত বটে, কিন্তু দিব্য ইন্দ্রিয়গত জ্ঞানের গম্য, সেই জ্ঞানই দিব্য অর্থাৎ অপ্রাকৃত। অপ্রাকৃত জ্ঞানে অপ্রাকৃত সত্ত্বার উপলব্ধি হয়, প্রাকৃত জ্ঞান অপ্রাকৃত স্বত্বা উপলব্ধি করাইতে পারে না। শাস্ত্র পাঠে এ জ্ঞান দিব্য হয় না অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ হয় মাত্র।

নট। সে বিশুদ্ধতার প্রয়োজন?

নর। বিশুদ্ধ না হইলে অবিদ্যাসত্ত্বার সমালোচনা হয় না, না হইলে নিত্যানিত্য বিবেক জন্মে না, না জন্মিলে আশক্তি ক্ষয় হয় না, না হইলে প্রবৃত্তি ভঙ্গে নিবৃত্তি ইচ্ছা হয় না, না হইলে দিব্য জ্ঞানের অনুসন্ধান ইচ্ছা হয় না।

নট। দিব্য জ্ঞানের ইচ্ছা হইল, তাহার পর?

নর। তাহার পর অবিদ্যাগত বিশুদ্ধ জ্ঞানের আর গতি নাই। ইহাই তাহার বিশুদ্ধতার পরাকাষ্ঠা—ইহাই বিবেক। এই বিবেকে বিবেকী অস্থির হইলে ঈশ্বরের কৃপাদৃষ্টি হয়, হইলে তাহার দ্বিতীয় জন্ম হয়। সেই জন্মে যে চিন্ময়দেহ লাভ হয়, সেই দেহের ইন্দ্রিয়ে যে জ্ঞানের উদয় হয়—তাহাই দিব্য জ্ঞান; সেই জ্ঞানে ঈশ্বর লাভ হয়। এই জন্যই বলিতেছিলাম—যাহা বুঝাইতেছেন বুঝিতেছি, যদি সত্য হয়, তবে লাভ হয় না কেন? লোকে সে দিব্য জ্ঞান অভাবে এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের জ্ঞানে এক বুঝিতে আর বুঝে, বুঝিয়া আবার তাহাই বুঝাইতে যায়, তাহাতে লোকে যাহা বুঝে—তাহা অসত্য, অসত্যে—অসত্যই লাভ

হয়। এই জন্যই লোকের শাস্ত্রে ঘৃণা জন্মে। এই জন্যই শাস্ত্র লোপ পাইতে বসিয়াছে, এই জন্যই ভণ্ডের সৃষ্টি।

নট। অবশ্য তাহা ভাল নহে, যে—জ্ঞানে ক্ষীণ তাহার তাহাতে লাভ কি?

নর। লাভ আছে। দিব্যজ্ঞানে ক্ষীণ হইলেও অবিদ্যাজ্ঞানে সে তাহা দেখিতে পায় না, না পাইয়া সেই জ্ঞানে সে গর্ব্বিত হয়, কাযেই সে উপদেশে শিক্ষা বিতরণ করে। তাহাতে লোকে তাহাকে মান্য ভক্তি করে, ইহাই তাহার লাভ। আবার সেই লাভে বিষয় কর্ম্মেও সে লাভবান হয়, কিন্তু বুঝিতে পারে না যে, সে লাভ ঈশ্বরের অকৃপা, কারণ যে লাভে, ঈশ্বর লাভ না হইলেও তাহাকে স্থির করে, তাহা অবিদ্যা।

নট। স্থির করে বলিয়াই কি ঈশ্বরতত্ত্ব ভুলে?

নর। কেহ একবারে ভুলে, কেহবা বিষয় সুখে ক্ষণেক মনে করে; কিন্তু, সে ক্ষণেক স্মরণে কি হইবে! জীবন অল্প, সে মায়া বন্ধন কাটাইয়া উঠিবার আর সময় হয় না। আর ভণ্ডের ত কথাই নাই, তাহাদের ধর্ম্ম —এই প্রাকৃত বিষয় লাভের জন্যই।

নট। তোমার এ উপদেশক কে? শাস্ত্র ত আমরাও পড়িয়াছি। এ সকল কাহার উপদেশ? তুমি যাহা বলিতেছ তাহা ত মিথ্যা বলিতে পারি না—শাস্ত্র বাক্যও তাহাই।

নর। আপনি কি বিশ্বাস করিতে পারিবেন? না দেখিলে কাহার বিশ্বাস হয়? আবার বিশ্বাস ভিন্ন লাভও হয় না। যাহাতে আপনি আমায় মাদকসেবী মনে করিয়াছিলেন, তাহাতেই আমার এ জ্ঞান, আমায় কেহ একথা শিখায় নাই বা উপদেশ দেয় নাই। যাহা দেখিয়াছিলাম, আমি তাহারই জ্ঞানে বলিতেছি মাত্র।

নটনারায়ণ আর কোন কথা কহিলেন না। অনেকক্ষণ কি ভাবিতে লাগিলেন, পরে বিমনা হইয়া পুঁথি বাঁধিতে বসিলেন। এমন সময় হরসুন্দর শর্ম্মা প্রতিবাসী নগেন্দ্রের সহিত গৃহে প্রবেশ করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

তখন নটনারায়ণ ব্যস্তভাবে, যথাবিহিত অভ্যর্থনায় হরসুন্দর ও নগেন্দ্রকে আসনে বসাইলেন। পরে কুশলাদি জিজ্ঞাসায় বিবাহের কথা উত্থাপন করিয়া বলিলেন, "আপনার—আমার বিবাহ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসার কিছু নাই—কারণ এ নন্দীগ্রামে আপনাকে কে—না চিনে এবং দেবীগ্রামেও আমাকে কে—না জানে"? তবে পাত্রী দেখিয়া আমার মনস্থ হইয়াছে বটে, এখন আপনার পাত্র দেখিয়া যাহা ইচ্ছা হয়। সকলেই আপনাকে অন্তরের সহিত ভক্তি করেন, যদি আপনার সহিত ঈশ্বরেচ্ছায় এ কার্য্য হয়, তবে সে আমার ভাগ্য। নচেৎ অর্থ সম্বন্ধে আপনার কোন চিন্তা নাই, যথাসাধ্য আপনি দিবেন, আমি আপনার সহিত সম্বন্ধে তাহাই যথেষ্ট মনে করিব।"

হর। আপনার মনস্থেই আমার মনস্থ। তবে সংসারে যেটা নিয়ম আছে তাহা করিতে হয়, সেই জন্যই আমার আসা।

নট। ইহার মধ্যে একটী কথা আছে। আমার পক্ষে যাহা ভাল, অন্যের তাহা মন্দ হইতে পারে—আবার অন্যের যাহা মন্দ, আমার তাহা ভাল হইতে পারে; এ জন্য কিছুই গুপ্ত রাখা ভাল নহে; কারণ, এ কায একদিনের জন্য নহে। তাহাতে আপনার ইচ্ছা হয়—ভালই, না হয় তাহাতেও ক্ষতি নাই।

ইন্দ্রনারায়ণ এবং দেবেন্দ্র গৃহের এক পার্শ্বে জলযোগের ব্যবস্থা করিয়া কন্যা পক্ষের অপেক্ষা করিতেছিলেন।

নগেন্দ্র বলিলেন, "কি বলুন, আপনাপনির মধ্যে ইহাতে কি আর লুকোচুরি আছে? থাকিলেই যে ধরা পড়িতে হইবে? তাহাতে উভয়েরই ক্ষতি।"

নট। আমি আমার সন্তানের মঙ্গলের জন্য অন্যের সন্তানের অমঙ্গল ইচ্ছা করি না। নরনারায়ণ আমার পুত্র বলিয়া তাহার অযথা প্রশংসায় আমার ইচ্ছা নাই। সংসারে নরনারায়ণ কিছু বীতরাগী; উহাকে ধর্ম্মপিপাসু বলিয়া বোধ হয়। সে গুণে সে গুণী হইলেও সংসারের তাহা গুণ নহে কারণ, সে গুণে সংসার উন্নত হয় না।

নগে। আপনি কি বলিতেছেন? ধর্ম্ম ভিন্ন কি সংসার উন্নত হয়? যদি সেই গুণে আপনার সন্তান গুণবান হন, তবেত সে ভাগ্যের কথা।

নট। যাঁহারা সংসার উজ্জলের কারণ ধর্ম্মপিপাসু, আমি তাঁহাদের কথা বলিতেছি না। যাঁহারা ধর্ম্মের জন্য ধর্ম্মপিপাসু, তাঁহাদের দ্বারা সংসার উজ্জল হয় না, সেই জন্যই আমি নরনারায়ণের উল্লেখ করিতেছি; যদি সংসারে কোন অমঙ্গল ঘটে, তবে তখন আমায় অপরাধী না মনে করেন।

ইন্দ্রনারায়ণ চুপি চুপি দেবেন্দ্রকে বলিলেন, "বাবার কি বুদ্ধি দেখ—এ সময়ে কি ওকথা বলিতে হয়?"

হর। ব্রাহ্মণের স্বভাব ই দেখিতে হয়। আপনার কথায় আমি সন্তুষ্টই হইলাম। পুরুষকার অদৃষ্টকে ভাবান্তর করে মাত্র, নচেৎ লোপ করিতে পারে না। যাহা দৃষ্ট তাহাতে ত সুন্দরই বোধ হইতেছে, তাহার পর অদৃষ্ট যাহা আছে, পরে দৃষ্ট হইবে—তাহার জন্য এখন ভাবিলে কি হইবে?

নট। অদৃষ্ট থিয়ায়ে থাকা আমার ভাল বোধ হয় না, পুরুষকারে যতটা পারা যায়, ততটা দেখা উচিত। যাহাই হউক আমার কথা আমি বলিলাম, আপনারা দেখিয়া লউন।

হর। পুরুষকার ও অদৃষ্ট ভিন্ন হইলেও, কার্য্যে অঙ্গাঙ্গী ভাব মাত্র। কারণ পুরুষকার দ্বারা অদৃষ্ট দৃষ্ট হয় এবং অদৃষ্ট দ্বারা পুরুষকার ব্যক্ত হয় মাত্র।

নট। শুনিতে পাই আপনি অনেক দিন টোল তুলিয়া দিয়াছেন। এ সকল চর্চ্চায় আর থাকেন না—তবে যদি কথা উঠিল—আপনার মুখে বিশেষ শুনিতে ইচ্ছা হয়।

হর। না—না—এ সে সময় নহে। এখন মন সকলেরই অস্থির, বিশেষ বাড়ীতে বৌমাটীর জ্বর দেখিয়া আসিয়াছি, বিলম্ব করিতে পারিব না। কথায় কথায় বেলাও অধিক হইল। আর এক দিন হইবে।

নগেন্দ্র বলিলেন "উঠিলে ভাল হয়।" তখন হরসুন্দর নরনারায়ণকে বলিলেন, "কি বাবা—এই কথাইত ঠিক?"

নরনারায়ণ কথা কহেন না। হরসুন্দর বলিলেন, "না—চুপ করিয়া থাকার কর্ম্ম নহে। তোমার পিতা যেরূপ বলিলেন, তাহাতে তোমায় জিজ্ঞাসা করিতে হয়, নচেৎ তোমার কথা আমার প্রয়োজন ছিল না।"

হরসুন্দরকে দেখিয়া অবধি নরনারায়ণ সেই বকুলতলার আগন্তুককে ভাবিতেছিলেন, আর সন্ন্যাসীর কথাও মনে হইতেছিল। নরনারায়ণ ভাবিতেছিলেন, তিনিই—কি—ইনি? সেই স্বর, সেই ভাব, সেই প্রসঙ্গ, ইনিই—কি—তিনি? হরসুন্দরকে দেখিবামাত্রই নরনারায়ণের বুদ্ধি যেন হত। বুদ্ধির গতি দেখিয়া মনও যেন শক্তিহীন। নরনারায়ণ মনে মনে বলিতেছেন—যদি তুমি সেই হও, তবে আর আমায় জিজ্ঞাসা কেন? দাস আমি—তোমার ইচ্ছাতেই আমার ইচ্ছা; কিন্তু, তুমিই কি সেই—দেবতা?

জলযোগের পর আবার হরসুন্দর নরনারায়ণকে বলিলেন "বল বাবা—বেলা হইল, অনেকদূর যাইতে হইবে।"

নটনারায়ণ বলিলেন, "বল—যাহা তোমার মনগত ইচ্ছা—তাহাই বল। তুমি অসুখী হইবে, সে কাযই বা আমরা করিব কেন? মেয়েদের কথা আমি শুনি না।"

হরসুন্দর সম্মুখে। নরনারায়ণের মুখ হইতে আর "না" শব্দ বাহির হইল না, বলিলেন "আপনি পিতা আপনার যাহা ইচ্ছা, আমার তাহাই কর্ত্তব্য।"

তখন সকলেই উঠিলেন। ইন্দ্রনারায়ণ দেবেন্দ্রকে বলিলেন, "দেখিলে কি—বৈরাগ্যের দৌড়টা?"

একাদশ পরিচ্ছেদ।

গ্রামের প্রান্ত ভাগে হরসুন্দরের বাটী। গ্রাম হইতে যেন পৃথক, চারি দিকে খোলা মাঠ।

হরসুন্দরের দুই পুত্র, এক কন্যা। জ্যেষ্ঠ শিবসুন্দর, কনিষ্ঠ জীবসুন্দর, কন্যা যোগমায়া—অনূঢ়া।

হরসুন্দরের পিতার অনেক শিষ্য সেবক ছিলেন। এই দেবীগ্রামের প্রায় সমস্ত ব্রাহ্মণ পরিবারই তাঁহার শিষ্য। কিন্তু হরসুন্দর সে পাঠ স্বইচ্ছায় ত্যাগ করিয়াছেন। যদি কেহ মন্ত্র প্রার্থনায় তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতেন—হরসুন্দর বলিতেন, "অগ্রে আমি কৃষ্ণভক্তিতে দ্রব হই, তবেত তোমরা আমায় লইয়া দ্রব হইবে? নচেৎ বৃথা কেন? শাক মাছের লোভে ধর্ম্ম ব্যবসা অধর্ম্মের লক্ষণ। যে গুরু হরি-মন্ত্রদানে হরি সাক্ষাৎকার করাইতে না পারেন, তাঁহার সে গুরু-গিরি এক প্রকার ব্যবসা। যে শিষ্য হরি-সাক্ষাৎকারের উপযুক্ত নহে, তাঁহাকে হরি-মন্ত্রদানও এক প্রকার ব্যবসা।"

যৌবনেই হরসুন্দর পিতৃহীন হন, পিতার সামান্য ভূসম্পত্তিই তাঁহার জীবিকার প্রধান অবলম্বন। পিতার অবর্ত্তমানে তিনি চতুষ্পাঠী খুলিয়া কিছুদিন সেই ভাবে অনেকের ভক্তিভাজন হন। পরে হটাৎ একদিন কি ভাবে তাঁহার মতির পরিবর্ত্তন ঘটিল, তিনি চতুষ্পাঠী তুলিলেন। সেই অবধি তিনি সংসার হইতে যেন সরিয়া দাঁড়াইলেন।

বিষয় কর্ম্মের সমস্ত ভার কনিষ্ঠ জীবসুন্দরের হস্তে দিয়া তিনি নিজে নিমিত্ত ভাবে কর্ত্তা স্বরূপ রহিলেন মাত্র। জ্যেষ্ঠ শিবসুন্দর পিতার ভাবে গঠিত হইয়া পিতৃ সেবায় তিনিও আর বিষয় কর্ম্মে যোগ দিলেন না।

শিবসুন্দর ও জীবসুন্দর, উভয়েই বিবাহিত। হরসুন্দর-গৃহিণী—চিন্ময়ী—উভয়ের ভাবেই সন্তুষ্টা, কারণ, স্বামীর বাহ্য সেবায়—অর্থাৎ সংসার সেবায় জীবসুন্দর যে রূপ, অন্তর সেবা অর্থাৎ ধর্ম্ম সেবায়—শিব-সুন্দর ততোধিক। তাহাতে চিন্ময়ীর আনন্দের সীমা নাই। অর্থ-সচ্ছলতায় সুখের সংসার না হইলেও—শান্তির সংসার।

মধ্যাহ্নের পর হরসুন্দর বাটী পঁহুছিলেন। চিন্ময়ী তাঁহার পদ-প্রক্ষালনের জন্য জলপাত্র হস্তে অপেক্ষা করিতেছেন। হরসুন্দর চিন্ময়ীর হস্ত হইতে জলপাত্র লইতে গেলেন, কিন্তু চিন্ময়ীর ইচ্ছা নিজে ধৌত করাইয়া দেন।

হরসুন্দর বলিলেন "চিন্ময়ি! অন্তরের সেবাই সেবা, হস্তপদ উপলক্ষ মাত্র। সংসারে সাধারণ চক্ষুতে যাহা সাজে—তাহাই সুন্দর। আজ কালকার সংসারে আর এ সাজ সাজে না। না সাজিলে সে ভক্তিশূন্য চক্ষে—ভক্তি গাঢ় হইতে বিঘ্ন পায়।" এই বলিয়া নিজে জলপাত্র লইয়া পদ ধৌত করিলেন। চিন্ময়ী আর কোন কথা কহিলেন না। হরসুন্দর চিন্ময়ীকে বলিলেন, "ছোট বৌমা কেমন আছেন?"

চি। এখন আছেন ভাল।

হরসুন্দর আহারান্তে নন্দীগ্রামের পাত্রের কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "চিন্ময়ি! তোমার ইহাতে মত কি?"

চি। তোমার মতেই আমার মত। যে দিন ভিন্ন মত হইবে, সে দিন জানিব—তুমি আমি ভিন্ন।

হর। না—না। সংসারের এক দিকে লৌকিক ধর্ম্ম, আর দিকে পারলৌকিক ধর্ম্ম। দেহ মন শান্তির জন্য লৌকিক ধর্ম্ম, আত্মার শান্তির জন্য পারলৌকিক ধর্ম্ম। বিবাহ ইত্যাদি লৌকিক ধর্ম্ম, সে ধর্ম্মে সংসারে শান্তি না দেখা দিলে আত্মার শান্তি লক্ষ হয় না। মন ভিন্ন সংসার হয় না, মনের কথাও শুনিতে হয়—তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি।

চি। তোমাকে দেখিলে আমার মন থাকে না, বুদ্ধি থাকে না। তোমার মন বুদ্ধিতে আমার মন বুদ্ধি মিলাইয়া যায়—আমি কি করিব?

হরসুন্দর আর কোন আপত্তি করিলেন না বলিলেন, "তবে তোমার মত আছে।" এই বলিয়া উঠিলেন।

বহির্ব্বাটীতে যাইবার গলির পথে কয়জন প্রতিবাসীকন্যার সহিত যোগমায়ার বিবাদ চলিতেছে। গমনকালীন হরসুন্দরের তাহা কর্ণে গেল, তিনি যোগমায়াসহচরী অম্বাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে মা অম্ব?"

অ। দেখ না কাকা, যোগমায়া আপনার মেয়ের সহিত শিবঠাকুরের বিবাহ দিয়া শিবকে কোথায় লুকাইয়া রাখিয়াছে, আমরা বুঝি আমাদের মেয়ের বিবাহ দিব না?

হর। অত পুতুলের সঙ্গে বিবাহ দাও না?

অ। তা কেন দিব? কেমন পাথরের শিব।

হর। ও রাখিয়াছে—তোমরা কি রূপে জানিলে?

অ। তা আমরা বেশ জানি। আমাদের এক কল আছে, তাহাতে ওর পেটের কথা সব বাহির করিয়া লইতে পারি।

হর। সে কলটা মা—আমায় শিখাইয়া দাওনা?

তখন যোগমায়া লজ্জিত হইয়া সরিয়া, অম্বার কানে কানে বলিল, "দেখ ভাই! আমি শিবঠাকুর তোদের দিতেছি ওকথা বলিস্‌ না—আমার বড় লজ্জা হয়।" অম্বা রাগে যোগমায়ার সে কাতরতা শুনিল না—বলিল, "দেখ কাকা! ও কোন দিব্যে সত্য বলে না, কেবল তোমার নাম করিয়া দিব্য করিতে হইলে মিথ্যা বলিতে পারে না, তাই আমরা তোমার নাম করিয়া দিব্য করিতে বলি, যদি না করে—তাহা হইলেও ধরা পড়ে, করিলেও—"ধরা পড়ে।"

হরসুন্দর যোগমায়াকে বলিলেন, "তুমি শিবঠাকুর দিতেছ না কেন?"

যো। আমি যে পুতুলের সঙ্গে বিবাহ দিয়াছি।

হর। ছি! শিবের সঙ্গে কি বিবাহ দেয়? শিব যে সন্ন্যাসী—পাহাড়ে পাহাড়ে বেড়ায়।

যো। সেইত ভাল, আমি মার মুখে সব শুনিয়াছি। সেইত বেশ।

হর। তবে বিবাহ দিয়া কি ফল? তোমার মেয়ে দুধ পাবে কোথা—ভাত পাবে কোথা?

যো। কেন? শিবঠাকুরও যেমন, আমার মেয়েও তেমনি হইবে। তাহা হইলে শিবঠাকুর বনে বনে বেড়াবে কেন?

হর। তবুও তুমি শিবঠাকুর দিবে না। না দিলে উহারা আর তোমার সহিত খেলিবে না।

যো। না খেলুক। আমি শিবঠাকুরের সঙ্গে খেলা করিব।

হর। না—না। ওদের শিবঠাকুর ওদের এখনি দাও। আমি তোমায় শিবঠাকুর দিব।

তখন বিনা আপত্তিতে, যোগমায়া শিবঠাকুর ফিরাইয়া দিল। অবনত মস্তকে হরসুন্দরকে জিজ্ঞাসিল, "আমায় কবে দিবেন বলুন ?"

হর। যবে তুমি দুর্গার মত হইবে।

যো। আচ্ছা—তখন না দিলে কিন্তু ছাড়িব না।

বিবাদ মিটিয়া গেল। হরসুন্দর বহির্বাটীতে আসিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

এতদিনে চঞ্চলা সুস্থির হইলেন। নটনারায়ণের যে ভয়—তাহাও দূর হইল। সন্ন্যাসীর বাক্য স্মরণে, নরনারায়ণের ইচ্ছার বিপরীত কার্য্যে—নটনারায়ণ সাহসী হন নাই, হইতেনও না। গৃহিণী স্ত্রী-স্বভাব সুলভ বুদ্ধিতে তাহা বুঝেন না—অথচ ব্যস্ত হইয়া যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহাতে যে কি ফল ফলিবে—কে জানে। ইহাই তাঁহার মনে মনে ভয় ছিল।

ইন্দ্রনারায়ণ বিবাহের আয়োজনে ব্যস্ত, দিনও স্থির হইয়াছে। নটনারায়ণ বলিলেন "ইন্দ্র! তোমায় যে কয়টা থান আনিতে বলিয়াছিলাম—আনিয়াছ কি ?"

ই। না,—আনা হয় নাই।

নট। কেন ?

ই। পাড়াপ্রতিবাসীর চাকর চাকরাণিকে কাপড় দিতে হইলে অনেক খরচ হইবে। এ দিকে অধিবাসের খেলেনা, আপনি যেরূপ কম ধরিয়াছিলেন, তাহা আজকাল ভাল দেখায় না, সে জন্য সে টাকা উহাতেই খরচ হইয়া গিয়াছে।

নট। বুঝিয়াছি। তুমি ছেলেখেলা তাকাইয়া গরিবের অন্ন মারিতে পার। এ স্বভাব ভাল নহে—থান লইয়া আসিবে।

ইন্দ্রনারায়ণ বিরক্ত হইয়া গৃহিণীর নিকট গিয়া বলিলেন, "আমি আর তোমাদের কোন কায করিতে পারিব না। বাবা কেমন আমার সকল বিষয়েই তুচ্ছ করেন।"

চ। কেন—কি হইয়াছে ?

ই। আমি যাহাতে তোমাদের নাম হয়—পয়সায় কুলায়, করিতে যাই—বাবার তাহাতে রাগ হয়। এত যদি তোমাদের পয়সা থাকে—তবে কেন আমায় প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াও না।

চ। তুমিও একটু রাগী। তাই উনি ওরূপ করেন, নচেৎ তোমার দাদাকে কি ওরূপ করেন ?

ই। দাদার দ্বারায় তোমাদের কি উপকার হয় ? দাদা সংসারের কি কায করেন যে, তোমরা তাঁহার ভাব বুঝিবে ? অমন ধার্ম্মিক হইয়া আমিও থাকিতে পারি।

চ। আমিত মন্দ কায করি না, যে মন্দ বলিবে—তবে আমার কাছে বকিলে কি হইবে ?

তখন নটনারায়ণ আসিয়া চঞ্চলাকে বলিলেন,—"ইন্দ্র কি বকিতেছে ?" চঞ্চলা বলিলেন, "তোমার পয়সা তাকাইয়া হিসাব মত জিনিস পত্র কিনিয়াছে, তবুও বকিয়াছ—তাই দুঃখ করিতেছে।"

নট। না—না। "দাদার মত ধার্ম্মিক হইয়া আমিও থাকিতে পারি" বলিতেছিল না ?

চ। হাঁ—

নট। সে—এ জীবনে আর নহে। অনেক ভাগ্যের কথা।

ইন্দ্রনারায়ণ বলিলেন, "আপনারা আমায় ভাল বাসেন না—তাই ওরূপ বলিতেছেন। দাদা—কি এত ভাল কায করিয়াছেন, আর আমি করি নাই ?"

নট। দাদার ভক্তি আর তোমার ভক্তি—স্বর্গ মর্ত্ত প্রভেদ।

ই। কেন আমি কি—ভক্তি করি না ? আর দাদার ভক্তিত সে দিন দেখা গিয়াছে। আপনাদের কথা অমান্য করিয়া নেশা করিয়া রাত দুইটার পর উপস্থিত। আপনিইত তাহা ধরিলেন ?

নট। সে সব কথা আর তোমায় কি বলিব ? তুমি লেখা পড়া শিখিতেছ বটে, কিন্তু মানুষ হইবে না। মানুষ হইলে বুঝিতে, কোন এক নূতন বিষয় জানিতে হইলে, প্রথম ভ্রম হওয়া সম্ভব। তখন

আমার তাহাই বোধ হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা ভ্রম কি না—জানিতে, কি করিয়াছি—বা করিয়াছি বা সেই ধারণা আমার এখনও আছে কি—না, তাহা জানিয়াছ কি? সে দোষ যদি আমার ভাগ্যে ঘটে—আমি ভাগ্য বলিয়া মানি। তুমি তাহা বুঝিতে চেষ্টা কর। তবে বুঝিবে—আমি তোমার কিরূপ আশা করি।

ই। আমার অত ভণ্ডামি নাই। ঈশ্বর আবার কাহার সাক্ষাৎ হয়, এত কাহার মুখে শুনি নাই। পিতামাতার নিকট ওরূপ ভণ্ডামি আমি ভাল বাসি না। এত বৈরাগ্য আমার নাই। সকলে যাহা করে, তাহাই আমার ভাল বোধ হয়।

চঞ্চলা বলিলেন, "সে সত্য কথা। ইন্দ্র আমার ওরূপ পাগল নহে, সংসার বুঝে—মানুষের মত। নরনারায়ণের সব বাড়াবাড়ি। কে—না, ধর্ম্ম করে? তোমরাও ত ব্রত পূজা করিতেছ—করাইতেছ। উহার তাহাতেও মন নাই—আবার সংসার ধর্ম্মেও মন নাই। যাহা হউক, আজ কাল একটু ঈশ্বরের ইচ্ছায় ঠাণ্ডা হইয়াছে সেই ভাল, আর কথায় কায নাই—ইন্দ্রকে তুমি কিছু বলিও না।"

নট। তোমার ইন্দ্রকে কি বলিব? বলিবার পাত্র হইলে—তবেত বলিব। অপাত্রে বলিয়াছি বলিয়াইত—এত রাগ। উনি নরনারায়ণের কি ভণ্ডামি দেখিলেন? তাহার ভণ্ডামি দূরে থাকুক—সত্য ভাবই প্রকাশ পায় না, অনেক কষ্টে ধরিতে হয়।"

ই। কে পিতার কাছে ওরূপ সমান উত্তর—যেন ধার্ম্মিকের মত উত্তর করে? ইহা কি সুখ্যাতের কথা? কাহার এই বয়সে এত ধর্ম্ম ভাব আসিয়া হাজির হয়? এগুলি কি ভণ্ডামি নহে? তা আমি ছোট, সে বিষয়ে কোন কথা কহি না।

নট। তুমি মানুষ পশু, পশুর ভাব তোমার বোধ্য, তাই তুমি আশ্চর্য্য হইতেছ। যে মানুষ, সে বাল্য হইতেই মানুষের ভাব ধরে। তাহার পক্ষে আশ্চর্য্য কেন? যাহার হইবার—তাহার এই বয়স হইতেই হয়, যাহার না হয়—তাহার মরণের সময়ও হয় না। তাই তাহা ভণ্ডামিও নহে, সমান উত্তরও নহে। সন্তান মানুষ হইবে, পিতা তাহার সহিত

পরামর্শ করেন; যে সন্তান মানুষ—সে সন্তান ওই রূপই কথা কয়। তোমার সে জ্ঞান থাকিলে, সে গুলি যদি তোমার এত অন্যায় বোধ হইয়া থাকে, তবে এখন আমার সহিত এরূপ উত্তরে কি দোষ, তাহা বুঝিতে পারিতে। রাগ করিলে কখন বুঝিতে পারিবে না—বুঝিতে চেষ্টা কর দেখি।

চঞ্চলা বলিলেন, "আর কায নাই, তুমি ইন্দ্রকে যেন দেখিতে পার না। ও কিসে পশু হইল? সন্তানকে কি পশু বলিতে আছে?"

এই বলিয়া ইন্দ্রনারায়ণকে স্থানান্তরে পাঠাইলেন।

নট। তুমিই সংসার নষ্ট করিলে। স্ত্রীলোক কিছু বুঝিতে পার না। আমি যে জন্য তোমার ছেলেকে পশু বলিয়াছি—সে হিসাবে তুমি আমিও পশু, তাহা বুঝ কি? বুড়া হইলে এখন উপযুক্ত ছেলের কাছে শিক্ষা কর—তাহাতে লজ্জা নাই, কিন্তু ওরূপে ছেলে মানুষ করিলে, সন্তান তোমাকেও ভুলিবে—ধর্ম্মও ভুলিবে।

চ। আমার একটা দোষ বার কর দেখি—যে দোষ দিবে? আমি না থাকিলে, তোমায় আর সংসার করিতে হইত না।

নটনারায়ণ গৃহিণীর এরূপ উত্তরে আর কথা কহেন না—হাস্য করেন। কারণ, প্রথম প্রথম এই লইয়া অনেক অশান্তি উঠিত; তাহাতে গৃহিণীর ভাব সেই পূর্ব্ববৎই রহিল দেখিয়া—নটনারায়ণ, গৃহিণীর স্বভাব পরিবর্ত্তনের আশা ছাড়িয়া, এখন শান্তির দিকেই লক্ষ রাখেন। নটনারায়ণ বুঝিয়া ছিলেন—গাধা পিটিয়া ঘোড়া হয় না।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

বিবাহ উপলক্ষে হরসুন্দর-পরিবারের হর্ষও নাই—শোকও নাই, আলস্যও নাই—ব্যস্ততাও নাই। পরিবারের মধ্যে জীবসুন্দর—কিন্তু সেরূপ নহেন। তিনি সহধর্ম্মিণী বিষ্ণুপ্রিয়ার—পীড়া সত্বেও, ভগ্নী—যোগমায়ার বিবাহে ব্যস্ত।

কর্ম্ম উপলক্ষে ব্যস্ত হইলেও এ বিবাহে তিনি তত সন্তুষ্ট নহেন। কারণ, পাত্রটী—সুন্দর হইলেও সংসারের পক্ষে—সুন্দর নহে। যদি

যোগমায়া স্বামী লইয়া সংসার সুখে সুখী হইতে না পারেন, তাহা হইলে জীবসুন্দরের বড় লাগিবে।

এ কথা তিনি পিতা মাতাকে জানাইয়া ছিলেন, কিন্তু পিতা মাতা তাঁহার উপরেই সে ভার অর্পণ করেন, বলেন "তুমি উপযুক্ত সন্তান, যাহা ভাল বুঝ করিতে পার, আমরা তাহাতেই সন্তুষ্ট।" এ জন্য তিনি জেষ্ঠ ভ্রাতা—শিবসুন্দরের সহিত পরামর্শের জন্য শিবসুন্দরের নিকট বসিলেন। শিবসুন্দর বলিলেন, "কি ভাই!"

জী। দাদা! আপনার কাছে একটা পরামর্শের জন্য আসিয়াছি। বাবাকে বলাও যাহা—আপনাকে বলাও তাহা, তাই আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব।

শি। কি বল। আমার কাছে তোমার কোন সঙ্কোচ নাই।

জী। বাবার কাছে পাছে কোন দোষ হয়, এজন্য বলিতে পারি নাই, কিন্তু মনটা সন্তুষ্ট করিতে পারিতেছি না, তাই তোমার কাছে আসিয়াছি।

শি। আমি বুঝিয়াছি। বোধ হয় যোগমায়ার এ বিবাহে তোমার মন তত সন্তুষ্ট নহে—না?

জী। হাঁ—সেই বিষয়ে একটা পরামর্শ করিয়া যাহা উচিৎ—বাবাকে বলিবে।

শি। ভাল—আমরা একরূপ বুঝিয়াছি, তুমিও একরূপ বুঝিয়াছ। এখন দেখা যাউক কোনটা ভাল, যেটা ভাল হইবে, সকলেরই তাহা ভাল, তাহাই করা হইবে।

জী। আপনি কি বুঝিয়াছেন?

শি। বাবা মা যাহা বুঝিয়াছেন।

জী। আপনারত একটা বুদ্ধি আছে?

শি। না ভাই—আমার বুদ্ধিতে আর আমি চলি না। অনেকদিন চলিয়াছিলাম, তখন তাঁহাদের যে চক্ষে দেখিতাম—এখন আর সে চক্ষে দেখি না। যে চক্ষে দেখি—সে চক্ষু তাঁহাদেরই, তাই তাঁহাদের চক্ষুতে—তাঁহাদের মতই দেখি।

জী। আমিত ওসব বুঝি না। আমি যেরূপে বুঝিতে পারি—আমায় সেই রূপেই বুঝাইতে হইবে।

শি। জীবসুন্দর! তুমি ছোট ভাই, তোমায় বড় ভালবাসি। পিতার ধনে তুমিও অধিকারী। পিতার পার্থিব ধন নাই, কিন্তু অপার্থিব ধন—অনন্ত, তুমি তাহা দেখ না, তাই বড় দুঃখ হয়। তোমায় আমায় যখন একসঙ্গে ভাত খাইতে বসি, তখন যেমন সুখী হই—একা একা খাইয়া সে সুখ পাই না। তেমনি এ অপার্থিব ধনেও তোমায় মনে হয়।

বলিতে বলিতে শিবসুন্দরের চক্ষু, জলে ভাসিতে লাগিল। জীবসুন্দর ভাবিলেন—"ইঁহাদের এই ভাবত জন্মাবধি দেখিয়া আসিতেছি, কিন্তু ইহা—কি?"

সংসারের এইরূপ ভাবে, জীবসুন্দর অনেক সময়ে এইরূপ চিন্তা করেন, কিন্তু কেমন সংসারের মায়া—আবার তাহা ভুলিয়া যান। অনুসন্ধানে—সে ইচ্ছাও আর থাকে না। অনেক সময়ে সংসারের কায দেখিয়া ইঁহাদের উপর ঘৃণাও হয়।

শিবসুন্দর আবার বলিতে লাগিলেন, "ভাই! তুমি যেরূপে বুঝাইলে বুঝিতে পারিবে, আর আমার সে বুদ্ধি নাই। পিতা মাতার চরণে তাহা দিয়াছি—দিয়াছি কেন, দিবার শক্তি তাঁহারা দিয়াছেন, ফিরাইয়া দিবার মতিও দিয়াছেন—তাই দিতে পারিয়াছি। এখন তাঁহাদের বুদ্ধিতে যাহা ক্ষমতায় কুলায়, তাহাতেই তোমায় বুঝাইতে চেষ্টা করিতে পারি। যতক্ষণ না বুঝ, বুঝিতে চেষ্টা কর, সাধ্যের অতীত হইলে—কি করিব ভাই!"

তখন পাত্র সম্বন্ধে অনেক কথাবার্ত্তা চলিল। শিবসুন্দরের সেই এক ভাব। পাছে জীবসুন্দরের মনে দুঃখ হয়—ভিন্ন বুঝেন, শিবসুন্দরের তাহাই চিন্তা। শেষ জীবসুন্দর বলিলেন, "যাহা বলিতেছেন, তাহা যদি সত্য হয়—হইতে পারে, কিন্তু সাধারণ তাহাত বুঝিতে পারে না। আমিই বা—কি বুঝিব? আপনাদের কথা আপনারাই বুঝেন।"

শি। যাহা বলিলাম—বুঝিয়া দেখ। বুঝিয়া দেখ—তোমার বুদ্ধি, তোমার জ্ঞান—কি বাবার নাই? অবশ্য আমাদের অপেক্ষা তিনি বুঝেন, তোমাকেও তাহা স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, বাহিরের

শিক্ষাও ওরূপ আমাদের হয় নাই। বিশেষ—বয়সের জ্ঞান তাঁহার অধিক, কেন না তিনি আমাদের—পিতা। আমাদের অপেক্ষা সংসার তিনি অনেক দিন দেখিতেছেন। তিনি যখন—এ সম্বন্ধ স্থির করিয়াছেন, অবশ্য ইহার কোন গূঢ় অর্থ আছে, যদি না থাকে—তবে, তোমার যে ভয়—তাহা কিছুই নহে, কারণ কিছু ঘটিলে তোমার আমার অপেক্ষা —তাঁহারই অধিক বেদনা লাগিবার সম্ভাবনা। তবে তুমি পিতার সুখে সুখী—না হইবে কেন ?

জী। ভাল—আপনি কি বাবাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ? বা বাবা আপনাকে কিছু বলিয়াছেন ?

শি। না। আমিও কিছু জিজ্ঞাসা করি নাই, তিনিও কিছু খুলিয়া বলেন নাই। তবে তোমাকে যেমন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমাকেও তেমনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন মাত্র।

জী। তবে আপনি বাবার একটা কথার উপর এত নির্ভর করিতেছেন কিরূপে ?

শিবসুন্দর একটু হাসিলেন, বলিলেন, "তুমি বাবাকে একদিক দিয়া দেখ, ভক্তি কর, পূজা কর, ভালবাস। আমি বাবাকে দুইদিক দিয়া দেখি, ভক্তি করি, পূজা করি, ভালবাসিতে ইচ্ছা করি। মায়াগত অধঃরেতে পিতার তুমিও সন্তান—আমিও সন্তান, কিন্তু পরাগত ঊর্দ্ধরেতে তোমার দ্বিতীয় জন্ম হয় নাই। সেজন্য সেই অন্তর্চক্ষে আমি যেরূপ সামান্যে নির্ভর করিতে পারি, তুমি বহিচক্ষুতে তাহা পার না। তাই তুমি যে জ্ঞানের বিচারে—সন্দিহান, তাহাতে আমি—নিশ্চিন্ত। তোমার পক্ষে পিতা গার্হস্থগুরু, আমার পক্ষে পিতা গার্হস্থগুরু হইয়াও আবার জগদ্গুরু। তুমি পিতার অনিত্য ধনে অধিকারী—আমি পিতার নিত্যানিত্য ধনের অধিকারী। ভাই ! তুমি আমি যাহার অংশ—কলা, আইস না—ভাই ! কলায় কলায় তাঁহার পূজা করি—সেবা করি, দেখনা এ মায়াসেবায় সে সেবা যোগ দিলে—কেমন সুন্দর দেখায় ?

"ভাই ! তোমার পিতৃ মাতৃভক্তি, ভাতৃ ভালবাসা—সংসারে অমূল্য। সংসারের ভক্তি পূজায়—বাহ্য সেবায় তোমার মূর্ত্তি অতি সুন্দর, তাই

দেখিতে ইচ্ছা হয়, একবার তোমার ভাবে সে দিব্যভাব যোগে—পিতার মূর্ত্তি কেমন সুন্দর দেখায়।"

জীবসুন্দর বলিলেন, "দাদা! তোমাদের হৃদয় যথার্থ কপট শূন্য। তোমাদের ভাব আমি বুঝিতে পারি না, কিন্তু তোমাদের সরলতা দেখিয়া ভক্তি হয়। সে সরলতা এত অকপট যে, সংসারে তাহা সাধারণ নহে, যাহা সাধারণ নহে, তাহা সহজে বিশ্বাস হয় না, হয় না—বলিয়াই সংসারের চক্ষে অনেক সময়ে তাহা—প্রতারণা বলিয়া বোধ হয়। বলিতে কি—আমারই যখন অনেক সময়ে তাহা হয়, অন্যের না হইবে কেন? কিন্তু অন্যে তাহা সংশোধনের সময় পায় না, আমি সন্তান বলিয়া নিত্য দর্শনে, আবার তোমাদের এইরূপ ভাবে—সংশোধিত হই। কিন্তু, হইলে কি হইবে—আবার ভুলিয়া যাই, ধারণায় রাখিতে পারি না।"

"আর আমার জিজ্ঞাসার কিছু নাই, এত জ্ঞান—এত ভালবাসা—এত সরলতা যাঁহাদের, তাঁহারা যাহা বুঝিবেন করিবেন, তাহার উপর আমাদের এজ্ঞান চলে না। তাই সন্দেহ হয়, কিন্তু সে সন্দেহ বৃথা।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

শুভদিনে—শুভক্ষণে নবদম্পতির চারি হস্ত একত্র হইল। নয়নারায়ণ ভাবিলেন, আমি যে লোভে সাধ করিয়া গলা বাড়াইয়া এফাঁস লইলাম—হয় লাভে এ বন্ধন চিরদিনের জন্য খসিবে, না হয়—অলাভে উদ্বন্ধনে প্রাণ যাইবে। মনের আঁচা আঁচিতে প্রায় এইরূপই ঘটে।

বিবাহে কাহার না আনন্দ হয়? সন্ন্যাসীর না হইতে পারে—আমিত সন্ন্যাসী নহি। রোগীর না হইতে পারে—আমিত রোগী নহি। আমার এ বয়সে বিবাহত স্বর্গসুখ—তবে আমার আনন্দ নাই কেন?

মানুষ যে মাটিতে পড়ে, আবার সেই মাটী ধরিয়া উঠে। এবার উঠিবার সাধে মাটিতে পড়িলাম, যদি আর না পড়িতে হয়—এমন উঠিতে পারি। তাই আনন্দও নাই—নিরানন্দও নাই।

যাঁহার যাহা ধর্ম্ম, তাঁহার বিবাহও—সেই ধর্ম্মের জন্য। যিনি কামা-

তুর—কাম, তাঁহার ধর্ম্ম; স্ত্রী—তাঁহার কাম-ধর্ম্মসঙ্গিনী। যিনি প্রেম-পিপাসু—প্রেম, তাঁহার ধর্ম্ম, স্ত্রী—তাঁহার প্রেম-ধর্ম্মসঙ্গিনী। তবে এ ধর্ম্মে আর সে ধর্ম্মে—প্রভেদ আছে। এ ধর্ম্ম—কায়িক, বাচনিক, আর সে ধর্ম্ম—পারলৌকিক।

তাহাতেই বা ক্ষতি কি? স্বামীর পুণ্যে স্ত্রী—পুণ্যবতী, স্বামীর পাপে স্ত্রী—নির্লিপ্তা। আমি পারি—বা—না পারি, যখন ধর্ম্মের জন্যই এ বিবাহ, তখন ধর্ম্মে কাহারও বিঘ্ন হইবে না।

স্ত্রীর পুণ্যে স্বামী—নির্লিপ্ত, স্ত্রীর পাপে স্বামী—পাপী। যদি ধর্ম্মই আমার উদ্দেশ্য হয়, তবে স্ত্রী যাহাতে পুণ্যবতী হন, আমি সাধ করিয়া তাহাতেই বদ্ধ হইলাম—তখন ধর্ম্মে কাহার বিঘ্ন হইবে না।

ভালই হউক আর মন্দই হউক—যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিল। চক্ষু কর্ণের বিবাদ ঘুচিল। মনের প্রতিজ্ঞা যে বালির বাঁধ, তাহাও দেখা হইল।

এখন দেখা যাউক—ঘটিল কি জন্য। আমায় উঠাইতে—না ডুবাইতে? যদি উঠি—যাহা ঘটিয়াছে, মাথায় করিয়া বহিতে হইবে। যদি ডুবি, ডুবাইবার জন্যইত ঘটিল, তাহাতে দুঃখ কি? মন বুদ্ধির চেষ্টাত অনেক করা হইল। মানুষ—বিদ্যা বুদ্ধি লইয়া সংসারে যুদ্ধত নিত্যই করিতেছে, আমিও কোন না করিলাম? কিন্তু যেজন্য এ ঘটনা—তাহাত বিদ্যা বুদ্ধির নহে।

নহে—কিন্তু কে বিশ্বাস করিবে? সে—যে এ বহিচক্ষের—অপ্রতিম। কে—সে অন্তর চক্ষুর অনুসন্ধান করে? সে চক্ষু ভিন্ন—সে অন্তর্জগৎ কে দেখাইবে?

বোবার স্বপন বলিবার নহে—বুঝাইবার নহে। অন্ধ যে—তাহার আলোক মিথ্যা। আলোকে—যে জগৎ-মাধুরী, সে—সে রসে বঞ্চিত, উপহাস না করিবে কেন?

আজ আমিও অন্ধ। আমায় দেখিয়া কে—সে চক্ষুষ্মানের মর্ম্ম বুঝিবে? কিন্তু আমি আর সে অন্ধের মত অন্ধ নই, একদিন সে জগৎ দেখিয়াছিলাম। দেখিয়াছিলাম বলিয়া আজি এখন চকুল শূন্য, কোন

কূলে আমার স্থান নাই। যাহাতে আশক্তি—সে ধনে নির্ধন; যে ধনে ধনী—তাহাতে অনাশক্তি, হায় হায়! বল দেখি এমন ভাগ্য কেমন?

পিতা, মাতা, ভাই, ভগ্নী, বন্ধু, বান্ধব, জগতে যে যেখানে আছ, আমার প্রতি প্রসন্ন হও। ধর্ম্ম-পত্নী যোগমায়া! যোগমায়ার মত আমার ধর্ম্মে সহায় হও। যদি কেহ শত্রু থাক, তবে আমার হৃদয় দেখিয়া আমার প্রতি কৃপা দৃষ্টি কর। আমার ত্রুটি শত কোটী, চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া তাহা দেখাইয়া দাও, দেখিও যেন সে ভালবাসায় না বঞ্চিত হই? আমি দুর্ব্বল—তোমরা না কৃপা করিলে, কাহার সাধ্য তোমাদের ভালবাসা ছিন্ন করে?

তোমাদের আছে সব—পার সব। যে ভালবাসায় শিশুকে কোলে লইয়া মানুষ কর, আবার সেই ভালবাসায় তাহাকে সংসারে ফেলিয়া সংসারী কর। তেমনি যে ভালবাসায়, এই দৃষ্ট জগৎ এক সূত্রে বাঁধিয়াছ—আবার সেই ভালবাসায় এ জগৎ অতীত হইতে ছাড়িয়া দাও। আর আমার কিছু ভিক্ষা নাই, যাহা দিয়াছ তাহা ফিরাইয়া লও, ফিরাইয়া দিতে—মতি দাও।

দাও সন্ন্যাসী—মতি দাও! তুমিই এ ভালবাসার এ গতি দেখাইয়াছ, তুমিই—তাহার অগ্রণী হও। আশীর্ব্বাদ কর পথিক—আগন্তুক! চক্ষু দিয়া আবার লইয়াছ—আবার দিবে। আশীর্ব্বাদ কর সন্ন্যাসী, জীবনদাতা! হৃদয়ের বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিয়া বন্যায় প্লাবিত করিয়াছ—আবার কূল দিবে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

বিবাহের দিনে রাত্র জাগরণে, কনিষ্ঠ পুত্রবধু বিষ্ণুপ্রিয়ার পীড়া বাড়িয়াছে। জেষ্ঠ পুত্রবধু হরিপ্রিয়া—আহার নিদ্রাত্যাগে তাঁহার সেবায় নিযুক্তা, কিন্তু ঈশ্বর বুঝি হরিপ্রিয়ার মুখ তাকাইলেন না।

সামান্য জ্বর, আবার মধ্যে দুই চারি দিন ভাল রহিলেন, এই জন্যই হরসুন্দর ও চিন্ময়ী বিবাহে আপত্তি করেন নাই এবং শিবসুন্দর ও জীবসুন্দরও তত গ্রাহ্য করেন নাই, কারণ বিষ্ণুপ্রিয়া নিজেই সুস্থের ন্যায় বিবাহোৎসবে যোগ দিয়াছিলেন।

যে অবলম্বনে জীবসুন্দর সংসারে মানুষ—সংসারী—বিনয়ী—ভক্তি-মান, আজ সে অবলম্বন শক্তিহীনে শয্যাগত। শিবসুন্দরের মত হৃদয় যাহার—তিনি, ইহাতে কাতর হইলেও কর্ম্মক্ষেত্রে দাঁড়াইতে নিঃশক্তি হন না। কিন্তু জীবসুন্দরত তাহা নহেন। জীবসুন্দর সংসার রূপ সমুদ্রে, তরণীরূপ বিষ্ণুপ্রিয়ায় আসীন হইয়া বুদ্ধিরূপ কর্ণধারের সাহায্যে, সংসার-লীলায় এখনও পিপাসু—তাঁহার এ বীভৎস ব্যাপারে সংসার, ভীতিসংকুল না হইবে কেন? তিনিও আহার নিদ্রা ত্যাগে বিষ্ণুপ্রিয়ার পার্শ্বে বসিয়া। শিবসুন্দর তাঁহাকে গৃহ হইতে বাহির হইতে দেন না—বলেন, “ভাই! সম্বন্ধ হিসাবে আমি এ সেবায় অধিকারী নহি, তোমার কর্ত্তব্যত তুমি করিবেই—আমি তোমার বাহিরের কর্ম্মে থাকিব, আমার হইয়া তুমি গৃহ হইতে বাহির হইও না, তাহা হইলে জানিব যে, তাঁহার সেবায় কোন ত্রুটি হইতেছে না। শিবসুন্দর—একবার চিকিৎসকের নিকট, একবার পথ্যের জন্য—সর্ব্বদাই অস্থির।

জীবসুন্দর ভাবিতেছেন—ইঁহারা কি? দেবতা—না মানুষ। যে মানুষ সুখ সম্পদে—একবার তাকাইয়াও তাকায় না, আজ বিপদে সে নিজের ভাব ফেলিয়া—যেন সামান্য সংসারী। যাঁহারা, ইঁহাদের সে ভাব দেখেন নাই—তাঁহারা কোন জ্ঞানে ইঁহাদের এ মুখের ছবি দেখিয়া—সে ভাব ধারণ করিবেন? হায়! হায়! এত অস্থিরতাতেও মুখে কিন্তু—সেই ভাব। আমরা অন্ধ হইলেও নিত্য দর্শনে—সংসারে যাহা দেখি না, ইঁহাদের মুখে তাহা দেখিয়া চিনিতে পারি। ধিক্ আমায়! এমন রত্ন হেলায় হারাইয়াছি, যদি আবার দিন পাই—বিষ্ণুপ্রিয়া বাঁচিয়া উঠে—তবে একদিন মনে রহিল। নহিলে ভগবন! বুঝি এবার এই সংসার-সমুদ্রেই জীবন লীলার শেষ।

গৃহিণী চিন্ময়ী গৃহকর্ম্মে ব্যস্ত হইলেও বার বার দেখিতে আসি-তেছেন—পথ্য আনিতেছেন। হরসুন্দরও মধ্যে মধ্যে দেখিয়া যাইতেছেন। কাহারও মুখে হাসি নাই, বিষাদেমেরা—কিন্তু, তাহার মধ্যে হরসুন্দর—চিন্ময়ীর সে বিষাদ ফুটিয়া কি এক জ্যোতি সে মুখ উজ্জল রাখিয়াছে। হায়! হায়! জীবসুন্দর কিন্তু সে বিষাদে মলিন, এমনি মলিন যেন অমাবস্যায়

মেঘের সঞ্চার। আর—শিবসুন্দর! শিবসুন্দর যেন সেই অমাবস্যার মেঘ মধ্যে বিজলী। একবার গাঢ় অন্ধকারে—একবার সে বিদ্যুদালোকে। যখন—সংসার চিন্তারূপ মেঘের উদয়ে তাঁহার চক্ষু আবৃত, তখনি কৃষ্ণকৃপারূপ শক্তি, সে মেঘ ভাঙ্গিয়া তাঁহাকে বিজলীবৎ উজ্জ্বল করিতেছে।

জীবসুন্দর বিষ্ণুপ্রিয়ার সম্মুখে বসিয়া কি ভাবিতে ছিলেন। চক্ষু পাতিয়া দেখিয়াও বিষ্ণুপ্রিয়ার সে ভাব দেখিতে পাইলেন না। পার্শ্বে হরিপ্রিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, তাড়াতাড়ি চিন্ময়ী—শিবসুন্দর—হরসুন্দর উপস্থিত হইলেন। প্রতিবাসীও দুই একজন উপস্থিত হইলেন, সকলে দেখিয়া মাথায় হাত দিলেন। জীবসুন্দর শয্যা হইতে উঠিলেন। কিন্তু তখন তাঁহার মস্তক ঘূর্ণিত হইতে ছিল, তিনি চলিতে পারিলেন না। ভূমিতে বসিয়া পড়িলেন। শিবসুন্দর তাঁহাকে বাহিরে লইয়া গেলেন।

সকলের চক্ষেই জলধারা। কেবল জীবসুন্দরের মুখ যেন প্রফুল্ল—সে বিষাদ যেন আর নাই। বলিলেন "দাদা! মানুষের প্রেম বৃথা—এইত আমি বাঁচিয়া আছি! ভ্রমেই ইহা মনে হইত না। যাহা ভাবিতাম—তাহা ভ্রম।" জীবসুন্দরের এ প্রফুল্লতা—হৃদয়ের এ ভাব—কেহ বুঝেন কি? এ প্রফুল্লতা সুখের নহে—শান্তির নহে—ইহা কর্ম্মের উদাসীনতা। যিনি বুঝেন—তাঁহার এই উদাসীনতাতেই বৈরাগ্যের উদয় হয়।

ধীরে ধীরে হরসুন্দর শয়ন গৃহে গিয়া বসিলেন, সঙ্গে সঙ্গে চিন্ময়ীও গৃহে প্রবেশ করিলেন। হরসুন্দর যেন বাক্যাতীত ভাবে প্রফুল্ল—কম্প স্বেদে আপ্লুত—চক্ষে ধারা। এরূপ ভাব চিন্ময়ী হরসুন্দরের কখন দেখেন নাই। এই ভাবে মথিত হইয়া শিবসুন্দর—হরিপ্রিয়া—চিন্ময়ী নিত্য কৃষ্ণসেবায় হরসুন্দর সমীপে বিভোর হয়েন, কিন্তু হরসুন্দর অচল অটল সহজ সিদ্ধ ভাবে—কৃষ্ণসেবায় যোগ দেন।

সে রূপে চিন্ময়ীও আপন রূপ ভুলিলেন। যাহা বলিতে আসিলেন, তাহা বলা হইল না। তখন শিবসুন্দর বিষ্ণুপ্রিয়াকে সৎকারের জন্য লইয়া যাইতে পারেন কি—না জিজ্ঞাসা করিতে আসিলেন।

অমনি চিন্ময়ীর সে স্মরণ জাগিল। হরসুন্দর, শিবসুন্দরকে বলিলেন

"কি বলিব যাহা ব্যবস্থা—কর। নগেন্দ্র ও আর আর দুই একজনকে সঙ্গে লইও, আমি যাইতেছি—যতক্ষণ না যাই অপেক্ষা করিও।"

শিবসুন্দর চলিয়া গেলেন। চিন্ময়ী বলিলেন "নাথ! সংসার-গুরু, চিন্ময়ী-পতি! একবার সংসার তাকাইয়া দেখিলে হয় না? তোমা হইতে যাহার উৎপত্তি—তুমি যাহাকে সংসারে আনিয়াছ—একবার তাহার মুখ তাকাইলে হয় না? জীবসুন্দর তোমায় চিনিতে পারিলনা, কিন্তু গুরু-দয়াল—দয়াল নামের মহিমায় কি তাহার চক্ষু ফুটিতে পারে না? জানি—ভোগাবসান ভিন্ন হরি লাভ হয় না, কিন্তু এরূপ কঠোর ভোগে যে, সে উন্মত্ত হইবে? যে শান্তিতে সে দাঁড়াইয়া এতদিন সেবায় যোগ দিতে ছিল, যদি—সে যোগদানেও তাহার প্রতি কৃপা রাখিতে, তবে না হয় একদিন—না এক-দিন—সে, সে সেবার ফলে তোমার মর্ম্ম বুঝিত, কিন্তু একি করিলে নাথ! হায় হায়—বিষ্ণুপ্রিয়া যে এত দিন তোমার সেবায় দিনাতিপাত করিল, তাহারই বা কি করিলে নাথ! যদি সে সেবায়, তাহাদের তোমার স্বরূপই দর্শন না হইল, তবে তাহাদের এ সংসারে আনিয়াছিলে কেন? তাই বলি—একবার সংসার তাকাইয়া তাহাদের মুখ রক্ষা কর, আবার তাঁহাদের সেবায় শক্তি দাও, যে শক্তিতে তাহারা জন্মের মত মায়া বন্ধন কাটিয়া নিত্য তোমার সেবায়েৎ হয়।"

হরসুন্দর বলিলেন, "ছি চিন্ময়ি!—একটা সামান্য ঝটিকায় কৃষ্ণ ভুলিয়া সংসার তাকাইতেছ কেন? কৃষ্ণের ঈশ্বর-রূপের এ লীলা। যে—সে ঈশ্বর-রূপে কৃষ্ণস্বরূপ দর্শন করিয়াছে, সে কি আর সে ঈশ্বর-রূপের লীলা লইয়া কৃষ্ণসেবায় যোগ দিতে পারে? কৃষ্ণ জগতে যে মায়ার গন্ধ নাই? এ মায়া সংসারে যে কৃষ্ণের কখন আবির্ভাব নাই? আমি কোন দেশে দাঁড়াইয়া এ ভিক্ষা চাহিব?

"চিন্ময়ি—সাবধান। অমল কৃষ্ণে মলা লাগাইও না। প্রেমস্বরূপ কৃষ্ণে, সংসার সুখের জন্য—ব্যথা দিও না। ব্যথা ভোগ করিও, কিন্তু তাহাকে সে ব্যথা জানাইও না—সে ব্যথা পাইবে—তাহার ব্যথা—হৃদয়ে সহ্য হইবে না। সে অনন্ত শক্তিমান—সে পারে সব। স্বইচ্ছায় যাহা করে, তাহাতে সে ব্যথা পায় না। আমাদের ইচ্ছা

জানাইলে পাছে তাহার ব্যথা লাগে—তাই গুণ ক্রিয়া মনে করিলেও ব্যথা পাই। কৃষ্ণদাস কৃষ্ণ ভিন্ন আর কিছু চাহে কি?"

চিন্ময়ী আর কোন কথা কহিলেন না। মনে মনে বলিলেন, "প্রভো! গুরো! তোমার মায়ানাটে আমরা পুত্তলি-স্বরূপ, আমরা তোমার কৃপার পাত্রী, দেখিও—এভাব যেন হৃদয়ে রাখিতে পারি।"

চিন্ময়ীর মুখ দেখিয়া হরসুন্দর যেন আরও বিহ্বল হইলেন, আবার বলিতে লাগিলেন, "চিন্ময়ি! এ মায়ানাট তাঁহার নিত্য হইলেও মানুষের পক্ষে কয় দিন? যদি সেই দুইদিনে—দিন পাইয়াছ, তবে আবার সেই ক্ষণভঙ্গুরে প্রার্থনা কেন? যদি তোমার ইচ্ছা—তাহার ইচ্ছা হয়—সে আপনিই তাহা করিবে। তাহার ইচ্ছা দেখিতে থাক—ভোগ করিতে থাক—নিজের ইচ্ছা তাহাকে অর্পণ করিতে শিখ, গুরু কৃপা করুন।"

কে জানে—এ কথায় চিন্ময়ী কি বুঝিলেন। কিন্তু তিনি যেন পূর্ব্বাপেক্ষা প্রফুল্ল হইলেন। যে ভিক্ষার আশায় তিনি গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন, যেন সে ভিক্ষা পূর্ণ হইল। কে জানে কৃষ্ণের কি মহিমা, কে জানে কৃষ্ণের—দয়াল নামের কি গুণ। এই জন্যই কৃষ্ণ গুণময় হইয়াও—নির্গুণ।

তখন "হরিবল" "হরিবল" শব্দে উভয়েই চমকিয়া উঠিলেন। চিন্ময়ী বাহিরে আসিলেন। হরসুন্দরও বহির্ব্বাটীতে গেলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

চিতা সজ্জিত। নগেন্দ্র শিবসুন্দরকে বলিলেন, "তবে আর বিলম্বে কায কি?"

শি। একটু অপেক্ষা কর, বাবা আসিতে চাহিয়াছেন—যদি আসেন।

ন। তিনি আসিলে এতক্ষণ আসিতেন।

তখন সকলে শিবসুন্দরের সম্মুখে বসিলেন। শিবসুন্দর, জীবসুন্দরকে বলিলেন, "জীব! তোমার ভাবে আমার ঈর্ষা হইতেছে, আমি কেন তোমার মত, সংসার রসের অনিত্যতা দেখিয়া কৃষ্ণসেবার জন্য নিমিত্ত মাত্র থাকিয়া সংসারে নির্লিপ্ত হইতে পারি না? তুমি সংসারী হইয়া প্রাণের বন্ধন ছিঁড়িয়া প্রাণ-প্রতিমা বিসর্জ্জন দিতে আসিয়াছ, কিন্তু তোমার এ মূর্ত্তি যে দেব-দুর্লভ! সংসার তোমায় আয়ত্ব করিতে পারিলে, তোমার এ মূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া চুর মার করিত। তুমি কোন বলে বলী হইয়া এখনও সংসারকে উপেক্ষা করিতেছ? কর্ম্মীর ন্যায় কর্ম্ম করিয়া কোন কর্ত্তার সেবা লক্ষ্য করিতেছ? সে লক্ষ্য না থাকিলে এ কর্ম্মফলে ত তোমার প্রয়োজন নাই—তোমার হৃদয় ত পাষাণে গঠিত নহে?"

এতক্ষণ জীবসুন্দর মস্তক অবনত করিয়া বসিয়াছিলেন। যিনি যাহা বলিতেছিলেন—করিতেছিলেন মাত্র। কিন্তু কাহারও কথায় যোগ দিতে ছিলেন না। দিবেন কি? তাঁহাদের সময়োচিত কথা তাঁহার লঘু বোধ হইতেছিল। সে কথার মূল্য কি? অল্প জলে তাহা চাপা পড়ে।

জীবসুন্দর বলিলেন, "তাই ভাবিতেছিলাম; কর্ম্মী যে—সে কর্ত্তা নহে। যদি হইত—তবে, স্বহস্তে চিতা সাজাইতে পারিতাম না। মৃতা যেন কর্ত্রীস্বরূপা, তাহারই সন্তুষ্টির জন্য যেন আমার এ কর্ম্ম, নচেৎ—যাহা মনে করিলে, এককালে স্বসত্ত্বা ভুলিতাম, আজ প্রাণ ধরিয়া তাহা করিলাম কিরূপে?"

শি। ভাই! এমনি প্রাণে—প্রাণ দিয়াছিলাম যে, প্রাণ রহিল—সে গেল। এমনি আধারে দাঁড়াইয়াছিলাম যে—প্রাণ তাহাকে ছাই করিতে চায়। এমনি চেনা চিনিয়া ছিলাম যে, সে আধার ভিন্ন আর তাহাকে চিনিতে পারিলাম না। এমনি ভাল ভালবাসিয়াছিলাম যে, সে ভাল অভাবে, আবার নূতন ভাল—ভাল লাগিবে। ছি ছি ভাই! যেমন প্রাণ দিয়াছিলাম—তেমন আর দিব না। যেমন আধারে দাঁড়াইয়াছিলাম—তেমন আর দাঁড়াইব না। যেমন চেনা চিনিয়াছিলাম—তেমন আর চিনিব না। যেমন ভালয়, ভাল বাসিয়াছিলাম—

তেমন ভালয় আর ভালবাসিব না। যে জন্মের মত যায়—আর আসে না—সে যেন আর আসে না। যদি এবার দিবার মত দিতে পারি—চিনিবার মত—চিনিতে পারি, নিত্য দিনের মত—দাঁড়াইবার আধার পাই, লইতে পারে—এমন প্রেমিক পাই, যাহার অভাবে সেই একমাত্র—ভাব, তবে আবার দেখিব—কেন এমন হইল—এমন হয়। সত্যের মত—অথচ সত্য নহে, এ জগৎ সংসার কি—এ ভালবাসা কি—কেন। তবে আবার দেখিব, কর্ত্তা সুখী—কি কর্ম্মী সুখী, সকামে সুখ—কি নিষ্কামে সুখ, সুখেই শান্তি—কি শান্তিতে সুখ। কথায় কায নাই—তবে আবার দেখিব শান্তিই কি শেষ—না দুঃখই শেষ। শান্তিই কি শেষ—না আরও আছে।

বলিতে বলিতে শিবসুন্দরের চক্ষে জল আসিল, জীবসুন্দর শুনিতে শুনিতে যেন বিহ্বল হইয়া বস্ত্রাঞ্চলে শিবসুন্দরের চক্ষুজল মুছাইলেন। কি বলিতে যাইতে ছিলেন—বলিতে পারিলেন না, তাঁহারও চক্ষে জল আসিল। স্ত্রী বিরহে এই তাঁহার—প্রথম চক্ষুজল।

নগেন্দ্র ভিন্ন অন্য অন্য প্রতিবাসীরা ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, তোমরা জ্ঞানবান হইয়া যদি বালকের ন্যায় ক্রন্দন আরম্ভ করিবে—তবে বৃথা বিলম্ব করিয়া কি লাভ?"

শি। বাবার জন্য অপেক্ষা করিতে হইতেছে।

প্র। তিনি আসিবেন না।

এই বলিয়া তাঁহারা শব চিতায় তুলিতে অগ্রসর হইলেন। নগেন্দ্র বলিলেন, "আর সামান্য অপেক্ষা করুন না—যখন বলিতেছেন, তখন সামান্যের জন্য তাড়াতাড়ির প্রয়োজন কি?" সে কথা কেহ শুনিতে চান না। তাঁহারা শব তুলিতেছেন, শিবসুন্দর বলিলেন, "আর একটু অপেক্ষা করুন, তিনি যখন আসিবেন বলিয়াছেন, তখন তাঁহাকে আসিতেই হইবে।"

এমন সময়ে এক দীর্ঘকায় মুণ্ডিতকেশ গেরুয়াধারী অবধূত—সম্মুখে। প্রতিবাসীর মধ্যে একজন শিবসুন্দরকে বলিলেন—"এই নিন আসিয়াছেন—তিনি আসিলে এতক্ষণ আসিতেন।"

অবধূত বলিলেন—"এ যুবতী কাহার?"

নগেন্দ্র, জীবসুন্দরকে দেখাইয়া দিলেন—বলিলেন, "ইহারই স্ত্রী।"

অবধূত জীবসুন্দরকে বলিলেন, "কমুবকৃৎ এখন কি করিবি—ছাই করিবি—কি বাঁচাইবি ?"

এ কথায় নগেন্দ্র ও অন্যান্য প্রতিবাসীরা একটু হাঁসিলেন, কিন্তু কোন কথা কহিলেন না, অবধূত বলিলেন, "তোর ভালবাসা—প্রেম ত শেষ হইয়া গিয়াছে, এখন ইহাকে আমায় দান করিতে পারিস্ ? তাহা হইলে আমি ইহার প্রাণ রক্ষা করি।"

জী। যদি দেহ দিলে প্রাণ পায়—আমি উহার দেহ দিব। আমায় চান—তাহাও দিব।

অ। দিতে পারিবি ?

জী। পারিব—দিলাম।

অবধূত কিয়ৎক্ষণ বিস্মিত ভাবে জীবসুন্দরের মুখ পানে তাকাইয়া রহিলেন, পরে বলিলেন, "সংসারি ! পার—বা—না পার তোমার মুখে এ কথা বড় সুন্দর, কিন্তু সাবধান—চেতনে থাকিবে। যদি ভুলিয়া যাও—আবার হারাইবে।"

জী। যাহার জন্য দিতেছি—তাহার জন্যই ভুলিব না।

অ। তোমার তাহাতে সুখ কি ?

জী। তাহার সুখেই—আমার সুখ।

তখন অবধূত যেন উন্মাদের ন্যায় শবের চতুপার্শ্বে বার বার প্রদক্ষিণ করিলেন। শেষ শবের পদতলে বসিয়া অনেকক্ষণ ধ্যানে মগ্ন হইয়া নেত্র উন্মীলিত করিলেন। তখন সে নেত্র হইতে কি এক জ্যোতি নির্গত হইয়া বিষ্ণুপ্রিয়ার চক্ষু স্পর্শ করিল। তাহাতে বিষ্ণুপ্রিয়া যেন বস্ত্রাঞ্চল অনুসন্ধানে হস্ত নাড়িলেন, অমনি জীবসুন্দর সেভাব বুঝিয়া তাঁহার মাথায় কাপড় তুলিয়া দিলেন।

অবধূত জীবসুন্দরকে বলিলেন, "সংসারি ! আত্ম সমর্পণ বড় সহজ নহে, আজ বিশ বৎসরে সর্ব্বত্যাগী হইয়াও আত্ম সমর্পণ করিতে পারিলাম না। সংসারীর মুখে এ কথা প্রহেলিকা তুল্য। তুমি সংসারী—তোমার মুখে এ কথা বড় মিষ্ট, কে জানে ব্রহ্মের কৃপা কাহার প্রতি কি রূপ।

একবার দেখিতে ইচ্ছা হয়—সংসারীর আত্ম সমর্পণ কি রূপ। আমি সন্ন্যাসী—গৃহশূন্য, যুবতী লইয়া কি করিব? কোথায় রাখিব? আমার ধন, আমি তোমার নিকট রাখিয়া চলিলাম—বাড়ী লইয়া যাও। কিন্তু আজ হইতে ইনি তোমার স্ত্রী নহেন, তুমি ইঁহার স্বামী নহ—সেবক সেবিকা ভাবে সংসার করিতে পার। যদি এ ভাবে ভ্রষ্ট না হও—এক-দিন স্ত্রী পাইবে—নচেৎ আবার হারাইবে।"

বিষ্ণুপ্রিয়াকে বলিলেন, "যাও মা! সংসারীর আত্ম সমর্পণ পরীক্ষা কর। যদি ভ্রষ্টা না হও—তবে আবার স্বামী পাইবে—নচেৎ পাইয়াও হারাইবে।"

এ কি! সত্য—সত্যই যে বিষ্ণুপ্রিয়া জীবিতা? বলিতেছেন, "আমি আসিয়াছি কোথা? কেন আসিয়াছি?" সেই লজ্জা—তিনি আর মুখ খুলিয়া থাকিতে পারিলেন না। অঞ্চলে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিলেন। সকলেই চমকিত, সকলেই বিস্মিত, সকলেই বিষ্ণুপ্রিয়াকে দেখিতে উৎসুক, কিন্তু সে সন্ন্যাসী কোথায়? আর তাঁহার দর্শন মিলিল না।

প্রথমে যাঁহারাই সন্ন্যাসীকে উপেক্ষা করিয়াছিলেন, এখন তাঁহা-রাই সন্ন্যাসীর জন্য ব্যস্ত। শিবসুন্দর বলিলেন, "অনুসন্ধানে আর ফল হইবে না। এখন বৌমাকে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা কর এবং শীঘ্র একটু দুগ্ধের যোগাড় দেখ। বোধ হয় গলা শুখাইয়া গিয়া থাকিবে।" জীবসুন্দরকে বলিলেন, "ভাই! বুঝিলে কিছু?"

জী। না—আমি বুদ্ধিহীন হইয়াছি।

শি। বুঝিবে—বুঝিবার দিন আসিল।

দ্বিতীয় খণ্ড।

বিবেক—বাহ্যসাধন।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দেখিতে দেখিতে বৎসরের পর বৎসর ফিরিল। জীবসুন্দর বিষ্ণুপ্রিয়াকে লইয়া আবার সংসারী—কিন্তু যেন সে সংসার—আর নাই। দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্য্যাদা কেহ বুঝে—কেহ বুঝে না। জীবসুন্দর যে, বুঝিতেন না তাহা নহে, তবে ভুক্তভোগীর বুঝা যে এত স্বতন্ত্র—তাহা বুঝিতেন না।

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ব্যবস্থাতে, জীবসুন্দর অবধূতের বাক্য হেলন করিতে পারেন নাই। আবার সে বাক্যপালনে মর্ম্মে মর্ম্মে কাঁদিতে হইতেছে। জীবসুন্দর মনে করেন এ দগ্ধযন্ত্রণা ভুক্তভোগী ভিন্ন অন্যে বুঝিতে পারে না।

প্রায়শ্চিত্ত !—প্রায়শ্চিত্তে শুদ্ধ হইবে কে ? মন যে সেই অবধূতের বাক্য ভিন্ন শুদ্ধ হইতে পারিবে না। তাই জীবসুন্দর—প্রায়শ্চিত্তে অগ্রসর হইতে পারেন নাই। হরসুন্দর—চিন্ময়ীও সেজন্য জীবসুন্দরের হৃদয়-ভাব বুঝিয়া—ক্ষান্ত।

বিষ্ণুপ্রিয়ার পিতা শশাঙ্কশেখর কন্যার এরূপ জীবনে বড়ই দুঃখিত এবং হরসুন্দরের এ উদাসীনতায় বড়ই বিরক্ত। তিনি জামাতা জীবসুন্দরকে নানা উপদেশে ফিরাইতে চেষ্টা করিয়াও যখন বিফলমনোরথ হইলেন, তখন জীবসুন্দর যাহাতে বাধ্য হইয়া প্রায়শ্চিত্তে ব্রতী হন, সেজন্য হরসুন্দরকে ধরিলেন। হরসুন্দরের তাহা ইচ্ছা নহে—এই লইয়া কিছু দিন মনান্তর চলিল, হরসুন্দর যাহা বলেন—শশাঙ্কশেখর তাহা বুঝিতে চাহেন না—শশাঙ্কশেখর যাহা বলেন, হরসুন্দর তাহা বুঝিতে চাহেন, কিন্তু জীবসুন্দরের মনের সে বল কই ?

শশাঙ্কশেখর মনে মনে ভাবিলেন—ভাল, এত ধর্ম্মব্যথা আমাদের

নাই—কিন্তু দেখিব এ ব্যথা—কতদূর। বিষ্ণুপ্রিয়া একবার পিত্রালয়ে গিয়া পিতা মাতার এই ভাবে দুঃখিত হইয়া আবার শ্বশুরালয়ে আসিয়াছেন, মনে মনে ভাবিয়াছেন—যদি আমি সতী হই, ধর্ম্মে মতি থাকে, তবে অধর্ম্মের জয় হইবে না—ধর্ম্মের জয়ে পিতা মাতা—শ্বশুর শাশুড়ীও পর হইবে না।

প্রাণের বস্তু—প্রাণ হইতে দূরে রাখিতে বড় ব্যথা লাগে। সে ব্যথায় দিনের—পর—দিনে মন নীরস হয়—সে নীরসে—প্রেমের সে মাধুর্য্য আর থাকে না। এতদিন যে মাধুর্য্যে বিভোর হইয়া বিষ্ণুপ্রিয়া জীবসুন্দর দুই হইয়াও এক ছিলেন, আজ সেই এক ভাঙ্গিয়া আবার দুই হইয়াছেন।

সংসারে প্রেম অপেক্ষা কোমল বুঝি আর কিছু নাই। যে কোমলতায় স্বার্থ-রূপী কঠিন প্রস্তরও দ্রব হইয়া—মনুষ্যের হৃদয় মধ্যে লুক্কাইত থাকে। যাহাতে সংসার স্বার্থশূন্য না হইয়াও প্রেমের কোমলতায় বঞ্চিত হয় না।

প্রেমের এ মাধুর্য্য—যতদূরে, স্বার্থ তত—সম্মুখে। স্বার্থ ভিন্ন শরীর থাকে না। যিনি এই স্বার্থের এবং প্রেমের সামঞ্জস্য রাখিয়া সংসারে চলিতে পারেন—তিনিই সংসারী।

জীবসুন্দর ভাবিতেন—তিনি প্রকৃত সংসারী। তাহা যে তাঁহার পক্ষে অহঙ্কার—জীবসুন্দর এতদিন তাহা বুঝিতে পারেন নাই। না বুঝিয়া এতদিন ছিলেন ভাল। এখন যতই বুঝিতে যাইতেছেন—ততই সে শান্তি হারাইতেছেন।

এখন বুঝিতেছেন মানুষ কেবল স্বার্থেরই দাস, প্রেম কেবল উপলক্ষ্য মাত্র। প্রেমের দাস কদাচ কেহ হইতে পারে—তাহা ভাগ্য। যে ভাগ্যে মানুষ—এই মায়া-প্রেমেই ঈশ্বর-প্রেমের উদ্দেশ পায়—পাইয়া স্বার্থ বলীদানে নিষ্কাম—শুদ্ধপ্রেমের পূজা করিতে চায়—যাহাতে নিত্যানিত্য বিবেক আপনি উদয় হয়—যে উদয়ে অহং সম্মুখে দাঁড়াইতে লজ্জিত হয়—যে লজ্জায় জীব—দাস্য অভিমানে অভিমানী হইয়া প্রকৃত উপযুক্ত না হইতে পারিলেও ঈশ্বরের জন্য কাঁদিতে শিখে—যে

ক্রন্দনে ঈশ্বরের দৃষ্টিপাত হয়—যে দৃষ্টিপাতে সে শুদ্ধ হয়—যে শুদ্ধতায় সে উপযুক্ত হয়—যে উপযুক্ততায় দিব্য ভক্তির উদয় হয়—যে ভক্তিতে ঈশ্বর—বাঁধা। এই জন্য বিষ্ণুপ্রিয়ার জীবনদাতা অবধূতের—এ খেলা।

পূর্ব্বাপেক্ষা জীবসুন্দর এখন চিন্তাশীল। চিন্তার পর চিন্তায় যেন তিনি উদ্‌ভ্রান্ত। ভাবেন এক—করিয়া ফেলেন—এক। তাই এখন অনুতাপ পদে পদে। যে মনকে আপনারি বলিয়া এতদিন তাহারই বলে বলী ছিলেন, এখন সেই মনকেই শত্রু-ভাবে দেখিতে হইতেছে। তিনি ভাবেন এক—করিতে চান তাহাই, মন তাহাতে বাধা দেয়—ভুলায়। মনের সে মিত্র-রূপে ক্ষণেক ভুলিতে হয় বটে, কিন্তু মনের কার্য্যে যাহা ঘটে, তাহাতে অনুতাপের উদয় হয়, এই অনুতাপের জ্ঞানে—মনের স্বরূপ এখন দেখিতে হইতেছে।

ভাল মন্দে জগৎ মিশাল—তাহাতে তত ক্ষতি হয় না। কিন্তু যাহাকে লইয়া ঘর করিতে হয়, সে যদি মন্দ হয়—তবে সে ঘরে কখন শান্তির উদয় হয় না। মনের এইভাবে—জীব সুন্দরের আর সে পূর্ব্ব শক্তি নাই।

ভাল মন্দে মিলে না, কিন্তু মন্দে মন্দে—ভালয় ভালয়—মিলে। পূর্ব্বে মন যেমন—জীবসুন্দরও তেমনি ছিলেন—তাই মিলিত। এখন জীবসুন্দর—সে জীবসুন্দর আর নাই, কিন্তু সেই মন—তাই এ অশান্তি।

মন চাহে বর্ত্তমান—বুদ্ধি চাহে ভবিষ্যৎ। সুখ উভয়েরই উদ্দেশ্য—কিন্তু স্বর্গ মর্ত্ত্য প্রভেদ। যিনি এই উভয় সামঞ্জস্যে চলিতে পারেন—তিনিই সংসারী। তাঁহারই সুখশান্তি—অনিত্য হইয়াও—জীবনে নিত্য।

কিন্তু সংসারে কে—এ সামঞ্জস্যের অধিকারী? মন যে স্বভাবত চঞ্চল। তাহাকে সুস্থির করে কে? না হইলেও অবধূতের বাক্য রক্ষা হয় কই? তাই জীবসুন্দরের—মনের সহিত এখন নিত্য সংগ্রাম। কবে যে এ সংগ্রাম শেষ হইবে তা—কে জানে, তবে উভয় পক্ষেরই হার—জিত এখন নিত্য চলিতেছে।

অদ্যকার সংগ্রাম প্রাতঃকাল হইতেই উঠিয়াছে। মন বলে বিষ্ণু-

প্রিয়ার সহিত দর্শনে—আলাপে ক্ষতি কি? অবধূত ত তাঁহাকে সেবিকা ভাবেই লইতে বলিয়াছেন। বুদ্ধিবলে—ভ্রষ্ট হইতে কতক্ষণ? এ সংগ্রাম আর মিটে না—শেষ মনেরই জয় হইল। তখন জীবসুন্দর মনরূপী হইয়া বিষ্ণুপ্রিয়াকে ডাকিলেন। মন উৎফুল্ল হইল। বুদ্ধি ম্রিয়মাণ হইল—বলিল,—ডাকিলে বটে—কিন্তু—সাবধান।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

তেজ-মণ্ডল সূর্য্য অতি দূরে। সেই দূরগত সূর্য্য তেজ ভাব ভেদে—পৃথিবীর অগ্নি। অগ্নি ভিন্ন সংসার বিলাস শূন্য। অগ্নি সূর্য্য স্বরূপত—এক, কেবল ভাবে ভেদ। অনন্ত সংসার-মায়ার তেমনি স্ত্রী প্রকৃতি—অগ্নি স্বরূপা। সূর্য্য ভিন্ন যেমন সংসার চলে না—কিন্তু—অগ্নি ভিন্ন চলে, তেমনি মায়া ভিন্ন সংসার রক্ষা হয় না—কিন্তু—স্ত্রী ভিন্ন চলে। যদি সংসার লোপের আশঙ্কা কর, তবে সংসার হইতে অগ্নি নির্ব্বাপিত কর—যেমন সূর্য্য-দ্বারে অগ্নির উৎপত্তি সম্ভব—তেমনি মায়া-দ্বারে স্ত্রী—প্রকৃতিরও উৎপত্তি সম্ভব।

সংসার খেলায় যেমন অগ্নির আধিপত্য, তেমনি সংসারে স্ত্রীর আধিপত্য। অগ্নি যেমন ভয়ের এবং আদরের—স্ত্রী তেমনি ভয়ের এবং আদরের। বালক যেমন বুদ্ধির অভাবে অগ্নিকে আদর করে—ভয় করেনা, মূর্খ তেমনি স্ত্রীকে আদর করে—ভয় করে না। মক্ষিকা যেমন আদরে অগ্নিতে আত্ম সমর্পণ করে—তাহার যেমন নির্ভয়তা মরণের জন্য, মূর্খের তেমনি সে নির্ভয়তা—স্বরূপ ভ্রমের জন্য। বিজ্ঞ যেমন অগ্নিকে আয়ত্বে নির্ভয় হইলেও সাবধানে রাখেন—তেমনি স্ত্রীকেও সাবধানে রাখেন। বিজ্ঞ যেমন অগ্নির ভয়ে পলায়ন করেন না, অগ্নিকেই আয়ত্ব করেন—তেমনি স্ত্রীকেও আয়ত্বে রাখেন।

গৃহদগ্ধ গাভী যেমন অগ্নি দেখিলেই চমকিত হয়—বুদ্ধি শূন্য হয়, তেমনি অরসিক নিত্যানিত্য বিবেকী—সুখ দুঃখ তাড়নায় স্ত্রী দেখিলেই

কাতর হয়। আমাদের নরনারায়ণ এই গৃহদগ্ধ গাভীর শ্রেণী ভুক্ত—তবে সংসারে মক্ষিকা অপেক্ষা উত্তম। কিন্তু পুরুষ ভেড়া ভুলাইতে বেশ্যা যেমন জন্যরূপিণী বলিয়া ঘৃণীত—তেমনি মানুষ ভেড়া ভুলাইতে ভাক্তধর্ম্মী ঘৃণীত। আমাদের নরনারায়ণ তাহা নহে। নহে বলিয়াই—তিনি সংসারে এত অসুখী। যাঁহারা ভাক্তধর্ম্মী, তাঁহারা—ধর্ম্মের 'ধ' উচ্চারণেই সুখ পান—শান্তি পান, যাঁহারা সত্য বিবেকী—তাঁহাদের বিলম্ব ঘটে—কারণ ধর্ম্ম লাভ ভিন্ন ধর্ম্ম-সুখ উদয় হইবার নহে—সাধন সুখকর নহে। তবে বেতন ভোগীর বেতনের জন্য কর্ম্মভোগের ইতরবিশেষ থাকিতে পারে। ব্যক্তিগত জ্ঞানের ইতর বিশেষে—যেমন কর্ম্মের ব্যবস্থা, তেমনি বিবেকীর ভাবের ইতরবিশেষে—সাধনের ব্যবস্থা।

বিষ্ণুপ্রিয়ার শ্মশান হইতে প্রত্যাগমন সংবাদে নটনারায়ণ, নরনারায়ণ ও ইন্দ্রনারায়ণকে সঙ্গে লইয়া দেবীগ্রামে যান। শিবসুন্দর ও জীবসুন্দরের নিকট সমস্ত অবগত হইয়া নরনারায়ণ—যে উদ্দেশে এ বিবাহ—যেন তাহাতে নীরাশ হইলেন। ভাবিলেন হরসুন্দর যদি সেই সন্ন্যাসী—আগন্তুক হইবেন—তবে বিষ্ণুপ্রিয়া—মরে কেন? যদি মরিল—বাঁচাইল কে? এ শক্তি কাহার? আবার অবধুত কে? সেই জীবনদাতা সন্ন্যাসী আগন্তুক ভিন্ন—আবার অবধুত কে? হায়! হায়! যদি আমি সে দিন উপস্থিত থাকিতাম তবে—দেখিতাম তাঁহার রূপ কি? দেখিতাম—তাঁহার চরণে লুটাইয়া ভূমিচুম্বনে—কত সুখ!

সকলেই বাটী ফিরিলেন। পথিমধ্যে নটনারায়ণ ইন্দ্রনারায়ণকে বলিলেন—"ইন্দ্র! এ গুলি কি দেখিবার জিনিস নহে? ভাবিবার বিষয় নহে? অবধুত কি মানুষ নহেন? যদি মানুষ স্বীকার কর—তাহা হইলে মানুষের ভাবিবার বিষয়—যদি না স্বীকার কর—তবে এ—কি? ইহাও ত ভাবিবার বিষয়? কারণ যদি ইহাতে সত্য কিছু থাকে—তবে, সভ্য জগতে ইহার বিস্তার আবশ্যক—যদি ইহার মূল অসত্যই হয়—তবে যাহাতে ইহার অসত্যতা লোকে বুঝিতে পারে, লোকসমাজে তাহা দেখাইবার জন্য জ্ঞানের আবশ্যক। আমি

ইচ্ছা করি, তুমি ইহা ভাবিবে, ভাবিয়া যে জ্ঞানে উপনীত হও—আমায় তাহা জানাইবে।"

যে জন্যই হউক ইন্দ্রনারায়ণ যেন কিছু স্তম্ভিত। শিবসুন্দরের চক্ষু ইন্দ্রনারায়ণকে জানিত, ভাগ্যবশে ইন্দ্রনারায়ণ—আজ সে চক্ষুর কৃপায়—বিষয়ের দ্বিতীয় স্তর দেখিতে ইচ্ছুক—সে ইচ্ছায় কর্ণও যেন শিবসুন্দরের বাক্যে লোভিত। পঞ্চেন্দ্রিয়ের জ্ঞান—কিন্তু চক্ষু কর্ণই প্রধান—যিনি জ্ঞানের ভিখারী, তিনি যেন কর্ণ পাতিতে শিখেন।

চলিতে চলিতে নটনারায়ণ আবার বলিতে লাগিলেন, "তোমার মূর্ত্তি যে রূপ দেখিয়া আসিতেছি—এ সকল কথা বলিবার সময় পাই নাই, অসময়ে বলিলে সে কথা দাঁড়াইবার স্থান পায় না। তুমি আমার উপর অনেক সময় বিরক্ত হও, তাহা জানি—কিন্তু এখন জান, আমি তোমাকে কিরূপে আশা করি—তবে বুঝিবে, আমার ভালবাসা কি রূপ। কে মায়ায় সন্তান ভাল না বাসে? যে—সন্তান ভাল না বাসে, সে ত—দেবতা, আমি কি—দেবতা? যদি হইতাম—তবে তোমার কথায় আমি দুঃখিত হইতাম না। যখন নহে—তখন পিতার প্রতি সন্তানের এ ভ্রম-ভাবে—পিতা ব্যথিত হয় না—কি? উপযুক্ত সন্তানের সে চক্ষু-দোষ—ভ্রমের নহে কি?"

আজ আর ইন্দ্রনারায়ণের মুখে কথা নাই। অন্য দিন নটনারায়ণ এত কথা বলিতে সময় পাইতেন কি—না সন্দেহ! নয় বক্তৃতার জ্বালায় নটনারায়ণকে সরিতে হইত—নয় ইন্দ্রনারায়ণ জ্ঞানের চেষ্টায় আপনিই সরিতেন।

নটনারায়ণ আর কোন কথা কহিলেন না। তখন সকলেই বাটী পহুঁছিলেন। অন্য দিন বৈকালে ইন্দ্রনারায়ণ চসমাধারী হইয়া যষ্টি হস্তে প্রকৃতি-চিন্তায় বায়ু সেবনে বহির্গত হন—আজ আর বাহির হইলেন না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

জীবসুন্দর বিষ্ণুপ্রিয়াকে ডাকিলে, বিষ্ণুপ্রিয়া দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। জীবসুন্দর বলিলেন "তুমি যে—দিন দিন নূতন হইতেছ? কাল যেরূপ—আজ সেরূপ নাই।"

বি। কেন নাই—তাহা কি তুমি আপনা দিয়া বুঝিতেছ না?

জী। তবে প্রথম প্রথম ঘরে আসিতে—শুইতে কিরূপে? তুমিত অনেক দিন আমার পা অবধি টিপিয়া দিয়াছ?

বি। মন যে এ রূপ অকৃতজ্ঞ, মনের প্রতিজ্ঞা যে এ রূপ বালির বাঁধ, আগে তাহা বুঝিতাম না—এখন বুঝিতে হইতেছে।

বলিতে বলিতে বিষ্ণুপ্রিয়া আর বলিতে পারিলেন না, তাঁহার চক্ষে জল আসিল।

জী। তুমি কাঁদিতেছ কেন?

বি। কি বলিব? মন যে আমার বশ নহে? যদি হইত—তবে তোমায় চক্ষু ভরিয়া দেখিয়াই—আমি সুখী। কর্ণে তোমার স্বর শুনিয়াই —আমি সুখী। স্পর্শে তোমার পদ ধৌত করিয়া দিয়াই—আমি সুখী। মনের ভয়ে আমি কেন তাহাতে যোগ দিতে পারি না? কেন আমায় দূরে দূরে সঙ্কোচে থাকিতে হয়? হৃদয় চিরিয়া দেখ—কি নিস্বার্থে আমি তোমায়, হৃদয়ের কোন নিভৃতে লুকাইয়া রাখিয়াছি, কিন্তু মন কেন আমার সে শান্তি ভঙ্গ করে?

জীবসুন্দরের হৃদয় মধ্যে বিষ্ণুপ্রিয়ার হৃদয়-ছবি অঙ্কিত হইল। জীবসুন্দর যে আনন্দ-রসে বিষ্ণুপ্রিয়াকে ডাকিয়াছিলেন, বিষ্ণুপ্রিয়ার শুদ্ধ-ভাবে—তাহা দূরে দাঁড়াইল। জীবসুন্দর ভাবিলেন—যে মনের বশীভূত হইয়া আমি আত্মহারা, বিষ্ণুপ্রিয়ার সেই মনের প্রতি দৃষ্টি—কেমন সুন্দর? ধিক আমায়! পুরুষ হইলে হইবে কি? আমরা কি—পুরুষ? বলিলেন, "বিষ্ণু! সংসারে সাধ্বী বিধবাদের নিকট জিজ্ঞাসা কর?"

বিষ্ণুপ্রিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, সে ক্রন্দনে জীবসুন্দরও কাঁদিতে লাগিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া বলিলেন, "ক্ষুধার প্রার্থনা নাই—কিন্তু কেন ক্ষুধার উদয় হয়? যে ক্ষুধায় অন্ন পায়—সে ক্ষুধার যন্ত্রণা জানেনা,

সে আমায় দেখিয়া হাসিবে, তার হাসিবার দিন—সে হাসিতে পারে। কিন্তু আমার মত যদি কাহাকেও বুঝিতে হয়, তবে সে বুঝিবে—এ ইন্দ্রিয় জয়ে—ঈশ্বরের কত কৃপা। যাহার ক্ষুধা আছে—অন্ন নাই, তাহার ক্ষুধা মরিবে, মরিলে—মরায় সব সহে, কিন্তু জীবিতের—যাহার অন্ন সম্মুখে—সেই এ যন্ত্রণা বুঝিবে, বিধবা ইহার—কি বুঝিবে? তাহার উদর মরিয়াছে। যে মরিয়াছে—তাহার আবার যন্ত্রণা কি?"

জী। কেন বিষ্ণু! আমার কি ভালবাসা নাই? আমার কি উদর নাই?

বি। ধন্য তোমায়—ধন্য তোমার ভালবাসায়। যে ভালবাসায় রস রক্ত মরিয়াছে—বুঝিয়াছি সেই ভালবাসাই ভালবাসা—তাহাই নিস্বার্থ। তুমি দেবতার দেবতা, দেবতার যে বল নাই তোমার সে বল আছে—আশীর্ব্বাদ কর, তোমার মত যেন নিস্বার্থ প্রেম পাই।

জীবসুন্দর আর স্থির থাকিতে পারিলেন না—বলিলেন, "বিষ্ণু—কে দেবতা? তুমি দেবী—আমি পশু। আমি তোমার অনুপযুক্ত—তাইত জীবনদাতা অবধূতের—এ খেলা। এ খেলা না খেলিলে আমার মত পশুর জ্ঞান-চক্ষু ফুটে কই? তাইত জীবনদাতা অবধূতের—এ খেলা। আজ যাহার আঘাতে বায়ু-দোলায় দুলিতেছি, এইরূপ আঘাতে কত কত হৃদয় উদ্‌ভ্রান্ত দেখিয়া তখন অহঙ্কারে পরিহাস করিয়াছি, আর এখন—সে পরিহাস কোথায়? বুঝিয়াছি—পরিহাসের চক্ষে জ্ঞানের উদয় হয় না।

"রস রক্তই স্বার্থ অনুসন্ধান করে। মানুষ রস রক্তের দাস—স্বকাম। কিন্তু রস রক্তের তেজে তাহা বুঝিতে পারে না, তাহার সেই স্বকাম ভাবকেই নিষ্কাম মনে করে, তাই পরার্থ পরার্থ করিয়া চেঁচাইয়া মরে—কিন্তু স্বার্থেই হৃদয় গঠিত করে। গঠিত করিয়াছিলাম বলিয়াইত অহঙ্কারের উদয় হইয়াছিল—যাহাতে অন্ধ হইয়া স্বরূপ দেখিতে পাই নাই—না দেখিয়া তোমার সুখেই সুখ মনে করিতাম, তাহাই দেখাইতে জীবনদাতা অবধূতের—এ খেলা।

"কে জানে তাঁহার কি ইচ্ছা—কে জানে তাঁহার কি মহিমা—কে জানে আমাদের কি ভাগ্যোদয়। এততেও যদি আমাদের চক্ষু না

স্ফূর্ত্তি, তবে জানিব—আমরা কৃপার পাত্রও নহি—তবে জানিব—আমাদের মনুষ্য জন্ম কেবল ভার বহন।

"তোমায় ভাল বাসিতাম, আজও ভালবাসি—তুমিও ভালবাসিতে, আজও ভালবাস—কিন্তু সে অহঙ্কারের ভালবাসা আর নাই। তাই সে ভালবাসায় এখন আমি দাস—সেবক, তুমি দাসী—সেবিকা, তাই হিন্দুর স্ত্রী—সহধর্ম্মিণী—দাসী। যে ভালবাসায় রস রক্ত মরে না, অহঙ্কার জাগিয়া থাকে—সে ভালবাসায় কেহ দাস দাসীর মাধুর্য্য বুঝে না।

"এতদিন অহঙ্কারে আমি প্রভু ছিলাম—হিন্দু সংসারে চির প্রবাদে তুমি দাসী ছিলে, কিন্তু অহঙ্কারের ভালবাসায় সে দাস্যতা এখন আর লোকের ভাল লাগে না—দাসী কেহ হইতে চাহে না, তাই স্বামীও ভ্রমজ্ঞানে স্ত্রীকে দাসী মনে করিতে ব্যথা পান। কিন্তু এখন দেখিতেছি কে—প্রভু, কে—স্বামী, কে—স্ত্রী, কে—দাস, কে—দাসী। শাস্ত্রকার কি এমনি অজ্ঞ, যে আজ এই সামান্য জ্ঞানে আমরা যাহা বুঝিতেছি—তাঁহারা তাহা বুঝেন নাই? তাহা নহে বিষ্ণু! অহঙ্কারের জ্ঞান তাহা ধরিতে পারে না—তুমি যাঁহার দাসী, আমি তাঁহারই দাস। আমি যাঁহারই সেবক—তুমি তাঁহারই সেবিকা।"

বি। সে—কে? কাহার দাস দাসী আমরা?

জী। যে ভাবেই লও—জগৎ-প্রেমের—বা—প্রেমস্বরূপ ঈশ্বরের। তুমি আমি যেমন উপযুক্ত—তেমনি প্রভুরূপে সে প্রেম-স্বরূপের উদয়। ভাবিয়া দেখ পূর্ব্বের সেদিন—আর অদ্যকার এদিন, প্রেমের ভঙ্গ হইয়াছে কি?—হয় নাই। যাহা ছিল তাহা হইতেও এখন আমরা উজ্জ্বল হইতেছি।

বি। তবে শাস্ত্রে স্ত্রীলোকের পক্ষে স্বামীকেই প্রভু—গুরু—দেবতা বলিয়াছেন কেন?

জী। শাস্ত্রে, স্ত্রীকে শক্তিরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। শক্তির শক্তিমান ভিন্ন অস্তিত্ব নাই—ওই শক্তিমান সত্বই পুরুষ রূপে বর্ণীত। তাই স্বামীকেই গুরু—দেবতা—বলিতে হইয়াছে। বস্তুতই পুরুষ জ্ঞান-অঙ্গে পরিপুষ্ট, জ্ঞান ভিন্ন ধারণের ক্ষমতা—ভক্তি-অঙ্গে পরিপুষ্ট নারীর নাই, তাই

নারীকে—পুরুষে একাত্মা ভাবে সংসার নির্ব্বাহের জন্য ধারণক্ষম হইতে হয়, তাই পুরুষ—দেবতা—গুরু—প্রভু। তাই পুরুষকেও—নারীতে একাত্মাভাবে—সংসার নির্ব্বাহের জন্য ভক্তিমান হইতে হয়, তাই নারী শক্তিময়ী—দেবী।

"ধন্য ঈশ্বরের এ খেলা—ধন্য অবধূতের সে দর্শন—ধন্য দাদা শিবসুন্দরের ভাবমূর্ত্তি! যাঁহাদের কৃপায় বিষ্ণু! আজ তোমার মূর্ত্তিতে—তোমার জগৎ-প্রেমস্বরূপ মূর্ত্তি দেখিতেছি। কত কত দিন এইরূপ কত কত প্রেমের উৎস উঠিয়াছে, তাহা সুখপ্রদ হইলেও—এমন শান্তিপ্রদ নহে। যে শান্তির প্রভাবে আজ তাহা আমাদের হৃদয় স্পর্শ করিতে লজ্জিত হইতেছে। বেশ্যার প্রেমে আর সাধ্বীর প্রেমে—যত প্রভেদ, সাধ্বীর প্রেমে আর দেবীর প্রেমে—তত প্রভেদ। আজ তুমি দেবী—আমি যে মানুষ—সেই মানুষ। তোমার সাক্ষাতেই আমার এ সুন্দর ভাব। বলিতে কি বিষ্ণু! আমি কোন্ ভাবে তোমায় ডাকিয়াছিলাম—তাহা মনে করিতেও আমার অনুতাপ হইতেছে—তোমায় কি বলিব?

"কি বলিব আমি দুর্ব্বল। দুর্ব্বলসহায়—সহায় না হইলে, কাহার বলে কে—বলী। মানুষের কথা ছাড়িয়া দাও—ঋষি মুনি যোগীর কথা ছাড়িয়া দাও, দেবতাই—বা—কি? সেই দুর্ব্বলসহায়ের—সহায় ভিন্ন বলী কে? বিষ্ণু! সেই দুর্ব্বলসহায়ের নিকট সহায় প্রার্থনা কর—যেন এইরূপ তোমার সহায়ে—আমি তোমার ভালবাসায় ইন্দ্রিয় জয়ী হই। এ স্মৃতি যেন আর না ভুলি, ভুলি বলিয়াইত আমি দুর্ব্বল—নহে এত কৃপা কাহার ভাগ্যে ঘটে—কাহার ধর্ম্মের জন্য তোমার মত সহধর্ম্মিণী—সম্মুখে।"

শুনিতে শুনিতে বিষ্ণুপ্রিয়া যোড়হস্তে স্বামীর পদতলে আসীন। স্বামীর মুখ নিরীক্ষণে বিহ্বল হইতেছেন—আর দুই চক্ষের জলে স্বামীর পদ সিক্ত করিতেছেন। তাহাতে জীবসুন্দরও চক্ষুজলে ভাসিতে লাগিলেন, আর কাহারও বাক্য ফুটিল না। বলিতে পারেন—এ ক্রন্দন কিসের—কেন?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

নরনারায়ণের বিবাহের মাসাবধি পরেই ইন্দ্রনারায়ণের বিবাহ হয়। একরূপ উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া ইন্দ্রনারায়ণ এখন পাঠ বন্ধ করিয়াছেন, কর্ম্মেও ব্রতী হইয়াছেন, কিন্তু নরনারায়ণ কোন কর্ম্মেই স্থির হইতে পারেন না। দুই একস্থানে বিষয় কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন বটে—কিন্তু সে কয়দিনের জন্য?

নটনারায়ণ যে কেবল অর্থের জন্য কাতর—তাহা নহে, তিনি নর-নারায়ণের ভবিষ্যতের জন্য—ভাবিত। এরূপ কর্ম্মশূন্য অবস্থায়—কেবল মাত্র চিন্তায়—মানুষ অমানুষ হইয়া পড়ে—ইহাই তাঁহার ভাবনা।

যদিও উভয়েই সন্তান, চঞ্চলা তারার কাছে কিন্তু ইন্দ্রনারায়ণই—অধিক আদরের। কনিষ্ঠ হইলেও ইন্দ্রনারায়ণ—যেন ভাবে জ্যেষ্ঠ। সংসারগত বুদ্ধি যেন ইন্দ্রনারায়ণে—জাগ্রত।

কথায় বলে যেমন দেব তেমনি দেবী। যোগমায়াও কি তেমনি? আরত বালিকা নহে। কিন্তু যোগমায়ার সে জ্ঞান কই? ইন্দ্রনারায়ণ পত্নী—কিরণশশী—কিন্তু সেরূপ নহেন। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সে বালিকা-ভাব আর তাঁহার নাই—যৌবনে যুবতী সাজে এখন তিনি সজ্জিতা। সে জন্য কিরণশশী—চঞ্চলা, তারার—আদরের।

এ আদর অনাদর—চঞ্চলা তারা তত বুঝিতে পারেন না। কিন্তু কার্য্যগতিকে যাহা ঘটে, যোগমায়া কিরণশশী তাহা বুঝিতে পারেন। বুঝিতে বুঝিতে কিরণশশী আর যোগমায়াকে গ্রাহ্য করেন না। কিন্তু যোগমায়া—সম্বন্ধে কিরণশশী কনিষ্ঠা হইলেও—তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা করেন না।

যোগমায়ার এ ভাব কেন? যে—যে রূপে গঠিত হয়, সে—সেই ভাবই প্রাপ্ত হয়। হরসুন্দর-সংসারে—সংসারগত আহার বিহার—ধর্ম্ম-মুখা-পেক্ষী; শরীর রক্ষার্থ আহার বিহার—যে রূপেই হউক, যথাসময়ে দিন কাটাইবার মত—তাহার ব্যবস্থা। আর চঞ্চলার সংসারে—ধর্ম্ম—সংসারগত আহার বিহার মুখাপেক্ষী; সেরূপ আহার বিহারে যদি সময় থাকে—তবেই বার ব্রত—পূজা-পদ্ধতি। এইরূপ সাধারণ—

কাযেই যোগমায়ার—এ ভাব। নটনারায়ণ কিন্তু দিনে দিনে তাহা বুঝিয়াছেন—বুঝিয়া যোগমায়ার প্রতি সন্তুষ্ট হইলেও—সে সন্তুষ্টিতে যোগমায়ার তত ফল নাই—কারণ স্ত্রী-ব্যাপারে চঞ্চলাই—কর্ত্রী। কিন্তু চঞ্চলা, তারা—যোগমায়ার এগুলি দোষ বলিয়াই জানেন—জানেন বলিয়াই তাঁহাদের—এ অনাদর। চঞ্চলার ভাব নটনারায়ণের অপরিচিত নহে, সে জন্য নটনারায়ণ—ক্ষান্ত।

বৈকালে কিরণশশী চুল বাঁধিতে বসিয়াছেন। দর্পণ খানি সম্মুখে রাখিয়া গাত্র-মার্জ্জনী হস্তে গণ্ড-চর্ম্মের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্তা, তুষ্কের সরে আর কুলায় না। বেলা যে গেল, যোগমায়ার সে ধ্যান নাই—ওই যে বৈষ্ণবী ভিক্ষায় গোষ্ঠ-সঙ্গীত আরম্ভ করিয়াছে—তাহাতেই বিভোর। তুমি খাইতে দিওনা—শুইতে দিওনা—গোষ্ঠ শুনাও, যোগমায়া আহার নিদ্রা ভুলিবেন। গীত শুনিতে কাহার না ইচ্ছা যায়—তাই বলিয়া কি সংসার ধর্ম্ম ভুলিতে হইবে? কিরণশশী—তারা—গৃহিণীও ত শুনিলেন—কে আর আত্মহারা হইয়া এখনও বসিয়া আছে?

চঞ্চলা বৈষ্ণবীকে বলিলেন, "যাও মা! আজ বেলা গেল আর একদিন আসিও, এ বউটী আমার মানুষ নহে—তুমি গীত না বন্ধ করিলে—ও উঠিবে না।" বৈষ্ণবী চলিয়া গেলে, চঞ্চলা তারাকে বলিলেন, "মা! বড় বৌ'র চুলটা বাঁধিয়া দাও ত।"

তারা বলিলেন "নিত্যই কি চুল বাঁধিয়া দিতে হইবে? স্বামীর কাছে শুতে যেতে ত মনে থাকে—তবে চুল বাঁধিতে মনে থাকে না কেন?"

চঞ্চলা একটু হাসিয়া বলিলেন, "তোর মুখের আর আড় নাই—ওই রূপ করিয়া বলিস্ বলিয়া তোর কাছে ও ঘেসিতে ভয় করে। আমায় কে দোষ দিবে বল।"

যোগমায়া বলিলেন "আমি কি কাহাকেও চুল বাঁধিয়া দিতে বলি—আর চুল বাঁধিলেই বা কি হইবে?"

তা। আমি কি তোমার বউকে কষ্ট দিই যে, আমাকে ভয় করিতে হয়? ছোট বৌ কেন ভয় করে না?

তখন কিরণশশী তারার সহিত—দুই এক কথা আরম্ভ করিলেন। যোগমায়া কিরণশশীকে বলিলেন, “বড়য়—বড়য় হইতেছে—তোমার আমার কথায় কায কি—সে কি ভাল?”

কি। ভাল মন্দ তোমার কাছেত আমি শিখিব না।

এই রূপে যোগমায়া কিরণশশী সংসার-শিক্ষায় শিক্ষিতা—তবে কাকের ঘরে কোকিল পালিত হইলেও স্বভাব-স্বর—সে ভুলে না।

হরসুন্দর-সংসারে স্ত্রী-শিক্ষা নাই। সে জন্য যোগমায়া শিক্ষিতা নহেন—কিন্তু রামায়ণ মহাভারত যে তাঁহার জানা নাই—তাহা নহে। কারণ চিণ্ময়ী—হরিপ্রিয়ার আমোদই—এই সব গল্প। সে জন্য—মুখে মুখে তিনি সমস্তই শুনিয়াছেন। চঞ্চলা-সংসারের আমোদ—ভিন্ন রূপ। সে আমোদে গহনা কাপড়ে—যোগমায়ার আমোদ নাই। সে জন্য কিরণশশীর তোষামোদ যোগমায়াকে কিছু কিছু করিতে হয়, কারণ কিরণশশী শিক্ষিতা—কিরণশশী রামায়ণ মহাভারত প্রভাস পাঠ করেন, আর যোগমায়া বসিয়া বসিয়া শুনেন।

শুনিলে কি হইবে? তাহাতে যোগমায়ার তত আমোদ হয় না। এই রূপ চিণ্ময়ী—হরিপ্রিয়ার—নিকটও শুনিতেন। সে শুনায় আর এ শুনায়—যেন স্বর্গ মর্ত্ত্য প্রভেদ। কারণ, বলিতে বলিতে চিণ্ময়ী—হরিপ্রিয়া—ভক্তি রসে গলিতেন, সে ভাবে যোগমায়াও দ্রব হইতেন, সে দ্রব-ভাবে—ভক্তির উদয়ে সকলের চক্ষেই জল পড়িত, সে জল দেখিয়া কেহ হাসিত না—বিদ্রূপ করিত না।

যাহাই হউক—ঠগ বাছিতে গাঁ ওজড়, শাক বাছিলে খাইব কি? এজন্য যোগমায়া মনের দুঃখ মনে রাখিয়া—কিরণশশীকে বড়ই যত্ন করেন, কিন্তু কেমন কিরণশশী—তাঁহার সে ভালবাসা—তিনি চাহেন না। আবার বিদ্রূপ করেন। যোগমায়া মনে মনে বলেন—মা! কিরণশশীর মন কেন কৃষ্ণ কথায় ভিজেনা? ভিজাও মা! নহিলে এ মরুভূমে তৃষ্ণার জল—যে নাই। আছে যে—সে কতক্ষণ, রাত্রে দুই চারি ঘণ্টা মাত্র—তাও ত সে আমায় চাহে না—পাপ মনে করে। কৃষ্ণের দাস হইলেও কই—সেত আমায় কৃষ্ণ কথা—ভাল করিয়া শুনায় না?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

মানুষ আশায় জীবন ধারণ করে। আশা ভঙ্গে জীবন্মৃত হয়। নরনারায়ণ যে আশায় বাসা বাঁধিলেন, দেখিলেন—দিনের পর দিনে সে বাসা—তাঁহাকেই বন্ধন করিল। কিন্তু আশার আশা—পূর্ণ হইল না।

যাহা ভাঙ্গিলেই ভাঙ্গা যায়, অথচ ভাঙ্গিতে পারা যায় না—এ সেই বাসা। ভাঙ্গিলেই ভাঙ্গা যায়—কিন্তু ভাঙ্গিতে বেদনা লাগে। লাগে কেন?

বাসার মায়ায়। কেমন মায়ার বন্ধন, সে ভাঙ্গায় বোধ হয় যেন আপনিই ভাঙ্গিলাম। সে ব্যথা সহ্য হয় না—আবার গড়িতে হয়।

এত ভাঙ্গা গড়া আগে কিন্তু ছিল না। যাহা আপনি ভাঙ্গিত, তাহাতে এত বেদনা লাগিত না, গড়িতেও হইত না। কিন্তু এখন—এখন যেন ভিন্ন রূপ। নরনারায়ণ একবার যাহা ভাঙ্গেন—আবার আপনিই তাহা গড়েন। আবার এ ভাঙ্গা গড়াতে সুখও পান।

সুখে কিন্তু নরনারায়ণ বিরক্ত। কারণ সুখে—দুঃখ অপরিহার্য্য। অপরিহার্য্য জানিয়াও আবার এখন কেন তাহা গড়িতে যান? এই কে বলে—নরনারায়ণ ইহা অনেকবার মনকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।

মনের কেমন লজ্জা নাই। ঘৃণা দাও, লজ্জা দাও, অপ্রতিভ হইবে—কিন্তু সে অপ্রতিভ কতক্ষণ? আবার যে—সেই। কিন্তু মনের ভালবাসাও—নরনারায়ণ ত্যাগ করিতে পারেন না। নিজের উপর নিজের রাগও—অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না।

না হইলেও মনের উপর আর সে সন্তুষ্টতা নাই—বিশ্বাস নাই। যে মন নিত্যানিত্য বিবেকে জগতের এত সুখ আহ্লাদ হইতে দূরে—সে মনকেও নরনারায়ণের আর বিশ্বাস নাই। কেন?

সে অনেক কথা। পূর্ব্বে মন কেবল তাঁহারই ছিল—এখন যেন অর্দ্ধেক যোগমায়ার হইয়াছে। যে যাহার খায়—পরে, সে তাহার নহে অপরের—এ বড় অসহ।

হউক—তাহাতেও ক্ষতি নাই, কিন্তু মায়াবীর মত—মন নরনারায়ণকে নেশায় ভুলায় কেন? নেশায় তাহা ভাল লাগে—কিন্তু সে

নেশাত স্থায়ী নহে। আবার নেশা ছুটে—দৃষ্টি ফুটে, তখন মনের উপর ঘৃণা হয়, তাই মনের উপর—আর সে বিশ্বাস নাই।

ভাল—আগে যাহা ভাঙ্গিত আর গড়িতে হইত না—এখন গড়িতে হয় কেন? কেন? একথা নরনারায়ণও জিজ্ঞাসা করেন—বুঝিতেও পারেন—কিন্তু—মন যে এত পরের—তাহা তিনি পূর্ব্বে জানিতেন না। জানিতেন না বলিয়াই—মনের উপর তাঁহার অহঙ্কার ছিল, এখন সে অহঙ্কার আর নাই।

তাহাতে আর ফল কি? নাক ফোঁড়া বলদের মত মন তাঁহাকে—তাঁহার অনিচ্ছা সত্বেও—যোগমায়া রূপ শকটে জুতিয়াছে। এত দিন নরনারায়ণ ভাবিতেন—বলদ বুঝি শকটেই বদ্ধ, এখন দেখিতেছেন বলদ—চালকের রজ্জুতে বদ্ধ। শকট কেবল নাম মাত্র। বলদের দুষ্ট স্বভাবে চালক—শকটে না জুতিয়া হালে জুতিতে পারেন। শকট—হাল কেবল রূপে ভেদ, বন্ধন দশায় এক। এই জন্যই যোগমায়ার প্রতি তাঁহার—দয়া মনের প্রতি সম, দমের—চেষ্টা।

নরনারায়ণ দেখিতেছেন বিবাহে অন্য কিছু লাভ হউক—বা—না হউক—দুষ্ট বলদ কিছু শান্ত হয়, কারণ প্রথম প্রথম পদাঘাতে শকট ভাঙ্গিতে গিয়া বেত্রাঘাতে চালকের প্রতি দৃষ্টি পড়ে, পড়িলে শকট ভাঙ্গা মূর্খতা তাহার যায়—শান্ত হয়। এই জন্যই যোগমায়ার প্রতি—তাঁহার দয়া হয়। এখন কথা হইতেছে—এ বন্ধন ত্যাগ হয় কিসে? মন—বশ হইলে—কি—মরিলে?

নরনারায়ণ এ চিন্তার মীমাংসা আর খুজিয়া পান না। কেহ বলেন—বশ হইলে, কেহ বলেন—মরিলে। তখন তাহার বকুল তলার ভাব হৃদয়ে জাগিল। কিন্তু এ চক্ষে দৃষ্টি হইল না। না হইলেও ক্ষণেকের জন্ত মন যেন কোথায় পলাইল—আবার আসিল। বুঝিলেন—মনই বন্ধন—মনই অবিদ্যা। কিন্তু ইহাতেও মীমাংসা হইল না—কারণ, যাহার আবেশে মন পলাইল, সে ভিন্ন মন—বশও হইবে না—মরিবেও না। কিন্তু তাহার উদয়ে মন—মরে—কি বশ হয়?

নরনারায়ণ ভাবিলেন—এ কথার কে উত্তর দিবে? অমনি তাঁহার

চক্ষু—জলে ভাসিতে লাগিল, ওষ্ঠ কম্পিত হইতে লাগিল, হৃদয় যেন বলিতে লাগিল, আগন্তুক—সন্ন্যাসী—গুরো! তুমি ভিন্ন ইহার উত্তর কে দিবে? উত্তরে কায নাই, একদিন যে ভাবে ভাবী করিয়াছিলে, সেই ভাবে ভাবী হইলেই—এ দৃষ্টি আপনি ফুটে; যেমন চোকের কায নাকে হয় না, তেমনি সে দৃষ্টি—এ জ্ঞানে ফুটে না। যদি দরদ জানাইলে—তবে দরদি না করিলে কেন?

ভাবিতে ভাবিতে নরনারায়ণের মন যেন আবার কোথায় সরিয়া গেল, কতক্ষণ যে এই ভাবে অতিবাহিত হইল, তাহা তিনি জানিলেন না। কিন্তু দেবেন্দ্রের স্বর-যোগে মন, যেন আবার তাঁহার কর্ণ দিয়া অন্তরে প্রবেশ করিল—মনের সে আকর্ষণে তিনি চক্ষু উন্মীলিত করিলেন—বলিলেন, "দেবেন্দ্র এমন সময়েও ডাকিতে হয়?"

দেবেন্দ্র গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, নরনারায়ণ স্থির—অবিচলিত ভাবে আসনে আসীন—চক্ষে জলধারা। তিনি অনেকক্ষণ তাহা বসিয়া বসিয়া দেখিলেন—কিন্তু সে চক্ষু ধারায়—তাঁহার মন কেমন ব্যাকুল হইয়া উঠিল—তিনি ডাকিয়া ফেলিলেন।

দেবেন্দ্র বলিলেন, "ডাকিব না—মনে করিয়াছিলাম, তবুও কেন ডাকিলাম—বলিতে পারি না।" নরণারায়ণ আর কোন কথা কহিলেন না—কিন্তু যেন লজ্জিত ভাবে অন্য কথা পাড়িলেন।

দেবেন্দ্র সে কথা না শুনিয়া বলিলেন, "নরনারায়ণ! জন্মাবধি তুমি আমি—এই নন্দীগ্রামে। যে মাটীতে তুমি মানুষ—সেই মাটীতেই আমি মানুষ। তুমি কেন এমন হইলে? আমি কেন এমন হইলাম? তোমার সে ভালবাসা কোথায়? যে ভালবাসায় তুমি আমা ভিন্ন জানিতে না—আমি তোমা ভিন্ন জানিতাম না। তোমার মত—আমি সে ভালবাসাই বা ভুলিতে পারি না কেন? তুমিত স্ত্রৈণ নহ।"

নর। ভাই! আজ আবার সে পূর্ব্ব কথা কেন? কিসের ভালবাসা? কাহার ভালবাসা? কয় দিনের ভালবাসা? যাহা—ভঙ্গুর—তাহাই ভাঙ্গে, যাহা ভাঙ্গিয়াছে—তাহা ভঙ্গুর। ভঙ্গুরের কথা আবার তুল কেন?

দে। তুমি আমি এক সঙ্গে আমরা শাস্ত্র পাঠ আরম্ভ করি। কথা ছিল—যদি আমি সত্য পাই—তোমায় বলিব, যদি তুমি সত্য পাও—আমায় বলিবে। সে প্রতিজ্ঞা কোথায়? আজ তুমি আমায় দেখিয়া তোমার ভাবে—লজ্জিত হও—ভাব ঢাকিতে চাও—জিজ্ঞাসা করিলে—ভিন্ন কথা পাড়! ইহাতে কি আমার ব্যথা লাগে না? এ ব্যথায় কি তোমার—ব্যথা লাগে না?

নর। লাগে কি—না লাগে—তাহা ভাবিতে আর ইচ্ছা নাই। না লাগিলেই ভাল। সেও মনের খেলা—মনের কথা আর শুনিও না—মনের কায আর দেখিও না।

তখন নটনারায়ণ আসিয়া বসিলেন—আর কোন কথা হইল না—উভয়ে নীরব হইলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

আজ কয় বৎসর শিবসুন্দর, পিতা হরসুন্দরের নিকট শয়ন করেন। কারণ পিতা বৃদ্ধ হইয়াছেন—একা রাত্রিতে উঠিতে হইলে বা ধূমপানে ইচ্ছা হইলে—তাঁহার কষ্ট হয়। সে জন্য গৃহিণী চিন্ময়ী—শিবসুন্দর পত্নী—হরিপ্রিয়াকে—লইয়া অন্দর বাটীতে শয়ন করেন। বিষ্ণুপ্রিয়ার ইচ্ছা না থাকিলেও চিন্ময়ীর আদেশে তাঁহাকে নিজ কক্ষে শয়ন করিতে হয়।

শিবসুন্দর বাল্য হইতেই পিতার ভাবে মোহিত। পিতার যে—কি ভাব, সে অনুসন্ধান তিনি কখন করেন নাই। তবে তাঁহার ভক্তি, সেই ভাবে বর্দ্ধিত হইয়া তাঁহাকে পিতৃ-সেবায় বড়ই অনুরক্ত করিয়াছিল, যে সেবার মাহাত্ম্যে তিনি পিতৃ-ভাব লাভে—কৃতার্থ।

ব্যক্তি মাত্রেই পিতৃ-সেবা করেন; জীবসুন্দরও করেন। কিন্তু সে সেবা-ভক্তিতে শিবসুন্দরের মন—তৃপ্তি লাভ করে না। লোকে যেমন দেব দেবীর পূজা করে—দেব দেবীকে ভক্তি করে—শিবসুন্দরের পিতৃ-মাতৃ-সেবা ভক্তি—সেই রূপ।

কিন্তু হরসুন্দর ত দেবতা নহেন—মানুষ। মানুষ সে দেবতাগত সেবা ভক্তি লইবেন কেন? সেজন্য হরসুন্দর—সে সেবা ভক্তি—নিজ ইষ্টদেবতায় অর্পণ করেন। নিজে যেন অবলম্বন মাত্র হইয়া ভক্ত-ভাবে—ইষ্টদেবের সেবায়—শিবসুন্দরের সহিত যোগ দেন।

শিবসুন্দরের নিত্য কর্ম্ম পিতৃ-সেবা। সেই সেবার জন্যই নিজের আহার বিহার—শয়ন—ভোজন; কারণ—এ গুলি দেহ রক্ষার জন্য। দেহ রক্ষা না হইলে প্রাণ রক্ষা হয় না—প্রাণ রক্ষা না হইলে, জীবাত্মা থাকেন না—না থাকিলে, পিতৃ-সেবা হয় না।

রাত্র অবসান হয়—হয়, চিন্ময়ী দ্বারে আসিয়া করাঘাত করিলেন। তাহাতে শিবসুন্দরের নিদ্রা ভঙ্গ হইল, ব্যস্ত ভাবে দ্বার উন্মুক্ত করিলেন। পরে তাম্রকূটের আয়োজনে—যখন হরসুন্দর ধূমপানে জাগ্রত হইলেন, তখন প্রাতঃক্রিয়া সমাপন করিয়া পিতার প্রাতঃক্রিয়ার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

প্রাতঃক্রিয়া সমাপনান্তে সকলেই একত্রে বসিলেন। তখনও অন্ধকার ঘুচে নাই, সংসারের নিদ্রা ভাঙ্গে নাই—কাক কোকিল জাগে নাই।

অনেকক্ষণ সকলেই স্থির হইয়া রহিলেন। ঘরে যেন কেহ নাই। কি যেন মাদকের মত্ততায় সকলেই মত্ত, কেবল এ উঁহার মুখ পানে—ও উঁহার মুখপানে তাকাইয়া—যেন কি এক অপূর্ব্ব রসে ভাসিতেছেন। হৃদয়ের সে প্রীতি-গৌরবে যেন শিবসুন্দর-দেহ থর থর কাঁপিতেছে। ওষ্ঠ যেন কি বলিতে চাহে—কিন্তু জিহ্বা যেন বলিতে অশক্ত। ভক্তি যেন হৃদয়ে লুক্কায়িত ভাবে আর থাকিতে চাহে না—গাল-বাদ্যে বহির্ম্মুখে উন্মুখ।

তখন ভাবে গদ গদ শিবসুন্দর—স্বেদ কম্প পুলকে—আপ্লুত হইয়া যোড়হস্তে হরসুন্দর লক্ষে বলিতে লাগিলেন :—

"এখনও জগতে দিনমণির উদয় হয় নাই, যাঁহার আলোকে এ বাহ্য জগৎ আলোকিত হইয়া জাগরিত হয়—যে জাগরণ জগতের দিনমান। দিনমণি যেমন বাহ্য জগতের দিনমণি—তুমি তেমনি দিনমণির—দিনমণি, তোমার জ্যোতিতেই দিনমণি—জ্যোতিষ্মান—তাই তোমায় বার বার প্রণাম করি।

"তুমি দিনমণি রূপে—যেমন বাহ্য জগৎ প্রকাশ কর—তেমনি মহান্ত রূপে—অন্তর জগৎ প্রকাশ কর। বহির্ম্মুখে জগৎ-সূর্য্যে যেমন জগৎ-জ্ঞানের উদয় হয়, অন্তর্ম্মুখে তোমার উদয়ে—তেমনি দিব্য জ্ঞানের উদয় হয়—তাই তোমায় বার বার প্রণাম করি।"

আনন্দাশ্রু মুছিতে মুছিতে শিবসুন্দর—একবার হরসুন্দরের প্রতি দৃষ্টি করিলেন। দেখিলেন—হরসুন্দর—চিন্ময়ীরও—তাঁহার মত জোড় হস্ত—চক্ষে ধারা—মুখে আনন্দ জ্যোতি—ওষ্ঠ যেন অস্ফুট বাক্য কম্পনে কম্পিত। শিবসুন্দর সে রূপ চক্ষু ভরিয়া দেখিয়া—আবার বলিতে লাগিলেন ঃ—

"তুমি সৎ—চিৎ—আনন্দময়—কল্পতরু—পরমগুরু। অন্ধ—ছার—চিৎ-কণ জীব—তোমার মহিমা কি গাহিবে? এক মুখে ক্ষোভিত হইয়া অনন্ত—অনন্ত মুখে তোমার মহিমা গাহিতে—ভক্তি রসে চক্ষুজলে ভাসিয়াছিলেন—তাই তোমায় বার বার প্রণাম করি।

"তুমি গুণাতীত—গুণময় চিদঙ্গ-বিগ্রহ। ত্রিগুণ তোমায় স্পর্শ করিতে পারে না। তুমি অলেপক—ঘৃতের ন্যায় মায়াদুগ্ধে—সর্ব্বভূতের অগোচরে সর্ব্বভূতে—জাগ্রত, স্বপন, সুষুপ্তি পারে—এক মাত্র তুমিই সনাতন—তাই তোমায় বার বার প্রণাম করি।

"তুমি মাধুর্য্যে—কৃষ্ণ, ঐশ্বর্য্যে—নারায়ণ, লিঙ্গরূপে—পরমশিব, সন্ধিনীগত বসুদেব তত্ত্বে—বাসুদেব, বসুদেব বৈচিত্রগত মনে—অনিরুদ্ধ, বুদ্ধিতে—প্রদ্যুম্ন, অহংকারে—সঙ্কর্ষণ বলদেব—পরাগত নিত্যমুক্ত জীব প্রকট কর্ত্তা। তুমি প্রেমস্বরূপ, জ্ঞান-স্বরূপ, আনন্দঘন, ষড়ৈশ্বর্য্যশালী চিন্ময়যোনি প্রকৃতিপর—তাই তোমায় বার বার প্রণাম করি।

"তুমিই স্বাংশে মায়াপ্রকৃতির নিমিত্ত অংশে—বিষ্ণু রূপে, উপাদান অংশে—রুদ্র রূপে অধিষ্ঠিত হইয়া জগৎ সৃষ্টিকর্ত্তা—তাই তোমায় বার বার প্রণাম করি।

"তুমিই অংশে অলিপ্তে ত্রিগুণে বিষ্ণু—ওঙ্কার স্বরূপ—চৈত্ত্যগুরু। প্রতি জীবে শুভাশুভ দাতা—পরমাত্মা—পালকরূপী বিষ্ণু। তুমিই অংশে লিপ্তালিপ্তে সর্ব্বদেবময় মহেশ্বর—কৃষ্ণভক্তি দাতা—মহান্ত

শুক্র। কর্ম্মবশে কাল রূপে সংহাররূপী রুদ্র। তুমিই অংশে মায়াগত বদ্ধজীব প্রকট কর্ত্তা প্রজাপতি ব্রহ্মা, তিনে এক—একে তিন—তাই তোমায় বার বার প্রণাম করি।

"তোমারই বিভিন্নাংশ গোলক, ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত জীব নিচয়। তুমিই বিষ্ণু রূপে যোগ্য জীবে অধিষ্ঠিত হইয়া চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা দ্বারে মায়া ব্যষ্টি সৃষ্টি কর্ত্তা। তুমিই সকামীর কাম্য, জ্ঞানীর মুক্তি কৈবল্য, নিষ্কামীর কৃষ্ণভক্তি দাতা—তাই তোমায় বার বার প্রণাম করি।

"তুমি ভক্তির ভগবান—ভক্তাধীন—ভক্তবৎসল। ভক্তি তোমার চিদানন্দ বিগ্রহের চরণামৃত—ভক্তি ভক্তের শিরোমণি। তুমি অদ্বয় চিৎ-স্বরূপ, চিৎকণ জীব—ভক্তি প্রবাহে তোমার পদপ্রান্তে স্থান পায় —তাই তোমায় বার বার প্রণাম করি।"

ক্রমে দিনমণি রক্তাভ হইয়া পূর্ব্ব গগনে উদিত। সে উদয়ে—সে প্রভাতের প্রভায়—কাহার লক্ষ নাই। এমন সময়ে জীবসুন্দর ডাকিলেন—"মা"!

তখন সকলেই যেন নিদ্রান্তে জাগরিতের ন্যায় পুনঃপ্রকৃতিস্থ হইলেন, দেখিলেন—জীবসুন্দর সম্মুখে। তাঁহারও চক্ষে ধারা—তিনি কাঁদিতেছেন।

হরসুন্দর বলিলেন, "বাবা! কাঁদিতেছ কেন?" জীবসুন্দর অন্তর্ভাব জানাইতে বাক্য খুঁজিয়া পাইলেন না। রোদন করিয়া উঠিলেন।

হরসুন্দর বলিলেন, "শান্ত হও—শান্ত হও।" জীবসুন্দর অধোবদনে ভগ্নস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—"শান্ত যে হইতে পারিতেছি না। লজ্জায় ফুটিতে পারি না—আজ আমি বৎসরাবধি স্থির হইয়া ঘুমাইতে পারি নাই—আমায় যেন কে অলক্ষে আকর্ষণ করিতেছে।"

হর। কিসের লজ্জা?

জী। আমি নরের অধম—পাপাচারী, পরলোক চিন্তা আমার নাই, মুক্তিতে ভক্তি নাই, সংসারে অভক্তি নাই—কোন মুখে এ হৃদয় ফুটিব? তাই লজ্জায় ফুটিতে পারি না। কি চাহি—তাহাও জানি না, কেন চাহি—তাহাও জানি না। কাহার আকর্ষণ, তাহাও জানি না—আমি কেন এমন হইলাম?

বলিতে বলিতে জীবসুন্দর হরসুন্দরের পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িলেন। হরসুন্দর বলিলেন, "স্থির হও—স্থির হও, সময়ে বৃক্ষ আপনি ফলে; অস্থিরতায় কি ফল বাবা!" এই বলিয়া তিনি বাহিরে গেলেন, চিন্ময়ীও অন্দর মহলে গেলেন।

শিবসুন্দর জীবসুন্দরকে উঠাইয়া বসাইলেন, বলিলেন, "স্থির হও জীব! সংসারে তুমিই ভাগ্যবান—কবে তোমার মত ভাগ্যবান হইব? কবে আমার মুক্তিতে অভক্তি হইবে? কবে আমার গুরু সংসারে ভক্তি জন্মিবে? কবে আমি গুরুর জন্য ইহ পরলোক ভুলিব? কবে আমায় সে—এমনি ভাবে আকর্ষণ করিবে? জীব, ভাই! পূর্ব্ব জন্মে তুই আমার দাদা ছিলি—আজও তুই দাদা হইলি—দাদা ভিন্ন এ ভক্তি—সংসারে শেখায় কে?

"ভাই! বহির্ম্মুখে অহংভাবাপন্ন হইয়া কতই কি চাই—কিন্তু অন্তর্ম্মুখে—আর সে চাওয়া-চায় কিছুই থাকে না—যে চাহিবে, সে থাকে না—ভক্তিতে সে শান্ত হইয়া যায়—জ্ঞান দূরে দাঁড়ায়—জ্ঞান ভিন্ন কে—পক্ষ সমর্থনে লভ্য নির্দ্দেশ করিবে? তুমি কনিষ্ঠ হইয়া আজ জ্যেষ্ঠের চক্ষু ফুটাইলে—গুরু তোমায় কৃপা করুন।"

শিবসুন্দরের এবম্বিধ বাক্যে জীবসুন্দর লজ্জিত হইলেন, কিন্তু কি বলিবেন—বলিতেও তাঁহার লজ্জা বোধ হইতে লাগিল। তিনি উঠিয়া বাহিরে আসিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

নটনারায়ণ আসিয়া বসিলে, উভয়েই নিস্তব্ধ হইলেন। অনেক ক্ষণ কেহ কোন কথা কহিলেন না। নটনারায়ণ বলিলেন, "তোমাদের মুখ দেখিয়া বোধ হইতেছে যে, তোমরা কোন বাক্যালাপে মুগ্ধ হইয়াছিলে, আমি আসায় তাহার বিঘ্ন হইল—না?"

নরনারায়ণ বলিলেন, "না—এমন কোন কথা হইতেছিল না, তবে গল্প হইতেছিল বটে।"

নট। না—কেবল গল্প নহে—অবশ্য বিশেষ কোন কথা হইতে-

ছিল—নচেৎ মুখের এ ভাব কেন ? তুমি যে, ইচ্ছা করিয়া মিথ্যা বলিতেছ—তাহা নহে—এ মিথ্যায় আমি অসন্তুষ্ট হইলাম না। আমি জানি—যে যাহা ভালবাসে—সে তাহা গুপ্ত রাখে। অবশ্য ধর্ম্মবিষয়ে কথা হইতেছিল বলিয়াই—আমি এ কথা বলিলাম। নচেৎ আমি পিতা—সকল কথা শুনিবার আমার আবশ্যক নাই—শুনিতেও নাই।

উভয়েই অপ্রস্তুত হইলেন, দেবেন্দ্র বলিলেন, "আমি আর ধর্ম্মকথা কি জানি বলুন" ?

নট। দেবেন্দ্র! তোমার জন্যই আমি এ কথা তুলিলাম। ছেলেরা ভাবে—আমরা যাহা করি, বুড়ারা তাহা বুঝিতে পারে না, তাহা নহে—তাহা ভ্রম। তুমি দুই বৎসর পূর্ব্বে যাহা ছিলে—আজ তাহা নাই, কেহই থাকে না, সকলেই কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত হয়—কিন্তু তোমার এ—সে পরিবর্ত্তন নহে—সুখের বিষয়। কিন্তু দেবেন্দ্র! নয়—ঈশ্বর লাভ কর—নয়—সংসার লাভ কর—দুয়ের বার হইও না। তোমরা জান আমি বিষয়ী—কেন বিষয়ী দেবেন্দ্র ? আমার বিষয় ভিন্ন আর কিছুই নাই—যদি থাকিত—তবে এতদিন এ বিষয় পূজা করিতাম না। বিষয় কাহার দেবেন্দ্র ?—আত্মার, আত্মা—বিষয়ী. অনাত্মা তাঁহার বিষয়; কিন্তু বল দেখি, এই দেহকে তুমি বিষয় মনে কর ? কি—বিষয়ী মনে কর ? আমরা আত্মাকে দেহ স্বরূপ ভাবিয়া—দেহ ভিন্ন বস্তুকে—বিষয় মনে করি। সেই মনে ধার্ম্মিক হইয়া মায়া ত্যাগ করিতে যাই—কিন্তু দেহটা ত্যাগ করিতে পারি কি ? যে—আত্মার সঙ্গে সঙ্গে একাত্মা হইয়া আছে, তাহাকে ত্যাগ করিতে না পারিলে কি—ভিন্ন বস্তু ত্যাগে—মায়া ত্যাগ হয় ? সন্ন্যাসী হইয়া স্ত্রী ত্যাগ করিতে পারি—মাতা, পিতা. ভাই, বন্ধু—ত্যাগ করিতে পারি—কিন্তু সে ত্যাগে লাভ কি ? তাহাতে কি মায়া ত্যাগ হয় ? সংসারে অনেক ধর্ম্ম আছে, ধর্ম্মও—অনেকে করেন; এ জ্ঞান যাঁহাদের নাই—আমার তাঁহাদের ধর্ম্মে ইচ্ছা নাই—কারণ সে ধর্ম্ম—ধর্ম্ম নহে। তাই—আমি বিষয় পূজা করি।

"দেবেন্দ্র! বলিলে অহংকার হয়—আমি মূর্খ নহি; বেদবেদান্তে প্রবেশ করিতে অনেক খাটিয়াছি। সেই আমি—নরনারায়ণকে শিক্ষা

দিতে—পশ্চাৎপদ হইলাম কেন? দেবেন্দ্র! আমি কি ব্যাকরণ পাঠ করি নাই? শব্দার্থ জানি না? তাহা নহে। জানিয়া রাখ—যাঁহারা কেবল ব্যাকরণ বা শব্দার্থে পণ্ডিত—তাঁহারা শাস্ত্রের মর্ম্ম বুঝেন না—তাঁহারা গর্দ্দভের মত কেবল শাস্ত্র-ভার বহন করেন মাত্র। যাঁহারা নিজে শাস্ত্র হইয়াছেন—যাঁহাদের বাক্যই শাস্ত্র—তাঁহারাই শাস্ত্র শিক্ষায় উপযুক্ত। তাঁহারা মূর্খ হইলেও উপযুক্ত—কারণ তাঁহারা ব্যাকরণ বা শব্দার্থের অপেক্ষা করেন না—চিৎ-স্বরূপ আত্ম-জ্ঞানে শাস্ত্র ব্যাখ্যা করেন। কারণ শব্দের দুই প্রকৃতি, অনিত্য—বর্ণাত্মক এবং নিত্য—স্ফোট। গাভী শব্দ বর্ণাত্মক—কিন্তু এই গাভী শব্দে বক্তার ভাবগত যে, চতুষ্পদ বিশেষ ভাবরূপের অভিব্যক্তি—শ্রোতার হৃদয়ে সমুদিত হয়—তাহাই স্ফোট। মহাত্মা পানিণির এ উল্লেখ হইলেও —অজ্ঞান আমি—পাঠ কালে তাহার মর্ম্ম বুঝি নাই—নরনারায়ণ সন্তান রূপে আমায় সে জ্ঞান দিয়াছে। যে গাভী কখন দেখে নাই, গাভী শব্দে যেমন তাহার গাভী স্ফোটের উপলব্ধি হইতে পারে না—তেমনি বিনা দর্শনে, যিনি কেবল ব্যাকরণ বা শব্দার্থে ধর্ম্ম ব্যাখায় ব্রতী—তাঁহার সে ধর্ম্মোপদেশে ঈশ্বর লক্ষ হয় না। যিনি গাভী দেখাইয়া উপদেশ দিতে পারেন—তিনিই যথার্থ উপদেশক। সে প্রসঙ্গ ভিন্ন—শাস্ত্রের মর্ম্ম কে বুঝিবে? তাই আমি সে প্রসঙ্গ না শুনিতে পাইয়া—বিষয় পূজা করি। কারণ—না হয় ধর্ম্ম হউক—না হয় সংসার হউক। দুয়ের বার হইয়া উন্মত্তে—কি সুখ?

"তাই বলি দেবেন্দ্র—সাবধান! গতি ফিরাইয়াছ—কিন্তু সাবধান। বেদান্ত বলেন—ঈশ্বর জগদ্রূপে পরিণত, কাহাকে ফেলিবে—কাহাকে লইবে? যে ঈশ্বর জগদ্রূপে পরিণত—স্বগুণ, সেই আবার প্রকৃতিপর—নির্গুণ। তুমি স্বগুণ হইয়া তাঁহার স্বগুণ রূপেরই মর্ম্ম বুঝিলে না—দৌড়াইয়া—নির্গুণে হাত বাড়াইলেই কি পাইবে? যদি সে স্বরূপের রূপ দেখিতে চাও—তবে ধীরে ধীরে চল, সংসার কণ্টকাবৃত, ভাবিও না বন—সংসার নহে। যেখানে মন সেইখানে সংসার—বনও কণ্টকাবৃত. পদে পদে—পদস্খলনের সম্ভাবনা। পাছে তোমরা দুই দিক হারাও এই

আমার দুঃখ—নচেৎ ঈশ্বর কৃপায়—যদি তোমাদের ঈশ্বর লাভ হয়—আমি সন্তানের মায়ায় ভ্রান্ত হইব না। কেন হইব,?—যদি এমন দিন ঘটে—আমিও তাহার সঙ্গ লইব—এমন সন্তান আমি প্রার্থনা করি। কিন্তু দেবেন্দ্র! দুই কুল হারাইতে আমার ইচ্ছা নাই। যদি কেহ হারাইতে বসে—আমার তাহাতে ব্যথা লাগে।”

বলিতে বলিতে নটনারায়ণের চক্ষে জল আসিল, তিনি অন্দর বাটীতে প্রবেশ করিলেন।

নরনারায়ণ বলিলেন, “দেবেন্দ্র! এ কথা সত্য—অতি সত্য। পিতা আমার ভাগ্যবান—আমি অভাগ্য এ কথা বুঝিয়াও—মনকে বুঝাইতে পারি না। আমি জগৎ সংসারকেই মায়া দেখি—স্বঅঙ্গ মায়া দেখিতে চাই না।”

দেবেন্দ্র বলিলেন, “কাকা ঠিক ধরিয়াছেন—এই জন্যই কাকাকে দেখিলে ভক্তি হয়। কিন্তু উপরে দেখিয়া কিছুই বুঝা যায় না।

নর। বাবার মত সংসারে কয় জন? আমিও পূর্ব্বে চিনিতে পারি নাই। কিন্তু দুঃখ বড় মা—বাবাকে স্থির হইতে দেন না। মার নিন্দা মহাপাপ—বাবার মত সহ্য শক্তি আমার নাই, তাই অনেক সময় গোল হয়। দেবেন্দ্র! বাবার মত সহ্য শক্তি—কবে হইবে?

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ক্রমে রাত্র অধিক হইলে দেবেন্দ্র উঠিলেন। নরনারায়ণ আহারান্তে শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন। ধীরে ধীরে যোগমায়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সে জগৎ-মোহিনী রূপে নরনারায়ণ কিয়ৎক্ষণ তাকাইয়া রহিলেন। বুদ্ধি বলে—আর তাকাইও না—মন বলে—মরি! মরি! এরূপ অতুল ভুবনমোহিনী রূপ নয়ন ভরিয়া দেখিয়া লও।

নরনারায়ণ যোগমায়াকে আদর করিয়া “মায়া” বলিয়া ডাকিতেন—বলিলেন, “মায়া! আবার এ মূর্ত্তি কেন? তোমার এ মূর্ত্তিতে আমি

আত্মহারা হই—দুঃখময় জগৎ—সুখময় দেখি—কিন্তু এ যে স্বপ্ন—স্বপ্ন কতক্ষণ? এ সুখের পিছে বিচ্ছেদ—বিচ্ছেদই দুঃখ—দুঃখই যে অনন্ত, —সুখ কতক্ষণ? যে সুখে—দুঃখ নাই—বিচ্ছেদ নাই, ঝটিকা নাই—তাহাই শান্তি, তোমার এ মূর্ত্তিতে—সে শান্তি কোথায়?"

যোগমায়া বলিলেন, "নাথ! বেশভূষায় আমার আনন্দ কি? তুমিই আমার আনন্দ। তুমি যাহাতে আনন্দিত—আমার তাহাতেই আনন্দ। কিন্তু কি করিব? আমি যে তাহা লজ্জায় ফুটিতে পারি না। না ফুটিলে যে—মা বুঝেন না—মার কথা অবজ্ঞা করিব—কি প্রকারে? মা সাজাইয়া দেন তোমার জন্য—আমি সাজি তোমার জন্য। তোমার মা বলিয়া—আমারও মা, মার জন্য কি এ সামান্য কষ্ট টুকুও—লওয়া উচিত নহে?"

নর। উচিত যোগমায়া! কিন্তু সে মহাশক্তি আমার কই? সে ধারণাশক্তি আমার কই? আমি যে সামান্যেই আত্মহারা হইয়া পড়ি—আপনা ভুলি।

যো। ক্ষতি কি? স্বামী স্ত্রী কি—দুই জন? যে আপনা তাকাইয়া বসিয়া থাকিবে? ভালবাসায় কি স্বার্থ থাকে? স্বার্থ ভিন্ন কি আপনা—স্মরণ থাকে?

নর। মায়া! আর তুমি আমায় মমতায় ভার চাপাইও না—যে মমতায়—আমি কমনীয় হইয়া পঙ্কিল মায়ায়—বিলীন হইতে বসি। বসি তাহাতে ক্ষতি নাই—যদি ইহা নিত্য হইত. অনিত্য যে—তাহার পিছে দুঃখ, বল দেখি মায়া—এমন অনিত্যে আপনা ভুলে—ফল কি?

যো। কে বলে, প্রেম—পঙ্কিল? যে বলে—সেই পঙ্কিল। পঙ্কিলের প্রেমই—পঙ্কিল। আমি কি তোমার রূপ গুণে ভালবাসি—আমি যাহাকে ভালবাসি—সে কি মায়া? আমি মার মুখে শুনিয়াছি, এই দেহই মায়া—এই দেহের ভালবাসাই—মায়ার ভালবাসা। আমি তোমায় ভালবাসি—তোমার জন্যই তোমার দেহ—ভালবাসি। তবে আমার ভালবাসা—পঙ্কিল হইবে কেন?

নর। মায়া! তুমি ননীর পুতলি তোমার প্রতি কথা—অমৃত সমান।

তুমি—মমতার খনি। আমি দুর্ব্বল—যে ভারে পীড়িত—আবার সে পাপের ভার কেন? এ পাপের ভারে সুখ আছে—শান্তি কই?

যো। তোমার—কি—সে শান্তি বল? যদি জীবন দিলে তোমার শান্তি মিলে—জীবন না দিব কেন? কাহার শান্তিতে—আমার শান্তি? কিন্তু দুঃখ বড়—তুমি ইহার মূল্য বুঝ না।

নর। মায়া! তোমার অনন্ত ক্ষমতা। তুমি অনন্ত রূপে—প্রতি ঘরে ঘরে। তুমি কোথাও জীবন দিয়া—জীবন মোহিত কর, কোথাও জীবন লইয়া—জীবন মোহিত কর। এ ক্ষমতা—তোমার না থাকিলে, এ বিশাল জগৎ কি এক সূত্রে—বাঁধিতে পারিতে? ধন্য তোমায়! কিন্তু আমার প্রতি এত অকরুণা কেন? তোমার এ মোহিনী মূর্ত্তিতে মন ভুলে বটে—কিন্তু বুদ্ধি যে জাগাইয়া দেয়—আর আমায় তোমার এ কমনীয়তায়—ঘুম পাড়াইও না।

যো। আমি—বাপের বাড়ী কৃষ্ণ কথা শুনিতাম—এখানে কৃষ্ণ নাম নাই। আছে কেবল—মায়া—পাপ—আর পঙ্কিল জগৎ। কৃষ্ণ নামে—এ সকল বুঝি কিছু থাকে না—থাকিলে—বাবা বা দাদার মুখে শুনিতাম। বাবা—দাদা আমার দেবতা তুল্য—মা আমার দুর্গা—তাঁহারা—ভাল বাসায় কৃষ্ণে অনুরক্ত। তুমি সেই ভালবাসাকে—পাপ বলিতেছ। তাই তোমার মুখে কৃষ্ণ নাম শুনিতে পাই না। তাই তুমি মার সুখে সুখী নও, যে—মা বাপের সুখে সুখী নহে—তাহার আবার ধর্ম্ম কোথায়? আমি স্ত্রীলোক ও সকল ত কিছু বুঝিতে পারি না। যাহা বুঝাও তাই বুঝিব।

নর। মায়া! জগতে মার দুই মূর্ত্তি। এক—জগৎমোহিনী, এক—জগৎ তারিনী। মার জগৎ তারিনী মূর্ত্তিই—আমি পূজা করি।

যো। সে তারিনী মূর্ত্তি কি?

নর। যে মা সন্তানকে মায়ায় বাঁধিতে চাহেন না। মোহিনী মা যেমন সন্তানকে—সংসারে সংসারী করেন, তারিনী মা তেমনি সন্তানকে—ধর্ম্ম পথে লয়েন। কি বলিব, মায়া! এ মা যে—সন্তানের দুঃখ বুঝেন না।

যো। এ মা—সে মা—আমি বুঝি না। মাকে বজায় রাখিয়া কি ধর্ম্ম হয় না। জানি না—তোমার ধর্ম্ম কি? কিন্তু বড় দাদাকে দেখিয়াছ ত? তাঁহার মুখে কই এসব কথাত কখন শুনি নাই?

নর। আমি কি—মাকে ভক্তি করি না?

যো। মাকে ভক্তি কর—সেবা কর—তাহা জানি, কিন্তু মার তাহাতে সন্তোষ অসন্তোষ লক্ষ কর না কেন? শুদ্ধ সেবায় ফল কি? তুমি যাহা করিবে, তাহার উপর আমার কথা নাই। আমি তোমার দাসী—তবে দাসীর—প্রভুর মঙ্গল প্রার্থনাই উচিত—তাই বলিতেছি।

নর। মায়া! যদি তুমি আমার—মঙ্গল চাও, তবে আমায় ভাল বাসিও না।

যো। কেন?

নর। তোমার ভালবাসায়—আমি আত্মহারা হই।

যোগমায়া কাঁদিতে লাগিলেন—বলিলেন, "আমি কি লইয়া বাঁচিব? স্ত্রীলোকের স্বামী ভিন্ন জগতে আর কি ধন আছে। আমার ভালবাসায় তোমার অমঙ্গল হইবে কেন? আমিত প্রাণ দিতে বসিয়াছি—লইতে বসি নাই?"

নর। এ কথা—শুনিতে ভাল—ভাবিতে ভাল। কিন্তু ভাবিয়া দেখ দেখি—এ দেওয়া নেওয়া প্রহেলিকা তুল্য কি—না? তুমি প্রাণ দাও কেন? যদি তুমি মর—আমায় কাঁদাইতে, যদি আমি মরি—আপনা জ্বলিতে। এমন ভালবাসা কেন মায়া? এমন প্রাণ দিইও না। মায়া! মায়া ত্যাগ করিতে প্রতিজ্ঞা কর—আমার ধর্ম্মের সহায় হও।

যো। আমি মার মুখে শুনিয়াছি—যে স্বামী—ঈশ্বর-মুখ' তাকাইয়া—ঈশ্বরে প্রাণ অর্পণ করেন, সেই স্বামীই—স্বামী—দেবতা—গুরু। যে স্ত্রী—সেই স্বামীতে প্রাণ অর্পণ করেন—সেই স্ত্রীই—স্ত্রী—সহধর্ম্মিণী—দেবী! আমিত তোমার স্ত্রী, সহধর্ম্মে অভিলাষিণী—তবে আমার ভালবাসায় তোমার অমঙ্গল হইবে কেন?

আবার যোগমায়া কাঁদিতে লাগিলেন, বলিলেন, "সেই জন্য

স্ত্রীর অন্য ধর্ম্ম নাই—স্বামীই ধর্ম্ম। আমায় ধর্ম্মে—বঞ্চিত কর কেন? কৃষ্ণে—বঞ্চিত কর কেন? তোমার মুখে কৃষ্ণ নাম ভিন্ন, আমি নিত্য কৃষ্ণ নাম—কাহার মুখে শুনিব?”

নর। কে কৃষ্ণ—মায়া! চিনিয়াছ কি?

যো। চিনি নাই। আমার এই চিনিবার বয়স। যেরূপে চিনাইবে—সেই রূপেই চিনিব। যে রূপে চিনাইয়া তুমি সুখী—আমি সেই রূপেই চিনিয়া তোমার সুখেই—সুখী। মার মুখে শুনিয়াছি, নিষ্কাম ভিন্ন কৃষ্ণ লাভ হয় না। আমি—ছার রস রক্তের জন্য তোমায় ভালবাসি না।

নর। তোমার বাপ মাকে কি আমি জানি না?

যো। না—যদি জানিতে, তবে কৃষ্ণ নাম তোমার মুখে থাকিত। তুমি প্রথম প্রথম নিত্য দাদার নিকট যাইতে—আলাপ করিতে—যদি তাহাতে তাঁহাদের জানিতে পারিতে—তবে সে সঙ্গ ছাড়িতে না।

নর। কেন যাই না—তাহা জান কি? কেন যাইতাম—তাহা জান কি? আমার যিনি গুরু—হৃদয়ের বন্ধু, তাঁহারই উদ্দেশে যাইতাম।

যো। তিনি কে?

নর। ভাবিয়াছিলাম—তোমার পিতাই তিনি—কিন্তু দেখিলাম—তাহা ভ্রম।

যো। কেন?

নর। সে কথা বলিবার নহে। আমি যে জন্য আমার গুরুকে—গুরু বলিয়াছি—তোমার পিতা সে কথার কোন উল্লেখ করেন না—বরং সংসারী হইতে বলেন, আমি এ কথার মর্ম্ম বুঝি না।

যো। ভ্রম—তোমারই। পিতা আমার সংসারী। ফকির না হইলে—যদি তোমার ভক্তি না আইসে—তবে তখন সংসারীকে ফকির মনে করা—কাহার ভ্রম? তোমার আরোও ভ্রম—তুমি আমায় ভালবাসিতে নিষেধ কর—যদি তোমার ভ্রম না হইত—তবে জানিতে স্ত্রীর—স্বামী ভালবাসা—ঈশ্বর ভালবাসার তুল্য। যে—স্বামী ভালবাসিতে গিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইতে পারে, সে—ঈশ্বর ভালবাসাও ত্যাগ করিতে পারে।

যেখানে ত্যাগ আছে—সেখানে ভালবাসা নাই। স্ত্রীর ভালবাসা এই রূপ—জানি না পুরুষের ভালবাসা কি?

নর। এ সকল তোমায় শিখাইল কে?

যো। আমায় কেহ শিখায় নাই, আমি বাপ মার ভাবে ইহা শিখিয়াছি।

নরনারায়ণ আর কোন কথা কহিলেন না—কি ভাবে তাঁহার যোগমায়ার এ কথা গুলি বড় ভাল লাগিল। তিনি যেন বুদ্ধি হীন হইলেন। তখন অনেক কথা হইল। পরে যোগমায়া ঘুমাইয়া পড়িলেন। সহসা নরনারায়ণের আত্মপ্রতি দৃষ্টি পড়িল, দেখিলেন —যোগমায়া তাঁহার হৃদয়ে বসিয়া তাঁহার সে বিবেক ঢাকিয়াছে। অমনি তিনি—শিহরিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

নটনারায়ণের উপদেশে এবং যোগমায়ার ভাবে নরনারায়ণ কিছু চঞ্চল হইলেন। মনের হাত না এড়াইতে পারিলে সন্দেহ ঘুচে না। যে বুদ্ধি মনের উপর নির্ভর করে তাহাও স্থির নহে। বুদ্ধি যখন আত্ম-চৈতন্যে আরূঢ় হয়—মনও তখন বুদ্ধিতে আরূঢ় হয়—সে আরূঢ়ে উভয়েই স্থির হয়। কারণ বাহ্য জগৎ অস্থির, সেই অস্থিরে নির্ভর করিয়া মন বুদ্ধি —সুস্থির হইতে পারে না।

প্রথম প্রথম নরনারায়ণের—হরসুন্দরই যে আগন্তুক বা সন্ন্যাসী—ইহাই বিশ্বাস ছিল। পরে দিনে দিনে সে ধারণা বিলীন হইলেও, হরসুন্দর বা তাঁহার পরিবারবর্গ যে সাধারণ সংসারীর ন্যায় নহেন—তাহা বুঝিয়াছেন। কিন্তু বুঝিলে কি হইবে—নরনারায়ণের ভাবের সহিত হরসুন্দরের সংসার-ভাব—মিলে না। সে জন্য প্রথম প্রথম যেরূপ দেখাসাক্ষাৎ করিতেন—এখন আর সেরূপ করেন না। না করিলেও—যখনই মন অস্থির হয়—তখনই এক এক বার দেবীগ্রামে গিয়া দেখা সাক্ষাৎ আলাপ করিয়া আইসেন—তাহাতে মন যেন কিছু শান্ত হয়।

পরদিন প্রাতে উঠিয়াই নরনারায়ণ দেবীগ্রামে চলিলেন। পথি-মধ্যে জীবসুন্দরের সহিত সাক্ষাৎ হইল। সময়োচিত আলাপ করিতে করিতে ক্রমশ নরনারায়ণ তাঁহার অবস্থাগত ভাব ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। জীবসুন্দর বলিলেন, "ভাই! বলিতেছ কি—আমারও চিত্তের ওই রূপ ভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারি না। শাস্ত্র ইত্যাদি পাঠেও আর মন নাই, পাখী যেমন হরিনাম করে—কিন্তু হরিনামের মর্ম্ম বুঝে না—তেমনি কেবল পড়া পাখী হইতে আর আমার ভাল লাগে না।"

নর। সে আমি একদিন দেখিয়াছি। সে ভাব কিন্তু এখন আমি হারাইয়াছি। তাই আমি সুস্থির হইতে পারি না।

জী। সে ভিন্ন কথা—কিন্তু সংসারে তোমার এরূপ উদাসীনতা ভাল নহে। বিবাহ করিয়াছ—আজ বাদে কাল সন্তান সন্ততি হইবে—তুমি সে দিকে লক্ষ কর না। তবে বিবাহ করিলে কেন?

নর। কেন—তোমার ভগ্নী বলিয়াই কি এত রাগ?

জী। ইহা রাগ নহে—অভিমান, যাহাকে ভালবাসি—সে যদি ব্যথা না বুঝে—উপহাস করে, তবে অভিমান হয় না—কি?

নর। হয়—কিন্তু কেন লক্ষ নাই—তাহাও বুঝা উচিত।

জী। তুমি যাহা বুঝাও—তাহা তোমার ভ্রম। দাদা বলেন, "ধর্ম্ম লাভ করিতে হইলে—চুর ফকির, পুর গৃহস্থ—হওয়া চাই, যে—যতটা এই ভাব রক্ষা করিতে পারে, সে—ততটা ধর্ম্মে অগ্রসর হইতে পারে।"

নর। সে শক্তি আমার কই—নাই বলিয়াই হয়ত, সে কথা বুঝিতে পারি না। না বুঝিলেই সন্দেহ জন্মে। যিনি এক দিন সন্দেহ ভঞ্জন করিয়াছিলেন—তিনি ভিন্ন অন্য গতি ত দেখিতে পাই না।

জী। যদি বুঝিতে পার না—তবে বোদ্ধার মত কায কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বসিয়া আছ কেন? ইহাও ত তোমার অহঙ্কার। যদি অহঙ্কার ত্যাগই উদ্দেশ্য হয়—তবে তাহারই পূজা কেন? দাদা বলেন, "যতক্ষণ মন ততক্ষণ কর্ম্ম, যে মনের দাস—তাহার কর্ম্ম ত্যাগ—অধর্ম্মের কারণ।" যাহা বেদ বিহিত—তাহাই কর্ম্ম এবং যাহা স্বেচ্ছাচার—তাহাই অকর্ম্ম।

মন কর্ম্ম ত্যাগ করিতে গিয়া স্বেচ্ছাচারী হয় মাত্র। কারণ মন—কর্ম্ম ভিন্ন থাকে না। সে জন্য তোমার কর্ম্ম ত্যাগ—আমি বুঝি না। ইহাতে না হয়—কর্ম্ম, না হয়—সন্ন্যাস। বুঝিয়া দেখ—আমি কি কেবল যোগমায়ার জন্যই বলিতেছি? তোমার এ ভাবে—তুমি বা যোগমায়া—উভয়েই কষ্ট পাইবে। ইহা চিন্তা করিলেও বড় ব্যথা পাই।

নর। আমি আর কি কর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছি!

জী। তাইত বলিতেছি—তুমি মনরূপী হইয়া কর্ম্মত্যাগী ত হইতে পারিবে না—অথচ দৈনিক সংসার ধর্ম্মে উদাসীনতায়—স্বেচ্ছাচারী হইতেছ কেন? দাদা বলেন, "অবিদ্যাগত মনের লোপাবস্থাই কর্ম্ম ত্যাগ অর্থাৎ সন্ন্যাস।"

নর। যাহা বলিতেছ—তাহাত শুনিতেছি। মন যে সর্ব্ব অনর্থের মূল—তাই একদিন যাহা দেখিয়াছি—তাহাতেই লক্ষ হইতেছে যে, মনের জন্যই সে ভাব লাভে—বঞ্চিত। কারণ, যখনই মনের একটু বিলীন ভাব হয়—তখনি সে ভাবের আভাস হৃদয় মধ্যে উদয় হয়—কিন্তু কেমন শত্রু মন—অমনিই সে ভাব ধরিতে যায়—যখনই ধরিতে যায়, মনের সে অহঙ্কার মূর্ত্তিতে—তাহার আর উদয় হয় না।

জী। ওকথার উত্তর ভাই! আমি আর তোমায় কি দিব? যাহা জানি না—তাহার ভাবই বা কি বুঝিব?

নর। আমি এখনকার যে ভাব বর্ণনা করিতেছি, তাহা যে তোমাদেরও হয় না—তাহা নহে। আমারও যে পূর্ব্বে হইত না—তাহা নহে। মানুষ যখন ঈশ্বর চিন্তায় ধ্যানে বসে, মন তখন একটু দূরে দাঁড়ায়—কিন্তু যায় না। নিকটে আসিলেই ধ্যান ভঙ্গ হয়। মন দূরে দাঁড়াইলেই জীব—স্ব স্বরূপের দিকে অগ্রসর হইতে যায়। তাহাতে তখন যে ভাব জন্মে—আর মনের লোপে যে ভাব জন্মে—তাহা স্বতন্ত্র—এত স্বতন্ত্র যে—ঘোর কৃষ্ণবর্ণে আর শুভ্র বর্ণে—ততটা প্রভেদ আছে কি—না সন্দেহ।

জী। নিত্য ধ্যানেত—সেই ভাব লাভ হইতে পারে? শুনিতে পাই তুমি নিত্য ধ্যান কর।

নর। মনের ধ্যানে কি হইবে? পূর্ব্বে সে ভ্রম ছিল বটে—কিন্তু এক দিন সে ভ্রম ভাঙ্গিয়াছে। মনের লয় ভিন্ন ধ্যান হয় না, গুরু শক্তি ভিন্ন মনের লয় হয় না, মনের শক্তিতে ধ্যান হয় না। মনের শক্তিতে নিত্যদিন ধ্যান করিলেও মনের লয় হয় না। যিনি সেই শক্তিদাতা—সন্ন্যাসী—আগন্তুক—ভাই! আমি তাঁহারই ভিকারী। যাঁর বারেক ঈক্ষণে এই মন লয় পাইয়াছিল। আর আমার শত চেষ্টায়—বৃথায়—সম—দম—ধ্যান—ধারণা।

বলিতে বলিতে নরনারায়ণ আর বলিতে পারিলেন না, তাঁহার মুখ রক্ত বর্ণ হইয়া উঠিল—চক্ষে জল আসিল।

জী। বুঝিলাম। দাদা বলেন, "মন কখন ধর্ম্ম করে না—মনের দ্বারায় যোগ হয় না। মনের মরণ ভিন্ন ধর্ম্ম সাক্ষাৎ হয় না—গুরু শক্তি ভিন্ন মন মরে না"—সে সত্য কথা। তুমি আমার দুই চারি বৎসরের ছোট হইলেও অনেক জেষ্ঠ, তোমার নিকট আমি দাদার কথা বুঝিলাম। দাদা আমার দেবতা। এই জন্যই ভাই! আমার এখন আর বয়সের ছোট বড়কে—ছোট বড় জ্ঞান হয় না, আমি দেখিতেছি সকলেই আমার বড়—যাহার প্রতি ঈশ্বর কৃপা আছে—সেই আমার বড়।

বলিতে বলিতে জীবসুন্দরের চক্ষু—জলে ভাসিতে লাগিল। নরনারায়ণ জীবসুন্দরের ভাব দেখিয়া মনে মনে ভাবিলেন—আমার অহঙ্কারই বটে, কই? এত দিনেওত আমার এ কমনীয় ভাবের উদয় হইল না? জীবসুন্দরত সংসারে মুগ্ধ—তবে ইহার এ ভাব কোথা হইতে আসিল। সংসার লইয়া ধর্ম্ম ত কিছু বুঝি না—সংসারই ত মুগ্ধের কারণ। মনের নিগ্রহ সংসারে কি রূপে হয়?

দশম পরিচ্ছেদ।

মায়াপুর পরগণার জমীদার শ্রীল শ্রীযুক্ত জ্যোতিপ্রসাদ বড়ই দুর্দ্দান্ত। জীবনে তিনি কখন প্রতীজ্ঞা ভঙ্গ করেন নাই। কাহারও অহঙ্কার তিনি অক্ষুণ্ণ রাখেন নাই—স্বয়ং অহঙ্কারের অবতার। তাঁহার প্রতাপে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়। এ হেন জমীদারকুল-তিলকের সদর নায়েব—শশাঙ্কশেখর।

কন্যার জীবন্মৃত ভাবে, অনেক দিন হইতেই শশাঙ্কশেখরের ইচ্ছা যে, হরসুন্দরকে কিছু শিক্ষা দিয়া দেখিবেন—হরসুন্দরের এ ধর্ম্ম ভাব, সত্য পথের আলোক—না—শিক্ষা মাত্র। কিন্তু এতদিন কোন সুযোগ পান নাই। কোন ব্যক্তি বিশেষকে শাসনের জন্য জ্যোতি-প্রসাদ, তাহার বিষয় সম্পত্তি জাল করিয়া উড়াইয়া দিতে চান। অনেক দিন হইতেই সে মকর্দ্দমা চলিতেছে, এক রূপ মিটিয়াও গিয়াছে—শেষ এই মাত্র আপত্য যে, দলিল সত্য কি না—এক জন বিশ্বস্ত ভদ্র বংশীয় সম্ভ্রান্ত সাক্ষীর আবশ্যক।

শশাঙ্কশেখর ভাবিলেন, ইহাই উত্তম সুযোগ। জ্যোতিপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "শশাঙ্ক—সাক্ষীর কি করিতেছ?"

শ। তাহার জন্য ভাবনা কি? শশাঙ্ক থাকিতে—কিছু চিন্তা নাই।

জ্যো। চিন্তাত নাই—এখন কি করিলে বল?

শ। প্রথম ত মিথ্যা মকদ্দমা। তাহার পর যে—সে সাক্ষীর কায নহে, আপনাকে একটু কায়িক কষ্ট লইতে হইবে।

জ্যো। কি রূপ?

শ। দেবীগ্রাম একবার যাইতে হইবে। দেবীগ্রামের হরসুন্দর শর্ম্মা এক জন বিখ্যাত লোক জানেন—ধার্ম্মিক বলিয়াও সকলে তাঁহাকে বিশ্বাস করে, তাঁহার সাক্ষ্য হইলে আর ভাবনা কি?

জ্যো। তোমার বৈবাহিক নহেন?

শ। হাঁ—তা আপনার কাযে—বৈবাহিকই হন আর যিনিই হন, প্রাণ দিয়া করিব—তাহাতে আর কথা কি? কিন্তু কেবল আমার দ্বারায় হইবে না। কিছু দিতেও হইবে এবং ভয়ও দেখাইতে হইবে।

জ্যো। কেন জ্যোতিপ্রসাদকে কি তিনি জানেন না?

শ। আপনাকে জানে না—এমন লোক এখানে কে আছে?—তবে লোকটা কিছু ধর্ম্মভারু।

জ্যো। টাকায় সব হয়—ঢের ধর্ম্মভীরু দেখিয়াছি।

শ। দেখিয়াছেন—কিন্তু ইঁহারা একটু ভিন্ন। কিছু বেশীই স্বীকার করিতে হইবে।

জ্যো। কেন?

শ। কেন আর জিজ্ঞাসা করিবেন না। এক পা ঘরে—এক পা পুলিপোলাও দিয়া—হলফ করিতে হইবে। যদি কথায় ফাঁস হয়—জজটি ত সামান্য নয়—সাক্ষাৎ যম।

জ্যো। আমার হাতই বা এড়ায় কে? যাহা হউক কাল প্রাতে তুমি ডাকিয়া পাঠাও।

শ। ডাকিয়া পাঠাইব বটে—তবে অগ্রে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে ডাকিয়া কাল পরামর্শ করুন এবং আপনি একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করুন। একটু ভদ্রতাও দেখান হইবে। প্রথম প্রথম আপনার সাক্ষাতেই কথাবার্ত্তা হউক, এ রূপ স্থলে আমার প্রথম থাকা ভাল নহে। তাহা হইলে আমায় অনুরোধে পড়িতে হইবে।

"বটে বটে" এই বলিয়া জ্যোতিপ্রসাদ চলিয়া গেলেন। জ্যোতিপ্রসাদ চলিয়া গেলে, শশাঙ্কশেখর নথি পত্র তুলিয়া অনেকক্ষণ কি ভাবিলেন। পরে গৃহাভিমুখে চলিলেন। তিনি যেন কিছু চিন্তিত। কাছারি বাড়ীর অর্দ্ধ ক্রোশ ব্যবধানে শশাঙ্কশেখরের বাটী। শশাঙ্কশেখরের স্ত্রী—প্রভাবতী—বলিলেন, "আজ যে এখনি বাড়ী আসিলে?"

শ। আজ একটা সূত্রপাত করিলাম—এখন কপালে কি আছে জানি না।

প্র। কি বল না?

তখন শশাঙ্কশেখর সমস্ত বলিলেন। প্রভাবতী বলিলেন, "জমীদার বাবুকে কি তুমি আজ নূতন দেখিলে? কাহার হাতে—কাহার পরীক্ষা দেখিতে গেলে?"

শ। সে কথা—আর আমার কাণে শুনাইও না। সে কথা মনে করিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়—তবে আমার হাতেই সব—ভয় নাই—একটু খেলাইয়া, পরে ছড়িয়া দিলেই হইবে।

প্র। সাপুড়ে সাপ খেলায়—আবার তাহাতেই মরে—তাহা জানত ?

শ। প্রভা! তুমি বুদ্ধিমতি তাহা জানি। তুমি অনেক বার বারণ করিয়াছ—তাহাও আমার মনে আছে—কিন্তু বৈবাহিককে আমি বড় ভালবাসি। এক সঙ্গে ছেলে বেলায় খেলা করিয়াছি, বড় হইয়া আজ সেও দূরে—আমিও দূরে! সে এক দিকে—আমি এক দিকে। সে ধর্ম্মে—আমি সংসারে কাছারি রূপ—নরকে। সে তাহাতেই সুখী—আমি ইহাতেই সুখী। আমি ছেলেবেলা হইতেই তাহার সঙ্গ লই—সে আমার সঙ্গ লয় না। তাই সে এক দিকে গেল—আমি এক দিকে গেলাম। সে যে কি রূপ, অনেকটা জানি—জানিয়াও এ পাপ মন আর তাহার সহিত মিশিতে চায় না। বাল্যের সে মন নাই—তখন নোয়াইলে নুইত, এখন আর নোয় না। সেই জন্যই সে যেমন আমার সঙ্গ লয় নাই—আমিও তাহার সঙ্গ আর লইব না। দাসত্ব ছাড়িয়া প্রভু ভাবে—তাহাকে একবার দেখিব—সে কতদূর গেল—আমি কোথায় পড়িয়া রহিলাম। আমার অনেক দিনের এ অভিমান—এত দিন কাহাকেও যাহা বলি নাই—আজ আমার মুখ দিয়া তাহা প্রকাশ হইল। সাবধান—এ কথা যেন প্রকাশ না হয়—হইলে তোমাকেই তোমার কন্যার নিকট লজ্জিত হইতে হইবে।

"প্রভা! আরও শুনিবার কথা আছে। তুমি যখন আমার গৃহ উজ্জ্বল কর নাই—আমার দরিদ্র পিতা এই জ্যোতিপ্রসাদের নিকট অনেক উপকৃত। সে উপকার আমার হৃদয়ে আজও জাগিতেছে। পিতা আমার দরিদ্র বলিয়া—সে ঋণ শোধ দিতে পারেন নাই। আমি পুত্র হইয়া যদি তাহাকে—সে ঋণ হইতে মুক্ত করিতে পারি—তবে আমার পিতৃসেবা সার্থক হইবে? এ মকদ্দমার প্রথমেই আমি বার বার জ্যোতিপ্রসাদকে অগ্রসর হইতে নিষেধ করি—কিন্তু অহঙ্কার তাঁহাকে নিবৃত্তি হইতে দিল না—আমার তদ্বিরে যত দূর মঙ্গল হইবার হইয়াছে,

নচেৎ—এ মঙ্গলের আশা ছিল না। পিতা যাঁহার নিকট উপকৃত—আমি যাঁহার কল্যাণে পালিত—যদি হরসুন্দর দূরে দাঁড়াইয়া থাকে—তবে তাঁহার সম্মুখে হরসুন্দরকে একবার ধরিতে ইচ্ছা আছে। জ্যোতিঃপ্রসাদের চক্ষু—ভক্তি ভাবে তাকাইতে জানে না। যদি হরসুন্দর-ভাবে—তাঁহার গতি ফিরাইতে পারি—তবে আমি ভৃত্যের উপযুক্ত মনে করিব। হরসুন্দর—জ্যোতিপ্রসাদের ভালবাসাই, আমায় এ কার্য্যে নিযুক্ত করিতেছে।

প্র। যাহা ভাবা যায়—তাহা কি সব কাযে ঘটে?

শ। ঘটে না, তাহা জানি। কিন্তু আর এ নরক যন্ত্রনা সহ্য হয় না। হয়—জ্যোতিপ্রসাদের প্রশান্ত মূর্ত্তি দেখিব—হরসুন্দরের গুপ্ত পথ বাহির করিব—নরক আবার স্বর্গ করিব—না হয়—যদি হরসুন্দর মিথ্যা ধর্ম্মে ধর্ম্মী হয়—জ্যোতিপ্রসাদকে দিয়া তাহার দর্প চূর্ণ করিব। নরকে ডুবিয়াছিই ত—এবার দেখার সাধ আর রাখিব না।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

কথায় কথায় জীবসুন্দর ও নরনারায়ণ বাটী পঁহুছিলেন। বেলাও হইয়াছে। চিন্ময়ী জলযোগের ব্যবস্থা করিয়া তাড়াতাড়ি আহারের উদ্যোগে রন্ধন শেষ করিলেন। অন্ন প্রস্তুত।

হরসুন্দর আজ গৃহে নাই—কার্য্য উপলক্ষে কলিকাতায় গিয়াছেন। শিবসুন্দরও বাড়ী নাই, জমীদার জ্যোতিপ্রসাদ প্রাতেই ডাকাইয়া লইয়া গিয়াছেন।

চিন্ময়ী—জীবসুন্দরকে বলিলেন, "শিবসুন্দরের আসিতে বিলম্ব হইবে—তোমরা আহার করিতে বস।"

জীবসুন্দরের তাহা ইচ্ছা নহে—এইরূপে বেলাও অনেক হইল, কিন্তু শিবসুন্দর আসিতেছেন না। চিন্ময়ী বলিলেন, "বাবা! নরনারায়ণের কষ্ট হইবে—কি বল?"

জী। না হয়—নরনারায়ণকেই দেওয়া হউক না? কি বলেন?

চি। সে কি, ভাল দেখায়—একা একা খাইবে?

মাতার ইচ্ছায়—অনিচ্ছা সত্বেও জীবসুন্দর আহারে বসিলেন। নরনারায়ণ বলিলেন, "ভাই! এ কাজলা চাল কোথায় পাইলে?"

জী। বাজারে—আর কোথায় পাইব?

নর। তোমরা কি—এই চাল এখনী ব্যবহার কর?

জী। নিত্য করি না। পয়সার যখন যে রূপ সচ্ছল থাকে—তখন সেই রূপ করা হয়।

নর। কই—আরত কখন দেখি নাই?

জী। ক্রমে তোমার নিকট লজ্জা—ভয় দূর হইতেছে, সে জন্য আজ জানিতে পারিলে।

চিন্ময়ী দূর হইতে বলিলেন, "বাবা! এ ভাত তুমি খাইতে পারিবে না—তাহা জানি। তোমার জন্য ভাল চাল আনিতে বলিলাম, জীব আনিল না।" এই বলিয়া তিনি যেন অপ্রস্তুত—দুঃখিত হইলেন।

নর। না—মা—আমার তাহাতে কোন কষ্ট হইতেছে না—আমি বেশ খাইতেছি। আপনি সে জন্য চিন্তিত হইবেন না।

জী। ভাই! সরু চাল খাইয়া—অনেকের বিবেক আসে, এ মোটা চালে সে বিবেক—দাঁড়ায় কি?

নরনারায়ণ ভাল আহার করিতে পারিলেন না—কিন্তু জীবসুন্দরের অভ্যাস আছে—কোন কষ্ট হইল না। চিন্ময়ী বড়ই ব্যস্ত হইলেন। জীবসুন্দর বলিলেন, "মা! মন থাকিতে সন্ন্যাসে অহংকারেরই বৃদ্ধি হয়—সন্ন্যাস হয় না নরনারায়ণকে—ইহা দেখাইবার জন্যই আমি আজ চাল আনি নাই।"

তখন উভয়েই উঠিলেন—জীবসুন্দর বলিলেন, "কিছু জল খাবার আনিব কি?" নরনারায়ণ বলিলেন "না—না—আর খাইতে পারিব না—আর ক্ষুধা নাই।" কিন্তু উদর বলিতেছে—আনিলে ভাল হয়। জীবসুন্দর—তাহা বুঝিয়াও আর আনিলেন না—ভাবিলেন, যদি আমি তোমার পিতা হইতাম—তবে দেখিতাম তোমার সন্ন্যাস কত দূর।

আহারের পর কথায় কথায় নরনারায়ণ জিজ্ঞাসা করিলেন—আজ কাল কি—খাজনা কম আদায় হয় ?

জী। না—কম কেন হইবে ? যেরূপ হয়—তাহাই—তবে তাহাতে ভাল চলে না। জিজ্ঞাসা করিতে পার—অন্য কোন কায কর্ম্ম করি না কেন ? তাহার কারণ, আমায় প্রায়ই এই খাজনা পত্র আদায়ে—ব্যস্ত থাকিতে হয়, আর দাদার দ্বারায় এ কায ত হইবার নহে—তাহাও তাঁহার ভাব দেখিয়া বুঝিতে পার। যদি বল অন্য কায করেন না—কেন ? আমিই করিতে দিই না—কারণ এই কাজলা চাল খাইয়া তিনি ধর্ম্ম সেবায় যে রূপ—সুখী, চাকরী সেবায় শুভ্র অন্নেও তাঁহার—সে আনন্দ হইবে না। যদি তাঁহারই তাহাতে সুখ না হয়—তবে আমাদের ইহাতেই বা কি দুঃখ—কি কষ্ট।

নর। তোমাদেরই যথার্থ ভাতৃ-ভালবাসা। তোমাদের আয়ও ত আছে—তবে এত অনাটন কিসে ?

জী। আয় আছে—কিন্তু তাহা এত অল্প যে, প্রতি মাসে যদি সমস্ত আদায় হয়—তবে এক রূপ চলে। কিন্তু তাহাত হয় না, যে মাসে কম আদায় হয়—সে মাসে আমরা ধার করি না—এই রূপ ব্যবস্থা করি। দাদার এ ব্যবস্থায় আমরা ঋণ মুক্ত, আর কোন কষ্টও নাই।

নর। আচ্ছা—যে মাসে কম আদায় হয়—পর পর মাসে ত সাবেক আদায় হয়—তবে সে ধারে আর ভয় কি ?

জী। ও কথা শুনিতে ভাল। কাযে কিন্তু সকল সময়ে ঠিক আদায় হয় না। দাদার জন্য আমিও এখন নিশ্চিন্তে সংসার চালাইতে শিখিয়াছি। তুমি যাহা বলিতেছ—তাহাতে সংসারে নিশ্চিন্ত হওয়া হয় না। অনেকে হয় ত অবস্থা দোষে দিতে পারে না, হয়ত কোন বৎসর ধান হইল না—কোথা হইতে প্রজা দিবে ? অনেকের হয় ত রোগে খরচ হইয়া গেল, কোন প্রাণে তাহাদের উপর জুলুম করিব ? ঋণী থাকিলে যে রূপেই হউক—আদায়ের চেষ্টা করিতে হইবে—সে আদায়ে তাহাদের কষ্টও দেখিতে হইবে, তবেই নিশ্চিন্ত হইয়া সংসার আর হইল কই ? এই রূপে যাহা যায়—তাহা বাদে—যাহা আদায় হয়—

তাহাতেই একরূপ সুখে আছি—আমাদের বড় আশায় কায নাই।

নরনারায়ণ আর কোন কথা কহিলেন না। তিনি ভাবিতে লাগিলেন—এইরূপ সংসারে জীবসুন্দরের এ ভাব—আশ্চর্য্য নহে। অমনি আগন্তুককে মনে হইল—মনে মনে বলিলেন—প্রভো! জলস্রোতে ভাসমান তৃণের ন্যায় আর কত দিন ভাসাইবে? তুমিই কি সেই—জীবনদাতা সন্ন্যাসী—না—এই চুর ফকির, পুর গৃহস্থ—হরসুন্দরই —তুমি?

তখন শিবসুন্দর বাটী আসিলেন। চিন্ময়ী বলিলেন, "বাবা! এত দেরী হইল কেন? এখনও খাওয়া হয় নাই—বড়ই কষ্ট হইয়াছে।"

শি। না—মা—খাওয়ার জন্য আমার কষ্ট হয় নাই। তোমাদের কষ্ট মনে করিয়া দুঃখ হইতেছে?

চি। কি—বাবা?

শি। জমীদারবাবু একটা মিথ্যাসাক্ষ্য দিতে বলেন, দিতে অস্বীকৃত হইলে আমাদের ত সর্ব্বস্বান্ত করিবেনই—আবার যাহাতে আমরা বিশেষ কষ্ট পাই—তাহা করিবেন।

চি। তুমি কি বলিয়া আসিলে? বৈবাহিক কি বলিলেন?

শি। শুনিলাম—এ জন্য তিনি রাগ করিয়া আজ কাছারিতে আসেন নাই—দেখা হইল না। জমীদার বাবুকে অনেক বলিলাম। শেষ টাকার প্রলোভন দেখান। অনুপায় দেখিয়া আমি বলিলাম, "পিতা যাহা বলিবেন তাহাই হইবে—সেই জন্যই আজ ছাড়িয়া দিলেন—নচেৎ ছাড়িতেন না। কাল বাবার কাছে আসিবেন।"

চি। কেন—তুমি না সাক্ষ্য দিলে চলিবে না?

শি। শুনিলাম আমাদের নাকি সকলে বিশ্বাস করে। সেজন্য আমাদের সাক্ষ্যেই—মকদ্দমা নিশ্চয়ই জয় হইবে—এইরূপ তাঁহার ধারণা। এখন তোমরা যাহা আজ্ঞা করিবে—আমরা তাহাই করিব।

চিন্ময়ী আর কোন কথা কহিলেন না, মনে মনে বলিলেন—প্রভো! অবশ্য কোন অপরাধ হইয়া থাকিবে—নচেৎ এ পরীক্ষা কেন?

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

নরনারায়ণ সে দিন আর নন্দীগ্রামে গমন করিলেন না। জ্যোতিপ্রসাদের এ আজ্ঞায়—জীবসুন্দর ও নরনারায়ণ বড়ই ভীত হইয়াছেন। এ দিকে হরসুন্দরও বাড়ী নাই—সকলেই হরসুন্দরের অপেক্ষায়—কর্ত্তব্য স্থির করিতে পারিতেছেন না।

আহারান্তে শিবসুন্দর বহির্ব্বাটীতে আসিয়া বসিলেন। জীবসুন্দর বলিলেন, "তবে কি হইবে? এ মিথ্যা সাক্ষ্য দিবেন কি? না দিলেও ত অব্যাহতি নাই, জ্যোতিপ্রসাদকে ত জানেন?

শিবসুন্দর হাসিলেন—বলিলেন, "জীব! তুমি এত ভীত হইতেছ কেন? সে প্রভু—আমরা দাস। দাস—অহংকারে কর্ত্তা হইয়া মনে করে—আমি করিতেছি, আমার—মান, অপমান—ধর্ম্ম, অধর্ম্ম—তাই সে সুখ দুঃখ ভাগী হয়। বস্তুত জীব কর্ত্তা নহে—কর্ত্তা একজন—এই হৃদয়—যাঁহার আসন। অহংকর্ত্তা জীব অহং অভিমানে তাহা দেখিতে পায় না। না দেখিতে পাইলেই কি—সে—কর্ত্তা হইবে? তবে জ্যোতিপ্রসাদকে এত ভয় কেন? প্রভুর ইচ্ছা এ জগৎ-লীলা—সে স্ব ইচ্ছায়—যখন যাহাকে যেটুকু কর্তৃত্ব সম্প্রদান করে, তাহাতেই দাসজীব—কর্ম্মী মাত্র। সে সুখময়—তাহার লীলাও সুখময়, সে লীলায় কর্ম্মও সুখময়—দাসজীবের ইহাই সেবা। কৃষ্ণদাস জীব—নিজের স্বরূপ ভুলিয়া—অহংকর্ত্তা অভিমানে দুঃখ আহরণ করিতেছে। তাই তোমার এ চিন্তা—চিন্তায়—এ ভয়। একবার দাস হইয়া—তাহার দিকে তাকাও—দেখিবে—এ চিন্তাও থাকিবে না—এ ভয় ও থাকিবে না।"

জী। কর্ম্মী কর্ত্তায় প্রভেদ কি? যে কর্ম্মী সেইত কর্ত্তা।

শি। না। কর্ত্তা কর্ম্মী হইতে পারেন, কিন্তু কর্ম্মী কর্ত্তা হইতে পারে না, অর্থাৎ কর্ম্মী প্রতিনিধি মাত্র।

জীব। জীব যদি কর্ত্তা নহে—তবে অহংকর্ত্তা হয় কি সে?

শি। অবিদ্যায়। পাণ্ডুরোগে—জীব যেমন জগৎ হরিদ্রা বর্ণ

দেখে—অবিদ্যাগত জ্ঞানরূপ রোগে—সে তেমনি অহংকর্ত্তা হয়। হরিদ্রা বর্ণ দর্শন যেমন অলীক—তেমনি মায়া মুগ্ধ জীবের—এ অহং জ্ঞান অলীক। পাণ্ডু-চক্ষে যেমন হরিদ্রাবর্ণ অলীক হইলেও সত্য দেখায়—হরিদ্রা বর্ণ যেমন রোগের খেলা—তেমনি অহং অভিমানও —অবিদ্যার খেলা। ইহাই দাসজীবের আত্ম বিস্মৃতি—বন্ধন।

জী। অহং ভ্রম যায় কিসে?

শি। শক্তি সঞ্চারে।

জী। কোন শক্তি?

শি। কুণ্ডলিনী। যে শক্তিতে জীব স্ব স্বরূপে অবস্থিত হয়।

জী। জীব কর্ম্মী—জীবের কর্ম্ম কি?

শি। সেবা।

জী। কাহার সেবা?

শি। গুরু—কৃষ্ণের।

জী। যদি—অহং অলীক, অহং শূন্যে সেবা হয়—কি?

শি। না। জীব—কর্ত্তারূপে অহং শূন্য হইবে বটে—কিন্তু দাসরূপ অহং তাহার থাকিবে। কারণ দাসই তাহার স্বরূপ। তাহা হইলেই সুখ দুঃখ আর তাহাকে চঞ্চল করিতে পারিবে না।

জী। কেন?

শি। প্রভুর লীলা. প্রভুই কর্ত্তা। তিনিই সে আস্বাদনে অধিকারী। তাঁহার ধন তাঁহাকে দিয়াই কর্ম্মী অহংদাস—সুখী। যেমন ব্যবসার লাভ লোকসানে—দাস নির্লিপ্ত।

জী। দাসজীবের তাহাতে লভ্য কি?

শি। সেবাসুখ।

নরনারায়ণ বলিলেন, "সেবায় আবার—সুখ কি?"

শি। বল দেখি—আহার করিয়া সুখ? কি আহার করাইয়া সুখ?

নর। দুই সুখের—কিন্তু নিজের পেট জ্বলিলে—আহারেই সুখ।

শি। তুমি—অহংকর্ত্তার আত্মসেবায় ক্ষুধার্ত্ত—অহংদাস প্রভু সেবায় ক্ষুধার্ত্ত। ক্ষুধা শান্তিই জীবনোপায়।

জী। দাসজীবের কি নিজের ক্ষুধা নাই?

শি। না। অহংকর্ত্তা জড়াশ্রয়ী বলিয়া জড় ধর্ম্মে আপ্তসেবার জনক—অহংদাস প্রভু সেবায়—কর্ম্মী মাত্র। এই জন্যই ভক্ত নিষ্কাম হইয়াও, সেবার জন্য ক্ষুধার্ত্ত স্বকাম, এবং স্বকাম হইলেও সুখ দুঃখ ভাগী নহে। ইহাই দাসজীবের স্বরূপ।

নর। ভক্ত কি আহার করে না?

শি। আহার অর্থে পোষণ। অন্নে কাহার পোষণ হয়—অন্নময় এই শরীরের। যখন তুমি দিব্য জ্ঞানে দেখিবে—এই শরীর তুমি নহ—তখন তোমার আহার জ্ঞান থাকিবে না।

নর। তবে আহার করে কেন?

শি। অবস্থানের জন্য—যেমন বাসস্থানের সংস্কার—তেমনি পঞ্চ-ভূতের সংস্কার—আহার।

নর। অবস্থান কেন?

শি। সেবার জন্য।

নর। অহংদাস সেবাসুখের জন্য ক্ষুধার্ত্ত কেন?

শি। অহং কর্ত্তা—আপ্তসেবার জন্য ক্ষুধার্ত্ত কেন?—যাহার যাহা স্বভাব।

নরনারায়ণ আর কোন কথা কহিলেন না—অনেকক্ষণ সকলেই স্থির হইয়া রহিলেন। শিবসুন্দর বলিলেন—"প্রভু যেমন দাসের ভরণপোষণে দৃষ্টি রাখেন—দাস তেমনি প্রভুর সেবায় দৃষ্টি রাখেন—ইহাই দাস্য প্রেম। যাহার উপর প্রভুর দৃষ্টি—সে দাসের অভাব কি?"

নর। তবে যে বলিলেন অহংদাস কর্ম্মী মাত্র—তাহার নিজের ক্ষুধা নাই?

শি। ভক্তের পোষণ ভক্তিতে, ভক্তি মায়াতীত, মায়াগত ক্ষুধা দাসের নাই—এই জন্যই ভক্ত নিষ্কাম। এই জন্যই ভক্ত—গুণ অবধি প্রার্থনা করেন না। ভক্তের ভক্তিই—খাদ্য। সেবা নিত্য—এই জন্যই ভক্ত—নিত্য সুখী। তাঁহার আনন্দেই ভক্তের আনন্দ—এই জন্যই ভক্ত—নিত্যানন্দ। এই জন্যই দাস জগৎ

ব্যাপারে—করণ রূপ কর্ম্মী মাত্র। কর্ত্তা হইতে—তাহার কখন ক্ষুধা হয় না। যাঁহারা এ সেবাসুখে বঞ্চিত—তাঁহারাই অহংকর্ত্তা হইয়া প্রকৃতির সুখ দুঃখ তাড়নায় কূল না পাইয়া জগৎসৃষ্টির মাধুর্য্য বুঝেন না—অলীক বোধ করেন—তন্ময় হইতে চান। অরসিক চায় চিনি হইতে—রসিক চায় চিনি খাইতে। যদি চিনি খাইতে চাও—তবে তাহার ইচ্ছায়—নিজের ইচ্ছা অর্পণ কর—দেখিবে—দুনিয়া ডুবিয়া যাইলেও—সে তোমার গায় আঁচ লাগিতে দিবে না। তবে জ্যোতিঃপ্রসাদের বাক্যে ভীত হইবে কেন? দেখিতে থাক—তাঁহার ইচ্ছা কি। দেখিতে দেখিতে লীলা-মাধুর্য্যে ভক্তি প্রবাহে—তাঁহার মুখ তাকাইয়া ডুবিতে থাক—দেখিবে—সে ভিন্ন আর জগতে কিছুই নাই। কোথায় জ্যোতিঃপ্রসাদ? কোথায় জগৎ? কোথায় আপ্তসেবা? ভয় বিঘ্ন কিছুই নাই। কেবল সে আশে পাশে—সম্মুখে পিছে—একা সেই—আর সেবার জন্য তুমি—এক হইয়াও ভিন্ন। সে প্রভু—তুমি দাস, ইহাই—সম্বন্ধ, ভক্তি—অভিধেয়, প্রেম—প্রয়োজন। তাঁহার যাহা ইচ্ছা—তাহাই হইবে—তাহাই হউক। প্রভুর আনন্দেই ভক্তের আনন্দ—নিরানন্দ কোথায়? সে কর্ত্তা—কে জানে তাহার কি ইচ্ছা—কেন? জ্যোতিঃপ্রসাদ কর্ত্তা নহে—অবিদ্যায় স্বরূপভ্রমে অশুদ্ধজীব—অহংকর্ত্তা। অহংকর্ত্তা জ্যোতিঃপ্রসাদের ইচ্ছা ভ্রান্তিময়। কর্ত্তা—আত্মার ইচ্ছা দেখিতে থাক—তাঁহার মুখ তাকাইয়া থাকিতে শিখ—হৃদয়ের মলা আপনি কাটিবে।

জী। আমাদের দেখিবার সে শক্তি কই!

শি। আছে—মায়া শক্তিতে তাহা সুপ্ত।

জী। জাগরিত হয় কি প্রকারে?

শি। যিনি জাগরিত—তাঁহার কৃপায়—তিনিই গুরু।

জ। তাঁহাকে চিনিব কি প্রকারে?

শি। জগতে অনন্ত বস্তু—কিন্তু অন্ধের পক্ষে ব্যর্থ। তেমনি গুরু নিত্য বর্ত্তমান। অতএব নিজে প্রস্তুত হও, দর্শন দান তাঁহার কার্য্য।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

বিষ্ণুপ্রিয়া, হরিপ্রিয়াকে বলিলেন, "দিদি! তুমি বড় ভাগ্যবতী—নচেৎ আমি, যে মনের বশীভূত হইয়া সংসারে কাঁদিতে বসিয়াছি, তুমি সেই মনকে ক্রীড়া-মৃগের ন্যায় বশীভূত করিয়া সর্ব্বদাই প্রফুল্ল মুখী—তোমায় দেখিলেও ভক্তি হয়।"

"তবে আমায় ভক্তি করিস না কেন?" এই বলিয়া হরিপ্রিয়া হাসিয়া বিষ্ণুপ্রিয়ার মুখ খানি টিপিয়া ধরিলেন—বলিলেন, "আমায় কি আর ভক্তি করিবে? যাহাকে ভক্তি করিতে হয়—তাহাকেই ভক্তি করিবে, তাহা হইলেই আমার মত হইবে। আমার মত হইতে এত সাধ কেন? আমি যাঁহার দাসী—তাঁহার মত হইবে।"

বিষ্ণুপ্রিয়া অনেকক্ষণ হরিপ্রিয়ার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন—বলিলেন, "তোমার ভাব খানি বেশ—তাই বড়ঠাকুর এত শান্ত—এত প্রফুল্ল।"

হ। তোমার—বড়ঠাকুরের সহিত আমার দেখা কবে?

বি। তা সত্য—দশে পাঁচে—কখন। দিদি! সত্য বলিবে—ইহাতে তোমার কষ্ট হয় না—কি?

হ। স্বামী বিদেশে চাকরী করিতে গেলে—কষ্ট হয় কতক্ষণ—যুবতীর প্রেম যতক্ষণ।

বি। কষ্টের নানা রূপ। এক সঙ্গে থাকিলে যে রূপ—দূরে দূরে থাকিলে কি সেরূপ হয়?

হরিপ্রিয়া হো—হো—করিয়া হাসিয়া উঠিলেন—বলিলেন, "যুবতী তুমি—প্রেমের মাধুর্য্য বুঝ না—যুবতীর প্রেমে সংসার রক্ষা হয় না। অত অঙ্গরসে—প্রেম জন্মে কি? প্রেমে—দূর আর নিকট কি? তাঁর সুখেই আমার সুখ। কাণ নাকের সুখ—কি সুখ? যদি আজ কাণ নাক যায়—তবে ভালবাসা যাইবে কি? যদি যায়—তবে সে ভালবাসা—ভালবাসাই নহে।"

বিষ্ণুপ্রিয়া আর কোন কথা কহিলেন না—ভাবিলেন, ইঁহাদের প্রেমই—প্রেম, ইঁহাদের ভালবাসাই—ভালবাসা। বস্তুতই যুবতীরা

প্রেম—সাহেব বিবির প্রেম, সঙ্গে সঙ্গে—অঙ্গে অঙ্গে, কিন্তু গড়িতেও যেমন—ভাঙ্গিতেও তেমন। প্রবীণার প্রেম ভাঙ্গিতে জানে না—ভাঙ্গে না বলিয়াই প্রবীণার প্রেম—শাখা বিস্তারে পঞ্চ ভাবে প্রস্ফুটিত হয়—কই? যুবতীর প্রেমেত তাহা নাই—কেবল আপ্তসুখ—ছি!

চিন্ময়ী আসিয়া বলিলেন, "এখনও গল্প করিতেছ? রাত্র যে অনেক হইয়াছে—মা!"

হরিপ্রিয়াকে বলিলেন, "মা! আজ কর্ত্তা বাড়ী নাই—শিবসুন্দর বাড়ীর ভিতর শুইয়াছে—তুমি ঘরে যাও।" তখন বিষ্ণুপ্রিয়া ও হরিপ্রিয়া নিজ নিজ শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

শিবসুন্দর শয্যায় বসিয়াছিলেন—হরিপ্রিয়া সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন—বলিলেন, "আজ যে বড় ঘরে আসিলে?"

শিবসুন্দর হরিপ্রিয়ার চিবুক ধরিয়া বলিলেন, "হরি! নিত্য ঘরে না আসিলে—যদি তোমার হৃদয়ে বেদনা লাগিত জানিতাম—তাহা হইলে আসিতেই হইত—আসিতাম। বাবা কি তাহা হইলে আমায় —তাঁহার কাছে শুইতে দিতেন?"

হ। তবে আমি স্বামী চাহি না—না? স্বামীর সেবায় আমার ইচ্ছা নাই—না?

শি। তুমি স্বামীকে জগৎ স্বামীর জন্য দিয়াছ—তাই তোমার স্বামী —নিশ্চিন্তে সংসারে চলিতে পারিতেছে। যদি না দিতে—তবে কাহার সাধ্য—এ নিশ্চিন্ত হয়? স্বামী সেবায় তোমার ইচ্ছা আছে—সে জন্য স্বামী যাহাতে সন্তুষ্ট হন—সেই সেবাতেই তুমি রত। তোমার মত ভাগ্যবতী—কয়টা? তোমার মত স্ত্রী না হইলে—সংসার লইয়া ধর্ম্ম—কাহার সাধ্য?

হ। ও কথা ছাড়িয়া দাও। তুমি কেবল আমায় বাড়াইয়া —আমায় অপ্রস্তুত কর। তোমার মত স্বামী না পাইলে—কাহার এ সৌভাগ্য ঘটে? কে—স্বামী ভাল বাসিতে গিয়া জগৎস্বামী দেখিয়া—কৃতার্থ হয়? কি—ছার সংসার সুখ? কি—ছার রস রক্তের আসঙ্গ লিপ্সা? সময়ে সময়ে কায়িক ধর্ম্মে দেখা দিলেও—তোমার মুখ দেখিয়া

তখনি পলায়, তবে আমার কষ্ট কিসের? কষ্ট নাই কি?—আছে। মনে হয়—আমার দ্বারায় যেন সেবার ত্রুটি হয়—কি করিলে—তোমার সেবা হয়—ঠাকুরের সেবা হয়!

হরিপ্রিয়া বলিতেছিলেন, আর শিবসুন্দর হরিপ্রিয়ার মুখ পানে তাকাইয়া তাহার হৃদয়ের সৌন্দর্য্য দেখিতেছিলেন—ভাবিতেছিলেন—আমি কেন এমনি দাস্য ভাব লাভ করিতে পারি না? বলিলেন, "হরি! এ ক্ষোভ দিন দিন বাড়িবে। যত মজিবে—যত ডুবিবে—ততই দিন দিন—এ ক্ষোভ বাড়িবে। কৃষ্ণ প্রেমের অবধি নাই—শেষ নাই। প্রেমময়ের প্রেমের—এই ফল। তুমি আমি সাধ করিয়া এই ফলের ভিকারী। যে তাহার আশা করে—সে তাহার সর্ব্বনাশ করে—যে তাহাতেও তাহার আশা না ছাড়ে—সে তাহাকে তাহার দাসের দাস করে। করে নাই কি? তোমার এই বয়স, সন্তান সন্ততি হইল না—অর্থ নাই—আজ যদি মরি—কোথায় দাঁড়াইবে স্থির নাই—কিন্তু সে চিন্তা হৃদয়ে স্থান পায় না কেন? তাহার জন্য—সংসারগত সুখ আহ্লাদে একেবারে বঞ্চিত না হইলেও—বঞ্চিত, সর্ব্বনাশের আর বাকি—কি? এত করিয়াও আবার তাহার সেবার জন্য ক্ষোভ? হায় হায়—হরি! তাহার এ কৃপার কথা—এ মহিমার কথা—মুখে আর কি বলিব? যদি পার—বলিতে থাক—আমি শুনিতে থাকি। কর্ণ—তোমার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকুক—চক্ষু কিন্তু থাকিবে না।"

বলিতে বলিতে উভয়ে আনন্দে আপ্লুত হইয়া পড়িলেন। শিবসুন্দর আবার বলিতে লাগিলেন, "হরি! প্রকৃতি পুরুষে একান্ত মিলনের জন্যই কামের উদয় হয়—এ অভেদাঙ্গ মিলন দেখিয়া—দেহগত কাম—লজ্জায় পলাইয়াছে। আমরা ত তাহার বিরোধী নহি? আমরা ত তাহাকে ঘৃণা করি না? সে কি ঘৃণার জিনিস? সে ভিন্ন কৃষ্ণের জগৎ রক্ষা হয় না—না হইলে কৃষ্ণ প্রেমের আস্বাদ হয় না। কেমন কৃষ্ণের মহিমা—আমরা লইতে গেলেও—সে লজ্জায় পলায়।"

হ। পলাইলে জগৎ রক্ষা হয় কি রূপে?

শি। কৃষ্ণের মহিমা। কৃষ্ণের ইচ্ছায় যখন যে [illegible] হয়—তখন

কৃষ্ণ ইচ্ছায় সে বলবতী হইয়া স্বকার্য্য সাধন করে। তুমি আমি— নিমিত্ত মাত্র। যদি নিমিত্ত না হইব—তবে এই ক্ষুদ্র আমরা—বল দেখি কাহার শক্তিতে এ রিপুজয়ে জয়ী। মনের অগোচর ত পাপ নাই?

বলিতে বলিতে উভয়ে যেন তন্ময় হইয়া গেলেন। কিছুক্ষণ উভয়েই যেন নীরব—বাক্যশূন্য। কি যেন এক তীব্র দৃষ্টি—উভয়কে উভয়ে—আকর্ষণ করিতেছে, সে আকর্ষণে বাহিরের দেহ মিলিত না হইলেও—ভিতরে যেন অঙ্গে অঙ্গে মিলিত হইয়া গেল।

শিবসুন্দর বলিলেন, "কি ছার বাহিরের মিলন! সে মিলন ত ক্ষণেকের জন্য—সে মিলন ত বাহিরের আঘাতে ভাঙ্গিয়া যায়—এ যে ভাঙ্গিবার নহে—দেহরসের বলাবলে ক্ষণভঙ্গুর নহে, তাহাতে যে আনন্দ—সুখ, তাহা পরিমেয়—ক্ষণিক, এ যে অপরিমেয়—নিত্য।"

মনে মনে ভাবিলেন—হায় হায় সংসার! তুমি বুঝনা কেন? বলিলে উড়াইয়া দাও কেন? তাই তোমার উপর—অভিমান হয়—দুঃখ হয়, হইলে কি হইবে—তবুও যে তুমি বুঝ না? কেন দুঃখ হয়? তুমি আমি যে এক, তুমি যে শক্তি—আমিও সেই শক্তি। তুমি যে আপনার—এক অঙ্গ, তাই তোমায় আবার বলিতে হয়—কিন্তু তবুও যে তুমি বুঝ না?—এই বড় দুঃখ!

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

কখন কি ঘটে—মানুষ তাহা বলিতে পারে না। ঘটনা চক্রে মানুষ কিরূপে পরিবর্ত্তিত হয়—তাহাও মানুষ দেখিতে পায় না।

অনুলোম বিলোমে পরিবর্ত্তনও অধঃ ঊর্দ্ধ মুখী। একের যাহা উন্নতি—অপরের তাহাই অবনতি, অপরের যাহা উন্নতি—একের তাহাই

অবনতি। সংসারীর অহংধর্ম্মে বিশেষত্বই—উন্নতি, অহংশূন্যে—অবনতি। অহংশূন্যে সংসারে শূন্য হওয়াই—সন্ন্যাসীর উন্নতি, অহং-কর্ত্তায়—অবনতি।

কেহ যায়, কেহ আসে—মধ্য পথে উভয়ের দেখা হয়—সেই পথটী সংসার। সংসার এক—ব্যক্তি বিশেষে তাই ভিন্ন। যে আসে—সে দেখে নূতন—শেখে নূতন—ভোগ করে নূতন, যে যায়—তার সবই পুরাতন—তাই উভয়ের সঙ্গে উভয়ের মিলে না।

তাই—ইন্দ্রনারায়ণ চঞ্চলা—এক দিকে, আর নরনারায়ণ—এক দিকে। বিবাহেও নরনারায়ণ সুস্থির হইলেন না দেখিয়া চঞ্চলা ভাবিলেন—দেহ শুদ্ধি না হইলে নরনারায়ণ সুস্থির হইবেন না। কারণ চঞ্চলা—গুরুদেবের নিকট এ শিক্ষা পান, এ জন্য গুরুদেব—বিষয়ানন্দকে—পত্রের দ্বারায় আহ্বান করাইলেন।

নরনারায়ণ যে দিন দেবীগ্রামে যান, গুরুদেব সেই দিনই নন্দীগ্রামে পদার্পণ করেন। চঞ্চলা—বড়ই ব্যস্ত হইলেন, কারণ শুভদিন সম্মুখে। কিন্তু নরনারায়ণ দেবীগ্রামে যাইলে দুই এক দিনে ফিরেন না; চঞ্চলা সে জন্য ইন্দ্রনারায়ণকে দেবীগ্রামে পাঠান—নরনারায়ণ সে সংবাদেও আসিলেন না।

ইন্দ্রনারায়ণ ফিরিলে—চঞ্চলা বলিলেন, "কই নরনারায়ণ আসিল না ?"

ই। না। জমীদার জ্যোতিপ্রসাদ শিবসুন্দর বাবুকে কি মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে বলিয়াছেন—না দিলে নাকি বড়ই গোল—হরসুন্দর বাবু কলিকাতায় গিয়াছেন—তিনি না আসিলে কিছুই স্থির হইতেছে না। এই জন্যই তিনি আসিলেন না।

চ। তাতে তার কি ? সে আসিল না কেন ?

ই। সে আমি জানি না।

চ। জানি না বলিলে হইবে না—তোমায় আবার যাইতে হইবে।

ই। আমি আবার গিয়া কি করিব ?

চ। আমার নাম করিয়া লইয়া আসিবে ?

ই। আমি আর যাইতে পারিব না। যাহার ঠাকুরদের ভক্তি নাই —তাহাকে আবার মন্ত্র দেওয়া কেন?

চ। গুরুদেব আসিয়াছেন—এই দিন ভাল. যদি এই না হয়—তবে আবার ভাল দিন—১৫।২০ দিন বাদে। সে দিন অপেক্ষা করিতে হইলে —দেখিতেছ ত? কত খরচ হইতেছে। গুরুদেবের আবার কিছুতেই মনতুষ্টি হয় না। বেশী দিন হইলে ছোট বৌমার চিক্ আর এ মাসে ভাঙ্গিয়া বড় করা হইবে না। আর তাহা হইলেই বা তোমরা মন্ত্র লইবে কি রূপে?

ই। কেন?

চ। তা লইতে নাই—আগে বড়—পরে ছোট।

ই। ধর্ম্মে আবার বয়সের ছোট বড় কি? তাঁর যদি ভক্তি না থাকে? তবে কি আমাদের মন্ত্র শ্রবণ হইবে না?—তবে বাবা গিয়া লইয়া আসুন।

চ। সে হইবে না—তিনি যাইবেন না, তবে একবার—বলিয়া দেখিব।

এই বলিয়া চঞ্চলা গৃহান্তরে গেলেন। ইন্দ্রনারায়ণ ভাবিলেন—সে সত্য—চিক্‌টা ভাঙ্গিয়া না গড়াইলেও আর লোকের নিকট বাহির করা যায় না। বাবা না যান—আমিই না হয় বৈকালে যাইব।

তখন বিষয়ানন্দ দেখা দিলেন—বলিলেন, "কি বাবা—কি ভাবিতেছ?"

ইন্দ্রনারায়ণ শশব্যস্তে তাঁহাকে বসিবার আসন দিলেন।

বিষয়ানন্দ বলিলেন "ভাল ভাল—আমি এ বার বড় সন্তুষ্ট হইলাম, তোমার মতি গতি যেন ফিরিয়াছে বলিয়া বোধ হয়—সুখের বিষয়।"

ইন্দ্রনারায়ণ একটু নম্রতার হাসি হাসিলেন।

তখন চঞ্চলা আসিলেন—বলিলেন, "তবে কি হইবে—নরনারায়ণত আসে নাই?"

বি। ভক্তি বড় জিনিস—এ সব কি সকলের ভাগ্যে ঘটে? তবে দিনটা বড় ভাল ছিল—তাই বলিতেছিলাম—তা ছোকরার সে ভাগ্য কই? আমার নাম করা হইয়াছিল কি?

ইন্দ্রনারায়ণ বলিলেন, "আপনার কথা বলা হইয়াছিল বই কি ?"

বি। দেখিলে ? নরনারায়ণ তোমার মানুষ হইয়াও হইল না। দেখিতেছি ইন্দ্রনারায়ণটী মানুষ হইবে। ছেলে বেলায় বুদ্ধির দোষ ওরকম সকলেরই হয়। তা আর হইবে না কেন—লেখাপড়া শিখিয়াছে—চিরদিনই কি আর সে রূপ থাকিবে।

চ। তাই আশীর্ব্বাদ করুন।

বি। আশীর্ব্বাদ ত নিত্যই করিতেছি—তোমাদের আশীর্ব্বাদ না করিয়া—জল গ্রহণ করি না। উপকরণ গুলি আনা হইয়াছে কি ?

চ। কি কি আনা হইবে বলুন ?

কথায় কথায় বিষয়ানন্দ তখন এক খানি ফর্দ্দ দিলেন। সংসারের কিছুই তাহাতে বাদ পড়িল না।

ফর্দ্দ দেখিয়া ইন্দ্রনারায়ণ মনে মনে বলিলেন—কিরণ! তোমার জন্যই আমি কথা কহিলাম না—মন্ত্র লইবার ঝোঁক তোমারই—নচেৎ এ ফর্দ্দে আমি মন্ত্র লইতাম না।

চঞ্চলা বলিলেন—"যেমন দিয়াছেন তেমনি দিব—অত কোথা হইতে পাইব ? তা সাধ্য মত দিব—কিন্তু ছেলেটী আমার যেন সংসারী না হয়—এই আশীর্ব্বাদ করুন।"

বি। কৃষ্ণের কৃপায় সব হইবে—সে জন্য ভাবনা কি ? আর বৎসরে পৌত্রের মুখ দেখিবে।

তখন নটনারায়ণ দেখা দিলেন। চঞ্চলা বলিলেন—"নরনারায়ণ আসে নাই—তবে কি হইবে ?"

নটনারায়ণ ইন্দ্রনারায়ণকে বলিলেন, "আসিল না—কেন ?"

ইন্দ্রনারায়ণ সমস্ত বলিলেন। নটনারায়ণ বলিলেন—"তাহাতে আর ক্ষতি কি ? দীক্ষা জোর করিয়া হয় না—আর এ জোরের কথা নহে —ভক্তি কেহ করাইয়া দিতে পারে না—তাহার যদি ইচ্ছা না থাকে—তবে এ ব্যস্ততা কেন ?"

বি। না—হে—না। দীক্ষাটা চাই—ওসব পাগলামি রাখ। দীক্ষা না হইলে দেহ শুদ্ধি হয় কি ? দেখিতেছ—দিন দিন কর্ম্মের বাহির হইয়া

পড়িতেছে। তোমরা যদি সে দিকে না তাকাইবে, তবে কি—রাস্তার লোকে তার মঙ্গল প্রার্থনা করিবে? তোমায় কি এসকল কথা আর শিখাইতে হইবে? তুমি ভক্তিমান—কৃষ্ণের কৃপা তোমার উপর যেরূপ—তাহাতে লক্ষ্মী বিরাজমান।

নটনারায়ণ আর কথা কহিলেন না। বিষয়ানন্দ নানা উপদেশ আরম্ভে ইন্দ্রনারায়ণের ভক্তিতে বিশেষ প্রীতি জানাইলেন। নটনারায়ণ বিষয়ানন্দকে চিনেন—মনে মনে বলিলেন—তুমি আমার গুরু—সত্য মনেই এত দিন তোমায় পূজা করিয়াছিলাম—কিন্তু তাহার ফল—এই বাড়ী ঘর—ইটের বোঝা—আর সিন্ধুকের টাকা। বলিতে পার—এ গুলি কি সঙ্গে যাইবে? যদি না যায়—তবে এ গুরুকরণে ফল কি? যদি যাহা ছিলাম, তাহাই থাকিলাম—তবে এ গুরুকরণে ফল কি?

বুঝিয়াছি—গুরু ভিন্ন প্রাপ্তি নাই, কিন্তু—গুরু দুর্লভ। তুমি গুরুদেব! কাহার বিনিময়ে—কি লইতে বসিয়াছ? লও তাহাতে ক্ষতি নাই—আমি স্বর্ব্বস্ব তোমায় দিব—কিন্তু তোমার চরণ কি—তুমি দিতে পার? তোমায়—যে লাগিবে? যাহার লাগে—সে যে মায়া। মায়া ভিন্ন তোমার—আর স্বরূপ আছে কি?—যদি থাকিত—তবে কাচ-মূল্যে কাঞ্চন বিকাইতে না। যদি থাকিত—তবে আমায় ভক্তিমান দেখিতে না—অর্থ লক্ষ্মীর কৃপায়—কৃষ্ণের কৃপা দেখিতে না। অভক্তেরও অর্থ লাভ হয়, ভক্ত—ভক্তি ভিন্ন অন্য অর্থ চাহে না। কোথায় সে ভক্তি—কাহাকে কৃষ্ণ নাম শুনাইবে? অভক্তে কৃষ্ণ নাম শুনাইতে—ভক্তের ব্যথা লাগে—তোমায় লাগে না কেন? যদি লাগিত—তবে ইন্দ্র-নারায়ণকে উপযুক্ত দেখিতে না। নরনারায়ণের কথা ছাড়িয়া দাও—তোমার চক্ষে সে—অভক্ত, কিন্তু গুরুদেব! দেখিতেছি এ সংসারে ভক্তই—অভক্ত বলিয়া পরিচিত হয়—আর অভক্তই—ভক্ত বলিয়া গণ্য হয়। দেখিতেছি—এ সংসারে ভাল যে—তাহার স্থান নাই, মন্দ যে—তাহারও স্থান নাই—আছে কেবল ভালর ভাগে মন্দের স্থান—ধন্য মায়ার খেলা!

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

হরসুন্দর কলিকাতা হইতে পর দিনেই ফিরিলেন। শিবসুন্দর-জ্যোতিপ্রসাদের কথা আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বলিলেন। হরসুন্দর হাসিলেন মাত্র—কোন উত্তর করিলেন না। যেন সে কথা শুনেন নাই।

হরসুন্দরকে জানাইয়া—শিবসুন্দর যেন সে বিষয় ভুলিলেন। মাথার বোঝা যেন নামিয়া গেল—হৃদয় যেন বিশুদ্ধ হইল। কিন্তু জীবসুন্দর ব্যস্ত হইয়া বেড়াইতেছেন। শিবসুন্দরকে এ বিষয়ে হরসুন্দর কি উত্তর করিলেন,—যতক্ষণ না শুনিতেছেন—ততক্ষণ তিনি যেন স্থির হইতে পারিতেছেন না। নরনারায়ণও সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছেন।

জীবসুন্দর—নরনারায়ণকে বলিলেন, "দাদাকে একবার ডাকিতে পার—বাবা কি বলিলেন জিজ্ঞাসা করি।" নরনারায়ণ বলিলেন—"তোমারই যাওয়া উচিত—ডাকাটা—ভাল হয় কি? বড় ভাই!"

জী। সেত জানি। তবে সেখানে গিয়া দাদার বা বাবার যেরূপ ভাব দেখিব—তাহাতে আর এ কথা জিজ্ঞাসা করা হইবে না। তাই যাইতেছি না—যেন যাইতে ভয় হয়।

নর। তোমার এত ব্যস্ততা—কেন?

জী। আমার জন্য আমার ব্যস্ততা নহে। উঁহাদের জন্য আমার ব্যস্ততা—ভয়। বাবা—মা—দাদার—কষ্ট কিরূপে দেখিব? এ সাক্ষ্য যে দাদা দিবেন না—বাবা যে দিতে বলিবেন না—তাহা আমি জানি—না দিলে জ্যোতিপ্রসাদ যে কি কষ্ট দিবেন—তাহাও আমি যেন দেখিতে পাইতেছি—তাই আমার ব্যস্ততা—ভয়।

নর। উঁহাদের কি ভয় নাই?

জী। বোধ হয় নাই। আমরা যেরূপ চিন্তিত হইতেছি—দাদার মুখে চিন্তা দেখিয়াছ—কি? সেই হাসি মুখ। কিন্তু ভাবিয়া দেখ—শীঘ্রই সর্ব্বনাশ হইবে।

এমন সময়ে শিবসুন্দর আসিয়া নরনারায়ণকে বলিলেন, "কাল বলিতে ভুলিয়াছি—ইন্দ্র আসিয়াছিল—তোমার বাড়ী যাওয়া উচিত।"

নর। জ্যোতিপ্রসাদের কথা—কর্ত্তাকে জানাইলেন কি?

শি। হাঁ বলিয়াছি।

জীবসুন্দর বলিলেন, "কি বলিলেন ?"

শি। কোন উত্তর করেন নাই।

জী। তবে কি করা হইবে—আপনি জিজ্ঞাসা করিলেন না কেন ?

শিবসুন্দর হাসিলেন—বলিলেন, "জীব! লীলাময়ের লীলা আমাদের দেখিবার কথা—আমাদের দিয়া যাহা করাইবেন—করিবার কথা—ভাবিবার কথা নহে ত ? তবে অত ভাবিয়া—অস্থির হইতেছ কেন ?

"বিশ্বাসী হও, যাহার লীলা সে ভাবিবে—তুমি বাসনাক্ষয়ে স্বভাব চিদানন্দে ভাসিবে। জগৎ-বাসনারূপ অশান্তি—আর তোমায় অশান্ত করিতে পারিবে না। জগৎ—মরীচিকা তুল্য। বস্তু যাহা—ভাবে নশ্বর হইলেও—অলীক নহে—সত্য। কিন্তু দেখ যাহা—তাহা মিথ্যা। বালুভূমি—তুমি দেখিতেছ—বারি। গুরুর সংসার—তুমি দেখিতেছ—তোমার সংসার। তাই তোমার—ভাবনা।

"সুকৃতি বলে সত্ত্বের শুদ্ধতায় শ্রদ্ধা জন্মে—শ্রদ্ধার কমনীয়তায় অনুরাগ—সাধু গুরুতে আকর্ষিত হয়—সে আকর্ষণে বৈধী ভক্তি উৎকর্ষতা পায়—যাহাতে শ্রীগুরুর কৃপা হয়—যে কৃপায়—সঞ্চারে জগৎ বাসনার শান্তি—যে শান্তিতে পরা ভক্তির উদয়—যে উদয়ে সঞ্চিত ও আগামী ভোগাবসানে—অনর্থ নিবৃত্তি। ভক্তির পরিপাকে প্রীতি সর্ব্বাঙ্গ স্নিগ্ধ করে—যে স্নিগ্ধতায় গুরু, কৃষ্ণে বিশ্বাস জন্মে—যে বিশ্বাসে—চিদঙ্গ বিগ্রহ রূপ কৃষ্ণের দর্শন—যে দর্শনে—রতির উদয়—যে রতিতে আত্মসমর্পণ। সঞ্চারের পূর্ব্বে যে—শ্রদ্ধা, ভক্তি, বিশ্বাস—তাহা বৈধী, স্বরূপদর্শনে—মুখ্য।

"অশুদ্ধতায়—শ্রদ্ধা দাঁড়াইতে স্থান পায় না। শ্রদ্ধা ভিন্ন গুরুকৃপা হয় না, গুরুকৃপা ভিন্ন—কৃষ্ণ কৃপা হয় না। গুরু, কৃষ্ণ—এক হইলেও ভাবে দুই—এক স্বগুণ—এক নির্গুণ। স্বগুণ ভিন্ন—ত্রিগুণে নির্লেপ করে কে ? নির্লেপ ভিন্ন—নির্গুণে ধারণ করে কে ? যদি তাহা হইত—তবে জগতে এত কৃষ্ণ নামে—এত চৈতন্য নামে—কৃষ্ণ চৈতন্যের উদয় হয় না কেন ?"

জী। হয় না—কিরূপে বলা যায়? না হইলেই বা—লোকে—কৃষ্ণ চৈতন্য নামে—এত মত্ত হয় কেন?

শি। ভাই! গুরু ছেড়ে গোবিন্দ নামে—পাপের বোঝা বাড়ে—সেই পাপের মত্ততায়—তাহারা মত্ত। মায়ার অনন্তরূপ—অনন্ত রস—মত্ততাও অনন্ত।

জী। যাঁহারা দীক্ষিত—তাঁহাদের মত্ততা?

শি। যাঁহারা সত্যে দীক্ষিত—তাঁহাদের মত্ততা সাধারণে দেখিতে পায় না। যদি কাহার ভাগ্যে সে সাক্ষাৎ ঘটে—জানিবে—তাহার ভোগাবসানের সময় নিকট।

জী। দেখিতে পাইবে না কেন?

শিবসুন্দর একটু হাসিলেন—বলিলেন, "ভাবের কথা—ভাব ভিন্ন বুঝান যায় না—বুঝাইলেও—বুঝা যায় না। ভাবিয়া দেখ—সংসারে মায়ার ভালবাসায়—যে ভাব লাভ—তাহা যেমন পাত্র বিশেষের নিকট স্ফুরিত হয়—তেমনি সে ভাব লাভও—ভক্ত ভিন্ন স্ফুরিত হয় না। তবে অভক্তের—সে সাক্ষাৎ ঘটিবে কিরূপে?"

জী। যাঁহারা দীক্ষিত—তবে প্রায় তাঁহাদের যে মত্ততা দেখা যায়—তাহা কি?

শি। দীক্ষা অর্থে—কেবল যে কতকগুলি বর্ণ যোজনা শ্রবণ—তাহা নহে। তুমি তাহাই মনে করিতেছ এবং সেই জন্যই বুঝিতে পারিতেছ না। নাম নামী—অভেদ। যে—নামে নামী দেখিয়াছে—সেই দীক্ষিত। নামীর যে ভাব—সেই ভাবে যে ভাবিত—সেই দীক্ষিত। যে নামে তাহা ঘটে না—তাহা সাপের মন্ত্র—নাম নহে, অপরা মন্ত্র—পরা মন্ত্র নহে। মায়ামন্ত্রে মায়ার নৃত্য—মায়া না দেখাইবে কেন? তবে যাঁহাদের মনুষ্যত্বের সামান্য জ্ঞানও আছে—তাঁহারা—নয়কে হয় বলেন না—অত নৃত্য করেন না। বেশ্যায় সব পারে—এই জন্য সংসারে সাধ্বীর ভাব; সাধ্বী ভিন্ন কেহ ধরিতে পারে না। ভক্তের ভাব—ভক্ত ভিন্ন কেহ ধরিতে পারে না। প্রেমে যেমন সাধ্বীর মত্ততা নাই—যদি থাকে—সে যেমন নিগূঢ়—গুপ্ত,—ভক্তের ও তেমনি।

জী। নাম নামী—অভেদ কিরূপে?

শি। দেহগত আধার পদ্মে কুণ্ডলিনীই—বাক্যরূপিণী। এই জন্যই শব্দ ব্রহ্ম বলে—তাহা পরে জানিবে। কুণ্ডলিনীর দুই রূপ—জাগ্রত এবং নিদ্রিত। নিদ্রিত অর্থাৎ স্বরূপ ভাবের বিপরীত। নিদ্রিতে যে বাক্য—তাহা মায়া গত, এ জন্য সে শব্দ মায়া নামীকে আকর্ষণ করে। জাগ্রতে যে শব্দ—তাহা পরাগত, এজন্য তাহা—পরানামী ঈশ্বরকে আকর্ষণ করে। মায়ানাম—যেমন মায়া নামী উপস্থিতে—নামীতে বিলীন হয়, তেমনি পরানাম—পরানামী উপস্থিতে—নামীতে বিলীন হয়। অতএব নাম নামী—অভেদ।

জী। নামী যদি দূরে থাকে—তবে মায়ানাম—যেমন নামী আকর্ষণ করিতে পারে না—তেমনি ঈশ্বর মায়াতীত হইয়া কিরূপে —সে নামে আকর্ষিত হইবেন?

শি। ঈশ্বরে মায়া নাই—কিন্তু মায়ায় ঈশ্বর আছেন। এজন্য গুরু-মুখ নির্গত জাগ্রত কুণ্ডলিনী—নাম রূপ শক্তিতে—শিষ্য-দেহস্থিত আধার পদ্ম প্রতিঘাতে নিদ্রিত কুণ্ডলিনীকে প্রবোধিত করেন—করিলেই—শক্তি শক্তিমান অভেদাঙ্গ বলিয়া—ওই শক্তি অঙ্গেই—শক্তিমান নামীর উদয় হয় যে উদয়ে নাম—নামীতে বিলীন হয়। অতএব নামেই—নামী বর্ত্তমান।

জী। মায়ায় ঈশ্বর আছেন অথচ ঈশ্বরে মায়া নাই—কিরূপ?

শি। যেমন আলোক বস্তু প্রকাশক বটে—কিন্তু বস্তুর বিষয় নহে—তেমনি ঈশ্বর মায়ার প্রকাশক হইয়াও—মায়াপার।

জী। নাম নামী যদি অভেদ—তবে যাঁহারা দীক্ষিত—তাঁহাদের সে মত্ততা দোষের কেন?

শি। যাহা দর্শনের, তাহা শ্রবণে লাভ হয় না। কাযেই তোমার এ ভ্রম। যাহা বলিলাম—তাহাই দীক্ষা, দীক্ষায়—স্বরূপ দর্শন। ইহাই শক্তি সঞ্চার—ইহাই দ্বিতীয় জন্ম। যিনি নামরূপে শিষ্যের কর্ণে প্রবেশ করিয়া শিষ্য-শক্তিতে অভেদাঙ্গে তাহার হৃদিস্থ হন—তিনিই গুরু। যাঁহার বাক্য শিষ্যের কর্ণ অতিক্রম করিতে পারে না—তিনি

গুরু নহেন—আত্মবঞ্চক—সুতরাং প্রতারক। সে গুরু সন্তাপহারী নহেন—বিত্তাপহারী। তাঁহার মন্ত্রে নামীর দর্শন মিলে না—না মিলিলে—শিষ্য কাহার ভাবে ভাবী হইবে? কাহার ভাবের—সে মত্ততা?

তখন হরসুন্দর শিবসুন্দরকে আহ্বান করিলেন। শিবসুন্দর নরনারায়ণকে বলিলেন, "তবে তুমি আজ যাইবে কি?"

নর। জ্যোতিপ্রসাদের কাল এখানে আসিবার কথা আছে—না? আসিলে কি কথা হয়—শুনিয়া যাইব মনে করিতেছি।

শিবসুন্দর চলিয়া গেলেন। জীবসুন্দর বলিলেন—"দেখিলে? ইঁহাদের সহিত বিষয়তত্ত্বের কথা কহিবার যো নাই—আবার তাহা—না কহিলেও চলে না।"

নর। তবে সংসার করেন কিরূপে?

জী। আমিই এইরূপ বলিয়া বলিয়া মনে করাইয়া দিই।

নর। তা—কিরূপে? এদিকেত ধর্ম্মের নাম করিলে বলেন—সংসার ধর্ম্ম কর।

জী। পরকে ওইরূপ বলেন, কিন্তু নিজেরা ওই লইয়াই আছেন। সেই জন্য কাহারও সহিত মিশেন না। আমি ঘরের ছেলে—আমাকেই আগে লুকাইতেন, আজ কাল কি জানি কেন দয়া হয়—তাই দুই একটা কথা বলেন।

'নর। তাহার উত্তর ত—দিয়াই গেলেন।

জী। হাঁ—তা সত্য কথা। তখন আমার এরূপ—শুনিবার ইচ্ছাও ছিল না—বলিতেনও না। এখন আমার যেমন ইচ্ছা—তেমনি বলেন।

নর। আমিও তাহা দেখিয়াছি—যদি কখন কোন ভাবের উদয় হয়—হঠাৎ অন্য লোক দেখিলে লজ্জা হয়। পাছে সে ঘৃণা করে। এজন্য সে ভাব লুকাইতে হয়, কারণ যাহা সত্য—যাহাকে সত্য ভালবাসি—তাহাকে ঘৃণা—সহ্য হইবে না। অথচ সাধারণ লোকের সেরূপ মন নহে—তাহারা বিদ্রূপ না করিবে কেন? সে জন্য লজ্জা হয়—স্ফূর্ত্তি লুকায়।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

আহারান্তে চঞ্চলা ও তারা—একটু বিশ্রাম লইতেছেন। কিরণশশীর নিদ্রা নাই—পশম লইয়া অনেকক্ষণ একটা গলাবন্ধ শেষ করিয়া উঠিবেন—ভাবিতেছেন, কিন্তু হাত যেন অশক্ত হইয়া উঠিতেছে। আর—ভাল লাগিল না। আবার—কি করিবেন ভাবিয়াও কিছু পান না। তখন গহনা গুলি বাহির করিয়া দেখিতে লাগিলেন—কখন বা একখানি পরেন—আবার সেখানি খুলিয়া আর একখানি পরেন—এই রূপ করিতে করিতে—একখানি সাবর চর্ম্ম লইয়া গহনাগুলি পরিস্কার করিতে বসিলেন। যোগমায়া আসিয়া বলিলেন, "আবার গহনা পরিষ্কার করিতে বসিলে? তবে ভাই—আমায় প্রভাস শুনাইবে কখন? এই বলিলে, গলাবন্ধ হইলেই শুনাইবে—আজ গহনা রাখ।"

কিরণশশী বলিলেন, "রোজ রোজ আমি বকিতে পারিনা—তোমার ভাললাগে—আমার অত ভাল লাগে না। ঠাকুরদের গল্প এক আধ বার হয়—ভাল লাগে—তোমার সব বাড়াবাড়ি।"

যো। কেন—তোমার ভাল লাগে না—কেন?

কি। সংসারের কায কর্ম্ম আছে?

যোগমায়া বলিলেন, "সেত সত্য কথা—আমি কি কায কর্ম্ম ফেলিয়া তোমায় পড়িতে বলিতেছি—এখন কোন কায নাই—তাই তোমায় বলা।"

এই বলিয়া যোগমায়া যেন কিছু অপ্রস্তুত হইলেন। হাসি হাসি মুখ খানি যেন মলিন হইয়া গেল। সে মুখ দেখিয়া কিরণশশী বলিলেন, "তোমার কথায় কথায় রাগ—ওই জন্যইত তোমার সহিত আমার বনে না।"

যো। না—ভাই! আমিত রাগী নাই।

কি। রাগ আর কাহাকে বলে?

যো। তুমিত ভাই! নাটক নভেল প্রায়ই পড়। তাহাতেও ত সময় যায়—তা এক আধ বার আমার জন্য রামায়ণ, মহাভারত পড়িলে—তাতে আর ক্ষতি কি?

কি। আর অত ধার্ম্মিকা হইতে হইবে না। আমরা কি রামায়ণ, মহাভারত পড়ি না? কেবল নভেলই পড়ি—না? তোমার ওই কথা গুলিতে রাগ হয়।

যো। রাগ কর কেন ভাই! আমার উপর ভাই! রাগ করিও না। তুমি ছোট হইলে কি হইবে—লেখা পড়া শিখিয়াছ—তোমার জ্ঞান একটু বেশী—কোন্ কথা কি ভাবে বলিতে হয় জান—আমি তত বুঝিতে পারি না—তা ভাই! আমায় মাপ কর—আমি কিন্তু রাগ করিয়া কোন কথা বলি নাই।

যোগমায়ার এইরূপ ভাবে কিরণশশী রাগ করিয়াও—সে রাগ স্থির রাখিতে পারেন না। বলিলেন, "আজ কাল আবার—রামায়ণ, মহাভারত পড়া কেন? গুরু—বাড়ীতে, তাঁহার সেবা কর না?"

যো। ইষ্ট সেবার ভাই—আমি কি জানি? মা—ঠাকুরঝি, যাহা বলিবেন—তাহাই করিব। আচ্ছা ভাই! আজ কয়দিন হইল—একটা কৃষ্ণনাম গুরুর মুখ দিয়া শুনিলাম না—কেবল বিষয় কর্ম্মের কথা—একি রকম ভাই?

কি। তুমি মহাপাপী—গুরুর নিন্দা করিতে নাই—তাহাও কি তুমি জান না।

যো। আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি—নিন্দা করিব কেন ভাই! আমি কি বুঝি?

কি। চেঁচাইয়া—হরি হরি করাই কি—হরিনাম? হাতে মালা দেখিতেছ না?

যো। তাত দেখিতেছি—কিন্তু সর্ব্বদাই বিষয়ের কথাবার্ত্তা—উহাতে কি কৃষ্ণ নাম হয়? বাবা দাদার ঝুলি নাই বটে—কিন্তু কেমন স্থির হইয়া বসিয়া থাকেন—দেখিলেই ভক্তি হয়। তাঁহাদের দেখিলে যেন আপনি কৃষ্ণনাম মনে হয়—আর ইঁহাকে দেখিয়াত—তা মনে হয় না।

কি। গুরু-নিন্দা শুনিতে নাই—আমি তোমার কথা আর শুনিব না—তুমি এখন আর কথা কহিও না। কেন? হাতে ঝুলি—

মাথায় শিখা—কপালে তিলক—ইহাতে কি ভক্তি হয়—না? তোমাদের মঙ্গলের জন্যই ত তাঁহার ঘর কন্নার উপদেশ। বড়ঠাকুরটীও যেমন—তুমিও তেমন—ছি! গুরুদেবের কথা অমান্য করা—তাঁহার কি ভাল হইল?

যোগমায়ার ব্যক্তব্য—যোগমায়া কিরণশশীকে বুঝাইতে পারিলেন না, অথচ কিরণশশী বিরক্ত হইলেন। যোগমায়া ইহাতে বড়ই দুঃখিত হইলেন—আর কোন কথা কহিলেন না।

প্রায় বেলা যায়। চঞ্চলা, তারা নিদ্রা হইতে উঠিলেন। চঞ্চলা বলিলেন, "বেলা যায়—কেবল গল্প—তোমাদের কি নিত্য কায শিখাইতে হইবে।"

কিরণশশী বলিলেন, "আমায় বকিলে কি হইবে? আমিত উঠিতে ছিলাম—বড়দিদিইত ছাড়িলেন না। কেবল গুরু-নিন্দা—আমার ওসব ভাল লাগে না।"

এই বলিয়া কিরণশশী সম্মার্জ্জনী হস্তে গৃহ-কর্ম্মে ব্যস্ত হইলেন। যোগমায়া ভয়ে থর থর কাঁপিতে লাগিলেন—কিরণশশীকে বলিলেন, "ভাই! কেন আমায় দোষী কর—লোকে শুনিলে কি বলিবে। তোমার দোষ নাই—আমি বলিতে জানি না—কি বলিতে কি বলিয়াছি—তাহাতে বোধ হয়—তুমি ওই রূপ বুঝিয়াছ।"

চঞ্চলা বলিলেন, "আমায় কে দোষ দিবে বল—তবে সত্য কথা বলিব—দোষ দাও—কি করিব, আমিত দোষের কায করিব না। ঠাকুর মহাশয়ের নিন্দা—ছি! মা—মুখে আনিও না। তা মা—তোমায় কি বলিব? ছেলেই আমার মানুষ নহে—নহিলে কে শ্বশুর বাড়ী গিয়া—দশ দিন বসিয়া থাকে? তুমি যেমন—তাকেও তেমনি করিলে—আমাদের কি? নিজেরাই ভুগিবে। এই যে ইন্দ্র আমার—মানুষের মত—আমাদের আর কি করিবে? নিজেরই ভাল। দেখ না—ছোট বউ আমার কেমন গোছাল, একটু শোয় না—ঘরটী সাজাইতেছে—পশম বুনিতেছে—আবার ঠাকুর দেবতায়ও ভক্তি আছে—তা কপাল—ওরই ভাল হইবে।"

যো। আমি আর কি করিলাম মা! তাঁহাকে কি আমি যাইতে বলি—না—আমার কথাই তিনি শুনেন?

চ। বৌ'র জন্যই ত শ্বশুর বাড়ীর আলাপ—তোমার জন্য নহে ত কি? দেখিয়া দেখিয়া বুড়া হইলাম—আমায় আর কি শিখাইবে বল। ধর্ম্ম ধর্ম্ম ত কেবল কথা মাত্র—গুরুদেব ডাকিলেন—যাহার ভক্তি আছে—সে কি সে কথা অমান্য করে। তবে আর কি বলিতে হয়? আমায় দোষ দাও দেখি—মন্দ কথা বলিলেত মন্দ বলিবে?

গোলমালে বহির্ব্বাটী হইতে নটনারায়ণ আসিলেন—বলিলেন, "কি বকাবকি করিতেছ?" গৃহিণী বলিলেন, "সাধ করিয়া কি বকাবকি করি—জ্বালায়। আমায়—দোষ দাও দেখি?"

নটনারায়ণ—হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "সেত জানি—জগতে তোমায় দোষ দিবার পাত্র ত নাই—এখন—কে দিয়াছে বল দেখি?"

এ কথায়—গৃহিণী আরও বিরক্ত হইলেন। বলিলেন, "আমার ছেলেই মানুষ নহে—বউকে কি বলিব। ছেলে—বৌ'র সুবাদে শ্বশুর বাড়ী ভুলিতে পারে না—বৌ'র অপরাধ কি?"

তারা আসিয়া সমস্ত বলিতে বসিলেন। নটনারায়ণ বলিলেন, "তোমাদের বিবাদ আমার নূতন নহে। আমি না দেখিয়াও—সব জানিতেছি। কে কি রকম—কাহার মুখ হইতে কোন কথা বাহির হইতে পারে—না পারে—আমার জানিতে বাকি নাই, তুমি—কি—বলিবে? তবে বারণ করিয়াত কোন ফল নাই, সে অনেকবার দেখিয়াছি—সে দেখার জন্য আসি নাই—বাহিরে গলা যেন না যায়—এই বলিতে আসিয়াছি! গৃহবাসীর মত নহে বলিয়া—যাহাকে দেহ শুদ্ধির জন্য মন্ত্র লওয়াইতে ব্যস্ত করা হইতেছে—তাহার স্ত্রীকেই বলা হইতেছে—তোমার জন্যই সন্তান মাটী হইল। এত যাঁহাদের ভুল—সংসারে তাহারাই যখন মানুষ—তখন বৌমার এ বাড়ীতে যে—সুখ হইবে না—বুঝিতে কি আর বাকি থাকে? যে মেয়ে সেই স্বামীর মত—সে মেয়ের আদর কি এ সংসার জানে? ছি—তোমাদের ধিক!"

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

রাত্র দ্বিপ্রহর। সকলেই নিদ্রিত। কেবল হরসুন্দর ও শিবসুন্দর জাগ্রত। উভয়েই নীরব, স্থির—যেন দারু মূর্ত্তি। এই ভাবে অনেকক্ষণ কাটিল।

সহসা কে যেন বলিল, "নিদ্রা যাইবেন কি?" অমনি উভয়ে নেত্র উন্মীলন করিলেন—দেখিলেন—জমীদার জ্যোতিপ্রসাদ সম্মুখে।

হরসুন্দর বলিলেন, "কতক্ষণ আসা হইয়াছে?" এই বলিয়া আহ্বানার্থে একবার উঠিয়া দাঁড়াইলেন, শিবসুন্দর তাম্রকূটের ব্যবস্থায় বসিলেন।

জ্যোতিপ্রসাদ বলিলেন, "বসুন বসুন, আমি প্রায় এক ঘণ্টাকাল বসিয়া বসিয়া আপনাদের ভাবগতি দেখিতেছিলাম—আপনারা কি ঘুমাইতেছিলেন? তাহাও ত বোধ হয় না?"

হর। হাঁ—নিদ্রা আসিতেছিল বটে—রাত্রও অনেক হইয়াছে।

জ্যো। না—না। নিদ্রায় ওরূপ মুখের ভাব হইবে কেন? আপনারা কি কোন নেশা করেন?

হর। নেশার মধ্যে—তামাক।

জ্যো। গাঁজা?

হর। আপনি বলিলে কি উত্তর দিব।

শিবসুন্দর বলিলেন, "ডাকাইয়া পাঠাইলে আমরাই যাইতে পারিতাম—আপনার বোধ হয় বিশেষ কষ্ট হইয়া থাকিবে।"

জ্যো। না—বিশেষ কষ্ট হয় নাই—তবে বেহারাগুলা নেশা করিয়াছে, অনেক বিলম্ব করিয়া ফেলিল। কাল তাহার প্রতিশোধ পাইবে। তোমার পিতাকে জানাইয়াছিলে কি?

এই বলিয়া হরসুন্দরকে বলিলেন—"আমার আসিবার কারণ—শুনিয়াছেন, নচেৎ আমি আপনার বাটীতে নিমন্ত্রণে আসি নাই।"

হরসুন্দর কোন উত্তর করিলেন না। জ্যোতিপ্রসাদ আবার বলিলেন, "আমি দেখিতেছি আপনার অবস্থা বড় ভাল নহে—সে বিষয়

শশাঙ্ক আমায় বলিয়াছে—এখন আমি যে জন্য আসিয়াছি—তাহার কি হইবে বলুন দেখি ?”

হর। আমি বুড়া হইয়াছি—মন সকল সময়ে ঠিক থাকে না। কি বলিতে কি বলিব—তাই ভাবিতেছি।

জ্যো। না—না। আপনাকে কষ্ট দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নহে। বিশেষ বৃদ্ধ হইয়াছেন—আপনি কি বলিতে কি বলিবেন—তাহাতে কায নাই। শিবসুন্দর হইলেই—কায মিটিবে।

হর। আপনার আহার হইয়াছে ত? অনেকটা দূর—আবার বলিতেছেন—বেহারার জন্য বিলম্ব হইয়াছে। এত রাত্রে কেন—কাল আসিলেই হইত ?

জ্যো। দিনে লোক থাকিতে পারে, রাত্রে—নির্জ্জন—এই জন্য। আমার আহার হইয়াছে। এখন আপনার কথা কি জানিতে চাই—বাজে কথা ছাড়ুন।

হর। বাজে কথা ছাড়িতে চাই—কিন্তু সে দিন বুঝি আসে নাই। নহিলে যাহা বাজে—তাহাই কাযের মত দাঁড়ায় কেন ? আমি মলিন—বাজে কাযে থাকিতে পারি—কিন্তু যে শুদ্ধ—তাহাকে থাকিতে বলিতে পারি না।

জ্যো। কি বলিতেছেন ? যে কথা জিজ্ঞাসা করিলাম—তাহার কি বলেন ?

হর। আপনার সন্তানকে কি আপনি—এরূপ আজ্ঞা করিতে পারেন ?

জ্যো। আবশ্যক হইলে পারি।

হর। কাহার আবশ্যক ?

জ্যো। আমার।

হর। আপনার আবশ্যকে সে পাপভার লইবে কেন ? আপনিই বা আপনার আবশ্যকে—তাহাকে পাপ ভার দেন কেন ?

জ্যো। আমি জ্ঞানের বিচারে এখানে আসি নাই। অনেক টোল পুড়াইয়া দিয়াছি—তাহা কি আপনার জানা নাই ?

হর। বিচার চান না—চান কি ?

জ্যো। চাই কি?—অবিচার।

হর। এ অবিচারের দেশে—আবার অবিচার চাওয়া কেন?

জ্যো। সে হিসাব আমি আপনার নিকট দিতে আসি নাই।

এইরূপ কথাবার্ত্তার পর অনেকক্ষণ সকলেই স্থির হইয়া রহিলেন। জ্যোতিঃপ্রসাদের ক্রোধ যেন একটু অন্তর্ম্মুখী হইল—বলিলেন, "আমার নাম জ্যোতিঃপ্রসাদ—জ্যোতিঃপ্রসাদ কখন হেঁটমুখে জল খায় নাই। ঊর্দ্ধমুখে যে আশায় আপনার নিকট জল প্রার্থনা করিয়াছে—যদি তাহা ভঙ্গ হয়—জানিবেন—আপনিও ভঙ্গ হইবেন।"

হরসুন্দর কোন উত্তর করিলেন না, মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—তুমি কে? ভঙ্গ করে কে? সন্নিপাতের তৃষ্ণায় কে তোমায় জল দিবে? কুপথ্যে তোমার রুচি—প্রলাপে তুমি কর্ত্তা—ধনী, কে—সে ধনের ভিখারী?—গুটি পোকা নিজলালে নিজে বদ্ধ হয়—তুমি ও বদ্ধ হইতেছ, কিন্তু গুটি কাটিয়া কীট—প্রজাপতিরূপে আর বদ্ধ হয় না। এখন গুটি মধ্যে তুমি—তোমার চক্ষে—তুমি অহংকর্ত্তা—কিন্তু প্রজাপতির চক্ষে—কর্ত্তা স্বতন্ত্র।

জ্যোতিঃপ্রসাদ শিবসুন্দরকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "তুমি কি বল? বাবা বড়—কি জ্যোতিঃপ্রসাদ বড়? যদি বাবা বড় হয়—সাক্ষ্য দিইও না—যদি জ্যোতিঃপ্রসাদ বড় হয়—সাক্ষ্য দিবে—দেখিবে—জ্যোতিঃপ্রসাদের আশ্রয়ে—কত সুখ।"

শিবসুন্দর কোন কথা কহিলেন না। জ্যোতিপ্রসাদ বলিলেন, "বুঝিয়াছি, তবে শুন"—এই বলিয়া হরসুন্দর লক্ষ্যে বলিতে লাগিলেন—"জানিও—জ্যোতিপ্রসাদের এ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইবার নহে—যে পিতাকে এত ভক্তি—এত মান্য—সেই পিতা গৃহশূন্য হইবে—পথের ভিখারী হইবে—আরও শুন—এই জ্যোতিঃপ্রসাদ সেই পিতার মস্তকে শুপারি বসাইয়া নিজ কাষ্ঠপাদুকায় ভাঙ্গিবে—তখন বুঝিবে—জ্যোতিঃপ্রসাদ—জ্যোতিঃপ্রসাদ—কি—না।"

বলিতে বলিতে জ্যোতিঃপ্রসাদ উঠিলেন। হরসুন্দর স্থির হইয়া

রহিলেন। শিবসুন্দর যেন রক্তবর্ণ হইয়া উঠিলেন। হরসুন্দরকে লক্ষ্য করিয়া যোড় হস্তে বলিলেন—"যদি আজ্ঞা হয়—মায়াপুর * * ।"

অমনি হরসুন্দর তাঁহার মুখ চাপিয়া ধরিলেন—বলিলেন, "ছি! ছি! তবে এত দিন কি সাধন সাধিলে—প্রেমময়ের রাজ্যে চণ্ডালের গমন নাই—ব্রাহ্মণের চণ্ডাল অস্পর্শনীয়।"

জ্যোতিঃপ্রসাদ প্রাঙ্গনে দাঁড়াইয়া বেহারাদিগকে ডাকিলেন। পাল্কিতে উঠিয়া যখন চলিলেন, তখন গুন্ গুন্ করিয়া গাহিতে লাগিলেন—"আমি বৃন্দে নাম ধরি—অঘটন ঘটাতে পারি।"

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

কাল শুভ দিন, কিন্তু নির্ব্বোধ নরনারায়ণের সে জ্ঞানোদয় হইল না, তিনি দেবীগ্রাম হইতে ফিরেন নাই।

চঞ্চলা ব্যস্ত, সঙ্গে সঙ্গে গুরুদেবও ব্যস্ত। চঞ্চলা ব্যস্ত—দেহ শুদ্ধিতে নরনারায়ণ গৃহবাসী হইবেন, কিন্তু গুরুদেব যে ব্যস্ত কেন—তাহা আমি জানিনা; কারণ আমার জ্ঞান—জলের জন্য তৃষিত ব্যক্তিই আগুসার হয়—জল কখন আগুসার হয় না।

তৃষ্ণার যেমন নানারূপ, পানীয়ও তেমনি জগতে নানা। জলের তৃষ্ণা—যেমন জল ভিন্ন মিটে না, তেমনি আত্ম-দর্শনের তৃষ্ণা—আত্ম-দর্শন ভিন্ন মিটে না। আত্ম-দর্শনের জন্য যেমন আত্মা ব্যাকুল হন না—জীবাত্মাই ব্যাকুল হন, তেমনি যদি বিষয়ানন্দ আত্মারূপী গুরু হইতেন—তাহা হইলে তিনিও ব্যস্ত হইতেন না।

তবে কি নরনারায়ণ আত্ম-দর্শনে বিমুখ?—না। নরনারায়ণ বিষয়ানন্দকে চিনেন, সেই জন্যই তিনি আসেন নাই।

ভাল—চঞ্চলা, তারা, কিরণশশী, ইন্দ্রনারায়ণ কি চিনেন না? চিনেন—তবে যাহার যে রূপ চক্ষু—সে সেই রূপ চিনে।

সেই রূপ চিনেন বলিয়াই—কিরণশশী বড় ব্যস্ত—দুঃখিত। এত ব্যস্ত যে—সন্ধ্যার অপেক্ষা তাঁহার আর সহ্য হইল না। তিনি ইন্দ্রনারায়ণকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

ইন্দ্রনারায়ণ শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলে তিনিও সঙ্গে সঙ্গে গৃহে প্রবেশ করিলেন।

ইন্দ্রনারায়ণ বলিলেন, "এমন জোর তলব কেন ?"

কিরণশশী হাত দুখানি ইন্দ্রনারায়ণের দুই স্কন্ধে দিয়া মুখ খানি ইন্দ্রনারায়ণের বক্ষে লুকাইলেন, হাসি হাসি মুখে বলিলেন, "দেখিতে ইচ্ছা হয় না কি ?"

ইন্দ্রনারায়ণ সে অঙ্গ স্পর্শে জিজ্ঞাসা ভুলিলেন। অনেকক্ষণ নানা কথা হইল। যুবক যুবতীর জিজ্ঞাস্য—জিজ্ঞাসা এই রূপ, কারণ রসরঙ্গে যে যেমন—তাহার আকর্ষণ ও তেমন।

তখন চঞ্চলার স্বর যেন কিরণশশীর কর্ণে গেল—বলিলেন, "মার যেন সর্ব্বদাই ডাক্—অত ভাল লাগে না।"

বলিতে বলিতে তাঁহার পূর্ব্বস্মরণ জাগিল—বলিলেন, "কথায় কথায় ভুলিয়া যাইতেছিলাম, যে জন্য ডাকিলাম তাহা বলা হইল না—রাত্রে বলিব।"

এই বলিয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছেন—ইন্দ্রনারায়ণ পিছন হইতে অঞ্চল ধরিয়া টানিলেন।

কিরণশশী ফিরিয়া দাঁড়াইলেন—বলিলেন "কেন ?"

ই। কেন ডাকিলে বল ? নহিলে আমার কেবল ওই মনে জাগিবে। তোমায় দেখিলে ছাড়িতে ইচ্ছা হয় না।

কি। সেত ভালই—এখন ওই ভাবগে, তাহা হইলেই আমায় মনে মনে দেখিবে—কেমন ?

আবার বলিলেন—"না আমি এখন যাই, নচেৎ মা আবার এখনি ডাকিবেন। তোমার মাত সহজ নহেন—এখনি—আমায় দোষ দাও দেখি—আমার দোষ থাকিলেত দোষ দিবে—বার বার বলিবেন, সে আমার সহ্য হইবে না।"

ইন্দ্রনারায়ণ হাসিতে লাগিলেন—বলিলেন, "সে সত্য—মার ও কথাগুলি যেন না বলিলেই নয়।"

কিরণশশী হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তোমারও ওই রূপ দুই একটী কথা আছে—বলিব ?"

ই। কি বল দেখি ?

কি। রাগ করিবে না ?

ই। তোমার কথায় রাগ কবে করিয়াছি ?

কি। রাগ করিবে ? তোমার সাধ্য কি ?

ই। কেন ?

কিরণশশী ইন্দ্রনারায়ণের মুখের কাছে মুখ লইয়া অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "তুমি যে বাঁধা—কিসে বাঁধা বল দেখি ?"

ইন্দ্রনারায়ণ সে মাধুর্য্য আর দূরে রাখিতে পারিলেন না—চুম্বনে আত্মসাৎ করিলেন—আর কানে কানে বলিলেন, "তোমার প্রেম ডোরে।"

চঞ্চলার কথায় ইন্দ্রনারায়ণের দৃষ্টি আছে, কিন্তু নিজের কথায় দৃষ্টি নাই। ভাবিলেন—আমার কি কথা ? কিরণশশী এ কি বলে ? স্বাগ্রহে বলিলেন, "আমার কি কথা তোমায় বলিতে হইবে।"

"অত শত বুঝি না" "দেখিবার শুনিবার ঢের জিনিস আছে" এই বলিয়া কিরণশশী—ইন্দ্রনারায়ণের মুখ খানি ধরিয়া বলিলেন, "রাগ করিলে ?"

ই। রাগ করি নাই—সেত সত্যই। এই তোমার মন্ত্র লওয়া—অতশত আমি বুঝি না।

কিরণশশী বলিলেন, "ভাল কথা—ওই জন্যই তোমায় ডাকিয়াছিলাম। তুমি একরূপ—তোমার ভাইটী আর একরূপ। হিন্দুর বাড়ী বলিয়া চিনিবার যো নাই।"

ই। কেন ? চিনিয়া আর কি ফল ?

কি। এই সব কথায় তোমার সহিত আমার বনে না।

এই বলিয়া কিরণশশী যেন একটু পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইলেন।

সে পূর্ব্ব হাসি দূরে গেল। সে মুখ দেখিয়া ইন্দ্রনারায়ণ, কিরণশশীর মুখ খানি ঘুরাইয়া, বলিলেন, "ও আবার কি? কি অপরাধ হইল?"

কিরণশশী আবার ঘুরিয়া দাঁড়াইলেন—বলিলেন, "ছি! ধর্ম্মের সঙ্গে রহস্য—আমি ভালবাসি না।"

কিরণশশীর ভাব দেখিয়া ইন্দ্রনারায়ণ কিছু অপ্রস্তুত হইলেন—ভাবিলেন, কাযটা ভাল হয় নাই, ধর্ম্মের সঙ্গে রহস্য—সত্যই উচিত নহে, বলিলেন, "কি আর বলিয়াছি?"

কি। কেবল কি আজিকার কথায় বলিতেছি? এখন তবুও অনেকটা শুধরাইয়াছ, তোমার পূর্ব্বের কথা শুনিলে ত—ম্লেচ্ছ হইতে হইত?

ই। কেন—আমি কি পূর্ব্বের মত আর নাই?

কি। অনেক কষ্টে তোমায় ফিরাইয়াছি, এখনও একটু বাকি আছে।

ই। কি ফিরাইয়াছ?

কি। আগে ঠাকুর প্রণাম করিতে? কতবার গুরুদেব আসিয়াছেন, বল দেখি—এবার গুরুদেবকে প্রণাম করিয়াছিলে কি—না?

ইন্দ্রনারায়ণ কিরণশশীর মুখপানে তাকাইয়া রহিলেন—মনে মনে ভাবিলেন—কিরণশশী আমার সতী সাধ্বী—দেবী—প্রেমময়ী। সত্যই বর্ব্বর আমি পূর্ব্বে ঠাকুরদেবতায় ভক্তি করিতাম না। কিরণশশীর ভালবাসায় আমার ধর্ম্মে অনেকটা মতি হইয়াছে—বলিলেন, "কিরণ! যা বলিতেছ—তা সত্য—আমিত আর তোমার কথা অগ্রাহ্য করি না? দুই একখানা শাস্ত্রও দেখি?"

কি। অগ্রাহ্যের কথা হইতেছে না—এসব চাই। আজ বাদে কাল ছেলেমেয়ে হইবে—সংসারের মঙ্গলামঙ্গল দেখিতে হইবে না কি? চিরদিনই কি ছেলে মানুষ থাকিবে? দেহ শুদ্ধি না হইলে কোন কাযে অধিকার হয় না। গুরুদেব আসিলেন—করিতেছ কি? বড়ঠাকুরত আসিলেন না!

ই। কি করিব বল?

কি। আবার গিয়া লইয়া আইস্।

ই। সেত মা বলিয়াছিলেন—বাবা যে বারণ করিলেন।

কি। ধর্ম্ম কর্ম্মে বিলম্ব কিছু নহে। ঠাকুর তাহা হইলে আমাদের মন্ত্র গ্রহণের কি বলেন? গুরুদেব বসিয়া থাকিলে, দেখিতেছ ত কত খরচ? মা বলিতেছিলেন, তাহা হইলে এমাসে আর চিকটা তৈয়ারী হইবে না।

বলিতে বলিতে কিরণশশীর মুখ খানি বিরস হইয়া গেল। আবার চঞ্চলা ডাকিলেন—কিরণশশী বিলম্ব না করিয়া চলিয়া গেলেন। ইন্দ্রনারায়ণ অস্ফুট স্বরে আপনা আপনি বলিলেন—চিরদিন ছেলে-মানুষ থাকিলে চলে না বটে।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

যে সময়ে—হরসুন্দর জ্যোতিঃপ্রসাদের সহিত বাক্যালাপ করিতে-ছিলেন—সে সময়ে কক্ষের বাহিরে জীবসুন্দর ও নরনারায়ণ দাঁড়াইয়া ছিলেন। জ্যোতিঃপ্রসাদের আস্ফালন বাক্যে কাহার গৃহ প্রবেশে—ভরসা হয় নাই।

জ্যোতিঃপ্রসাদ চলিয়া গেলে নরনারায়ণ গৃহে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু হরসুন্দর বা শিবসুন্দর কোন কথা কহিলেন না। উভয়েই যেন স্থির বাক্যশূন্য ভাবে নিমগ্ন।

এই রূপে অনেকক্ষণ কাটিল। উভয়ের সেই ভাব দৃষ্টি করিতে করিতে—কি ভাবে—নরনারায়ণ যেন শূন্যবৎ হইতে বসিলেন—তখন তাঁহার কি ভয় হইল—তিনি চিৎকার করিয়া উঠিলেন।

সে চিৎকারে হরসুন্দরের যেন চমক ভাঙ্গিল, বলিলেন, "কে—নর-নারায়ণ? তুমি এত রাত্রে এখানে কেন বাবা? রাত্র যে অনেক হইয়াছে—শয়ন করগে।"

নরনারায়ণ উঠিতে চাহেন না। নরনারায়ণের বোধ হইতেছিল —যেন তিনি হৃদয়-মধ্যে কোথায় ডুবিয়া যাইতেছেন। কে যেন নিম্নে আকর্ষণ করিতেছে—আর তিনি ঊর্দ্ধ হইতে পতনের ন্যায় নিরবলম্বন হইতেছেন—তাই তাঁহার সে চিৎকার। ভাবিলেন, একি—কেন আমার এরূপ হইল? এই রূপ এক দিন বকুলতলায় ঘটিয়াছিল বটে—কিন্তু তাহাতে ত ভয় হয় নাই?

নরনারায়ণের ভাব দেখিয়া শিবসুন্দর হাসিয়া উঠিলেন—কিন্তু এ হাসি যেন কিছু স্বতন্ত্র। কে—কিসের জন্য হাসে—যেন তাহা বুঝা যায় না। এ হাসিতে আনন্দ আছে, ভক্তি আছে, প্রেম আছে, জগৎ বিস্মরণ আছে—নাই কেবল সাযুজ্যে তন্ময়তা—আর দয়া।

যেখানে তন্ময়তা—সেখানে দয়া নাই। যেখানে দয়া—সেখানে তন্ময়তা নাই। তন্ময়ে কে কাহাকে দয়া করিবে? দয়ায়—তন্ময়তা দাঁড়ায় কি? প্রভুর দয়া—দাসের ভক্তি। শিবসুন্দর যে—ভক্তিতে দয়ার ভিখারী? ভক্তি যে দয়ার ফল—তাই এ হাসিতে ভক্তি আছে। আনন্দ যে ভক্তির ফল—তাই এ হাসিতে আনন্দ আছে। প্রেম যে আনন্দের ফল—তাই এ হাসিতে প্রেম আছে। আত্মসমর্পণ যে প্রেমের ফল—তাই এ হাসিতে আত্মসমর্পণ আছে। কিন্তু দাস কখন সাযুজ্যে প্রভু হইতে চাহে না।

ভক্ত-প্রভুর প্রাণ। প্রাণে প্রাণ মিলাইতে দয়ায় প্রভু চান—কিন্তু প্রভু ভক্তের প্রাণ—ভক্ত সেবার জান—ভক্তিতে নাচান। তন্ময় না চান।

নরনারায়ণের ভাবে শিবসুন্দরের দয়া হইল—বলিলেন, "নরনারায়ণ! শয়ন কর গে—মন দিয়া সংসার-ধর্ম্ম কর। যে দিন ভূতগত সংসারে —সত্য বৈরাগ্য জন্মিবে—সে দিন ভূতগত চিত্ত ত্যাগেও চিৎকার করিতে হইবে না—আনন্দে ভাসিবে। কেন চিৎকার করিলে—ভয়ে—কিসের ভয়? তুমি প্রকৃতিতে যে রূপ প্রকৃতিস্থ—তোমার সেই প্রকৃতিস্থ ভাব খর্ব্ব হইতেছিল—তাহাতেই তোমার মরণের ভয় জন্মিল। যতদিন—এই মায়া প্রকৃতিস্থ ভাবকেই স্ব স্বরূপ মনে থাকিবে—ততদিন—ধর্ম্মলাভ হইবে না। চিত্তই—গুহা, চিত্ত-শুদ্ধিই—ধর্ম্ম।

চিত্ত-শুদ্ধি—হয় কিসে? অবিদ্যার নাশে। অবিদ্যার নাশ—হয় কিসে? স্বরূপ দর্শনে। স্বরূপ দর্শন—হয় কিসে? স্বরূপ শক্তিলাভে। স্বরূপ শক্তি লাভ—হয় কিসে? গুরু শক্তিতে—সাধনে। তুমি সত্য দীক্ষিত—তাহা জানি। দীক্ষিত বলিয়াই তোমার এ ভাব—কিন্তু এখনও ভোগাবসানের সময় হয় নাই। যে দিন হইবে—গুরু কৃপায় যাহা এক দিন দেখিয়াছ—তাহা চিনিতে পারিবে। চিনিলে সাধনে বিপথগামী হইতে হইবে না—ভয়ে চিৎকার করিতে হইবে না, আনন্দে ভাসিবে—আত্মা আনন্দ স্বরূপ।

"অদ্বয় চিৎস্বরূপ ব্রহ্মের স্বরূপ শক্তি—চিৎ। চৈতন্য যোগে চিৎ চৈতন্যরূপিণী—ভাবময়ী। এই চিৎ শক্তির একটি জড়স্বরূপ বিকার আছে, যাহাকে অচিৎ—অজ্ঞান—মায়া—জগৎ-প্রকৃতি ইত্যাদি বলা যায়। যেমন প্রজ্জলিত অগ্নি হইতে বিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত হয়—তেমনি জীবভূত ব্রহ্মের কণা স্বরূপ—চিৎ-কণ জীবকুল।

"যখন জীব বিকারপ্রকৃতি বা মায়ায় নীত হয়, মায়াশক্তি প্রভাবে ভূত স্বরূপকে স্ব স্বরূপ মনে করে—তখন সে অশুদ্ধ। যখন সে স্বরূপ শক্তিতে তৈলাক্তের ন্যায় জলে অর্থাৎ ভূতে নির্লিপ্ত হইতে শিখে—তখন সে শুদ্ধ। অশুদ্ধ জীব অবিদ্যার আবরণে—সুপ্ত স্বরূপশক্তিতে জগৎ কর্ত্তাকে দেখিতে পায় না—অতএব সে অহংকর্ত্তা হয়।

"দুগ্ধে যেমন ঘৃত বর্ত্তমান—কিন্তু অদৃশ্য, তেমনি চিত্তে চৈতন্য বর্ত্তমান—কিন্তু অদৃশ্য। দুগ্ধ আবরণে ঘৃত যেমন অদৃশ্য থাকিয়াও—স্বরূপে নষ্ট হয় না, তেমনি অবিদ্যা আবরণে চৈতন্য নষ্ট হয়েন না। যখন সে—গুরু কৃপায় কুণ্ডলিনী-চৈতন্যে চিৎশক্তি লাভে—দুগ্ধ হইতে পৃথক ভাবে ঘৃত স্বরূপ হয়—তখন সে সেই চিদঙ্গে স্বরূপ দর্শনে শুদ্ধজীব—অহংদাস হয়। এই ঘৃতরূপ চিৎশক্তিযুক্ত চৈতন্যই—শুদ্ধজীব এবং মায়া-অঙ্গী অবিদ্যা আবরণে আবরিত চৈতন্য আভাসই—অশুদ্ধজীব। সেই জন্যই অশুদ্ধ জীবকে প্রতিবিম্ব চৈতন্য বলা যায়, অর্থাৎ স্বরূপ এবং প্রতিবিম্বে যত প্রভেদ—শুদ্ধজীবে এবং অশুদ্ধজীবে তত প্রভেদ। বদ্ধের পর জড়মুক্তিতে জীব মুক্ত—এই জন্যই শুদ্ধজীবকে বদ্ধমুক্ত বলা যায়।

স্বরূপশক্তিতে শুদ্ধজীবই ঈশ্বরের—স্বরূপঅংশ এবং স্বরূপশক্তি অভাবে অশুদ্ধজীবই—প্রতিবিম্ব অংশ। শুদ্ধজীবই—মুক্ত এবং অশুদ্ধ জীবই—বদ্ধ। প্রভাবপ্রকৃতিপারে চিন্ময়দেশে শুদ্ধজীবই—স্বরূপ জীব। স্বরূপ জীবই—নিত্য মুক্ত—প্রভুর পারিষদ্।

"গুরু-কৃপা ভিন্ন অশুদ্ধজীব কখন শুদ্ধ হইতে পারে না—কারণ—গুরুই নিদ্রিত চিৎশক্তির চৈতন্যদাতা।" গুরু ভিন্ন কেহ নিদ্রিত কুণ্ডলিনীকে চৈতন্য দিতে পারে না। জীব দেহে—স্বরূপশক্তি চিৎই—কুণ্ডলিনী। বদ্ধজীবে কুণ্ডলিনী নিদ্রিতা। কুণ্ডলিনী-চৈতন্য ভিন্ন—কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় না—হইবার নহে। অতএব নরনারায়ণ সংসার-ধর্ম্ম কর, গুরুতে ভক্তি রাখ—যে ভক্তিতে গুরুর দর্শন মিলিবে, যে দর্শনে মায়া আপনি খসিতে থাকিবে—খসাইবার জন্য—আয়োজনে অহংকারের বৃদ্ধি করিও না। সে অহংকারে গুরু-ভক্তি ক্ষুণ্ণ হইবে, সে ক্ষুণ্ণতায় মায়ারই বৃদ্ধি হইবে। স্বরূপশক্তি ভিন্ন মায়াশক্তিতে মায়া ধৌত হইবার নহে, মায়াজ্ঞানে অর্থাৎ কর্দ্দমসিক্তজলে—কর্দ্দম অর্থাৎ মায়া ধৌত হয় না। কৃষ্ণ ভিন্ন মায়াপারের কাণ্ডারী কে? কৃষ্ণই কাণ্ডারী রূপে—গুরু। কে মানুষরূপ গুরুকে ঈশ্বর বলিয়া সত্য বিশ্বাস করিতে পারে? অবিদ্যার জ্ঞানে সে বিশ্বাসও—ভ্রম। সে জন্য গুরুকৃপা করিয়া অগ্রে ভক্তের স্বরূপ দেখান, যে দর্শনে ভক্ত—গুরু—কৃষ্ণ—এক দেখেন, ইহাই সনাতন গুরুর মন্ত্র-চৈতন্যরূপ—শক্তি-সঞ্চার।

"ধর্ম্ম অভিমান ত্যাগ কর—সংসারে নিমিত্ত ভাবে কার্য্য কর। যে ধন—সেই ধনী। ধন—কৃষ্ণ, ধনী—গুরু। গুরু ভিন্ন—ধনের ধনী কেহ করাইতে পারে না। ধনের ধনী হওয়ার বিধিই—সাধন। প্রবর্ত্তে যাহা দেখিয়াছ—সিদ্ধ দেহে তাহাই পাইবে—পক্কাপক্ক মাত্র প্রভেদ। নচেৎ অসময়ে তাহা ধারণ হইবে না—কে তোমায় পাগল করিবে? সাবধান—ধর্ম্মে মাৎসর্য্যকে স্থান দিও না। যদি দাও—তবে অহংকার, বাতুল করিয়া তুলিবে—কর্ম্ম ভোগ বাড়িবে—কিন্তু অসময়ে ফল ফলিবে না।"

হরসুন্দর বলিলেন, "কি বকিতেছ—শুষ্ক জ্ঞানতত্ত্বে লাভ কি? কেবল অহংকারের বৃদ্ধি করা।"

হরসুন্দরের কথায় নরনারায়ণ বড়ই লজ্জিত হইলেন। সে লজ্জায়—তাঁহার যেন আর শিবসুন্দরের মুখের দিকে তাকাইতে সাহস হইল না। তিনি যেন লজ্জায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন, ভাবিলেন—বাহিরে যাই—কিন্তু—পা যেন আর চলে না। এ লজ্জা কিসের?—অভিমানের।

তখন শিবসুন্দর আবার শয়নের জন্য যাইতে বলিলেন। নরনারায়ণ যেন তাহাই প্রার্থনা করিতেছিলেন—তিনি উঠিয়া বাহিরে গেলেন—দেখিলেন—জীবসুন্দর সেই এক ভাবেই দাঁড়াইয়া আছেন।

বিংশতি পরিচ্ছেদ।

যখন জ্যোতিঃপ্রসাদ দেবীপুর হইতে মায়াপুর পঁহুছিলেন—তখন রাত্রি প্রায় শেষ হইয়াছে। জ্যোতিঃপ্রসাদ ভাবিতেছিলেন—হরসুন্দর নিস্ব—ভিক্ষুক জাতি—ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের তেজ আছে বটে—সে কেবল বাক্য লহরীতে—কিন্তু হৃদয়ে তেজ কোথায়? যদি থাকিত—তবে এত দিন জ্যোতিঃপ্রসাদ—কবে ভস্ম হইত। অনেক পৈতা জ্যোতিঃপ্রসাদ ছিঁড়িয়াছে।

তবে হরসুন্দরের—এ অহংকার কিসের? হরসুন্দর যে জ্যোতিঃপ্রসাদকে চিনে না—তাহা ত বোধ হইল না। হস্তিশুণ্ডে—মশকের ন্যায় আমি আস্ফালন করিলাম বটে—কিন্তু হরসুন্দর তাহাতে নড়িল কই? যাহা—পাঁচ টাকা মূল্যে ক্রয় করিবার কথা—আজ তাহা—পাঁচ সহস্র মুদ্রায় ক্রয় করিতে পারিলাম না কেন?

জ্যোতিঃপ্রসাদ পাল্কি হইতে অবতরণ করিয়াই—দেখিলেন, শশাঙ্কশেখর সম্মুখে—বলিলেন—তুমি কি রাত্রে বাড়ী যাও নাই?

শশাঙ্ক বলিলেন,—"না—সংবাদটা না জানা অবধি—আমার মনটা স্থির হইবার নহে—সে জন্য বাড়ী যাই নাই। কি হইল?"

জ্যো। হরসুন্দর টাকা চাহে না। চাহে কি?

শশাঙ্ক দেখিলেন জ্যোতিঃপ্রসাদের মুখ আরক্ত বর্ণ। মুখে মৃদু মন্দ হাসি—ভাবিলেন—ঠিক হইয়াছে। বলিলেন—টাকা চাহে না—এরূপ লোক সংসারে আছে কি? তবে অনেকে ধন চাহেন না—মান চাহেন—জ্ঞান চাহেন—বৈবাহিক মহাশয়—কি চাহেন?

জ্যো। তিনি ধার্ম্মিক—ধর্ম্ম চাহেন।

শ। ধর্ম্মে—লাভ? আপনার তীব্র দৃষ্টিতে পড়িলে—ধর্ম্ম কি তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারিবে?

জ্যো। তাঁহার ত তাহাই জ্ঞান।

শ। তিনি কি ভাবিয়াছেন—জ্যোতিঃপ্রসাদের সে জ্ঞান নাই? জ্যোতিঃপ্রসাদ শূদ্র হইলেও তাহার এ জ্ঞান আছে। শূদ্রের যাহা নাই—শূদ্র ইচ্ছা করিলে যাহা লাভ করিতে পারে না—ব্রাহ্মণের যাহা স্বতঃসিদ্ধ—এরূপ তাঁহার কিছু আছে কি? যদি থাকে—তবে তাঁহার এ জ্ঞান সত্য—জ্যোতিঃপ্রসাদ ভয় করিবে—নচেৎ জ্যোতিঃপ্রসাদ—কি করিবে?

তখন জ্যোতিঃপ্রসাদ সমস্ত আনুপূর্ব্বিক বলিলেন। শুনিতে শুনিতে—শশাঙ্কের চক্ষে জল আসিল। জ্যোতিঃপ্রসাদ বলিলেন, "বৈবাহিকের জন্য ভয় হইতেছে? জ্যোতিঃপ্রসাদের অপমান—শশাঙ্ক সহ্য করিবে?"

মনের কথা ফুটিবার শশাঙ্কের এ সময় নহে—তিনি বলিলেন, "সেই জন্যই কাঁদিতেছি—আমার বৈবাহিক হইতে আপনার—এ অপমান। আমিই—অপরাধী। যদি আমি ভৃত্য হই—তবে আমি এ অপরাধের শাস্তি লইব—তাঁহাকেও লইতে হইবে। আমার বৈবাহিক বলিয়া মুখাপেক্ষা করিতে বলিব না। আমি যাহার কৃপায় পালিত—তাহার সেবায় প্রাণ দিতে হয়—দিব—বৈবাহিক ত সামান্য—সকলেই স্ব স্ব অদৃষ্টে সুখ দুঃখ ভোগ করে। আমিত তাঁহার সুখের জন্যই ফিরিয়াছিলাম,

অন্ন সম্মুখে ধরিয়াছিলাম—গলাধঃকরণ—তাঁহার কার্য্য। এখন দেখা যাউক—বস্তুতই তাঁহার এ তৃপ্তি সহজসিদ্ধ—কি—জ্ঞানের বা—যশঃগত। যদি জ্ঞানের হয়—তবে জ্যোতিঃপ্রসাদের হস্তে তাহা টিকিবে না। জ্ঞান—কতক্ষণ? আমি প্রকৃতিসাম্যে—যতক্ষণ। কিন্তু যাহাকে প্রকৃতির ঘাত প্রতিঘাত চঞ্চল করিতে পারে না—তাহাই সহজসিদ্ধ। সহজসিদ্ধ না হইলে—যাহা যশঃগত—তাহাও প্রকৃতির ক্ষুধা। যাহার একে ক্ষুধা—তাহার অন্যে ক্ষুধাও আছে—লোকচক্ষু তাহা সহজে ধরিতে পারে না। তাই তাহারা সংসারকে নির্ব্বোধ ভাবিয়া আধিপত্য বিস্তার করে। জ্যোতিঃপ্রসাদ কি এমনি অকর্ম্মণ্য যে—সে আধিপত্য—অক্ষুণ্ন রাখিবে?"

জ্যোতিঃপ্রসাদ হাসিলেন—বলিলেন, "আমি তোমার মুখাপেক্ষার জন্যই ভাবিতে ছিলাম। তুমি পুরুষ বটে, জ্যোতিঃপ্রসাদের দক্ষিণ হস্তের—যোগ্য। তুমি তোমার কন্যাকে দেবীগ্রাম হইতে শীঘ্র লইয়া আইস—যদি তোমার জামাতা তোমার হয়—ভয় নাই—তাহার কেশ কেহ স্পর্শ করিবে না। কিন্তু জ্যোতিঃপ্রসাদ সাধুত্বের পরিচয়—একবার লইবে। রাত্রে সে কথা হইবে—একা একা দেখা করিও। সাবধান—এ কথা যেন কাহারও কর্ণ গোচর না হয়।"

এই বলিয়া জ্যোতিঃপ্রসাদ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। শশাঙ্কশেখর অনেক ক্ষণ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন—আবার তাঁহার চক্ষে জল আসিল। তখন তিনি ধীরে ধীরে বাটী পঁহুছিলেন।

প্রভাবতী শশাঙ্কের মুখভঙ্গি দেখিয়া কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়াই হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "এক টোপে সব মাছ খায় না—পোনার টোপে যে বোয়াল ধরিতে যায়—সে অরসিক।"

শশাঙ্ক বলিলেন, "পরিহাস ভিন্ন ত তুমি কথা কহ না—এ পরিহাসের সময় নহে।"

প্র। পরিহাসেরও সময় নহে—চক্ষের জল ফেলিবারও সময় নহে। এখন হইয়াছে কি? সবে কলির সন্ধ্যা। ছুঁচের ঘায়ে যাহার প্রাণ যায়—সে কেন—ফালের ঘা সহ্য করিয়া—রত্ন কুড়াইতে সাধ করে?

শ। প্রভা! তুমি স্ত্রীলোক—বুঝ না। উইপোকা—অঙ্গুলি

পীড়নে মরে—কিন্তু বাহাদুরী কাষ্ঠ কাটিয়া তাহার অসারত্ব প্রকাশ করে। যাহার সার আছে সে তাহার মাধুর্য্যে নিজের অসারত্ব দেখিয়া কাঁদিতে শিখে। জগৎবৃক্ষ ছালে ঢাকা—অহংকার বাহ্য দৃশ্য ছাল দেখিয়া সকলকেই অসার মনে করে—কিন্তু অন্তঃপ্রবেশে তাহার —চক্ষু ফুটে। যত ফুটিবে—ততই এ চক্ষুজল বাড়িবে। মানুষ কাঁদে —দুঃখে, দেবতা কাঁদে—মাধুর্য্যে। মানুষের দেবতা হইতে—ইচ্ছা হয় না কি? তবে এ ক্রন্দনে বিদ্রূপ কেন?

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

নরনারায়ণ বাহিরে আসিলে, জীবসুন্দর—জ্যোতিঃপ্রসাদের কথা চিন্ময়ীকে জানাইতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। সংসারের যে ঘাত প্রতিঘাতে লোক অস্থির হইয়া উঠে, সেই ঘাত প্রতিঘাতে, হরসুন্দর শিবসুন্দরের ভাবগতি দেখিয়া—নরনারায়ণ কিছু বিস্মিত হইয়াছিলেন। আবার এ সংবাদে—চিন্ময়ীর কি ভাব—তাহাই দেখিতে তাঁহার ইচ্ছা। তিনিও জীবসুন্দরের সঙ্গ লইলেন।

জীবসুন্দর জ্যোতিঃপ্রসাদের কথা উত্থাপন করিলে, চিন্ময়ী বলিলেন -"বৈবাহিক মহাশয় আসেন নাই কি?"

জী। না—তিনি আসেন নাই। আমার বোধ হয় তাঁহারই এ খেলা।

চি। তাঁর ইহাতে—কি লাভ?

জী। আমাদের কষ্ট দেওয়া।

চি। আমরা কষ্ট পাইলে কি তিনি—কষ্ট পাইবেন না? তাঁহার মেয়েই ত কষ্ট পাইবে। তোমার এ ধারণা—ভাল নহে।

জী। তাঁহার জ্ঞান—তাঁহার মেয়ে আমাদের জন্য জীবন্মৃত। সেই জন্যই আমার এ ধারণা। নচেৎ তিনি থাকিতে জ্যোতিঃপ্রসাদের এ সাহস কেন? জ্যোতিঃপ্রসাদ জমিদার বটে—কিন্তু তাঁহার ক্রীড়ার

পুতুল—তাহা ত জানি। আমি—আমার জন্য ভাবি না—আমার জন্য তোমাদের দুঃখ ভাবিয়া—ভাবি। আমি সন্তান হইয়া তোমাদের দুঃখের নিমিত্ত হইলাম—এই আমার দুঃখ।

চি। তুমিত নিজের মুখ না তাকাইয়া—ধর্ম্মের মুখ তাকাইয়াছ। তাঁহার কন্যাও ত তাহাই চায়—তবে আমাদের জন্য জীবন্মৃত কিসে?

জী। আপনারা কেন ধর্ম্ম ভুলিতে বলেন নাই? তাঁহার এই অভিমান।

চি। ধর্ম্ম ভুলিতে কাহাকে বলিব? যাহা—আমি আপনাকে আপনি বলিতে পারি না—তাহা—যে আমার আশ্রিত—তাহাকে কিরূপে বলিব? দুই দিনের সুখ—কি—নিত্য সুখ অপেক্ষা মূল্যবান? আবার তাহারই বা ভারসা কি—এই আছে—এই নাই।

জীবসুন্দর আর কোন উত্তর করিলেন না। কিন্তু তাঁহার শ্বশুরই এ ঘটনার মূল—এ জন্য যেন বড়ই লজ্জিত হইলেন; বলিলেন, "মা! যদি তিনি শ্বশুর না হইতেন—তাহা হইলে তাঁহাকে অনুরোধ করিতাম। তিনি ইহার মূল কারণ হউন বা না হউন, যখন তিনি বর্ত্তমানে—পিতার এ অপমান—তখন তাঁহার সাক্ষাতে এ মুখ আর দেখাইব না।" চিন্ময়ী বলিলেন, "জীব! আমাদের সঙ্গে কেহ আছে—আমাদের জন্য সে ভাবে—আমরা তাহার জন্য ভাবি। সে অনন্ত শক্তিমান—দুঃখ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না—তাই তাহাকে ভাবিয়া আমরা দুঃখ ভুলি। তুমি—আপনা তাকাইয়া কি লাভ করিবে? মানুষ যে দুঃখময়!

"সংসার প্রিয় কতক্ষণ—সে সম্মুখে যতক্ষণ। তাহাকে সম্মুখে রাখিয়া যতটুকু সংসার তাকাইতে পার—সংসারের ততটুকুই সুন্দর—তাহা বাদে—সব দুঃখময়। তবে তাহাকে ভুলিয়া—কেবল সংসার তাকাইতেছ কেন?

"জীব! অবলম্বন—নিমিত্ত মাত্র। যাহার খেলা সে আপনি খেলে। যে অবলম্বনের যে ভাব—সে সেই অবলম্বন দিয়া সেই ভাব প্রকাশ করে। যাহার খেলা সে খেলে—অহংকর্ত্তা হইয়া আমি—সুখ দুঃখ ভাগী

হই—পাপপুণ্য অর্জ্জন করি। কিন্তু যদি অহংদাস হইয়া দেখি—তাহা হইলে তাহাকে দেখিতে পাই—যে দর্শনে পাপ পুণ্য আর আমায় স্পর্শে না—সুখ দুঃখের হাত এড়াই। তাহা হইলে আর অবলম্বনে অভিমান জন্মে না।

"বৃথা বৈবাহিককে দোষী করিতেছ। আমরা যেমন—তেমনি ফলভোগ সে করাইবে। বৈবাহিক, জ্যোতিঃপ্রসাদ—অবলম্বন মাত্র। তুমি—যাহার খেলা তাহাকে দেখিতে চেষ্টা কর, বৈবাহিক—জ্যোতিঃপ্রসাদ দেখিও না।"

শুনিতে শুনিতে জীবসুন্দরের মোহ যেন কিছু কাটিল। ভাবিলেন—তাইত বাবা দাদা ভাবেন না বলিই বা কিরূপে? যখন যাহা পড়ে—তখনই ত তাহা করেন—তবে আমাদের মত এত ভাবিয়া অস্থির হয়েন না। অস্থির হইয়াই—বা কি করিতেছি—কেবল চিন্তার জ্বালা। এই আমি ভাবিতেছি—হৃদয় শুখাইতেছে—আর তাঁহারা আনন্দে মত্ত।

ভাল—চিন্তা কি উচিত নহে? চিন্তা ভিন্ন কি—কার্য্যের সুগতি হয়? যে যেমন—তার চিন্তাও তেমন। বীজ গুণেই ফল ফলে। বীজ গুণেই ফলের সময় নিরূপণ। যেমন চিন্তা—তেমনি ফল। যেমন চিন্তা তেমনি সময় সাপেক্ষ। কিন্তু মৃত্তিকা পাটে—মালীর দোষ গুণ। আমরা মালী হইয়া কর্ত্তা হই—হইয়া চাষ ভুলি—তাই ফল ফলাইতে এত চিন্তা—চিন্তায়—সুখ দুঃখ।

নরনারায়ণ ভাবিলেন—যদি ইহা সত্য হয়—ইহারই নাম—চুর ফকির—পুর গৃহস্থ। ভাল—যদি তাই হয়—তবে সে এ সংসারে থাকে কেন? যদি থাকে—তবে এ জ্বালা সহ্য করে কেন? মনে করিলেইত সে তাহার ঐশীশক্তি বলে মায়ামূর্ত্তির দর্প চূর্ণ করিতে পারে। ঐশীশক্তির বলে নিমেষে জ্যোতিঃপ্রসাদের দর্পও চূর্ণ হইতে পারে? তবে—এ কি?

চিন্তার স্রোতে তৃণের ন্যায় জীবসুন্দর, যে তীরান্বেষণে ফিরিতেছেন—চিন্ময়ী যেন সেই চিন্তার তীরে বসিয়া তাঁহাকে স্রোতের গুপ্ত পথ দেখাইয়া দিয়া সে তীর লক্ষ করাইলেন। জীবসুন্দর লজ্জায় হাসি হাসিয়া নিজেকে নিজে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। মনে মনে বলিলেন—

পুঞ্জ পুঞ্জ পুণ্য ফলে তুমি এ সংসারে জন্ম লাভ করিয়াছ—নচেৎ হৃদয় ভিন্ন—হৃদয় ফিরাইতে কাহার সাধ্য।

অনেকক্ষণ সকলেই স্থির হইয়া রহিলেন। চিন্ময়ী বলিলেন, "রাত্রি অধিক হইয়াছে আর দেরি করিও না—শয়ন করগে।" তখন উভয়েই গৃহ হইতে নিস্ক্রান্ত হইলেন।

চিন্ময়ীর নিকট হরিপ্রিয়া ও বিষ্ণুপ্রিয়া শয়ন করিয়াছিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া শুইয়া শুইয়া যতই চিন্ময়ীর কথা শুনিতেছিলেন—ততই শিহরিতে ছিলেন—আর ভাবিতে ছিলেন—মা ত লেখা পড়া শিখেন নাই—তবে এত কথা শিখিলেন কোথা হইতে?

নরনারায়ণ ও জীবসুন্দর বাহিরে গেলে, বিষ্ণুপ্রিয়া বলিলেন, "মা! তোমায় এসব শিখাইল কে? তুমি ত লেখা পড়া শিখ নাই?"

চি। মা! স্বামীসহবাসে যেমন জগৎ-প্রেমের ভাব আপনি মুখে ফুটে—তেমনি ইহাও জানিবে। লেখা পড়ায় অন্ধকার ঘুচে না—প্রেমে অন্ধকার থাকে না।

বি। মা! সেই প্রেম আমায় শিখাও।

বলিতে বলিতে বিষ্ণুপ্রিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন—সে ক্রন্দনে চিন্ময়ী হরিপ্রিয়াও কাঁদিয়া ফেলিলেন। আর কেহ কোন কথা কহিলেন না। কখন কে ঘুমাইয়া পড়িল—কেহ জানিল না।

জীবসুন্দর, নরনারায়ণ—গৃহ হইতে বাহির হইয়া নিজকক্ষে শয়ন করিলেন। তাঁহারাও কেমন এক হৃদয়-রসে আপ্লুত হইয়া ছিলেন, কেহই কোন কথা না কহিয়া অনেক রাত্রি অবধি জাগিয়া রহিলেন। পরে নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন।

প্রাতে নরনারায়ণ নন্দীগ্রামাভিমুখে চলিলেন। কিন্তু এবার তিনি সুস্থির হইতে আসিয়া আরও অস্থির হইলেন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

নরনারায়ণ বাড়ী আসিয়া—মাতা—চঞ্চলার ব্যবহারে বড়ই দুঃখিত হইলেন।

এ দুঃখ ভৎর্সনার নহে—ভালবাসার। উভয়েই উভয়ের হিতাকাঙ্ক্ষী—কিন্তু কেহই কাহার হিতে প্রীত নহেন।

নটনারায়ণ কিন্তু উভয় পক্ষেই উদাসীন। সংসারে থাকিতে হইলে সংসারের যাহা রীতি—তাহাতে বীতরাগ—ভাল নহে; আবার সংসারী হইলেই যে—অন্ধ হইতে হইবে—তাহাও ভাল নহে। এই ধারণায় নটনারায়ণ উভয় পক্ষেই উদাসীন। উদাসীন হইলেও চঞ্চলার যাহা উদ্দেশ্য—নটনারায়ণের তাহা উদ্দেশ্য নহে। কারণ ধর্ম্ম বিনিময়ে সংসার লাভ মনে করিলেই—নটনারায়ণের হাসি পায়। গৃহিণী সে হাসিতে চটিয়া যান।

পর্ব্বতে পর্ব্বতে যুদ্ধ হয়—তৃণগুলা মারা যায়। তারা, কিরণশশী আদরের হইলেও আজ গৃহিণী কাহাকেও ভৎর্সনায় ছাড়িতে চাহেন না; আর যোগমায়ারত কথাই নাই, যোগমায়াই সর্ব্বনাশের মূল।

নটনারায়ণের যাহা উদ্দেশ্য—চঞ্চলা তাহাকে ধর্ম্ম বলিয়া মনে করেন না, আবার বুঝাইলেও—বুঝিতে চাহেন না। ইহাই সাধারণের ধর্ম্মভাব। নটনারায়ণ এই ভাবে কিয়ৎক্ষণ কাটাইয়া যখন দেখিলেন—ক্রমে অশান্তিই বাড়িতে চলিল—তখন সে হাসি মুখ ত্যাগে ভাব পরিবর্ত্তন করিলেন—কিন্তু ক্রোধ বা ভৎর্সনায় কাহাকেও কিছু বলিলেন না। তাহাতে সকলেই বাক্যহীন হইলেন বটে—কিন্তু মনের ভাব ফিরিল না। নটনারায়ণ চঞ্চলার সংসারে তাহা আশা করেন না।

এই সুযোগে নরনারায়ণ বহির্ব্বাটীতে আসিয়া বসিলেন। দেবেন্দ্র বসিয়াছিলেন—বলিলেন, "বাড়ীতে কি হইতেছে? তুমিত আজ আসিয়াছ?"

নরনারায়ণ বলিলেন, "গুরুদেব কোথায়?" দেবেন্দ্র বলিলেন,

"এইরূপ বাড়ীতে গোলমাল হয় বলিয়া তোমার পিতা তাঁহাকে বাগান বাটীতে রাখিয়াছেন।"

নর। চল—আসিয়া অবধি দেখা করা হয় নাই।

দে। এখন তিনি আহারান্তে নিদ্রা যাইতেছেন। বৈকালে দেখা করিতে হইবে—তাঁহার সহিত আমার অনেক কথা হইয়াছে। তুমি না হইলে সেরূপ উত্তর' আমি দিতে পারি না। তিনি বলেন, "কুণ্ডলিনী চৈতন্য আবার কি.? ওসব পাগলামি—বিধি নিয়মে বিষ্ণুসেবা—বৈষ্ণব-সেবা—হরিনাম—হরিবাসর—ভাগবৎ পাঠ—ইহাইত ধর্ম্ম।"

নরনারায়ণ হাসিলেন—বলিলেন, "সেত সত্যই—কিন্তু এগুলি কিসের জন্য?"

দে। তাও জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি বলেন, "প্রাপ্তি ত চৈতন্য প্রভু—আমরা আর কিছু জানি না। অন্য কোন কথা আমরা কানে শুনিব না—শুনিতে পারিব না। ইহা অন্ধ বিশ্বাস বলিতে হয়—বলিতে পার—ক্ষতি নাই।"

নরনারায়ণ বলিলেন, "প্রাপ্তি কিসে হয়—সে কথা কিছু বলেন কি? তবে তর্কে প্রয়োজন কি?"

দেখিতে দেখিতে বৈকাল আসিল। উভয়েই—বিষয়ানন্দ দর্শনে চলিলেন। যথাবিহিত ভক্তি প্রণামের পর নানা কথাবার্ত্তা চলিল, শেষে দেবেন্দ্র পূর্ব্বকথা পাড়িলেন। কথায় কথায় বিষয়ানন্দ একটু ক্রোধ পরবশ হইলেন—বলিলেন, "যে চৈতন্য বিশ্বাস না করিবে, সে কৃষ্ণ বিশ্বাস করিলেও শুদ্ধ হইবে না।"

নরনারায়ণ বলিলেন, "সে সত্য—যাহার যিনি ইষ্ট দেবতা—তিনি ভিন্ন জীব শুদ্ধ হইবে না—কিন্তু চৈতন্য অলিপ্ত—না—দেহধারী?"

বি। চৈতন্য—চিদঙ্গবিহারী।

নর। চিদঙ্গ—এ চক্ষের দর্শনীয়?

বি। না।

নর। তবে—এ চক্ষে যাহারা চৈতন্য প্রভুকে দর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহারা তাহাকে কোন অঙ্গে দেখিয়াছিলেন?

বি। তাঁহার আবার মায়া অঙ্গ কি?

নর। তবে—প্রথম সার্ব্বভৌম তর্ক করিয়াছিলেন কেন? আর তাঁহাকে কৃপায়—স্বরূপ দর্শন দিতে হইয়াছিল কেন?

বি। তবে তুমি কি বল?

নর। ভক্তে, কৃপার জন্য তাঁহাকে মায়াঅঙ্গও স্বীকার করিতে হয়—করিলেও তিনি—মায়াপার—ইহাই ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব। মায়া-অঙ্গী জীব, সেই কৃপায় তাঁহাকে ধরিতে পারে; চিদঙ্গে তিনি নিত্য—নির্লিপ্ত। ইষ্ট-কৃপা ভিন্ন—স্বরূপ শক্তি লাভ হয় না। স্বরূপ-চক্ষু ভিন্ন মায়া-চক্ষে চিদঙ্গ দর্শন হয় না। তবে তাঁহাকে দেখিবেন কি প্রকারে? তাহা হইলেত আপনার আর কখন শুদ্ধ হওয়া হয় না? ইহাতে যে স্থির থাকে, সে ভক্ত নহে। সে—যে রূপে যাহাকে দেখা দিবে—সেই রূপই তাহার—ইষ্ট-রূপ। তবে চৈতন্য বিশ্বাস না করিলে শুদ্ধ হইবে না কেন? অবশ্য ইষ্টদেবতা এবং চৈতন্য ভিন্ন নহে। কিন্তু হনুমানের কৃষ্ণরূপ হইতে রামরূপ যেমন আদরের—গরুড়ের রামরূপ হইতে যেমন কৃষ্ণরূপ আদরের—রাম কৃষ্ণ যেমন হনুমান, গরুড়ের—গুরুরূপ—ইষ্ট-রূপ—ভক্তেরও তেমনি গুরুরূপ—ইষ্ট-রূপ—আদরের।

বি। তবে তাহাই বুঝ।

নর। তবে আপনি নিজ ইষ্টদেবতা ছাড়িয়া চৈতন্যের এত মহিমা গাহিতেছেন কেন?

বি। চৈতন্যই আমার ইষ্টদেবতা।

নর। তাঁহাকে কি আপনি দেখিয়াছেন?

বি। না—তিনি আর আসিবেন না।

নর। তবে আর আপনার কখন শুদ্ধ হওয়াও হইবে না? আর তিনি কি লেখা পড়া করিয়া দিয়া গিয়াছেন—যে তিনি আর আসিবেন না?

বি। তবে কি শাস্ত্র মিথ্যা বল?

নর। শাস্ত্র ভূভার হরণ অবতার গণনা করিয়াছেন। তাঁহার

জগৎ-গোচর রূপই—অবতাররূপ। চৈতন্য—ভক্তরূপ কৃপাবতার। ভক্তে কৃপার জন্য সে ভক্তরূপী। কৃপায় লোক কৃতার্থ হয়। কৃপায় স্বরূপ রূপ গুরু দর্শন। এ দেশে ইষ্টরূপ—গুরুরূপই—তাঁহার কৃপা-রূপ —কৃপা-রূপ নিত্য।

বি। যদি গুরুই—কৃষ্ণ হন, তবে সেই রূপ লীলা দেখা যায় না কেন?

নর। যাহাকে কৃপা করেন, সে তাহা দেখিতে পায়। স্বরূপ-প্রতক্ষে কাহার ভ্রান্তি থাকে? তবে—তাঁহার প্রকট অপ্রকট দুই লীলাই আছে। যে—লীলার বিস্তার দেখিয়া তাঁহাকে ধরিতে যায়, সে—তাহাকে চিনিতে পারে না। যে চিনে—সে প্রকট অপ্রকট দেখিতে যায় না। লীলা-মহিমায় ঈশ্বর বিশ্বাস—বিধি ভক্তি। স্বরূপ লক্ষণে সে সৎ-চিৎ-আনন্দ স্বরূপ, তটস্থ লক্ষণে জগৎকর্ত্তা—স্বরূপশক্তি দাতা। ভক্ত সেই সেই লক্ষণেই মোহিত হন। লীলার বিস্তারে, প্রকট অপ্রকট তাঁহার ইচ্ছা। সে বিচার ভক্ত যে—সে করে না। কৃপা-রূপে সে নিত্য প্রকট। কৃষ্ণ ভিন্ন কৃষ্ণ তত্ত্ববেত্তা—কে? কৃষ্ণ তত্ত্ব-স্বরূপ, তত্ত্বীরূপে কৃষ্ণ—গুরু। কৃষ্ণ ভিন্ন সন্তাপ হরণে কাহার সাধ্য? যে গুরু বিত্তাপহারী, আমি তাহার কথা বলিতেছি না। সে রূপ—ইষ্টরূপ নহে—পাপরূপ। সেই পাপ রূপেই লোকে গুরু-রূপে কৃষ্ণ—অভেদ দেখিতে পান না।

বি। কি সে দেখিতে পায়?

নর। যিনি সদ্‌গুরু—তাঁহার কৃপায়। যিনি সে কৃপা না করিতে পারেন, স্বরূপশক্তি লাভ না করাইতে পারেন—ভক্ত কোন চক্ষে তাঁহাকে কৃষ্ণে অভেদ দেখিবে? চর্ম্ম চক্ষের সে দর্শন নহে। আবার যিনি মায়াশক্তিতে অভেদ না দেখিয়াও অভেদ বলেন, তিনি ভণ্ড। কারণ যিনি সত্য হইতে বসিয়া অসত্যের পূজা করেন—তিনি পাপরূপী।

তখন গুরুদেব—বিষয়ানন্দ—অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন; কি বলিতেছেন—তাহাই তাঁহার জ্ঞান রহিল না।

গোলমালে মালী আসিয়া নটনারায়ণকে সংবাদ দিল। নটনারায়ণ তাড়াতাড়ি উপস্থিত।

গুরুদেব নটনারায়ণকে দেখিয়া সপ্তম হইতে নামিলেন।

পঞ্চমে বলিতে লাগিলেন, "মোটে দীক্ষাই হইল না, এ সকল কথা কি? এই জন্যই তোমার এরূপ ভাব। অগ্রে দীক্ষা হউক—বৈষ্ণব-সেবা কর, বৈষ্ণবের দাস হও—তবে ত বুঝিবে? ভক্তি ভিন্ন বৈষ্ণব ধর্ম্ম কি বুঝিবে? বৈষ্ণব ভাল হউক মন্দ হউক—তাহা তোমার দেখিবার দরকার নাই, বৈষ্ণবের পদরজে উদ্ধার হইতে চেষ্টা কর।" নটনারায়ণকে বলিলেন—"ছেলে মানুষ—কাহার সহিত কিরূপে কথা কহিতে হয় এখনও শিখিল না, ইংরাজি বিদ্যার ওই দোষ।"

মুখের ভাব দেখিয়া নটনারায়ণ বুঝিলেন যে, গুরুদেব বড়ই বিরক্ত হইয়াছেন, তখনও তাঁহার মুখ আরক্ত হইয়া রহিয়াছে। তিনি নানা কথায় গুরুদেবকে শান্তনা করিলেন এবং তাঁহার সম্মুখে নরনারায়ণকে অনেক ভৎর্সনা করিলেন।

নটনারায়ণের সঙ্গে ইন্দ্রনারায়ণ আসিয়াছিলেন, তিনি চঞ্চলাকে এ সংবাদ দিতে ত্বরিত উদ্যান হইতে বহির্গত হইলেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

একদিন একদিন করিয়া পাঁচদিন কাটিল। শশাঙ্ক ভাবিলেন—এক-বার দেবাগ্রামে গিয়া হরসুন্দরকে দেখিতে হইতেছে। জ্যোতিঃপ্রসাদের মুখ কি তিনি ভুলিতে পারিয়াছেন?

এদিকে নটনারায়ণ, নরনারায়ণ প্রমুখাৎ সমস্ত অবগত হইয়া হরসুন্দরকে দেখিতে বা কোন পরামর্শ করিতে দেবীগ্রামে চলিলেন।

পথিমধ্যে শশাঙ্ক—নটনারায়ণকে দেখিতে পাইয়া পাল্কি হইতে নামিয়া—পদব্রজে নটনারায়ণের সহিত নানা প্রসঙ্গে—জ্যোতিঃ-প্রসাদের কথা তুলিয়া বলিলেন, "কথা অতি গুপ্ত—কিন্তু ইহার পরামর্শ কি ঠিক করেন?"

নটনারায়ণ বলিলেন—"আপনি থাকিতে আমাদের পরামর্শ? আপনি থাকিতে—জ্যোতিঃপ্রসাদের এ সাহস—ইহাতেই আমি আশ্চর্য্য —পরামর্শ কি করিব?"

শ। না—হে—না। বুদ্ধিতে প্রবীণ হইলেও বুঝিতে হয়। সে রাজা—আমি প্রজা। সে প্রভু—আমি ভৃত্য। তবে আমি কি করিতে পারি? তোমরা বরঞ্চ করিতে পার। তোমাদের সন্ন্যাসী আছে—মরা বাঁচে—ধর্ম্ম আছে—স্ত্রী ত্যাগ করিতে পার—করাইতে পার। আমরা কি এ সকল বুঝি? তবে বল দেখি—তোমাদের সঙ্গে আমাদের তুলনা হয় কি! এবার বরঞ্চ কাটে কাটে মিলিয়াছে—জ্যোতিঃপ্রসাদের অহং—আর তোমাদের ধর্ম্ম। এখন দেখা যাক—বড় কে? যে বড় হইবে শশাঙ্ক তাহারি—বুজরুকিতে শশাঙ্ক নাই।

নটনারায়ণ—শশাঙ্কের নিকট এরূপ উত্তর আশা করেন নাই। তিনি অনেকক্ষণ স্থির হইয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

জীবসুন্দর সম্বন্ধে তিনি সকল কথা পূর্ব্বে জানিতেন। তাই শশাঙ্কের এ কথায় তাঁহার হৃদয় ভাব বুঝিলেন। সে জন্য আর কোন কথা তুলিলেন না।

দেখিতে দেখিতে উভয়েই বাটী পঁহুছিলেন। বর্হিকক্ষে হরসুন্দর ও শিবসুন্দর বসিয়াছিলেন; দেখিবামাত্র—শিবসুন্দর সাদরে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের বসাইলেন।

নানা কথার পর—শশাঙ্ক, হরসুন্দরকে বলিলেন—"জ্যোতিঃপ্রসাদকে চটাইলে কেন? এখন কি হয়? আরত আমার হাত নাই। জলে বাস করিয়া কুমীরের সঙ্গে বিবাদ—ভাল কাজ হয় নাই।"

হর। চটাইব না ত ভাবিয়াছিলাম, তবে কি জান—বুড়া হইয়াছি—মনের ঠিক রাখিতে পারি না। তা তোমায় ত কোন ভার দিতেছি না? তুমি তার জন্য ভাবিও না।

শ। তা দিবে কেন? সে বড় লোক—তোমরাও কোন্ না—বড় লোক? শুনিলাম পাঁচ হাজার খানি হইত। এখন ধর্ম্ম লইয়া ধুইয়া খাও। না হয় এখনও দেখ—যদি উপায় থাকে দেখি।

হর। তোমার ভীমরথী হইয়াছে কি?

শ। ভীমরথী তোমারও। এখন কি করিলে ভাল হয় বল দেখি—আমি সেইজন্যই আসিয়াছি।

হর। বুড়া হইলে—তবুও মনের হাত এড়াইতে পারিলে না। মনের পরীক্ষা—কি পরীক্ষা? কি—পরীক্ষা করিবে? বহির্ম্মুখ আপ্‌-গরজের দেশ—অন্তর্ম্মুখের পরীক্ষা কি—বহির্ম্মুখে হয়?

শশাঙ্কশেখর ভাবিলেন—বুড়া বড় চতুর। সে জন্য সে কথায় কোন উত্তর না দিয়া বলিলেন—"জ্যোতিঃপ্রসাদের যেরূপ ভাব দেখি-তেছি—তাহাতে বড়ই ভয় পাইতে হইয়াছে। তোমারত ভয় নাই—বড়লোক তোমরা—এখন আমার কথা শুনিবে কি?"

হরসুন্দর হাসিলেন—বলিলেন, "কি বল?"

শ। আমি মেয়েটিকে লইয়া যাই—বড় বৌমাকে বাপের বাড়ী পাঠাইয়া দাও। বেয়ান ঠাক্‌রুণকেও না হয় আমি লইয়া যাই। মেয়ের ভিড় কমাও—কখন কি করিবে তাহার ঠিক নাই। এ পরামর্শ ঠিক কি?

হর। যাহা ভাল হয় কর। বৌমাকে জিজ্ঞাসা কর—তাঁহার যদি ইচ্ছা হয়—আমার আপত্তি নাই।

শশাঙ্ক উঠিয়া অন্দরে প্রবেশ করিলেন। নটনারায়ণ—শিবসুন্দরের মুখে সমস্ত শুনিলেন, বলিলেন—"শশাঙ্ক বাবুর ভাবত আমি কিছু বুঝি-লাম না। পথিমধ্যে শশাঙ্ক বাবুর যেরূপ কথাবার্ত্ত শুনিলাম—তাহাতে আমার ভাল বোধ হয় না। আবার এ ভাবেও ভিন্ন বোধ হয়।"

হরসুন্দর ও শিবসুন্দর নটনারায়ণের এ কথায় একটু হাসিলেন মাত্র—কোন উত্তর করিলেন না।

নটনারায়ণ ভাবিলেন, আমিও বৈবাহিক—শশাঙ্কও বৈবাহিক। কেবল বৈবাহিক সম্বন্ধে এ কিসের আলাপ? কিসের পরীক্ষা—কাহার পরীক্ষা। কিসের অন্তর্ম্মুখ—বহির্ম্মুখ? এ দিকেত শশাঙ্কই এ চক্রান্তের মূল? বৈবাহিক কি তাহা বুঝেন নাই?

ভাবিলেন—যখন ইহাদের অন্তর বুঝিলাম না—বিষয় যখন কুহেলিকা-ময়—জিজ্ঞাসায় যখন প্রকৃষ্ট উত্তর নাই—তখন আজ আর কোন কথায় কায নাই—কিন্তু দেখিতে হইবে—ইহার ভিতর অন্য কিছু নিহিত আছে কি—না।

তখন নটনারায়ণ অন্য অন্য কথা পাড়িলেন—হরসুন্দর, শিবসুন্দরও সে কথার কোন উল্লেখ করিলেন না।

শশাঙ্ক অন্দরে গিয়া জীবসুন্দরকে ডাকিলেন। জীবসুন্দর শশাঙ্ককে দেখিয়া কোন উত্তর না করিয়াই বাহিরে আসিলেন। তাহা দেখিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁহাকে গৃহে লইয়া বসাইলেন। জ্যোতিঃপ্রসাদের কথা তুলিয়া শশাঙ্ক বলিলেন—"তাহাকেত বিশ্বাস নাই, তুমি মায়াপুরে চল, তোমাদের উপর তাহার রাগ নাই—এখানে থাকিলে বিপদের সম্ভাবনা। বেয়ান ঠাকুরুণকেও লইয়া যাইতে পারিলে ভাল হয়। আমি তাই ইচ্ছা করিতেছি। কিন্তু তাঁহাকে বলিতে ত ভরসা করিতে পারি না—তবে সময় বিশেষে বলিতে হইতেছে।"

বিষ্ণুপ্রিয়া বলিলেন, "ঠাকুর কি বলিলেন?"

তখন শশাঙ্ক হরসুন্দরের কথা উল্লেখে তাঁহার ভাব জানাইলেন। কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়া কোন কথার উত্তর করিলেন না। শশাঙ্ক আশ্চর্য্য হইলেন—বলিলেন, "কোন উত্তর দিতেছ না কেন?"

বিষ্ণুপ্রিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "আর আমি মায়াপুরে যাইব না। তুমি ধর্ম্মের মুখ তাকাইলে না—মেয়ের মুখ তাকাইলে। মেয়ের মুখ তাকাইলে বলিয়াই দেবতার সন্দেহ জন্মিল।"

মনে মনে বলিলেন—যে পাপে আজ পাপের তাপে ভ্রমান্ধ হইতে বসিয়াছ। জন্ম আমার সঙ্গে যাইবে না—ধর্ম্ম আমার সঙ্গে যাইবে। আমি জন্ম ভুলিতে পারি—ধর্ম্ম যেন না ভুলি। তুমি মা আমার জন্ম গুরু—শ্বশুর শাশুড়ী আমার ধর্ম্মদেবতা। যাহাদের উদর সে পাপের অংশে পূরণ হয়—আমি তাহাদের অন্ন স্পর্শ করিব না। আমি যে অন্ন স্পর্শ করিব না—ধর্ম্ম মাকেও সে অন্ন স্পর্শ করিতে দিব না। যদি কখন দিন পাই—ধর্ম্মের জন্য জন্মের আদর বুঝিতে পারি—তবে এক দিন হৃদয়ের এ অভিমান খুলিব। নচেৎ এমন জন্মের মাধুর্য্যে আর আমার সাধ নাই।

শশাঙ্ক অন্তরে শিহরিলেন—কিন্ত অন্তরের ভাব বাহিরে ফুটিলেন না; বলিলেন, "বুঝিয়াছি দুষ্ট স্বরস্বতী যখন তোমার জিহ্বায়—তখন তোমার

কপালে অনেক দুঃখ।” আর কন্যার দিকে তাকাইলেন না, সাধ্য-সাধনাও করিলেন না, অভিমান ভঙ্গেরও কোন উদ্যোগ করিলেন না—তিনি উঠিলেন। তবে বিষ্ণুপ্রিয়া কাঁদিতে ছিলেন—সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারও চক্ষু হইতে দুই এক ফোঁটা জল পড়িল। পাছে সে জল বিষ্ণু-প্রিয়া দেখিতে পান, সে জন্য সেস্থানে আর দাঁড়াইলেন না। বিষ্ণুপ্রিয়া ভাবিলেন—পিতা রাগ করিলেন। কিন্তু কেমন শশাঙ্কশেখরের মূর্ত্তি—আর ডাকিতেও ভরসা হইল না। জিহ্বা যেন অবশ হইয়া গেল—তিনি এক ভাবেই দাঁড়াইয়া রহিলেন।

শশাঙ্ক কক্ষের বাহিরে আসিয়া আর যেন সে শশাঙ্ক নাই। গৃহিণী—চিন্ময়ীকে—ডাকিয়া সময়োচিত বাক্যে নানা আলাপ করিলেন, পরে বলিলেন, “দেখা যাক কতদূর দাঁড়ায়—তাহার পরে যাহা হয় হইবে।”

এই বলিয়া বাহিরে গেলেন। বৈবাহিকের সহিত নানা আলাপের পর বলিলেন—“বুঝনা জ্যোতিঃপ্রসাদ বড় সহজ লোক নহে, সে দিন-কার ব্যবহার দেখিয়াও কি ছাই বুঝিতে পার নাই?”

হরসুন্দর বলিলেন, “কি এত মন্দ ব্যবহার করিয়াছেন? বিষয়ী লোক যেরূপ করিয়া থাকে—সেই রূপই করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার প্রতি তোমার ওরূপ বিষদৃষ্টি কেন?”

শ। বিষয় ত আমরাও চাই—তাই বলিয়া কি আমরা ওই রূপ?

হর। বিষয়ী—বিষয়ীর মত, তবে রূপে ভেদ মাত্র। কেহ ভাল কথায় আপগরজ রক্ষা করে, কেহ তাহা জানে না—মন্দ কথা কয়। কোথাও মন্দ কথা ভিন্ন কায হয় না—কোথাও ভাল কথায় হয়। কিন্তু মূলে আপগরজ সকলেরই।

শ। তাই বলিয়া কি পরের মন্দ করিয়া আপনার ভাল দেখিতে হইবে? না—ধর্ম্ম ভুলিতে হইবে? না—আপনার স্বার্থের জন্য অন্যের স্বার্থ দৃষ্টি করিতে হইবে না?

হর। যাহার যতটা সাধ্য সে ততটা করে। সংসারে কিছুই করে না—আবার সব করে—এরূপ লোক পাইবে না। অতএব তাহা

দৃষ্টি না করিয়া নিজের প্রতি দৃষ্টিই উচিত। ঠগ বাছিতে গাঁ ওজড়। যদি বাছিতে যাও, তাহা হইলে নিজেকেও নিজে বাদ দিতে হইবে। তবে কেই বা থাকিবে—আর কাহাকে লইয়াই বা সং হইবে? যখন তোমাকেও থাকিতে হইবে এবং তাহাদের লইয়াই সংসার করিতে হইবে, তখন তাহাদের শিক্ষার্থে বাহিরে ঘৃণা দেখাও—কিন্তু অন্তরে ঘৃণা রাখিও না। অপ্রেমিকের নিকট কেহ কিছু আশা করে না। অপ্রেমিকের নিকট অহংকার কখন মাথা নোয়ায় না। বুঝিলেও সরিয়া যায়—লয় না। কারণ প্রেমিক ভিন্ন কেহ—লইতেও জানে না—দিতেও জানে না।

শিবসুন্দর বলিলেন, "তিনি কখন কি বলিয়াছেন, কে আর তাহা মনে করিয়া রাখিয়াছে? কেন বিষভাবে তাঁহার কথা তুলিয়া নিজের হৃদয় কলুষিত করিতেছেন?"

হর। তার সংসারে আছে সব। সে মন্দ দিয়া কখন ভালকে উজ্জ্বল করে—ভাল দিয়া কখন মন্দকে উজ্জ্বল করে। সে মন্দ দিয়া কখন মন্দকে ভাল করে—ভাল দিয়া কখন ভালকে মন্দ করে। ভালমন্দ অন্তর্মুখ বহির্মুখে স্বতন্ত্র। তাহার এ খেলা দেখিয়া তাহার প্রতিই দৃষ্টি করুন—অবলম্বন দৃষ্টিতে কি স্বভাব নষ্ট হয়? সে প্রেমময়—প্রেমে সে আমাদের দেখিতে চায়—আমরা কতটা তাহাকে চাই—কতটা তাহাকে লইতে পারিয়াছি। তাই সে মধ্যে মধ্যে কত জ্যোতিঃপ্রসাদ আনিয়া ফেলে। তার এ সংসার লীলা। প্রেমিক বুঝে প্রেমের খেলা—জ্ঞানির বাড়ে জ্বালা—তর্কের হয় মেলা। যাহার প্রেমের শরীর—সে কি কাহাকেও ফেলিতে পারে? তুমি আমি "আপ্তসুখী"—লইতে পারি না—ফেলিতে পারি।

শশাঙ্ক আর কোন কথা কহিলেন না। মনে মনে বলিলেন—আমি যাহা জানিতাম, তাহাই দেখিতে আসিয়াছিলাম—সত্য কি না। সত্য যে—সে নিত্য সত্য। প্রকৃতির ঘাত প্রতিঘাতে সে অসত্য হয় না।

নটনারায়ণ বসিয়া বসিয়া শুনিতেছিলেন। ভাবিতে ছিলেন—পিতা পুত্র যেন হরিহর। কিন্তু এ ভাব ত সাধারণ নহে? কোন ভাবে

ইঁহাদের এ ভাব? সত্য—বৈবাহিক পণ্ডিত, জ্ঞানী, নিষ্ঠাবান, কুশলী—কিন্তু এ ভাব ত কেবল জ্ঞানের নহে? জ্ঞান হইলে এ অবস্থায় এরূপ স্থির থাকে না। দেবতায়—এ অভয় কোথায়?

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ।

নটনারায়ণ দেবীগ্রাম হইতে বাটী আসিয়া দেখিলেন যে, বহির্বাটীতে নরনারায়ণ ও দেবেন্দ্র ধর্ম্মতত্ত্বে তর্ক বিতর্ক করিতেছেন। তাঁহার তাহা ভাল লাগিল না। তিনি একটু সুস্থ হইয়া তাঁহাদের নিকট বসিলেন এবং বলিলেন, "সে দিন গুরুদেবের নিকট তোমাদের অনেক ভৎর্সনা করিয়াছি, তাহা যে কেবল গুরুদেবের মনরক্ষার জন্য—তাহা নহে, যে জন্য আজ তাহাই বলিব। আমি যেমন তোমাদের বলিতেছি—তেমনি নিজেকেও নিজে বলিতেছি, কারণ যে দোষের জন্য বলিতেছি—তাহা অনেক সময়ে আমিও করি। যখন করি—তখন এ জ্ঞান আমারও থাকে না। আমি যাহা বলিব—তাহা যে তোমরা জাননা—তাহা নহে। যেমন আমি জানিয়াও কার্য্যকালে সে ভাব ধারণায় রাখিতে পারি না—তেমনি তোমরাও পার নাই বা পার না। কেন পারি না বা পার না—সেই কথাই বলিব। ধর্ম্ম—হার জিতের বস্তু নহে। তর্কবলে জিতিলেই ধর্ম্ম লাভ হয় না। ধর্ম্ম পুঁথিগত নহে—হৃদয়গত। হৃদয় ভাবময়—ভাবচক্ষু ভিন্ন ভাববস্তু দর্শন হয় না। বুঝিতেছি ভক্তি বিনা এ জ্ঞানে—তত্ত্ববোধ কেবল মনের কল্পনা।

"আমি জিজ্ঞাসা করি—তোমরা ঠাকুরমহাশয়ের নিকট ধর্ম্মপ্রার্থী হইয়া গিয়াছিলে—কি দাতা হইয়া গিয়াছিলে? যদি প্রার্থী হইয়া গিয়া থাক—তবে তাঁহাকে পরীক্ষা করা ভাল হয় নাই; কারণ যে অজ্ঞ—তাহার পরীক্ষায় বল নাই। যদি দাতা হইয়া গিয়া থাক—তবে কি দান করিতে গিয়াছিলে? ধর্ম্ম—না—বিরক্তি?"

দেবেন্দ্র বলিলেন, "আপনি এরূপ বলিতেছেন কেন? আমরা জানি কি—যে দাতা হইব?"

নট। কেন? যদি তোমরা মনে কর যে—গুরুদেব কিছুই বুঝেন না—তবে আমাকেও তাই মনে করিতে হইবে, আমি তাঁহার শিষ্য। কিন্তু আমার নিকট প্রকাশ করিতেছ—তোমরাই বুঝনা। যদি বুঝনা—তবে গুরুদেবের নিকট সে ভাব না দেখাইয়া—বোদ্ধার ভাব দেখাইলে কেন?

দে। উনি জানেন না—অথচ জানি বলিয়া লোক ভুলাইতে চান —তাই আমরা সে কথা শুনিতে চাহি নাই।

নট। যে জানে সে—যে জানে না—তাহার ভ্রম সংশোধন করিতে পারে। কিন্তু কথা হইতেছে—যদি সে সংশোধনের প্রার্থী হয়। যে প্রার্থী নহে—তাহাকে সংশোধন বিজ্ঞ করিতে যায় কি?, তাহাতে ফল হয় কি? গুরুদেব কিছু প্রার্থনা করিয়াছিলেন কি?

"ভাল—তাহাতেও ক্ষতি নাই। জিজ্ঞাসা করি—ধর্ম্ম বস্তু কি—জানিয়াছ কি? দেখিয়াছ কি? যদি না জানিয়া থাক—তবে তাঁহাকে কি জানাইতে গিয়াছিলে? না জানিয়া জানাইতে যাওয়া কাহার কার্য্য? যে যায়—সে যদি দোষী হয়—তবে তোমরাও সেই দোষে দোষী নহে কি? সে দৃষ্টি তোমাদের ফুটে নাই কেন?

"অহং অভিমানে। অহংকার যে সর্ব্ব অনর্থের মূল তাহা জান—কিসে জান?—সেই অহংকারেরই জ্ঞানে। কিন্তু এখন জানিতেছি যে, অহংকারের জ্ঞানে অহং ধৃত হয় না। যদি হইত, যদি অন্তরে—ভাব চক্ষে দেখিতে পাইতে—তবে অহংকার চিনিতে—চিনিলে এ ভ্রমে পড়িতে হইত না।"

দেবেন্দ্র কি বলিতে যাইতেছিলেন—নরনারায়ণ বাধা দিলেন।

নটনারায়ণ বলিলেন, "দেবেন্দ্র! যখন এক দোষে উভয়েই দোষী—তখন বয়সের মান্য, বহু দর্শনের মান্য. আর্থিক বিদ্যার মান্য—গুরুদেব না পাইবেন কেন? তুমিই বা—না দাও কেন? যাহা যাহার প্রাপ্য—তাহা পাওয়ায় তাহার অহং বেশী—না যাহা যাহার দেয়—তাহা না দেওয়ায়—তাহার অহং বেশী? অতএব গুরুদেব অপেক্ষা কার্য্য ক্ষেত্রে তোমাদেরই অহং বেশী নহে কি?

"এই সংসারে অহংধর্ম্মে অনেক শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়।

অহং নষ্ট না হইলে—পরের বেদনায় নিজের বেদনা লাগে না। অহং নষ্ট না হইলে "আপ্তসুখ" ইচ্ছা দূর হয় না। অহং নষ্ট না হইলে—মানুষ নিষ্কাম হইতে পারে না।

"তবে অহংধর্ম্মে মানুষ কোন ধর্ম্মে—ধর্ম্মী? যে ধর্ম্মে—"আপ্তসুখের" উন্নতি। আত্মা সুখস্বরূপ। যে স্বতঃই সুখস্বরূপ, সে আবার পর মুখাপেক্ষী কেন? তাহার আবার ধর্ম্ম কি?

"শুষ্ক মৃত্তিকাখণ্ডে বারি আচূষিত হইল; সে আচূষনে বারি আর দেখা যায় না। মৃত্তিকাই যেন বারির স্বরূপ। মৃত্তিকায় অস্মিতায় স্বরূপ ভ্রমে বারি, মৃত্তিকাকেই স্ব স্বরূপ মনে করে, করিয়া তাহার ভঙ্গে নিজের ভঙ্গ দেখে—তাহার পূরণে নিজের পুষ্টি মনে করে—ইহাই বারি রূপ জীবের ধর্ম্ম এবং সুখ দুঃখের কারণ।

"সুখে—কে না অগ্রসর হয়? যদি সে কখন নিজের আত্মানন্দ স্বরূপ দেখিতে পায়—তবে সে আর এ মৃত্তিকা ধর্ম্মে ধর্ম্মী হইতে চাহে না। কিন্তু যে তাহা কখন দেখে নাই—সে মৃত্তিকা ধর্ম্মে ধর্ম্মী হইয়া মৃত্তিকায় নিষ্কাম হইতে পারে কি? মৃত্তিকা বিষয়ে বিষয়ী হইয়া অহং শূন্য হইতে পারে কি? অহংধর্ম্মে ধর্ম্মী হইয়া মৃত্তিকা রমণের সুখ ভুলিতে পারে কি? ইহাই তাহার "আপ্তসুখ।" যাহাতে সেই "আপ্তসুখের" উন্নতি—তাহাই তাহার ধর্ম্ম। তাই সাধারণ ধর্ম্ম—সকাম। নিষ্কাম ধর্ম্ম কি? যে ধর্ম্মে জড়ানুরাগ তিরোহিত হয়, স্ব স্বরূপে ও ঈশ্বরে সম্বন্ধ দর্শন হয়। মৃত্তিকা আর তাহাকে আচূষন করে না, সেও আচূষিত হয় না। মৃত্তিকা আর তাহাকে আত্মায় আত্মায় ভিন্ন রাখিতে পারে না। আত্মার আত্মায় আত্মরমণ। যেখানে ধন ধনী এক—সেখানে অহং কোথায়?

"যদি আত্মায় আত্মায় আত্মরমণ—তবে নিষ্কাম কোথায়?—মৃত্তিকায়। "আপ্তসুখ"ই ছেদ ভেদময়—তাই কামনায় তাহার উদয়। আত্মানন্দ ছেদ ভেদ শূন্য—নিত্য। যাহা নিত্য—এ অনিত্যের দেশে তাহার আবার কামনা কি? তাই নিত্য ধর্ম্মী এদেশে, নিষ্কামী—কামনাশূন্য।

"যদি মৃত্তিকা—ভিন্ন আত্মায় ভিন্ন রাখিতে পারে না—তবে আবার আত্মায় আত্মায় আত্মরমণ কি?

"গৃহ মধ্যে দশটী আলোক। দশটীরই জ্যোতি, জ্যোতিতে জ্যোতিতে মিলিয়াছে—কিন্তু এক হইয়াও এক হয় নাই। একটী গৃহ হইতে সরাইয়া লও—তাহার জ্যোতি তাহার সঙ্গেই যাইবে। তবে আত্মরমণে বাধা কি ?

"তাই বলি সকামীর ধর্ম্ম, আর নিষ্কামীর ধর্ম্ম—স্বতন্ত্র। যে—এ প্রভেদ বুঝিয়াছে—সেই বুঝিয়াছে সাধারণ কোন ধর্ম্মে ধর্ম্মী। সেই বুঝিয়াছে, সাধারণ ধর্ম্ম চাহে—কি "আপ্তসুখ" চাহে।

"আপ্তসুখের" ধর্ম্মের ফল—পুণ্য। পুণ্য—তৃপ্তিকা জগতের। তাই সেই ধর্ম্মে সাধারণ—ধর্ম্মী। তবে এক মায়া যেমন রূপ ভেদে নানা, তেমনি "আপ্তসুখ" ইচ্ছাও নানা। যাহাতে যাহার ক্ষুধা, সে অবশ হইয়া তাহার আহরণেই চেষ্টিত হয়।

"ক্ষুধা যেমন দেহগত এবং মনোগত, তেমনি স্বরূপগত। যাহাদের স্বরূপগত ক্ষুধা জন্মে নাই—তাহারাই মানসিক ক্ষুধাকে স্বরূপক্ষুধা কল্পনায়—নিষ্কামীর সহিত এক হইতে চাহে। ভাবিয়া দেখে না যে, কেবল বচনে বা কেবল কল্পনায়, হৃদয় নিষ্কাম হয় না বা হইতে পারে না।

"শাস্ত্রানুযায়ী আচার ব্যবহার ও পরলোক বিশ্বাস অর্থাৎ যাহাতে দুঃখবিঘ্ন দূর হয়, লোকে তাহাকেই ধর্ম্ম বলে। ধর্ম্মে যাহার উদয়—তাহাই পুণ্য। পুণ্যে জীবের যে আত্মবোধ—তাহাই সুখ। যাহাতে সুখ শান্তির লোপ—তাহাই অধর্ম্ম। অধর্ম্মে যাহার উদয়—তাহাই পাপ। পাপে জীবের যে আত্মবোধ—তাহাই দুঃখ। এই দুঃখেই—কেহ ইহ পরলোকে, কেহ পরলোক অবিশ্বাসে ইহলোকেই সুখের চেষ্টায় ফিরেন।

"পরলোকে যাঁহাদের অবিশ্বাস বা, যাঁহারা পরলোক চিন্তায় চিন্তা-হীন—তাঁহারা নীতিকেই ধর্ম্ম-মান্য দিয়া নিষ্কামধর্ম্মে বিদ্রূপ করিয়া থাকেন। তাঁহারা শাস্ত্রগত পাপ পুণ্য শব্দে তর্ক করেন—কিন্তু হৃদয়গত ভাব ফেলিতে পারেন কি ? অহংধর্ম্মে ভিন্ন নামকরণ করিয়া কার্য্যগত ভিন্ন ভাবে তাহারই দাস হন—হইয়া যে কোন ধর্ম্মের বা আপ্তগত বুদ্ধির আশ্রয় লন। ঈশ্বর চিন্তা তাঁহাদের উদ্দেশ্য নহে—"আপ্ত-সুখ" উদ্দেশ্য—কিন্তু অহংধর্ম্মে মন তাহা বুঝিতে দেয় না।

"সংসারে এই রূপ লোকই অধিক দেখিবে। এই লইয়াই সংসার। তাই মনে হয়—নিষ্কাম ধর্ম্ম কেহ চাহে না। চাহে যাহা—তাহা সকাম। তবে তোমার কথা গুরুদেব শুনিবেন কেন? গুরুদেবের যাহা ধর্ম্ম—গুরুদেব তাহা পালন করিতেছেন। তোমার ধর্ম্ম তুমি পালন কর। তবে তাহাতে বিবাদ কেন? এরূপ বিবাদে কি আত্মবঞ্চকের চক্ষু ফুটে? যাহাতে ফুটে তাহার চেষ্টা কর।

"যেমন ক্ষুধা তেমনি আহার। যদি শিষ্যের তাহাতে উদর না পুরিত—তবে কি এরূপ গুরু সংসারে স্থান পাইত? যখন পাইয়াছে—তখন সে সংসার নহে, কেবল গুরুর দোষ দেখ কেন? তাই বলি নিজের প্রতি দৃষ্টি কর, আত্মবঞ্চক হইও না। আত্মবঞ্চক নিজের দোষ নিজে দেখিতে পায় না—পরের দোষ দেখে। আত্মবঞ্চক নিত্য ধর্ম্মের জন্য ধর্ম্মালোচনা করে না—সময় কর্ত্তন সুখের জন্য—পুণ্য সঞ্চয় জন্য—যশঃ অর্থ লাভের জন্য—বক্তৃতায় সময় কর্ত্তন করে।

"তোমারই কথা—যে দিন তোমায় মাদকসেবী মনে করিয়াছিলাম—সেই দিন তুমিই বলিয়াছিলে—আমার বলিবার কিছুই নাই। যদি আমায় দেখিয়া কেহ বুঝে—সেই বুঝিবে। অন্যে বুঝিবে না—বুঝিতে পারিবে না। তবে সেই তুমি গুরুদেবকে কি বুঝাইতে গিয়াছিলে? বালক যেমন পিতৃধনে অধিকারী হইয়াও ধনের মর্ম্ম বুঝে না—মনে হয়—যদি তোমার সে কথা সত্য হয়—তবে তুমি এখনও বালক—তাই তুমি তোমার ভাব ঠিক রাখিতে পার না।

"আমি তোমার কথিত দেশ দেখি নাই—স্বরূপ লাভ করি নাই। তবে শাস্ত্র জ্ঞানে তোমার বাক্য বিশ্বাস করিয়াছি কিন্তু, শব্দপ্রত্যক্ষ যেমন চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের তুল্য নহে—চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ যেমন হৃদয়প্রত্যক্ষের তুল্য নহে—তেমনি এ বিশ্বাসও সে স্বরূপ উপভোগের নহে। যে অবধি মায়া জ্ঞানের গমন—আমি সেই অবধি। কিন্তু ভক্তি বুঝি ভিন্ন—তাই আমি অন্ধ।

"বুঝিয়াছি ভক্তি ভিন্ন—অন্তঃপ্রবেশে কাহার ক্ষমতা নাই। তাই আমি বাহিরে—জ্ঞানে। যদি বাহিরে—জ্ঞানে, যদি বাহিরে

জানাশুনে—তবে জ্ঞানের প্রয়োজন কি? ভক্তি ভিন্ন শুষ্ক হৃদয় রসার্দ্র করে কে? তাই শাস্ত্রে ভক্তির এত মহিমা।

"শুন নরনারায়ণ! শুন দেবেন্দ্র! কর্ম্ম ভিন্ন জ্ঞানের উদয় নাই। জ্ঞানে কর্ম্ম নিষ্প্রয়োজন। কর্ম্ম করিতে থাক, জ্ঞান অর্জ্জন কর—কিন্তু অহংধর্ম্মে ভক্তি শূন্য হইও না। ভক্তি শূন্য জ্ঞান—অজ্ঞান। অজ্ঞানে ভক্তির দর্শন হয় না। যাহাতে ভক্তির দর্শন—তাহাই জ্ঞান। ভক্তিতে ভক্ত ইষ্টসুধা পান করে—শুষ্ক জ্ঞান এদেশে পড়িয়া থাকে। এ জ্ঞানের সে দেশে গমন নাই। যদি ভক্তি চাহ—তবে সংসারে শান্ত হও। ভক্তির ভিখারী আমি—তাই আমি তোমাদের মত সন্ন্যাসী সাজিতে ইচ্ছা করি না—তাই আমি সংসারী। তাই আমায় গুরু—সংসারী আমায়—ভক্তির অধিকারী করিবার জন্য সন্ন্যাসী করেন নাই। তাই ভক্তির মুখাপেক্ষাই আমার ধর্ম্ম—অন্য ধর্ম্ম আমি জানিনা—করি না।

"তোমরা জান না—গুরুদেব বিষয়ানন্দ আমার দীক্ষাগুরু থাকিতেও আহার না পাইয়া আমি অন্ন ভিক্ষায়—জ্ঞানানন্দ স্বামীর নিকট উপস্থিত হই। তিনিই আমার শিক্ষাগুরু—তাঁহার জ্ঞানেই আমার এ জ্ঞান—কিন্তু শুষ্ক মায়াজ্ঞানে জ্ঞানস্বরূপ মিলে না—তাই তিনি ভক্তির জন্য আমায় সংসারে রাখিয়াছেন। সংসারের বয়স তাঁহার নাই—তাই তিনি এখনও সন্ন্যাসী। এইরূপে আমি আজিও ভ্রাম্যমান।

"আমি যাহার ভিখারী—তিনিও তাহার ভিখারী। যদি শুষ্ক জ্ঞানে মিলিত—তবে জ্ঞানানন্দ স্বামীর মিলিত; মিলিলে আজ নটনারায়ণের অভাবদুঃখে চক্ষে জল আসিত না—ভাবানন্দে হৃদয় ভাসিত—ভাবজলে চক্ষু ধৌত হইত।

"এতদিনে বুঝিয়াছি—মায়া ঐশ্বর্য্য ভক্তির বিরোধী। তাই ভক্তি—নিষ্কাম। যে ঐশ্বর্য্যে জ্ঞানানন্দস্বামী মৃত জীবিত করেন—ভূমিগর্ভে প্রোথিত থাকেন—অঘটন ঘটাইতে পারেন—কই সে ঐশ্বর্য্য ত ভক্তিচক্ষু ফুটাইতে পারে নাই? যে চক্ষে—ছায়া মায়ায় স্বরূপ কান্না দর্শন হয়, তনুভা ব্রহ্মে চিন্ময় কৃষ্ণতনু দর্শন হয়।

"তাই বলি সাধারণকে এ ব্যথা জানাইও না—ব্যথা পাইবে।

সাধারণ বক্তৃতায় যাহা বলে—কার্য্যে তাহা করে না—বরং বিপরীত করে। তাই আমাদের কথা—যাহা করি—করিও না, যাহা বলি—কর। কিন্তু তাঁহারা জানেনা—ভাব ভিন্ন বচনে ভাব ধারণ হয় না। আত্মবঞ্চক যে অন্ধ। যাঁহাদের স্বরূপে ক্ষুধা জন্মে, তাঁহারা সে জন্য সাধারণ হইতে পৃথক থাকেন। কারণ না থাকিলে, সাধারণ তাঁহাদের বিরক্ত করে মাত্র। যদি তাঁহারা পৃথক না হন—তবে সঙ্গ দোষে পতনের ভয় থাকে—এই জন্যই ধর্ম্ম গুপ্ত। যাঁহাদের পতনের ভয় নাই, তাহারাও সাধারণ হইতে পৃথক থাকেন; কারণ সাধারণের ভাব—তাঁহাদের ভাবের বিপরীত। যদি কোন ভাগ্যবান তাঁহাদের ভাব চিনিতে পারিয়া জিজ্ঞাসু হন—তখন তাঁহারাও তাহার নিকট গুপ্ত হয়েন না। কিন্তু যাহার ক্ষুধা নাই, তাহার নিকট প্রকাশে উভয় পক্ষেরই অমঙ্গল।

"তাই বলি এখন দেখ তোমাদের ভাব কি? কোন ভাবে তোমরা ভাবী। নিজের মাথা নিজে খাইও না—আত্মবঞ্চক হইও না। যে আপনাকে আপনি বঞ্চনা করে—সেই আত্মবঞ্চক। জল হইতে জল-কণার ন্যায় আত্মা অংশে ভিন্ন হইলেও—স্বরূপতঃ এক। যে জল জলে বঞ্চনা করে—সে আপনিই বঞ্চিত হয়। সংসারে আত্মবঞ্চকই অধিক। আত্মবঞ্চক হইয়া আত্মবঞ্চকতা নষ্ট করিতে পারিবে না। নিজে আত্মদর্শী হও, আত্মদর্শন করাও, দেখিবে—আত্মবঞ্চক লুকাইবে। নচেৎ আত্মবঞ্চক হইয়া আত্মবঞ্চক নাশে উদ্যত হইলে, আত্মবঞ্চকেরই বৃদ্ধি হইবে।"

তখন অন্দর হইতে ইন্দ্রনারায়ণ, নটনারায়ণকে আহ্বান করিলেন।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

শশাঙ্ক অন্দর হইতে নিক্রান্ত হইলেন, কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়া গৃহ হইতে আর বাহির হন না। সে জন্য হরিপ্রিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন—দেখিলেন, বিষ্ণুপ্রিয়া এক কোণে দাঁড়াইয়া—চক্ষে বারি ধারা; বলিলেন, "এ আবার কিরূপ?"

বিষ্ণুপ্রিয়া বলিলেন, "বাবা বোধ হয়—রাগ করিলেন।"

হরি। কেন? বাপ কি কখন মেয়ের উপর রাগ করিতে পারে, আর সে রাগ কি—রাগ?

এই বলিয়া হরিপ্রিয়া,বিষ্ণুপ্রিয়ার হাত দুখানি ধরিয়া তাঁহাকে সরাইয়া আনিলেন—বলিলেন, "ছি! সকাল বেলা চক্ষের জল ফেলিতে আছে কি?" তাহাতে বিষ্ণুপ্রিয়ার দুঃখ যেন আরও বাড়িল। অমনি হরিপ্রিয়া তাঁহার চক্ষু মুছাইতে মুছাইতে বলিলেন, "দিদি লক্ষ্মীটি আমার—কাঁদিস না। তাহা হইলে আমি কাঁদিব—মা কাঁদিবে জানিস? এখন কি হইয়াছে বল দেখি?"

ধীরে ধীরে বিষ্ণুপ্রিয়া সকল কথা বলিলেন। হরিপ্রিয়া বলিলেন, "এইত কথা—তাহার জন্য এত কান্না কেন?"

বি। সন্তান কি এ কথা বলিতে পারে?

হ। তবে বলিলি কি প্রকারে? তুই কি সন্তান নস্।

বি। আমি কুসন্তান।

হ। তুইই সুসন্তান। যদি না হইতিস্—তবে এত জল চক্ষে থাকিত না। যে—পবিত্রতার জন্য রাগ করে—রাগের জন্য অন্তরে কাঁদে—সে সুসন্তান নহেত কি? যে পবিত্রতার জন্য রাগ করে না—বা রাগের জন্য কাঁদে না—সে কি সন্তান? ক্ষুধার সম্মুখে অন্ন—কিন্তু তাহা অশুদ্ধ অশুদ্ধ নিবেদন হয় না—অতএব তাহা পরিত্যক্ত; তাই বলিয়া কি বলিবে—অন্নে রুচি নাই? যে বলে সে রুচির মর্ম্ম বুঝে না।

বি। দিদি—এ ভাব কোথায় শিখিলে? আমার মনের ভাব কি রূপে জানিলে?

তখন কাহার চক্ষে জল নাই। হরিপ্রিয়া হাসিয়া উঠিলেন, সে

হাসিতে বিষ্ণুপ্রিয়ার বুদ্ধি যেন অর্দ্ধ নিদ্রা হইতে জাগিল। তিনি লজ্জিত হইয়া দাঁড়াইলেন। তাহা দেখিয়া হরিপ্রিয়া বলিলেন, "ওই জন্যই তোমায় এত ভাল বাসিতে ইচ্ছা হয়, যে কমনীয়তা লজ্জায় ঢাকা থাকে—তাহা অতি সুন্দর।"

ভূমি প্রতি দৃষ্টি করিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া বলিলেন, "দিদি! তুমি কি আমায় ভালবাস ?"

হ। কি—মনে হয় ?

বি। তুমি ভালবাস না।

হ। ভালবাসি না ? তবে আয় তোকে ভালবাসি। কি করিলে ভালবাসা হয় ?

এই বলিয়া হরিপ্রিয়া, বিষ্ণুপ্রিয়াকে সম্মুখে লইয়া বলিলেন, "ভালবাসা কি জিহ্ব জানে—যে বলিবে, চোক জানে—যে দেখিবে, কাণ জানে—যে শুনিবে ? এরা যে স্বসুখী ? একবার হৃদয়কে জিজ্ঞাসা কর দেখি—কি বলে ?

বি। না দিদি—আমি অনেকবার জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তুমি ভাল বাসিতে জান—কিন্তু আমায় ভালবাস না।

হ। কেন বল দেখি ?

বি। তা জানিনা—আমার মনে হয়। মনে হয়—যে যাহাকে ভালবাসে, সে তাহাকে তাহার প্রাণের বস্তু দিয়া ফেলে—কই তুমিত তাহা দাও না।

হ। তবে কি তুই তোর বড় ঠাকুরকে চাস্ নাকি ? তোর গতিক ত বড় ভাল নহে, না ভাই আমি তোকে ভালবাসিব না।

এই বলিয়া হরিপ্রিয়া—বিষ্ণুপ্রিয়ার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

বি। তামাসা রাখ—সত্য নহে কি ?

হরিপ্রিয়া যেন ধীর গম্ভীর হইয়া গেলেন—বলিলেন, "এ কথা তুমি বলিতে পার। তোমায় বড় ভালবাসি—কিন্তু প্রাণ খুলিতে আজও সঙ্কুচিত হই। কেন হই দিদি শুনিবি ?

"যেখানে বুদ্ধি যায় না, মন যায় না, জ্ঞান যায় না—সেখানে একটী জিনিস আছে; সে জিনিসটী আবার জগৎ সংসারে মাখামাখি আছে। জগৎ সংসারে সেই জিনিসটী দেখিয়া আমি সকলকেই ভালবাসিতে যাই —কিন্তু মন, বুদ্ধি, চোক, কাণ, ভাই বড় বেইমান, "আপ্তসুখে" বিবাদ করে—তাই তার কথা ফুটিতে পারি না—তাই তাহাকে অন্তরের অন্তরেই দেখি। পাছে মন, বুদ্ধি সে নির্ম্মলেও মলা দেখে—তাই তোমায় সব প্রাণটা খুলিতে পারি না। কিন্তু দিদি কেন আজ এ কথা তুলিলি—যদি তুলিলি তবে আর ভুলিস না।"

বলিতে বলিতে হরিপ্রিয়ার চক্ষু, জলে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। ঝর্ ঝর্ করিয়া বিষ্ণুপ্রিয়ার চক্ষু হইতেও জল পড়িতে লাগিল।

ক্ষনেকের জন্য যেন উভয়ের হৃদয়ে হৃদয়ে দেখা হইল। মন বুদ্ধি অদৃশ্য হইল—সংসার বিলীন হইয়া গেল।

বিষ্ণুপ্রিয়া বলিলেন, "দিদি! ওই জিনিসটীর জন্য আমি মাকে বলি বলি—বলিতে পারি না। তুমি আমার জন্য বলিবে?"

হ। যার ক্ষুধা সে চাকরী করিবে? আমি কেন খাটিতে গেলাম? বলিতে লজ্জা হয় না?

বি। তুমি কেন লজ্জা ভাঙ্গাও—আশা দাও?

হ। আমি কি করিলাম?

বি। না করিলেত—এমন হৃদয় হইল কেন?

হ। ভাল ভাল। তবে আমি সহর শুদ্ধ বলিয়া বেড়াইব—তখন দেখিবি।

ষষ্ঠবিংশ পরিচ্ছেদ।

ইন্দ্রনারায়ণ প্রমুখাৎ নরনারায়ণের ব্যবহার শুনিয়া—সেই দিন হইতেই চঞ্চলা বড়ই দুঃখিত। পাছে গুরুদেব অভিসম্পাৎ করেন—চলিয়া যান—সংসারের মঙ্গলামঙ্গল ভয়ে তিনি নটনারায়ণকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। নটনারায়ণ চঞ্চলার কথায় বুঝিলেন যে, ইন্দ্রনারায়ণ

আবার সেই কথা তুলিয়া তিলকে তালের চেষ্টায় ফিরিতেছেন। কিন্তু চঞ্চলা তাহা বুঝিতে পারেন নাই, কারণ ইন্দ্র কথায় বড় সাবধান। নটনারায়ণ, ইন্দ্রনারায়ণকে বলিলেন, "তুমি বড় হইতেছ—লেখাপড়া শিখিয়াছ—কিন্তু সংসারে শান্তি আনিতে পার না কেন? লেখাপড়া কিসের জন্য? অশান্তি আনিতে?"

চঞ্চলা বলিলেন, "তোমার কেমন ধান ভাঙ্গিতে শিবের গীত আনা স্বভাব। হইল কি—আর উহাকে ভৎর্সনা।" নটনারায়ণ হাসিয়া উঠিলেন—বলিলেন, "গৃহিণী! যাহা বুঝিয়াছ এবার তাহাই বুঝিয়া যাও। এখন কি করিলে তুমি ঠাণ্ডা হও—তাই আমায় বল?"

চ। আমি একবার গুরুদেবের সহিত দেখা করিয়া আসি। আমি গৃহিণী—ছেলে বউ লইয়া ঘর করি—আমার ভয় হইবে না ত কাহার ভয় হইবে? তোমরা পুরুষ মানুষ—এ সব বুঝ কি? আমায় কে দোষ দিবে বল।

নটনারায়ণ বলিলেন, "যাও যাও—তাহাতে ত আমি বারণ করিতেছি না" এই বলিয়া বাহিরে আসিলেন।

চঞ্চলা—তারা, কিরণশশীকে লইয়া চলিলেন। কিন্তু যোগমায়া যাইতে চাহেন না। চঞ্চলার মুখ দেখিয়াই যোগমায়া ভীতা—তাহাতে আবার নরনারায়ণের সে দিনের ব্যবহারে—লজ্জিতা। সে লজ্জায় —তিনি গুরুদেবের নিকট যাইতে বড়ই লজ্জিত। চঞ্চলা, তারা কিন্তু তাহা বুঝেন না—বুঝেন না বলিয়াই, যত তাঁহারা অন্য অন্য কথায় ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন—ততই যোগমায়ার ভয় লজ্জা যেন আরও বাড়িতে চলিল। অগত্যা চঞ্চলা তাঁহাকে না লইয়াই চলিয়া গেলেন।

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই চঞ্চলা বাগান বাটী হইতে ফিরিলেন—কিন্তু কেহই সে দিন আর যোগমায়ার সহিত কথা কহিলেন না। অবগুণ্ঠনে যোগমায়ার চক্ষু জলও কেহ দেখিল না।

ক্রমে রাত্র হইল। নরনারায়ণ ও ইন্দ্রনারায়ণ আহারে বসিলেন। চঞ্চলা, তারা—ইন্দ্রনারায়ণকে কত কথা জিজ্ঞাসিলেন, কিন্তু নরনারায়ণের সহিত কোন কথা কহিলেন না।

নরনারায়ণ মনে মনে বড়ই দুঃখিত হইলেন—কিন্তু কিছুই প্রকাশ করিলেন না। মনে মনে হাসিলেন—ভাবিলেন—এই জন্যই সংসারে সাধু মৌনী। আমরা সাধু নহি—মৌনা—অসম্ভব। কিন্তু মৌনি! তুমিই যথার্থ সংসার চিনিয়াছ; যে বেদনা ফুটিবার—তাহা লঘু, তুমি ফুটিতে গিয়া ফুটিতে পার নাই—গুরুভারে মৌনী। যে তোমার হৃদয় বুঝিয়াছে—সেই কাঁদিয়াছে—অন্যে কাঁদিবে কেন?

সকলেই স্ব স্ব গৃহে শয়নে গেলেন। নরনারায়ণও শয়ন করিলেন। অন্য দিন যোগমায়া সাধিয়া কথা কন—আজ নরনারায়ণ, যোগমায়াকে বলিলেন, "মায়া! মা আমার উপর এতদূর বিরক্ত হইলেন কেন?"

যোগমায়া কাঁদিয়া ফেলিলেন—কোন উত্তর করিতে পারিলেন না।

নর। কাঁদিতেছ কেন?

যো। আমি তোমায় বলিব বলিব ভাবিতে ছিলাম—কিন্তু প্রথমে কি কথা বলিব খুজিয়া পাইতেছিলাম না। তুমি জিজ্ঞাসা করাতে মার মুখ আর তোমার মুখ এক সঙ্গে মনে হইল—আর মনে হইল—মাতা পুত্রে কেন এমন হয়? তাই আমি কাঁদিতেছি।

নর। কি বলিবে—ভাবিতেছিলে?

যো। ভাবিতে ছিলাম—ঈশ্বরের ইচ্ছা মানুষের বুদ্ধির অগম্য। মানুষ হিত চিন্তা যাহা করে—হয়ত তাহা ঈশ্বর ইচ্ছার বিপরীত। আমরা যখন যাহা চাই, হয়ত তখন তাহা পাই না—কিন্তু না চাহিতেও অনেক সময় মিলে। মা কখন পুত্রে বেদনা দিতে চাহেন না, সন্তান যে—সেও কখন মাকে অবজ্ঞা করে না—কিন্তু অশান্তি ও উঠে। তখন শান্তি চাহিলে শান্তি মিলে না—আবার না চাহিতেও মিলে। যদি না মিলিত—তবে সংসার চলিত কি? মা কেন তাহা বুঝেন না?

এই বলিয়া যোগমায়া, নরনারায়ণের দেবীগ্রাম যাওয়া অবধি সকল কথা যথাযথ বলিয়া মার উদ্দেশ্য এবং দুঃখের কারণ বলিলেন। কিন্তু চঞ্চলা ক্রোধ বশতঃ নরনারায়ণের বা যোগমায়ার প্রতি যে সকল কটুক্তি করিয়াছিলেন, সে অংশ বাদ দিলেন।

নরনারায়ণ বলিলেন, "মার এ বড় অন্যায়—আমি যদি মন্ত্র না লই? যাহাদের ইচ্ছা—তাহারা লউক না কেন?"

যো। তোমার জন্যই তাড়াতাড়ি।

নর। কেন?

যো। তুমি যে সন্ন্যাসীর মত—তাই তাঁহার ভয় হয়। যদি মন্ত্র লইলে সে ভাব যায়—তাই তাঁহার এ ইচ্ছা।

নরনারায়ণ অনেকক্ষণ কি ভাবিলেন, পরে বলিলেন, "মায়া! মার যাহা ভাবনা—সে সত্য। 'সংসার আমার আর ভাল লাগে না। বাবার উপদেশে, তোমার পিতা মাতার কথায়, সংসার ভাল লাগাইতে অনেক চেষ্টা করিলাম—কিন্তু দেখিলাম সংসারে ধর্ম্ম লাভ হইবার নহে। যদি কাহার হয়, সে আমা অপেক্ষা অগ্রসর হইয়াছে। আমি পঙ্কে দাঁড়াইয়া বদ্ধ হস্তপদ—দর্শনে অন্ধ, সংসার হইতে আমি কি শিক্ষা করিব? সে শিক্ষাত আবদ্ধের কারণ।

"আমি জানি যাহা—তাহা ভুলিয়া যাই। কেন ভুলি? গুরুদেবের সহিত তর্কে—আমার কি প্রয়োজন ছিল? অলক্ষেই চোর চুরি করিয়া থাকে—যদি ধন থাকে। যেখানে ধন আছে—সেখানে আর থাকিব না। এ ধনের যে চোর—সেও আর আসিবে না। এ ধনের সংসারে—আর আমি থাকিব না। বন ভিন্ন এ মন দমন হইবার নহে।"

যোগমায়া বসিয়া ছিলেন, ধীরে ধীরে শুইলেন। হৃদয় বেগ আর চাপিতে পারিলেন না—আবার কাঁদিয়া ফেলিলেন। সে ক্রন্দনে নরনারায়ণও কাঁদিতে লাগিলেন—বলিলেন, "মায়া! আমি বড় নিষ্ঠুর—আত্মসুখী। কিন্তু জানিও—তোমাদের জন্য আমার হৃদয় কাঁদে। কাঁদে বলিয়াই এ কথা এতদিন শুন নাই—নচেৎ হৃদয় মধ্যে অনেক দিন জাগিয়াছে। পিতা জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ—তিনি হয়ত জ্ঞানে সহ্য করিবেন—কিন্তু মার জন্যই আমি আজও সংসারী। যে মা আমায় ভালবাসার জন্যই আমার উপর বিরক্ত—এমন মাকে কাঁদাইতে আমাকেও কাঁদিতে হয়—তাই আমি আজও সংসারী। আর তুমি মায়া! তুমি,—তোমায় সম্মুখে দেখিয়াই আমি আজও সংসারী—তুমি না কৃপা

করিলে—আমি পলাইব কোথায়? তোমার রূপেই চক্ষু ঢাকা—পথ কোথায়? তাই আমি আজও সংসারী। আমার হৃদয় আছে—কিন্তু মায়া! এ হৃদয় কি হইবে? কেন? কয় দিনের জন্য? যাহা অনিচ্ছায় এক দিন ফেলিতেই হইবে, আর তাহা দৃষ্টি কেন? যত দৃষ্টি দিবে—ততই হৃদয়ে সে মূল প্রোথিত হইবে—কিন্তু এক দিন উৎপাটনে বড়ই বিষম বাজিবে। যদি ভালবাসা বুঝিয়া থাক—যদি সংসার ভালবাসার অনিত্যতা হৃদয়ে বাজিয়া থাকে—তবে পশ্চান্মুখ হও—নচেৎ দুই দিনের ভালবাসায় মুগ্ধ যে জন—তাহার কথা ছাড়িয়া দাও। সে—ভালবাসার ব্যথা আজও বুঝে নাই—তাই সে আমায় নিষ্ঠুর, আত্মসুখী দেখিবে। আমি বুঝিয়াছি ভালবাসাই বৈরাগ্যের মূল, যে ভালবাসায় বৈরাগ্যের উদয় হয় না—সেই ভালবাসাই মায়া। মায়া! আর কাঁদিও না—আর আমার চক্ষু ঢাকিও না। আমি অন্ধ হইয়াছি—পথ দেখাও—বল দাও।"

এ কথার কে উত্তর দিবে? নারী হইয়া কে—এ কথা কর্ণে ধারণ করিবে? কাহার কর্ণ এত স্নায়ু শূন্য যে, এ বাক্যবিষ মস্তিষ্কে না তুলিবে? কে—এ বিষে আত্মহারা না হইবে?

নরনারায়ণ দেখিলেন, যোগমায়ার মুখে শব্দ নাই—কিন্তু দৃষ্টি আছে। চক্ষে জল নাই—কিন্তু দীর্ঘনিশ্বাস আছে। নাই কি? নাই কেবল—যাহা থাকিলে মানুষ মানুষ হইয়া সুখ দুখ অনুভব করে। হায়! হায়! দেখ দেখ যোগমায়া! একা বিধি এক মাটীতে কেমন দুই গড়িয়াছে। তুমি যাও লইতে—নরনারায়ণ চান ফেলিতে—কারণে কিন্তু এক। যাহার জন্য তুমি সংসার ভালবাস—তাহার জন্যই নরনারায়ণ সংসার ত্যাগে উন্মুখ। বলিতে পার উভয়ের প্রেম, এক—কি—দুই?

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

লাখরাজ ভূসম্পত্তি পাটা পত্র কিছুই নাই—কেবল ভোগদখলে সত্ত্বাধিকারী। কিন্তু আজ জ্যোতিঃপ্রসাদ তাহা শুনিতে চাহেন না। কার জমি—কে ভোগ করে—জ্যোতিঃপ্রসাদ তাহা জানিতে চাহেন। নচেৎ খাসে লইতে চাহেন।

শিবসুন্দর—জীবসুন্দরকে বলিলেন, "লাখরাজ জমির আর কি নথিপত্র থাকিবে? আমাদের দোয়েমকানুনের কাগজ খানি দাও দেখি—গিয়া দেখাই—তাহাতে কৃষ্ণের যাহা ইচ্ছা—আর আমাদের ভাগ্য।"

জীবসুন্দর বলিলেন, "সে খানিত খুঁজিয়া পাইতেছি না। আমার বোধ হয় সে খানি শশাঙ্ক বাবুর নিকট।"

শি। তাঁহার নিকট কি রূপে গেল?

জী। আমার প্রায়শ্চিত্ত লইয়া যখন তাঁহার সহিত আপনাদের ভাবান্তর হয়, তখন তাহা আমার বাক্সের ভিতরই ছিল। পরে যখন আমার স্ত্রী সেই সময় মায়াপুরে যান—তাঁহার সঙ্গেই ওই বাক্স যায়। বাক্সটা খারাপ হইয়া যাওয়ায় শ্বশুর মহাশয় মেরামতের জন্য দেন। বাক্স যে মেরামত হইয়াছিল—তাহা এখন শুনিতেছি, সে জন্য এতদিন সে অনুসন্ধান হয় নাই।

শি। তাঁহার নিকট থাকে তাহাতে ক্ষতি কি? যদি হারাইয়া থাকে তবেই ত গোল। তাহা হইলে উপায় কি? একবারত জিজ্ঞাসা করিতে হইবে?

জীবসুন্দরের মুখ ম্লান হইয়া গেল। কায যে অতি অন্যায় হইয়াছে—সে অনুতাপ তিনি হৃদয়ে অনুভব করিলেন; ভাবিলেন—ঈশ্বর! বস্তুতই মানুষের অহংকার বৃথা—কাল মাতার নিকট যাহা বলিয়াছি—আজ সেই আমি তাহাই ভুলিব। না ভুলিলে তাহার অনুসন্ধান হয় কই? না অনুসন্ধান হইলে—আমার জন্যই পিতা মাতা সর্ব্বশান্ত হইবেন? লাখরাজের দোয়েমই পাট্টাস্বরূপ, যদি তাহাই না দেখাইতে পারা যায়—তবে জ্যোতিঃপ্রসাদের বিশ্বাসই বা কে আনিবে?

জ্যোতিঃপ্রসাদই কি তাহা জানেন না? শ্বশুর মহাশয়ই কি তাহা জানেন না? না জানিতে পারেন—বহু পূর্ব্বের কথা—জ্যোতিঃ-প্রসাদের পিতামহ বিজয়প্রসাদের সে ছাড়—তবে না দেখিলে বিশ্বাস করিবেন কেন?

যদি তাই হয়—যদি শ্বশুর মহাশয়ই রাখিয়া থাকেন—এ সময়ে তিনি তাহা দিবেন কি? কে জানে—মানুষের মন কত রূপ। সেই আমি—সেই তিনি—কিন্তু আজ আমি আর সে আমি নই—আজ তিনি হয়ত সে তিনি নাই—যদি থাকিবেন—তবে জ্যোতিঃপ্রসাদের এ পরামর্শদাতা কে?

জীবসুন্দরের চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল। ভয় যেন মুখে ভাসিতে লাগিল। লজ্জা যেন আর মুখ তুলিতে দিল না।

শিবসুন্দর, জীবসুন্দরের ভাব দেখিতে ছিলেন—বলিলেন, "ভাই! হইয়াছে কি? না পাওয়া যায়—নাই পাওয়া যাইবে? অন্ন যে জোগাই-তেছে—সেই জোগাইবে। তাহার জন্য ভাবনা কি? তবে একবার খোঁজ লইতে হইবে। আমিত কাছারিতে যাইতেছি। জমীদারের হুকুম যাইতেই হইবে—শশাঙ্কবাবুকে আমিই জিজ্ঞাসা করিব।"

জীবসুন্দর ধীরে ধীরে বলিলেন, "আপনি যাইবেন?"

শি। আমাদের একজনকে ত যাইতে হইবে। যে রূপ ভাব দেখিতেছি—হয় ত সর্ব্বশান্তই হইতে হইবে। জমীদারের সহিত বিবাদ কয় দিন চলে।

জী। আপনি যাইবেন না।

শি। না যাইলে কে যাইবে?

জী। যদি বলেন—আমি যাইব।

শি। সে একই কথা। তুমি বার বার আপত্তি করিতেছ কেন? তোমার মনের কথা কি?

জীবসুন্দর তাহা বলিতেও চাহেন না এবং শিবসুন্দরকে যাইতে দিতেও চাহেন না। শিবসুন্দর বলিলেন, "তোমার মনে যাহা—আমার কি তাহা শুনিবার নহে?"

অনেকক্ষণ বাদে জীবসুন্দর বলিলেন, "আপনাকে পাঠাইতে আমার কেমন ভয় হইতেছে।"

শি। কিসের ভয়।

জী। অপমানের।

শি। তুমি যাইলে কি সে ভয় নাই?

জী। না।

শি। কেন?

জী। আমি আমার অপমান সহ্য করিতে পারি—কিন্তু বাপ, মার, আপনার অপমান—সহ্য হইবে না।

শিবসুন্দর একটু হাসিলেন—বলিলেন, "তোমার অপমান কি আমাদের অপমান নহে?"

জী। সত্য। কিন্তু আমার যেন তাহা সহ্য হইবে—আপনাদের অপমান সহ্য হইবে না।

শি। আমাদের তাহা সহ্য হইবে কেন ভাই!

এই বলিয়া শিবসুন্দর, জীবসুন্দরের মস্তকে একবার হাত দিলেন—যেন জীবসুন্দরের মস্তকে কি পড়িয়াছে—ফেলিয়া দিবেন। উদ্দেশ্য—তাঁহার চক্ষু জল জীবসুন্দর যেন না দেখিতে পান; বলিলেন, "জীব! আমিই যাইব—যদি ও কথা না শুনাইতে, হয়ত তোমাকেই পাঠাইতাম—কিন্তু শুনিয়া এ সুখের ভাগ আমি তোমায় দিব না। জীব! জ্যেষ্ঠের নিকট কনিষ্ঠ বড় আদরের—আদরের বস্তুকে অনাদরে দেখিতে—কাহার ইচ্ছা হয়?"

জীবসুন্দর, শিবসুন্দরের মুখের দিকে তাকাইয়া চক্ষু জলে অন্ধ হইলেন। অঞ্চলে চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিলেন, "দাদা! সংসারের এ কমনীয়তা কি ত্যাগের? যে স্বর্গে ইহার অভাব—আমার তাহাকে স্বর্গ বলিয়া বোধ হয় না—তাই আমি সে স্বর্গ প্রার্থনা করি না। যে মুক্তিতে ইহার অভাব—আমার সে মুক্তিতে ইচ্ছা নাই—তাই আমি সংসার ভুলিতে পারি না। তবে—সংসারের এই কমনীয়তায় কে যেন আমায় সর্ব্বরসমাধুর্য্যে অন্তরে আকর্ষণ করে—তাই বার বার তাহাকে

সংসারের সর্ব্বসৌন্দর্য্যতায় মনে হয়—ভুলিতে পারি না। দাদা! তাহাকে কখন দেখি নাই বটে—কিন্তু যার শব্দ গন্ধে জগৎ আমোদিত —বলিতে পারেন তার রূপ, রস, স্পর্শ কেমন ?”

শি। জীব! অবিদ্যার কুহক মন্ত্রে আত্মচিন্তা ভুলিও না। মায়ার নানারূপ, সে ধর্ম্ম রূপে ছলনায়—ধর্ম্মপথের পথিককেও বঞ্চনা করিতে ছাড়ে না। মায়ার খেলা স্বরূপের ছায়া মাত্র। ছায়ার মাধুর্য্যে কায়ার মাধুর্য্য ভুলিও না। তুমি—যে প্রেমরস মাধুর্য্যে মোহিত—তাহা অনিত্য। তাহার নিত্যস্বরূপের প্রেমরস মাধুর্য্যে অগ্রসর হও—স্বরূপরূপের ভিখারী হও। কি ছার প্রেমরস মাধুর্য্য দেখিতেছ ? যাহা আপ্তসুখগত —তাহাই কাম, কামে কৃষ্ণ বশ নহে; যাহা কৃষ্ণসুখগত তাহাই প্রেম, প্রেমে—কৃষ্ণ বাঁধা। কৃষ্ণই প্রেমরস মাধুর্য্যের শিরমণি।

“আত্মজ্ঞান শুন্যে কেবল জগৎজ্ঞানে যে অহংজ্ঞান তাহাই অবিদ্যা। অবিদ্যায় যে ধর্ম্মাচরণ—তাহা শুদ্ধাত্মার নহে—মায়ামুগ্ধ বদ্ধ জীবের। মায়া ধর্ম্মে মায়ার পুণ্যলাভ। যে পুণ্যে আজ তুমি নিষ্ঠাবান, ধর্ম্মব্রতী, শুদ্ধাচারী। কিন্তু গোপীধর্ম্ম বেদাতীত—গোপীধর্ম্ম ভিন্ন কৃষ্ণ লাভ হয় না। কৃষ্ণ লাভ ভিন্ন—রূপ, রস, স্পর্শ কোথায় ?—কাহার ?

“অহৈতুকী ভক্তি ভিন্ন গোপীধর্ম্ম লাভ হয় না। স্বরূপদেহ ভিন্ন অহৈতুকী ভক্তির উদয় হয় না। স্বরূপশক্তি ভিন্ন গুরুমুখে স্বরূপ দেশে ‘দ্বিতীয় জন্ম লাভ হয় না। অতএব মোহিনী মায়ার—ছায়া প্রেমের—ছায়া অবলম্বন অন্তরে ত্যাগ করিতে শিখ—বাহিরে বৈধী সেবার জন্য লইয়া—কৃষ্ণকায়া চিদঙ্গ বিগ্রহরূপ—গুরুর সেবা কর। তখন দেখিবে—এ প্রেম কায়ার নহে—ছায়ার। তখন দেখিবে—যাহার এক কণায় মায়ার এ রস মাধুর্য্য—সে কেমন সুন্দর!”

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

বহির্ব্বাটীতে ইন্দ্রনারায়ণ, দেবেন্দ্র ও অন্যান্য দুই একজন বৃদ্ধ প্রতিবাসী বসিয়া গল্প করিতেছেন।

কথায় কথায় দেবেন্দ্র, ইন্দ্রনারায়ণকে বলিলেন, "স্ত্রীর কথা শুনিতে পুরুষ বাধ্য—যদি না হইবে—তবে এ হেন ইন্দ্রনারায়ণ আজ মন্ত্র গ্রহণ করে কেন? অনেক নটনারায়ণ, নরনারায়ণ ভাসিয়াছে—কিন্তু একটা বালিকা ভাসিল না কেন?"

ইন্দ্র। তোমাদের এ সকল বলে কে? অবশ্য বড়দাদা—এরূপ কোন কথা বলিয়াছেন?

দে। না। নরনারায়ণ এ সকল বিষয়ে কোন কথা কহে নাই বা—কহে না। আমার জ্ঞান বলিয়াছে—আর বলিতেছে? যদি না হয়—তবে এ মন্ত্র গ্রহণ কি তোমার ইচ্ছায়? যদি হয়—তবে বল দেখি না বুঝিয়া দাদাকে কত ব্যথা দিয়াছ? এখন দাদার কাছে অপরাধ স্বীকার করা উচিত।

বৃদ্ধেরা বলিলেন, "কেন দেবেন্দ্র তুমি এরূপ বলিতেছ? মানুষ কি চির দিন সমান থাকে? এক দিন—না এক দিন—ঈশ্বরের কৃপা হয়। অবশ্য তাঁহার কৃপা হইয়াছে—তাই মতি গতি ফিরিয়াছে। এখন কি আর দাদাকে সে রূপ করিবে?"

ইন্দ্রনারায়ণ সে কথা না শুনিয়াই বলিলেন, "তাত সত্য কথা—দুইটা কথা শুনিলেই ধর্ম্ম হইয়া গেল—না? দুইবার—হরি হরি বলিলেই সাধু—না? লেখাপড়া শিখিয়া এত মূর্খ কেহ থাকে না। ও সব যারা মূর্খ—তাদের কাছে বলিও। আমরা যাহা মুখে বলি—তাহা কার্য্যে দেখাই। দাদার যে এত ধর্ম্ম ভাব—তবে শ্বশুর বাড়ী গিয়া বসিয়া রহিলেন কেন?"

দে। যাহা মুখে বল তাহা কার্য্যে কর। এই ত মুখে মন্ত্রে যে রূপ ভক্তি দেখাইলে—কার্য্যে তাহার করিলে কি? তবে মন্ত্র গ্রহন করিলে কেন?

ই। আমি মন্ত্র গ্রহণ করি নাই—আমি মার আজ্ঞা পালন করিয়াছি। কেবল ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া লোক ভুলাইলে ত হয় না—মাকে বেদনা দেওয়া—দাদার কি ভাল হইল?

তখন বৃদ্ধেরা ইন্দ্রনারায়ণকে বুঝাইতে বসিলেন। কিন্তু ইন্দ্রনারায়ণের মুখের কাছে কে টিকিবে? বিলাতের—ন্যায়, দর্শন লেখকের তর্কে, বুড়ারা জিতিতে পারেন না—আবার বুড়াদের কৃষ্ণ, গৌতম, কণাদের কথায় ইন্দ্রনারায়ণ—কি উত্তর দিবেন, তাহাও খুঁজিয়া পান না; ভাবিলেন—টিকিদাসদের পুস্তকে দেখিবার বস্তু না থাকিলেও. দিন কতক দেখিতে হইতেছে—না দেখিলে—তাহাদের কথা লইয়া যাহারা বাক্য ব্যয় করে—তাহাদের উত্তর দেওয়া যায় না।

দেবেন্দ্রকে বলিলেন, "দেবেন্দ্র! আজ কাল ভারত অপেক্ষা বিলাতে হিন্দুধর্ম্মের আলোচনা অধিক—তাহা জান? জান বলিতেছি—জানিবেই বা কিরূপে, ইংরাজি ভিন্ন পৃথিবীর খবর জানিবার যো নাই। এই জন্যই যাহারা ইংরাজি জানে না—তাহাদের অশিক্ষিত বলিতে হয়। তোমরা কুশাসন পাতিয়া আহ্নিক পূজা—দেব আরাধনা কর, ভাব ইহা ধর্ম্মের অঙ্গ—কিন্তু এ ব্যবস্থা পূর্ব্বঋষিরা করিয়াছিলেন কেন বল দেখি? যদিও তাঁহারা বিজ্ঞানের উন্নতি করিতে পারেন নাই—তত্রাচ ব্যবহারদর্শনে তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, ইহাতে একটা কার্য্য হয়। এখন বিজ্ঞানের উন্নতিতে দেখা যাইতেছে—"মাক্ষমূলর" বলিতেছেন যে, এরূপ আসনে "ইলেকট্রিসিটি পাস" হয়। এই সব দেখিয়া শুনিয়া ধর্ম্মে উন্নতি করিতে শিখ—নচেৎ গাধার মত খাটিলে কি হইবে?"

দে। তাত সত্যই। এইরূপ উপদেশের জন্যই ত তোমার এ নৃত্য দেখা। "ইলেকট্রিসিটি" নামটীত শুনিয়াছি। আবার শুনিয়াছি—যিনি ইহার আবিষ্কারক, তিনিও ইহা যে কি—তাহা বলিতে পারেন না। তবে তুমি আর তাহার কি বলিবে? তাহার কতকগুলি কায দেখিয়াছ মাত্র—"মাক্ষমূলারের" কুশাসন অনুসন্ধানে আমিত অধিক কিছু জানিলাম না। তবে জানিলাম—কুশাসনের বৈজ্ঞানিক কথাটা বিলাত হইতে না আসিলে, উহা যে ধর্ম্মের অঙ্গ—তাহা ধরিতে না—এখন ধরিতে পার।

ই। তাই বা কেন? যতদিন লোক মূর্খ, অজ্ঞান থাকে—ততদিন কাঠ পাথর পূজা করে। হিন্দু শাস্ত্রেরও ত তাই মত। কতকগুলা মূর্খ তাহা না জানিয়া কেবল গোলমাল করে। তোমাদের কৃষ্ণইত তাহা অনেক স্থানে বলিয়াছেন। কৃষ্ণ আর কি? এক জন আদর্শ মনুষ্য; জ্ঞানী, বুদ্ধিমান, যুদ্ধকুশলা।

একজন বৃদ্ধ বলিলেন, "কৃষ্ণত আদর্শ মানুষ—তবে পাহাড় টা ধারণ করাও কি মানুষের সাধ্য? যদি এমন মানুষই হয়—আমরা তাহাকেই মানুষ না বলিয়া ঈশ্বর বলি। মানুষ বলিতে বেদনা লাগে।"

ই। কতকগুলা লোক তাহাকে বাড়াইবার জন্য, কতকগুলা অমানুষিক গল্প লিখিয়া মহাভারতটাকে নষ্ট করিয়াছে। তাহাও এখন ধরা পড়িতেছে—মূর্খেরা কিন্তু তাহাতে গোলমাল করিতে ছাড়ে না।

বৃ। তোমাদের আর কি বলিব—তোমাদের লেখা পড়ার এমনি ক্ষমতা যে, কাল ব্রহ্মেতে যে যুদ্ধ হইয়া গেল, আজ কাগজ পত্র দেখিয়া তাহার সত্য উদ্ধার করিতে পার না—দুই মুখ এক করিতে পার না—বিবাদ বাধে। কিন্তু যে দিন ইতিহাস ধরিতে পারে নাই—সেই দিনের বিষয় লইয়া অহংকার বাড়াইতে পার—সত্য উদ্ধারে জীবন দিতে পার। তোমাদের জীবন যেমন—জীবন দানও তেমনি—তোমরা তর্কের উপযুক্ত নহ—তর্ক করিয়া কি লাভ?

এই বলিয়া দেবেন্দ্রকে বলিলেন—"ভায়া! কি হাঁ করিয়া তাকাইয়া দেখিতেছ?" দেবেন্দ্র একটু হাসিলেন—বলিলেন, "দেখিতেছি যাহা—তাহা অতি আশ্চর্য্য।"

বৃ। কি বল দেখি?

দে। যে সময়ের মধ্যে পাঁচশতবার অতশত জানিনা—দেখিবার শুনিবার ঢের জিনিস আছে—শুনিতাম, আজ ইন্দ্রনারায়ণের সে বাক্য কে হরিয়া লইল? যে লইয়াছে—সে বড় বাহাদুর—আমি তাহার ক্ষমতাই ভাবিতে ছিলাম।

তখন সকলেই হাসিয়া উঠিলেন। ইন্দ্রনারায়ণ বড়ই বিরক্ত হইলেন। নটনারায়ণের ভয়ে বৃদ্ধদের কিছু বলিতে পারিলেন না বা মুখ

বলিয়া কিছু বলিলেন না, ভাবিলেন—তোমাদের বুজরুকী বাহির করিতেছি। আরও দিন কতক যাক ২।৪ খানা বই পড়িয়া লই; বলিলেন, "কেন? গীতা পাঠ করিয়াইত তা বুঝা যায় যে—সে লেখনি প্রসূত শ্রীমদ্ভাগবত নহে?"

বৃদ্ধেরা বলিলেন, "আর আমাদের তর্কে প্রয়োজন নাই—তোমার সহিত দুইটা আলাপ করিতেছিলাম—তর্কে প্রয়োজন কি? পকেট গীতা—একপয়সার গীতা—যখনই বাহির হইয়াছে—তখনই বুঝা গিয়াছে যে, ধর্ম্মের এই বার কিছু শ্রীবৃদ্ধি হইবে। তোমারও যেরূপ গতি—অর্থের টান ধরিলে, তুমিও একটা বাহির না করিয়া ছাড়িবে না বোধ হয়।"

ই। অবশ্য তাহাতে যে টুকু নীতি পাওয়া যায়—তাহা লওয়া উচিত এবং তাহা সাধারণ যাহাতে লইতে পারে—তাহা করা উচিত। নীতিই—ধর্ম্ম।

দেবেন্দ্র বলিলেন, "এরূপ নীতিধ্বজদিগকে এক একটা অবতার বলিতে হইবে। তবে—উঠাইবার কি ডুবাইবার—তাহাই ভাবিবার বিষয়।" সকলেই হাসিয়া উঠিলেন। ইন্দ্রনারায়ণ বলিলেন, "আপনাদের কিছুই জানা নাই—কিন্তু মনে মনে অহংকার।"

বৃদ্ধেরা বলিলেন, "তা সত্য—যে নিজেকে নিজে দেখিতে না জানে—তার ওই রূপই বোধ হয়।"

দেবেন্দ্রের এ কথায় কিছু ভাবান্তর হইল, ভাবিলেন—কথায় বলে—ইল্লোত যায় ধুলে—স্বভাব যায় মলে। সে দিন নটনারায়ণ বাবু এত বলিলেন, কই? তাহাত আমার মনে নাই! বিনা অহংকারে এরূপ আলাপ পরিহাস হয় কি? তবে ইন্দ্রনারায়ণকেই বা কেবল দোষী দেখি কেন? সত্যই—শাখা কাটিয়া বৃক্ষের ধ্বংশ—প্রলাপের জ্ঞান। নটনারায়ণ বাবুর এ কথা সত্য—অতি সত্য।

তখন নটনারায়ণ আসিয়া বসিলেন। ইন্দ্রনারায়ণ বাহিরে গেলেন।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

আহারান্তে শশাঙ্ক নিদ্রার পর, একবার এ দিক ও দিক চাহিয়া—প্রভাবতীকে ডাকিলেন। প্রভাবতী যেন নিকটেই ছিলেন—বলিলেন, "বৈকালির সময় হইল না কি ?"

শ। আর বৈকালিতে কায নাই, যে খাওয়াইয়াছ—তাই আজ হজম করি। এখন একটু ঠাণ্ডা পানি দাও দেখি ?

প্র। আবার কি নিকের সাধ হইল নাকি ?

শ। কি রকম ?

প্র। মুসলমানির প্রেম ভিন্ন, জলকে পানি বলিতে কার ইচ্ছা হয় ?

তখন প্রভাবতী, একটী নূতন মৃন্ময় পাত্রে জল আনিয়া একটু কেওড়া দিয়া সম্মুখে ধরিলেন। শশাঙ্ক বলিলেন, "কেন ? আমি কি কল্‌মা পড়িয়াছি যে, এত গেলাস থাকিতে মাটির ভাঁড় ?"

প্র। কেন ? আমি কি এতই পাগল হইয়াছি যে, এই বৈশাখের তীব্র রৌদ্রে—রূপ দেখিয়া ভুলিব ? রূপে চক্ষু পুড়ে—গুণে হৃদয় গলে।

শ। না। তোমার কাছে আমার আর কথা কহিবার যো নাই।

প্র। নায়েব মানুষ—মন্ত্রী। একটা মাগীর কথায় হায় মানিলে চলিবে কেন ? আর মাগীই বা ছাড়িবে কেন ?

এই বলিয়া প্রভাবতী—শয্যার এক পার্শ্বে গৃহিণীর মত বসিলেন। শশাঙ্ক বলিলেন—"আজিকার ভাব যে কিছু বুঝিতে পারিতেছি না, আজ এত আদরই বা কেন ? যাহার সাত ডাকে দর্শন মিলে না—হটাৎ তাহার উদয়ই বা কেন ?"

প্রভাবতী বলিলেন, "সে কথা পরে হবে—এখন বল দেখি মন্ত্রী মহাশয়—মন্ত্রনাটি যা দিলে—তার মেও ধরিবে কে ?"

শ। আমি।

প্র। বৈবাহিককে যে খাজনা দিতে বলিয়াছ—তাহা হইলে তাঁহারা খাইবেন কি ? ওই জমি মাল করিলে—তাঁহাদের সংসার খরচের কি সংকুলান হইবে ? লাখরাজ বলিয়াই ত এক রূপ চলিতেছিল ?

শ। আমি ধার দিব।

প্র। ওঃ—কি আমার দাতা। তবুও প্রাণ ধরিয়া দিব বলিতে পারিলে না। তাঁহারা কখনও কি যাচিজ্ঞা করিয়াছেন ? ধার লইয়াছেন ? সাধ করিয়া ভাল মানুষকে এ দায়ে ফেলা কেন ?

শ। ভাল মানুষ হইয়াছিল কেন ?

প্র। তোমার এক কথা—না আছে মাথা—না আছে মুণ্ডু।

শশাঙ্ক হাসিয়া উঠিলেন। প্রভাবতী বলিলেন—"সব সময় হাসি ভাল লাগে না।"

শ। সব সময়—পরিহাস ভাল লাগে না।

প্র। ভাল মানুষ কে—না হতে চায় ?

শ। হইব বলিয়াইত দায়ে ফেলিতেছি।

প্র। ভাল মানুষকে দায়ে ফেলিয়া মানুষ কি ভাল হইতে পারে ?

শ। ভাল মানুষকে চেনার মত চিনিলেই—ভাল হইতে পারে।

প্র। তুমি চিনিবে—তোমার উপকার—তাঁর লাভ কি ?

শ। তার আমি হইব।

প্র। তোমায় তাঁর কি দরকার ?

শ। দরকার না হয়—তিনি ভাল মানুষ নহেন।

প্র। কি কথা কও, সকল সময়ে ঠাট্টা ভাল লাগে না।

শ। তামাসা ভিন্ন তুমি কথা কও না—সেটা সকল সময়ে কি রকম ভাল লাগে না—তোমার ভাল জানা নাই—এখনও আর একটু জানাইব। জানা হইয়াছে কি—বল দেখি ?

প্র। আচ্ছা আমারও মনে রহিল।

এই বলিয়া প্রভা একটু অপ্রস্তুত হইয়া বসিয়া রহিলেন। শশাঙ্ক প্রভাবতীর মুখ খানি দেখিতেছেন—আর মৃদু মন্দ হাসিতেছেন; বলিলেন, "নেসাখোর মানুষ নেশা ভিন্ন বুদ্ধি স্থির রাখিতে পারে না—একবার "রামাকে" ডাক দেখি, তামাক দিক—দেখি মানভাঙ্গার পালাটা গাহিতে পারি কি না।"

প্রভাবতী বলিলেন, "সমস্ত দিন খাটিয়া মরে—এই চারিটি খাইয়া একটু শুইয়াছে—আমিই তামাক দিতেছি।"

যেমন প্রভাবতী উঠিবেন—আর শশাঙ্ক বলিলেন, "কর কি? কর কি? যেমন আছ তেমনি থাক—আমার পালা গাহিতেই হইবে—নড়িও না। এক দিন কৃষ্ণ—যে মান ভাঙ্গিয়াছিলেন—সে মানত কপালে ঘটিবেই না—যাহা ঘটাইয়াছেন তাহা ছাড়িব কেন? কে ছাড়ে? এই মান ভাঙ্গাভাঙ্গি লইয়াই ত আজ কাল সংসার চলিতেছে, তাতেইত কলির রং ফিরিয়াছে—সভ্য হইয়াছে। তাতেই ত ফাঁকা মাঠে আর বস্ত্রহরণ নাই। সাধে নাই? তখন যে একেলা পুরুষ কৃষ্ণ—আর এখন যে অংশীদার ঢের।"

প্রভাবতী হাঁসিয়া ফেলিলেন। শশাঙ্ক বলিলেন, "ছি! তুমি বড় অরসিক। অরসিক ত হইবেই—সে বয়স নাই—শোভায় সে শোভা নাই—প্রেম আর দাঁড়াইবে কোথা? এমন মান ভাঙ্গাইতে—আজ কাল আর কেহ সাধে না। তবুও তুমি আমার মূল্য বুঝিবে না।"

তামাক সাজিয়া প্রভাবতী শশাঙ্ক হস্তে দিলেন—বলিলেন, "লও ঢের রঙ্গ হইয়াছে—বুড়া হইলে তবুও রঙ্গ গেল না।"

শশাঙ্ক নলটী হাতে করিয়া বলিলেন, "ঠিক ধরিয়াছ প্রভা! রঙ্গ ছাড়িব বলিয়াই ত আমার এ কায। বুড়া হইলাম—তবুও মন বুড়া হইতে চায় না। এই বিষয় লইয়াই কাটাইতে চায়। কিছুতেই মনকে—ফিরাইতে পারিলাম না। তাই ভাবিয়াছি, বুড়া হরসুন্দরকে এই বিষয়ে জড়াইতে পারিলে, বিষয়চ্ছলেও বুড়াকে ভাবিতে হইবে; যদি বুড়া বিষয় অতীত হইয়া থাকে—তবে তাহাকে ভাবিয়া আমিও অতীত হইব।"

প্র। এ আবার কি ধর্ম্ম? এত কখন শুনি নাই?

শ। না প্রভা—শুন নাই। কিন্তু আমি অতি হতভাগ্য, আমার এ ভিন্ন অন্য উপায়ও নাই। যাঁহারা সাধু—তাঁহাদের উপায় আছে। আমার সে উপায় সহ্য হইল না—মন ধরিল না। মন ধরিল না—কিন্তু আমিও ছাড়িব না। তাই এ উপায় লইতে হইয়াছে।

প্র। এ ভাব ত বুঝি না। তবে যদি হয় হউক—কিন্তু তোমার জন্য তাঁহাদের কষ্ট—সেটাই কি ভাল?

শ। কষ্ট লাগে কার? তোমার আমার। যে—ঈশ্বরে প্রাণ দিয়াছে, তার ইহাতে কষ্ট লাগে না। সে—আমার এ বেদনা জানিলে, সব কষ্ট ভুলিবে। সন্তানের মুখ দেখিয়া—প্রসূতি সব বেদনা ভুলে।

প্র। জ্যোতিঃপ্রসাদকে কি—না জড়াইলে হইত না?

শ। এ যজ্ঞের জ্যোতিঃপ্রসাদ—যজমান, আমি পুরোহিত, যজ্ঞ কার্য্য। কার্য্য মিথ্যা—কার্য্যে যে ফল—তাহাই ধর্ম্ম। লোকে তাহা না দেখিয়া কার্য্য বিচারে, কার্য্যকেই ধর্ম্ম মনে করে—তাই গোল হয়।

প্র। এ কার্য্যের ত একটা ফল আছে?

শ। আছে। এ কার্য্যের ফল আত্মলাভ—আত্মলাভই নিত্যধর্ম্ম।

প্র। হইতে পারে। যাহা জানি না—তাহার কি উত্তর দিব। তবে তাঁহাদের কষ্ট মনে করিলেই অস্থির হই।

শশাঙ্ক একটু স্থির হইয়া রহিলেন, পরে বলিলেন, "এততেও তুমি আমার মনের ভাব বুঝিলে না। আমার প্রাণ যাহাকে চায়—তাহার কষ্ট কি প্রাণ দেখিতে চায়? তা নয়—প্রাণ দেখিতে চায়—সে প্রাণের প্রাণ—কেমন। তার শব্দ শুনিয়াছি—গন্ধ পাইয়াছি—কিন্তু তবুও এ সংসার গন্ধ—নাক হইতে গেল না। তাই তাহাকে একবার হাঁটকাইয়া দেখিতে চায়—এ গন্ধকে—সে গন্ধ ঢাকিতে পারে কি না। দেখিব বলিয়াই কি এমন দেখিব—যে প্রাণে মারিব? তাহা নহে। উপরে মারিব—ভিতরে মাথায় রাখিব। তুমি কি সন্তানকে মার না? ভালবাসার জন্যই মার। বিষ্ণুপ্রিয়া কি—বাপ মায় ভুলিয়াছে? তবে বিষ্ণুপ্রিয়া আসিল না কেন? আমি যে ভাব এত দিনে লাভ করিতে পারি নাই—হরসুন্দরের সংসারে মা আমার—তাহা দুই দিনে লাভ করিয়াছে।"

প্র। এরূপ দেখা কি—অন্য রূপে দেখিলে হইত না?

শ। তাহা হইলে জ্যোতিঃপ্রসাদ দেখিতে পায় না—তার চক্ষু অন্য দিক দিয়া দেখিতে শিখে নাই।

প্র। তার জন্য তোমার এত ভাবনা কি? সংসারে এত লোক থাকিতে যে, মানুষ রূপে পশু, তার জন্য এ আয়োজন কেন? যাহা বলিতেছ সব শুনিতেছি—কিন্তু জ্যোতিঃপ্রসাদের কথায় হাসি পায়।

শ। হাসিও না প্রভা! জ্যোতিঃপ্রসাদ পশু বটে—কিন্তু নরপশু নহে। তাই জোতিঃপ্রসাদকে ভালবাসি। উপরে ভয় করি—ভিতরে দয়া করি—সেই দয়ায় আমার এ কার্য্য।

প্র। পশু আর নরপশু কি?

শ। যে কেবল দেহের ক্ষুধা তৃষ্ণায় ব্যস্ত—শান্তিতে শান্ত—সেই পশু। আর যে জ্ঞানের খেলায়, অহংবোদ্ধা হইয়া লোক চক্ষে ধূলা দিয়া পশুত্ব ভোগ করিতে চায়—সেই নরপশু। যদি দয়া করিতে হয়—তবে পশুকেই করিবে—নরপশুকে দয়ার স্থানে দাঁড়াইতে দিও না; আবার—নূতন ভাণ শিখিবে! ইহারা বহুরূপী—মায়ার খাস চারা।

প্র। সংসারে নরপশু বা পশুর লক্ষণ কি?

শ। যাহাদের হৃদয়ে যাহা—মুখে তাহা; ভাণ কাহাকে বলে জানে না—কিন্তু ত্রিপণ্ড ঘোর নারকী অহংবোদ্ধা—যেমন জ্যোতিঃপ্রসাদ—তাহারাই মানুষ সংসারে পশু। আর যাহাদের মুখে এক—হৃদয়ে এক—সর্ব্বদাই মুখ মুখোসে ঢাকা, তাহারাই নরপশু। নরপশুর দুই রূপ—এক সংসারভণ্ড—এক ধর্ম্মভণ্ড। সংসারভণ্ডের জন্য সংসার উৎসন্ন হয়। ইহাদের মুখে শান্তি—প্রাণে অশান্তি। ইহারা আপনার মাকে লাথি মারে—জগৎ মাতার মহিমায় বক্তৃতা করে। ইহারা আপন দেশ উৎসন্ন দেয়—পরের দেশের গুণ গায়। ইহারা ধর্ম্ম মানে না—নীতি মানে। ইহারা আপন নীতির দোষ দেখে—পরের নীতি ঘরে আনে। ইহারা ঘরের নারী বাহিরে আনে—পরের নারী পূজা করে। এই রূপ, ধর্ম্মভণ্ডের জন্যই ধর্ম্ম লোপ পায়। ইহাদের মুখে আনন্দ—প্রাণে নিরানন্দ। ইহারা মালা লয়—নাম লয় না—খেউড় গায়। নাম লয়—হরি লয় না—শূণ্য লয়। গর্গ মুনি নিবেদনে, স্বয়ং হরি খাইলেও মায়া চক্ষে দেখিতে না পাইয়া কতই ভৎর্সনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার কৃষ্ণে ভক্তি ছিল—তাই কৃষ্ণ স্বরূপে দেখা দিয়াছিলেন। ইহাদের ভক্তি নাই—তাই অহংকার দেখা দেয়। ইহাদের হৃদয়ে অহং—বাহিরে দাস। ইহাদের স্বরূপে ভ্রম—বিরূপে অহং। ইহাদের গুণ নাই—তাই নির্গুণ।

ইহাদের মুখে কালী—হৃদয়ে কালি। ইহাদের পঞ্চমকার—বাহিরের নচ্ছার ব্যাপার।

প্র। থাক বুঝিয়াছি। এখন—তুমি কোন দলে? তোমারও ত মুখে এক—হৃদয়ে এক।

শ। তা বটে—কিন্তু আকাশ পাতাল ভেদ। এক চায় অহং বৃদ্ধি করিতে—এক চাহে অহং নষ্ট করিতে। অহং লইয়াই মারামারী।

প্র। মন্ত্রীর বুদ্ধি বটে। কিন্তু এ বুদ্ধিটী কোথা হইতে আসিল?

শ। বিদ্রূপে বুঝিতে পারিবে না। যে দিন সংসার জ্বালায় জ্বলিয়া চক্ষের জল ফেলিবে, সেই দিন বলিব—নচেৎ আজ বলিলে বিদ্রূপের স্রোতে ভাসিয়া যাইবে। শাস্ত্রে—এ পথও আছে।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

আজ বিষয়ানন্দ স্বদেশ যাত্রা করিবেন! নরনারায়ণ মন্ত্র গ্রহণ করিলেন না—চঞ্চলার সে খেদ রাখিবার স্থান নাই।

দশমীর প্রাতে হিন্দু সংসারে—বিশেষ পূজা বাটীতে—লোকের চিত্ত যেরূপ হয়, চঞ্চলার সংসারে আজ তাহাই। চঞ্চলা, তারা, কিরণশশী, গুরুদেবের সেবার আয়োজন করিতেছেন বটে—কিন্তু সে অন্যান্য দিনের মত নহে। সে পূজাও আর নাই, সে সাত্বিকী চিত্তও আর নাই—তবে যা আছে—তাই দেখিতেও হয়—আর বলিতেও হয়।

নরনারায়ণের ব্যবহারে গুরুদেব সন্তুষ্ট হন নাই। পাছে তাহাতে সংসারের অমঙ্গল ঘটে—চঞ্চলার তাহাই চিন্তা। তাহার জন্য তিনি গুরুদেবের পদরজে স্নাত হইয়াও শান্ত হইতে পারেন নাই—গুরুদেবও তাঁহাকে সে সান্ত্বনা দিতে পারেন নাই।

নরনারায়ণের জন্য যোগমায়া অব্যাহতি পাইলেন। তাঁহাকে আর

স্বতন্ত্র রূপে দোষের ভাগী হইতে হইল না। কিরণশশী মন্ত্র গ্রহণে আহ্লাদিতা। কারণ কোন কাযে আর তাঁহার বাধা নাই। মন্ত্রের সার না বুঝিলে এত আহ্লাদই বা হইবে কেন? ইন্দ্রনারায়ণ বাঁচিলেন—দায়ে পড়িয়াই তাঁহার এ মন্ত্র গ্রহণ। নচেৎ কিরণশশীর সে অভিমান—অসহ্য। এত করিয়াও কিরণশশীর মন পাওয়া ভার—ইন্দ্রনারায়ণের এ বেদনাও—অসহ্য।

দুই অসহ্য। ইন্দ্রনারায়ণ তবে করেন কি? তাহাও তিনি ভাবিয়া স্থির করিতে পারেন না।

ইন্দ্রনারায়ণ ভাবেন—আমার প্রেম কি সুন্দর! সংসারে—জগতে কত সৌন্দর্য্য ঢালা। কিরণশশী! তোমার জন্যই তাহা উপেক্ষা করি। কিন্তু দুঃখ বড়—তুমি এ প্রেমের মূল্য বোঝ না।

আমি নিজের ভাবেই নিজে আশ্চর্য্য হই। প্রেমে কঠিন পাষানও গলিয়া যায়—গলে নাই কি! নচেৎ বিষয়ানন্দ, ইন্দ্রনারায়ণের কানে কি ফু দিতে পারিত? কখনই না—কখনই না—কিরণ! এ প্রেমের অর্থ তুমি বুঝিলে না—তাই বড় দুঃখ!

ছি! সংসারে এত জ্ঞানের ভাণ্ডার থাকিতে—সংসারে এত কর্ত্তব্য থাকিতে—সংসারে এত চিন্তার বিষয় থাকিতে—সংসারে এত সুখ আহ্লাদের বস্তু থাকিতে—অসভ্যের মত—বুড়ীদের মত—সেকেলে গৃহিণীর মত—বার ব্রতে এত ঝোক কেন? ধিক আমায়! আমিও তোমায় পরিবর্ত্তন করিতে পারিলাম না।

পরিবর্ত্তন হইবে কিরূপে? বাদী যে পিছে পিছে? যেমন মা—তেমনি দিদি—কাহাকে কি বলিব? একত্র বাসের এ কুফল। সভ্য জগতের এ রীতি নহে—তাই ইংরাজের এ উন্নতি।

চঞ্চলা আসিয়া বলিলেন, "বাবা! এখনও চুপটি করিয়া বসিয়া আছ—গুরুদেব যাইতেছেন একবার দেখা কর—প্রণাম কর—অশীর্ব্বাদ করিবেন। চল চল কখন বলিয়াছি—কি ভাবিতেছ? আমি আর দাঁড়াইতে পারিব না।"

এই বলিয়া গৃহিণী ব্যস্ত হইয়া চলিয়া গেলেন। ইন্দ্রনারায়ণ

ভাবিলেন—কিছু বলি, আবার ভাবিলেন—কাহাকে বলিব? কিরূপে বুঝিবেন—আমাদের বাঙ্গালী যে ভূতগ্রস্থ।

বিলম্ব দেখিয়া কিরণশশী দেখা দিলেন—বলিলেন, "কি ভাবা হইতেছে? মা এত ডাকিতেছেন—কানে কি শুনিতে পাও না? কাগজ পড়িয়া কি হইবে? পরলোকের কায করা চাই? যাও—গুরু দেব আর অধিকক্ষণ থাকিবেন না।"

ইন্দ্রনারায়ণ বলিলেন,—"তোমার জন্যই ত ভাবিতেছি—অত ভাবাইলে আর ভাবিব না?"

কি। ওঃ—সেই কথায় বুঝি রাগ হইয়াছে—তবে না তুমি আমার উপর রাগ কর না? পুরুষের মন বড় খারাপ, মুখে এক—কাযে এক। তোমায় দেখিয়াই তাহা বুঝিতে পরিতেছি।

ই। কি বুঝিলে?

কি। সে কথা বলিবার সময় এখন নয়—এখন চল।

ই। আগে শুনি—তাহার পর গুরুদেবের কাছে যাইব। তুমি কেবল বৃথা আমায় ভাবাও।

কি। আমার ভাবনা ত সামান্য। আমিত আর বিলাত, আমেরিকা—ভাবাই না? সে ভাবায়—ভারত মাতা—আর বিলাতের ইতিহাস।

ই। কি—কি?

এই বলিয়া ইন্দ্রনারায়ণ বিকট হাস্য হাসিলেন। কিরণশশীও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে হাসিয়া বলিলেন—"কি জানি বাবু—তোমার মুখেই ওসব কথা শুনি—তুমি হাসিলে চলিবে কেন?"

ই। তোমার এই সকল বিদ্রূপের জন্যইত আমার রাগ। রাগ নয় অভিমান। কাল—কি না বলিলে বল দেখি?

কি। সে আবার রাত্রে হবে এখন—এখন চল।

ই। আচ্ছা তোমার কথাটা শুনা যাক।

এই বলিয়া ইন্দ্রনারায়ন যেন অতি ব্যস্তে বহির্ব্বাটীতে উপস্থিত হইলেন। বিষয়ানন্দ বলিলেন—"এস এস বাপু—তোমার জন্যই

ভাবিতে ছিলাম। ভাবিতে ছিলাম—আশীর্ব্বাদটা না করিয়া গেলে কি ভাল হয়? এত দেরি হইল কেন বাবা? হরি হরি হরি!”

ই। একটা কাযে ব্যস্ত ছিলাম তাই।

বি। তাইত বলি! অপরের কথা আমি শুনিব কেন। কাযের লোককে কাজ করিতে দেখিলে আমি বড় সুখী হই। তোমরা লেখা পড়া শিখিয়াছ—এ কথা কি বলিতে হয়। তা ঈশ্বর মিলাইয়াছেনও ভাল—শুনিলাম ছোট বউটীও খুব কর্ম্মিষ্ঠা—আমি শুনিয়া বড়ই সুখী হইয়াছি। তা সবই কৃষ্ণের ইচ্ছা—কৃষ্ণের খেলা।

তখন প্রণাম আশীর্ব্বাদ চুকিয়া গেল। গৃহিণী দূর হইতে আবার নরনারায়ণের জন্য দুঃখ করিতে লাগিলেন। বিষয়ানন্দ বলিলেন—“সে জন্য ভাবিতে হইবে না। কখন কি হইয়াছে, আমাদের কি তা মনে থাকে—আমি কোন দোষ লই নাই। আমি কি দোষ লইতে পারি—অবুঝ বালক—বিশেষ তোমাদের সন্তান। তবে কি যান—কৃষ্ণ কখন ভক্তের অপমান সহ্য করিতে পারেন না—এই আমার ভয়। তা গুরু বৈষ্ণবে ভক্তি থাকিলে সে ভয়ও নাই। তোমরা উহাকে ভাল করিয়া বুঝাইও—মন্ত্র গ্রহণের জন্য ভাবনা কি? এবার নাই বা হইল—অন্যবার হইবে—সংবাদ দিলেই আসিব। সকলি কৃষ্ণের ইচ্ছা। হরি হরি হরি!”

নরনারায়ণকে বলিলেন, “বাবা! আর পাগলামি করিওনা। বাপ মাকে কষ্ট দেওয়া ভাল হইল কি? দেখ দেখি তোমার ভাই কেমন সুবোধ। তোমার কনিষ্ঠ হইলে কি হইবে—ভক্তি যার আছে—সেই বড়। তা বাবা ভয় নাই—আমিত আর তোমার মত ছেলে মানুষ নহি—যে দোষ লইব—যাও ঘরে যাও।” তখন একবার সকলের দিকে তাকাইয়া বলিলেন—“সকলে একবার হরি হরি বল।” এই বলিয়া বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। পথে যাইতে যাইতে নটনারায়ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“জিনিস গুলি পাঠাইয়া দিয়াছ কি?”

নটনারায়ণ বলিলেন,“হাঁ—আপনার ভৃত্যটী সব গুছাইয়া লইয়াছে।”

বিষয়ানন্দ, নরনারায়ণের কথায় বড়ই অপমান বোধ করিয়া-

ছিলেন। তখনও তাহা—তাঁহার মন হইতে দূর হইতে ছিল না। যাইতে যাইতে ভাবিলেন—ভক্তের এ অপমান কৃষ্ণ, সহ্য করিবেন কি? যদি কখন দিন পাই—তবে বুঝিব।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সে দিন আর শিবসুন্দরের মায়াপুর যাওয়া ঘটে নাই। কাগজ খানির অনুসন্ধানও আর কিছু হয় নাই। যাইয়াই বা বলিবেন কি? শুধু মুখের কথা জ্যোতিঃপ্রসাদ শুনিবেন কি?

দুই একজন করিয়া প্রজা, বাড়ীতে আসিয়া কান্নাকাটী করিতে লাগিল। তাহারা বলে—আপনারা যাহা হয় একটা বন্দবস্ত করিয়া ফেলুন—আমরা রামরাজ্যে বাস করি—জ্যোতিঃপ্রসাদের হস্তে যেন না পড়িতে হয়—তাহা হইলে আমরা মারা যাইব। এখনি আমাদের উপর জুলুম আরম্ভ হইয়াছে। ভয়ে আমরা বাড়ীর বাহির হইতে পারি না—কখন কি করে। কাল সোফৎমিঞাকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে—মারিয়াছে। শিবসুন্দর বলিলেন, "কেন?" প্রজাদের মধ্যে একজন বলিল,—"আপনার যাইবার কথা ছিল—আপনি যান নাই—সেই রাগ আমাদের উপর পড়িল। আমরা গরিব—আপনারাই আমাদের মা বাপ। আপনাদের দুঃখ দেখিয়া—আমাদের সে জোর নাই—থাকিলে দেখিতাম—কত পাকড়িওয়ালা—জমিদার বাবুর আছে। তা আমরা রামরাজ্য ছাড়িব না—আপনি একবার মায়াপুরে চলুন।"

শি। সফৎমিঞার দোষ কি?

প্র। জমীদার বাবুর পিয়াদা তাহাকে বলে, আমার খাজনা দে—নচেৎ জমি ছাড়িয়া দে। সফৎ তা শুনিবে কেন—কথায় কথায়

বাধিয়া গেল। তা আপনাদের মুখ চাহিয়াই আমরা কিছু বলি নাই —ধরা দিয়াছি—দেখিবেন চলুন—সফৎমিঞা, আনকু, সাফ্রাদআলি —আপনাদের রামহরি, জনার্দ্দন—সকলকে কাছারীতে বাঁধিয়া রাখিয়াছে—কত মারিয়াছে।

শ। নায়েব বাবু হুকুম দিয়াছেন?

প্র। তা জানি না—তাঁহাকেত দেখিতে পাই নাই—স্বয়ং জমীদার বাবুকেই দেখিয়াছি।

শিবসুন্দর—আর কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না। মনে মনে বলিলেন—শশাঙ্ক! খেলিতেছ ভাল—কিন্তু প্রাণতুল্য জীবে—দয়া ভিন্ন—তার প্রেমময় মূর্ত্তি দেখিতে পাইবে না। প্রেম চক্ষু না ফুটিলে—কেবল জ্ঞান চক্ষে তাহার তনুভাই দর্শন হইবে। যাহার তনুভা—তাহাকে না দেখিলে কি প্রেম জন্মে? প্রেম ভিন্ন কি দয়ায় উদয় হয়।

তুমি ঢাকিতে চাও। কিন্তু আগুণ কোথা বসনে ঢাকা থাকে? তোমার চক্ষু যে প্রকাশ করিয়া ফেলে। তুমি চতুর—সে চতুরের চতুর। যাহার চক্ষু অনন্ত মায়ায় ঢাকা পড়ে না—তাহার চক্ষু কি দিয়া ঢাকিবে? কি—সামান্য সংসার অশান্তি আনিয়া তাহার পরীক্ষা করিবে? দেখিতেছি এখনও তুমি ছালকেই মানুষ বলিয়া জান—আর ছালের মধ্যে মানুষকে আকাশে রাখিতে চাও—ছি! ধিক তোমার পরীক্ষায়!

তখন শিবসুন্দর, হরসুন্দরকে সমস্ত জানাইয়া বলিলেন, "তবে একবার যাইব কি?"

হর। যাও—কিন্তু রাগ চণ্ডাল যেন স্পর্শ করিতে না পারে। সে সর্ব্বগুণময় তাহা দেখিয়াছ—আবার ত্রৈগুণ্য নয়—তাহাও দেখিয়াছ। দেখিও ত্রিগুণময়ীর ত্রিগুণ যেন স্পর্শ করিতে না পারে। তাহার ইচ্ছায় যে খেলা—সে খেলা "আপ্তসুখের" জন্য ভঙ্গ করিতে—তাহার মুখ তাকাইও না। সে দয়াল—তাহাতে ভক্তের ইচ্ছা পূর্ণ হইতে পারে বটে—কিন্তু ভক্ত তাহা ইচ্ছা করে না। স্বতন্ত্র ইচ্ছা ভক্তের হৃদয়ে স্থান পায় না। সাবধান—দেখিতে মায়া জড়—কিন্তু যাহার ইচ্ছায় মায়া ত্রিগুণময়ী

জগৎরূপী—সে জড় নহে। সেই নিমিত্ত রূপে মায়া অঙ্গে অঙ্গী। সাবধান—তাহার স্বরূপ রূপ ভুলিয়া—ত্রিগুণ রূপে মোহিত হইও না। ভক্ত যাহা চায়—সে তাহাই দেয়—সে দয়াল।

শিবসুন্দর মস্তক অবনত করিয়া শুনিলেন—পরে উঠিয়া জীবসুন্দরকে বলিলেন, "ভাই! তবে আমি মায়াপুরে চলিলাম—কখন আসিব তাহার ঠিক নাই, বাবা মার যেন সেবার কোন ত্রুটি না হয়।" জীবসুন্দর শুনিলেন মাত্র—কোন কথা কহিলেন না।

শিবসুন্দর বাড়ী হইতে বাহির হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রজারাও চলিল। কিয়ৎদূর গিয়া দেখিলেন—জীবসুন্দর সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছেন। একটু দাঁড়াইলেন, জীবসুন্দর নিকটে আসিলে বলিলেন, "তুমি যে আবার আসিলে? বাবা কি ডাকিতে পাঠাইয়াছেন?"

জীবসুন্দর কোন উত্তর দেন না। বার বার জিজ্ঞাসায় বলিলেন, "বাবা ডাকেন নাই—আমিই আসিয়াছি। আপনাকে না বলিয়া আসিয়াছি বলিয়াই আমার ভয় হইতেছে।"

শি। তোমার আসা ভাল হয় নাই। বাড়ীতে আর কেহ নাই—যদি কিছু দরকার হয়—বাবার কষ্ট হইবে। ভাই—ভয় ইত্যাদির কথা ছাড়িয়া দাও—ভায়ের কাছে আবার ভয় কি? তবে তার সেবাই ধর্ম্ম—তুমি তাহা ছাড়িয়া—এ কি করিতে এলে? তাঁহার এ সেবায় ত আমি হাজির।

জী। দাদা—আমার হৃদয়ে ও ভাব সাজে না। আমি—"আপ্ত সেবার" জন্যই আসিয়াছি।

শি। কি বল দেখি?

জী। যদি আপনাকে অপমান করে—নয় অপমান করিব—নয় বাটী ফিরিব না।

শ। কেন? ওই ভাবই তোমার হৃদয়ে জাগিতেছে কেন?

জী। আমি সে দিনকার সে অপমান—জন্মে ভুলিব না।

তখন শিবসুন্দর একটি বৃক্ষতলে বসিলেন—অনেকক্ষণ কোন কথা কহিলেন না। পরে অতি ধীর ভাবে বলিলেন, "তুমি বাড়ী না থাকায় মা ত ভাবিবেন—তাঁহাদের বলিয়া আসিয়াছ কি?"

জী। হা—মাকে বলিয়া আসিয়াছি।

শি। আমার কথা শুন—বাড়ী যাও—বৃথা কেন কষ্ট পাইবে?

জীবসুন্দর কিছুতেই যাইতে চাহেন না। তখন শিবসুন্দর—আবার ধীরে ধীরে বলিলেন, "জীব! যাহা ভুলিতে পারিব না বলিতেছ—তাহাতে তুমি শান্ত না অশান্ত? যদি শান্ত হও—তবে আমার কোন কথা নাই। যদি অশান্ত হও—জানিও—তাহাই বন্ধন রজ্জুর একফের। তুমি তাহাতেই সাধ করিয়া বাঁধা থাকিতে চাহিতেছ। তবে বল দেখি—যে ফেরে লোকে কথঞ্চিৎ শান্ত থাকে—তাহাতে লোক মুক্ত হইতে চাহে কি?

"তবে জ্যোতিঃপ্রসাদেব অপরাধ কি? যে বন্ধনে জ্যোতিঃপ্রসাদ—তুমিও সেই বন্ধনে। তুমিও বন্ধন ত্যাগ করিতে চাহ না—সেও চাহে না। সেও যাহার জন্য চাহে না—তুমিও তাহার জন্য চাহ না—উভয়েই "আপ্তসুখে" বাঁধা। তবে জ্যোতিঃপ্রসাদের অপরাধ কি? তোমা হইতে জ্যোতিঃপ্রসাদের প্রভেদ কি? বলিতে পার—জ্যোতিঃ-প্রসাদের "আপ্তসুখে" জগৎ রক্ষা হয় না—তোমার মত "আপ্তসুখে" জগৎ শান্ত হয়। কিন্তু সে শান্তির প্রয়োজন? তোমায় থাকিতে হইয়াছে বলিয়াই—সে শান্তির প্রয়োজন—যদি না থাকিতে হইত—তাহা হইলে প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু একবারও কি ভাবিতে ইচ্ছা হয় না যে—এ থাকায় প্রয়োজন কি? যদি ভাবিতে—তবে বুঝিতে—জ্যোতিঃপ্রসাদ যে অপরাধে অপরাধী—তুমিও সেই অপরাধে অপরাধী। জ্যোতিঃ-প্রসাদ তোমাদের সুখের বিঘ্ন—তোমরাও—কৃষ্ণ সেবার বিঘ্ন। জ্যোতিঃ প্রসাদ "আপ্তসুখে" তোমাদের সুখ উপেক্ষা করে—তোমরাও "আপ্তসুখে" কৃষ্ণ সুখ উপেক্ষা কর।

"তবে কি জ্যোতিঃপ্রসাদে তোমাতে—প্রভেদ নাই? আছে—সে নৈমিত্তিক ধর্ম্মে। নৈমিত্তিক ধর্ম্মে—পাপ পুণ্যের বিচার। বিচারে তদ্রূপ দেহ লাভ—দেহেই ফল ভোগ। ইহাই অবিদ্যাগত স্বকাম ধর্ম্ম।

"পাপে নরক—পুণ্যে স্বর্গ। দুঃখ আবাসই নরক। সুখ আবাসই স্বর্গ। এই জন্যই স্বকামীর স্বধর্ম্মাচরণ—ধর্ম্ম। কিন্তু নিষ্কামী অবিদ্যা

অতীত—অতএব অবিদ্যাগত স্বধর্ম্মাচরণে সে ধর্ম্মী নহে। সে স্বরূপ লাভে—মায়াগত নিসর্গরূপ স্বধর্ম্ম ত্যাগী—নিষ্কামী। পাপ পুণ্য শৃঙ্খল আর তাহাকে বদ্ধ করিতে পারে না।

"সে কৃষ্ণে অনুরাগী। কৃষ্ণ আনন্দ স্বরূপ—সুখ দুঃখ অতীত—ধর্ম্মাধর্ম্ম অতীত—পাপ পুণ্য অতীত। এই জন্যই নিষ্কামী সংসার সেবায়—পাপ পুণ্য অর্জ্জন করে না—কৃষ্ণ ভক্তি অর্জ্জন করে। যে জগৎ গত কামনায় বদ্ধ—সে কৃষ্ণ সেবা করিলেও কৃষ্ণ লাভ তাহার হয় না—পুণ্য লাভ হয়। যে যাহা অন্তরে চায়—সে তাহাকে তাহাই দেয়—সে দয়াল। কৃষ্ণের এ মহিমা।

"তাই বলি আর অনিত্য পাপ পুণ্যের মুখ তাকাইও না। অহংকারের বৃদ্ধি করিও না—কৃষ্ণ মুখ তাকাইতে শিখ—দাস হইতে শিখ। কিন্তু সাবধান—অবিদ্যা মোহে দুই দিক্ হারাইও না। তাহা হইলে দেখিবে—সে দিকে জ্যোতিঃপ্রসাদ, জীবসুন্দর সমান দূরেই পড়িয়া আছে।

"অবিদ্যায় তুমি অশুদ্ধ—আত্মজ্ঞানে অন্ধ। তাই তুমি জগৎজ্ঞানে অহংবোদ্ধা হইয়া—ভ্রান্তি আহরণ করিতেছ। তাই জ্যোতিঃপ্রসাদের অপমান ভুলিতে পারিতেছ না—এবং তাহাই মনুষ্যত্ব জ্ঞানে—অহংকারের বৃদ্ধি করিতেছ। ছি! ছি! কাহার মুখ তাকাইয়া এ অহংকার! সংসারে কে আপন? কেন এ অশান্তি সাধ করিয়া হৃদয়ে পুষিতেছ? তাই বলিতেছি—তুমি বাড়ী যাও। এ জালা হৃদয় হইতে ফেলিয়া—তাহাকে লইয়া বসিতে শিখ। তোমার সেই রূপই আমরা দেখিতে ভাল বাসি—এ রৌদ্রে—এ চিন্তায়—তোমার কষ্টরূপ দেখিলে আমাদের প্রাণ কাঁদে। জেষ্ঠ কখন কনিষ্ঠকে—কষ্টে দেখিতে ইচ্ছা করে না।"

জীবসুন্দর আর কোন আপত্তি করিলেন না, বলিলেন—"যদি তাহাই আপনার ইচ্ছা হয়—তবে বাড়ী যাই।" এই বলিয়া তিনি গৃহাভিমুখী হইলেন।

শিবসুন্দর আবার মায়াপুর অভিমুখে চলিলেন। একজন প্রজা

চলিতে চলিতে বলিল, "ঠাকুর! ছোট ঠাকুর আসিতেছিলেন, সেত ভালই ছিল, কেন তাঁহাকে নিষেধ করিলেন?"

শিবসুন্দর বলিলেন, "ছেলে মানুষ—আমরা থাকিতে তার এ কষ্ট কেন? যখন না থাকিব—ঈশ্বরের যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে। এখন কি হইতেছে না? কৃষ্ণের যখন যাহা ইচ্ছা।"

মনে মনে ভাবিলেন—তাহার এখন নূতন রক্ত—ভালবাসায় ভাল বাসার অপমান কি সহ্য হয়? সহ্য গুণই গুণ—কিন্তু নবীনে কি তাহা ধারণ করিতে পারে?

আর কেহ কোন কথা কহিল না।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

যোগমায়ার মনে কেমন সুখ নাই! খাইতে হয়—খান, শুইতে হয়—শয়ন করেন, কর্ম্ম করিতে হয়—কর্ম্ম করেন, কিন্তু যেন কিছু ভাল লাগে না। ভয়ে—ভয় হয় না—অভয়ে ভয় হয়। দুঃখে কান্না আসে না—সুখে চক্ষে জল আসে। শয়নে নিদ্রা নাই—কিন্তু ঘুম যেন মাথা ভার করিয়া রাখিয়াছে। চিন্তার যেন কিছুই নাই—অথচ চিন্তায় হৃদয় শুকাইতেছে।

এত সহ্য করিয়াও—যোগমায়া হৃদয়-ভাব কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই। যোগমায়ার জ্ঞান—তাহা হইলে চঞ্চলা ভীতা হইবেন। সে ভীতির কার্য্যে—হয় ত নরনারায়ণ আরও সংসারকে ঘৃণার চক্ষে দেখিবেন। মাতা পুত্রে অশান্তি বাড়িবে। সে অশান্তিতে—নরনারায়ণ এ সময়ে কি করিবেন—কে জানে।

তিনি হৃদয়-ব্যথা হৃদয়ে মারিয়া কেবল, নরনারায়ণের অন্তর

পরীক্ষা করিতেছেন। কিন্তু পরীক্ষায় যাহা দেখিতেছেন—তাহাতে দিন দিন হৃদয় শুষ্ক হইতেছে।

এখন নরনারায়ণ ধীর—গম্ভীর। কথার উত্তর—যাহা না দিলে নয়—তাই দেন। না বুঝিলে—বুঝিল কি না—তাহা দেখেন না। না শুনিলে—শোনাইবার জন্য ইচ্ছা নাই। কোন বিষয়ে আনন্দও নাই—শোকও নাই। একবেলা আহার—তাহাও হবিষ্যান্ন। তারা, কিরণশশী—উভয়ে এ ভাব দেখিয়া মনে মনে হাসেন—আর চঞ্চলা কাঁদেন।

কিরণশশী যোগমায়াকে বলিলেন,—"বড় ঠাকুরের এ ভাব কেন ভাই?"

যোগমায়া অনেকক্ষন বাদে বলিলেন,—"তা কেমন করিয়া বলিব—আমার সঙ্গে কি আর সব কথা হয়?"

কি। ও আবার কি কথা? পুরুষের ভাব—মেয়ে মানুষের কি জানিতে বাকি থাকে? ভালবাসা কি আমাদের নাই? আমরা অত ঢাকি না।

যো। ভালবাসা কি—তাহা জানিলাম না—তবে আর ঢাকিব কি?

কি। ও বাবা—তোমাদের পেটে পেটে সব। মুখে কেবল ধর্ম্ম ধর্ম্ম—যেন কত ভক্তি—কিন্তু যত ভক্তি—সে দিন তাহা দেখা গিয়াছে। গুরুদেব কত দুঃখ করিয়া গেলেন। আমাদের উহার ও সব নাই—যা হৃদয়ে—তাই মুখে—সাদাসিধে লোক। তোমাদের ভাব ভাই—কেহ পায় না।

যোগমায়ার কথা কহিতে ইচ্ছা নাই—কিন্তু না কহিলেও কিরণশশী ছাড়েন না। কি উত্তর দিবেন—তাহাও খুঁজিয়া পান না। যোগমায়া ভাবিলেন—আমার কি আছে? ইহাকে কি দিয়া—হৃদয় ভাব বুঝাইব? হৃদয়ে যার অবিশ্বাস—তাহার বিশ্বাস কি দিয়া আনিব। বলিলেন, "সত্য বলিতেছি দিদি! আমি উঁহার ভাব কিছু বুঝিতে পারি না।"

কি। প্রেমের ঝগড়া কি কেহ কাহাকে বলে? তবে বলিবে না কেন—মনের মত মানুষ পেলে বলে। আমরাত সে মানুষ নহি—বলিবে কেন?

যো। না ভাই—সত্য বলিতেছি—ঝগড়া হয় নাই।

কি। ওকে কি আর ঝগড়া বলে—ও অভিমানের মান। সে কি আর মন্দ যে—লজ্জার কথা—তাহা নহে। এত হইয়াই থাকে—তবে তাতে কে আর হবিষ্যান্ন খায়। বড় ঠাকুরের ভাই—সব তাতেই বাড়াবাড়ি।

যো। আর যদি সন্ন্যাসী হন—সেই জন্যই হয়?

কি। তার ভাব আলা'দা। সে মানুষ—দেখিলেই বুঝা যায়। সন্ন্যাসী হওয়া বড় সহজ কথা নহে। পুরুষের ও গুলো নেকাপানা। ও রকম এক এক জন থাকে—তেমন তেমনি স্ত্রী হইলে টের পায়।

তখন চঞ্চলা আসিয়া বলিলেন, "হবিষ্যান্ন খাওয়া কেন—আমার একটা দোষ দেখাক, নচেৎ আমায় দোষী করা কেন?"

যোগমায়া চুপ করিয়া রহিলেন। কিন্তু মনে মনে বড় দুঃখ হইল—ভাবিলেন—মা! আমার কি তাহাতে বেদনা লাগিতেছে না—তোমার কি—আমার অন্তর একবার তাকাইয়া দেখিতে ইচ্ছা হয় না?

চঞ্চলা বলিলেন,—"চুপ করিয়া থাকা দেখিলে—আমার বড় রাগ হয়। আমি খোলাখুলি লোক দেখিতে বড় ভাল বাসি। ছোট বউ আমার যা মনে হয়—তাই বলে। তা ভালই হউক—আর মন্দই হউক। সংসারে কি কেউ আর নিক্তি ধরিয়া বসিয়া আছে—তোমার কিন্তু সব পেটে পেটে—ও কি?"

যো। আমি কি বলিব মা! উঁহার সংসার ভাল লাগে না—উনি বলেন—আমি সংসার ত্যাগ করিব। এ কথায় কাহার বুদ্ধি থাকে? কি বুদ্ধি পেটে রাখিয়াছি মা!

এই বলিয়া যোগমায়া কাঁদিতে লাগিলেন। দূরে ইন্দ্রনারায়ণকে দেখিয়া যোগমায়া, কিরণশশী ভিন্ন গৃহে প্রবেশ করিলেন।

একজন দূরগত জ্ঞাতি কুটুম্ব—চঞ্চলার সহিত দেখা করিতে আসি-

য়াছেন। তাঁহাকেই ইন্দ্রনারায়ণ সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন। তখন কুশলাদি জিজ্ঞাসার পর—নরনারায়ণের কথা উঠিল। কুটুম্ব বলিলেন, "তাত শুনিতেছি—এবং শুনিয়াও থাকি—তবে কি জান ও আজ কাল কেমন একটা ধরণ হইয়া উঠিয়াছে, তাতে আর অত ভাবিবেন না। বউমাকে একটু ভাল করিয়া বলিয়া দিবেন—ও সব স্ত্রীপুরুষের বিবাদের ফল বিশেষ। আজ কালকার ছেলে গুলো একটু বেহায়া—দুই দিন বিবাহ দিতে দেরি হইলে—কেহ সন্ন্যাসী হইতে যায়—কেহ রাত বেড়ানে হয়। আবার স্ত্রী পরী না হইলে—প্রথম সন্ন্যাসী হয়—শেষ পাদোদক খায়। আমরাও ত এক কালে ছেলে ছিলাম—এ সকল আর কি বলিব—দেখিয়াই ত জানিতে পারিতেছেন—ও কিছুই নহে। আমার ঢের দেখা আছে—কি বল দেবেন্দ্র?"

দেবেন্দ্রের সহিত এ কুটুম্বের কিছু সম্বন্ধ আছে। সে জন্য দেবেন্দ্রও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া ছিলেন। দেবেন্দ্র বলিলেন,—"সকলেই কি একরূপ? তাহা নহে। নরনারায়ণের প্রকৃতি আপনি জানেন না।"

কু। চিরকাল দেখিয়া আসিতেছি। দেখ দেখ—তোমরাও বুঝিবে।

দে। আমরাও কি আর দেখিতেছি না। দেখেত সকলেই—যে যেমন—সে তেমনই দেখে। যাহাদের চক্ষু আছে—মনুষ্য প্রকৃতি ভালরূপ পাঠ করিয়াছেন—তাঁহারা সাধারণ চক্ষে—সকলকেই দেখিতে বলেন না—বা দেখেন না।

কুটুম্ব একটু হাসিলেন—বলিলেন,—"আমরা কি আর লেখা পড়া শিখি নাই—তোমরাই শিখিয়াছ?"

দে। শিখিতে পারেন—কিন্তু যে কথায় বলিতেছেন—তাহাতে আপনার ভ্রম আছে—ভ্রমের জন্যই বলিতেছি। কতকগুলা বই পড়িলেই শিক্ষা হয় না।

ইন্দ্রনারায়ণ বলিলেন,—"শিক্ষা কেবল তোমাদেরই হইয়াছে। জগতে সকলেই মূর্খ—আর তোমরাই বিদ্যান। তোমরা বড় অহংকারী। কিছুই বুঝ না—জগতের কোন খবরই রাখ না—কিন্তু সকল বিষয়ে ঠোকর মারিতে পার। যাহার সহিত কথা কহিতেছ—তাহার কয়টা ভাষার

দখল আছে জান কি? কাগজ পত্রে তাহার লেখা পড়িয়াছ কি? ইংরাজি জাননা—পড়িবে কি প্রকারে?"

চঞ্চলা বলিলেন, "কি কথা বলিতেছ দেবেন্দ্র? উঁহারা লেখা পড়া জানেন না ত কি—তোমরা জান? হাজার টাকা মাহিনা—তাহা জানত? সাহেব কি—রূপ দেখিয়া দেয়?"

দে। কাকি মা! আপনি এ বিষয়ে এখন কথা কহিবেন না।

চ। না কই—মেয়ে মানুষ বলিয়া অত ঘৃণা করিও না। পুরুষ হইয়াই বা কি করিলে? বউকে দশ খানা গহনা দিতে পারিয়াছ কি? দেখ দেখি উঁহার বাড়ীতে গিয়া—একসুট ছেড়ে—চারি সুট গহনা। কেবল পুরুষ হইয়া গর্ব্ব করিলেত হয় না—পুরুষের লক্ষণ চাই—তবে ত দশে মান্য করিবে?

দে। কাকি মা! সে বিষয়ের কথা হইতেছে না।

ইন্দ্রনারায়ণ বলিলেন, "না বলিতেছ কেন? ঐরূপ একটা চাকরী যোগাড় কর দেখি। যোগাড় করিলেই কি করিতে পার—লেখা পড়া জানা চাই—তবেত পারিবে। আর তাই যদি নাই হইল—উন্নতির মুখেই যদি অগ্রসর হইতে না পারিলে—তবে আর মনুষ্যত্ব কি? আমার চাকরী কি কেহ করিয়া দিয়াছে? লেখা পড়ার মান্য বিলাত জানে—বিলাতের জন্যই ত এ দেশের উন্নতি—নচেৎ এ দেশে কতকগুলা ধাওড় ছিল বইত নয়। তাই বা কি রূপে জানিবে—সংস্কৃতে ইতিহাস আছে কি? এখন যাহা বাঙ্গলায় দেখিতেছ—তাহাত ইংরাজির নকল। যে ভাষায় ইতিহাস নাই—সে ভাষাই নহে।"

দেবেন্দ্র, ইন্দ্রনারায়ণের বাক্যে রুষ্ট হয়েন না। হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"বটে! সেই ইতিহাসের জ্ঞানেই বিলাতকে স্বর্গ দেখিতেছ—না? ভাল ভাল—তুমি যেমন—তোমার স্বর্গও তেমন। তোমার যতটুকু প্রাণ—ততটুকু জ্ঞান—তোমায় দয়া করাই উচিত। কিন্তু কেমন আমার ধাত—তোমার নৃত্য দেখিতে বড় ভাল লাগে। তাই এক এক বার দেখি—তা কিছু মনে করিও না।"

কুটুম্ব বলিলেন,—'না দেবেন্দ্র! বিদ্রূপ করিও না। বোধ হয় তুমি

ইন্দ্রনারায়ণকে ভাল করিয়া পাঠ কর নাই—ইন্দ্রনারায়ণ আজ কাল অনেক উন্নতি করিয়াছে।"

ই। স্বর্গ নহেত কি? তোমার এ দেশে কি আছে? আগে বিলাতে হইতেছে—তবেত এ দেশে আসিতেছে। চন্দ্রজগতের সহিত কথা বার্ত্তা কহিবার উপায় উদ্ভাবন হইতেছে—তাহা জান কি? শীঘ্রই তোমার ভুতুড়ে ধর্ম্মের মস্তক চূর্ণ হইবে। আর দেরি নাই।

কুটুম্ব বলিলেন, "ইন্দ্র! বৃথা কেন—ছাড়িয়া দাও।" চঞ্চলা বলিলেন, "ইন্দ্র! চুপ কর—যাহার যাহা ভাল লাগে—সে তাহা করুক। তবে নিজের নিজের স্ত্রী পুত্র লইয়া যাহা হয় করুক—তাহা না হইলেই আমাদের বলিতে হয়। আমার দোষ থাকিলে ত দোষ দিবে।"

দে। ইন্দ্র! তোমার সহিত ও সকল কথার উত্তর বকাবকি মাত্র। তবে বলিতে হয়, জানিয়া রাখিও—আমরা উহাকে স্বর্গ বলি না, এবং কোন স্বর্গই আমাদের প্রার্থনা নাই। যদি তোমাদের স্বর্গই এত বড় মনে হয়—তাহা হইলেও তোমাদের এত সঙ্কীর্ণমনা হওয়া উচিত নহে—যাহাতে বিলাতকে স্বর্গ বোধ করিতেছ।

ই। তবে কি স্বর্গ আকাশের উপর? আমরা সে ভুতুড়ে স্বর্গ চাহি না। এই আমাদের ভাল। যেখানে ম্যাক্সমূলর, মিল, স্পেন্সর জন্ম গ্রহণ করিয়া উন্নতি লাভ করিয়া ছিলেন—আমরা সেই স্বর্গই প্রার্থনা করি। আজ কাল উন্নতিশীলের এই মত।

কুটুম্ব, চঞ্চলাকে বলিলেন,—"দেবেন্দ্র বলুক—আর নাই বলুক—ইন্দ্র অনেকটা উন্নতি করিয়াছে। শীঘ্রই উহার উন্নতি হইবে। লেখার বাধুনি কত।"

চ। দেখ ঈশ্বরের ইচ্ছা। নরনারায়ণের জন্যই আমার ভাবনা।

তখন সকলেই উঠিলেন।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

বিষয়ানন্দ নন্দীগ্রাম অতিক্রম করিয়া পদব্রজেই অনেক দূর চলিলেন। ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। অগত্যা তাঁহাকে রাত্রি বাসের জন্য চিন্তিত হইতে হইল। ভাবিলেন—কোথায় যাই, এ গ্রামেত কাহার সহিত আলাপ নাই।

ভাবিতে ভাবিতে গ্রামের ভিতর ঢুকিলেন। কিছু দূর যাইতে না যাইতেই দূরে মৃদঙ্গের ধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইল। সে ধ্বনিতে তিনি যেন জাগ্রত হইলেন; ভাবিলেন গৌরের কি মহিমা! কি সুললিত মৃদঙ্গের ধ্বনি। ধ্বনির এমনি গুণ যে, হৃদয়ে আর সে নৈরাশ্য নাই।

ক্রমে সে ধ্বনির নিকটস্থ হইলেন। দেখিলেন—এক স্থানে বহির্বাটীতে বহির্কক্ষে দুই চারিটী ভদ্র লোক বসিয়া হরিনাম করিতেছেন। কিন্তু সকলেই একমনে—কেহ কাহার প্রতি দৃষ্টি করিতেছেন না।

বিষয়ানন্দ মনে করিলেন—ইহাই আমার উত্তম সুযোগ। কিন্তু একটু ভাব না উঠিলে ইহাদের ভাব যে রূপ—কাহারও আমার প্রতি দৃষ্টি পড়িবে না। এজন্য হৃদয়ে গৌরাঙ্গের উদয় ভাবনা করিতে লাগিলেন।

তখন বিষয়ানন্দ উত্তরীয় খানি ঠিক করিয়া লইলেন, আর অপেক্ষা করিতে লাগিলেন—কখন এ গীতের একটু বিশ্রাম হয়। বারেক—ভিন্ন গীতের জন্য মৃদঙ্গ নিশব্দ হইল। অমনি বিষয়ানন্দ সম্মুখে। মুখে কেবল, "হরি হরি—গৌরাঙ্গ—প্রভু নিত্যানন্দ দয়া কর।" দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই বলিলেন, "চলুক চলুক—গৌরাঙ্গের মৃদঙ্গ—না হইবে কেন—এ আকর্ষণে কি কেউ আর গৃহে স্থির থাকিতে পারে?"

তখন সকলেই "আসুন আসুন" বলিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন, এবং তিনিও শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিলেন। করিলে কি হইবে? তাহার পর আর কেহ তাঁহার প্রতি দৃষ্টি করেন না।

আবার মৃদঙ্গ চলিল। সকলেই অপরিচিত—মনে মনে বলিলেন—এরূপে সময় নষ্ট করিলে আহারের সময় অতীত হইয়া যাইবে, পরে

অধিক রাত্রে এ পল্লিগ্রামে কি কিছু পাওয়া যাইবে? সকলেই স্ব স্ব বাটীতে যাইবেন—না হয় গৃহস্থ আমার শয়নের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন—কিন্তু আহারটাত চাই।

তখন বিষয়ানন্দের চক্ষে যমুনা প্রবাহ ছুটিল। তিনি এক এক বার নাসিকা মর্দ্দন করেন—আর অঞ্চলে চক্ষু আবরণ করেন। আবার স্থরের সঙ্গে স্থর মিলাইয়া যেন উন্মত্তবৎ হন।

ক্রমে গৌরাঙ্গের ভাব বাড়িতে চলিল। শ্রোতার অনেকেরই তাঁহার প্রতি দৃষ্টি পড়িল। গায়ক তাঁহার ভাবে ভাব দিয়াই সঙ্গতে নির্ভর করিতেছেন। বিষয়ানন্দ আর বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। "বয়লারে" আগুন ধরিলে "মেসিন" গুলি যেমন স্থির থাকিতে পারে না—তেমনি হাত পাগুলি গৌরাঙ্গের প্রেম আগুনে কাঁপিতে লাগিল।

যে গীত চলিতেছিল, তাঁহার তাহা জানা ছিল। তিনি তখন গীতের ভাবে—আর কৃষ্ণের প্রেমে দাঁড়াইয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। দেখিয়া শুনিয়া গায়ক গীত বন্ধ করিলেন এবং বিষয়ানন্দের কণ্ঠে সে সঙ্গীত বহিতে লাগিল।

বিষয়ানন্দের ভঙ্গি দেখিয়া সকলেই দাঁড়াইলেন এবং নৃত্যও চলিতে লাগিল। "হরিবোল" "হরিবোল" শব্দে পল্লি আমোদিত হইল। অকস্মাৎ বিষয়ানন্দ ভূমে পতিত হইলেন।

তখন সকলেই ব্যস্ত হইয়া তাঁহার মুখে জল দিতে লাগিলেন এবং ধীরে ধীরে হরিধ্বনি হইতে লাগিল।

শিষ্যরূপ যে ভৃত্যটী প্রভুর সঙ্গে আসিয়াছিল, সে—এই সময়ে একবার আসর জমকাইয়া লইল এবং গুরুদেবের যে—কি মহিমা একবার সকলকেই তাহা বিশেষ রূপে বুঝাইল। তাহারও আর আদরের সীমা নাই। অনেকক্ষণ পরে অতি যত্নে বিষয়ানন্দের চৈতন্য হইল। তখন কীর্ত্তন বন্ধ হইল। অনেকে বাটী চলিয়া গেলেন। গৃহকর্ত্তার সহিত বিষয়ানন্দের পরিচয় হইল।

গৃহকর্ত্তা ভৃত্যকে বিষয়ানন্দের সেবার জন্য আয়োজন করিতে

বলিলেন। ভৃত্য আতপ তণ্ডুল, কাঁচকলা ও ঘৃত সংগ্রহে রন্ধনের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিল।

বিষয়ানন্দ পাকে ব্যস্ত—এমন সময়ে একজন সন্ন্যাসী, "জয় শম্ভু হরে হরে—কালী মাইকী জয়" বলিয়া উপস্থিত।

গৃহকর্ত্তা ব্যস্ত হইয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন এবং তাঁহার আহারের জন্য উদ্যোগী হইলেন।

বিষয়ানন্দ বসিয়া বসিয়া দেখিলেন যে, সন্ন্যাসীর জন্য ময়দা, দাউল, আলু, ঘৃত ইত্যাদির ব্যবস্থা হইল।

তখন বিষয়ানন্দ ধীরে ধীরে উঠিলেন। গৃহকর্ত্তা বলিলেন, "বাহিরে যাইবেন কি?"

বি। না। এ স্থানে ত—আর আমি থাকিতে পারি না।

গৃ। কেন?

বি। আমি এতক্ষণ আপনাকে বৈষ্ণব বিবেচনা করিয়া—বিষ্ণু সেবার জন্য ব্যস্ত ছিলাম—কিন্তু এখন দেখিতেছি—তাহা নহে।

গৃহকর্ত্তা বড়ই বিব্রতে পড়িলেন—উভয়েই অতিথি। যদিও সন্ন্যাসীর বৈষ্ণব অতিথিতে কোন আপত্তি নাই—কিন্তু বিষয়ানন্দ সেবায় সন্ন্যাসীকে বিদায় দিতে হয়—তাহাতেও গৃহস্থ প্রফুল্ল মনা নহেন। এখন হয় কি?

অনেক অনুরোধে ইহাই স্থির হইল যে, সন্ন্যাসীকে ভিন্ন বাটীতে স্থান দেওয়া হইবে। সন্ন্যাসীকে তাহা বলাও হইল। সন্ন্যাসীর তাহাতে কোন আপত্তিই নাই—শুনিয়া তিনি একটু হাসিলেন মাত্র।

সন্ন্যাসী ভিন্ন বাটীতে যাইবার সময়, বিষয়ানন্দকে বলিলেন, "ঠাকুরজী! বাত সামাজতা—লেকেন মু নেহি পছান্তা। বাতমে কুচ হায় নেহি—মুমে সব নিশান দেতা। বাত মৎ লেহ—মু পছান। হরি কইকো ফেকৃতা নেহি—দুনিয়া শিরপর লেকে দুনিয়া সামাল রাখতা—আওর তোম হরিকো ভজ্‌তো—কালীকো ফেক্‌তো। হায় হায়—মহামায়াকো কেয়া খেল।"

সন্ন্যাসী বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে বিষয়ানন্দ কর্ণ হইতে অঙ্গুলি

খুলিলেন। পাছে কালী, শম্ভু নাম কানে যায়—পতিত হইতে হয়—এই বিষয়ানন্দের ভয়।

গৃহকর্ত্তা একবার এ বাড়ী—একবার ও বাড়ী করিতেছেন। এক স্থানে হইলেই সুবিধা হইত—তবে অতিথি সন্তুষ্ট হইলেই তিনি সন্তুষ্ট।

রন্ধন প্রস্তুত। রাত্র অধিক হইয়াছে। শিষ্যটীকে আহার করাইয়া বিষয়ানন্দ—অন্ন সম্মুখে লইয়া বসিয়া আছেন—ভাবিতেছেন—এ গুলা গেলা যায় কি রূপে। প্রাতে পায়স অন্নে রুচি হয় নাই—আর এখন এই অগ্নি তাপের পর—এ ভাল লাগে কি? অবশ্য গৃহকর্ত্তা চেষ্টা করিলে কিছু মিষ্টান্নের যোগাড় করিতে পারিতেন—দেখা যাক কত দূর হয়।

এমন সময়—গৃহকর্ত্তা আসিয়া বলিলেন, "এখনও সেবা হয় নাই! বিলম্ব করিতেছেন কেন?"

বি। আপনাদের সেবা হইয়াছেত? অনেক রাত হইয়াছে।

গৃ। রাম—রাম—ওকি বলিতেছেন? আপনাদের সেবা হইলে—তবেত সে কথা।

বি। না না—সে জন্য বিলম্ব করিবেন না। সেবা করুনগে যান। আমার বোধ হয় আজ আর সেবা হইবে না।

গৃ। কেন? কোন অপরাধ হইয়াছে কি? শীঘ্র বলুন। পাঁচটী লইয়া আমি ঘর করি।

বিষয়ানন্দ বলিলেন, "কিছু না—কিছু না; আমার একটা কথা কি জান—সেবার অগ্রে ৫০০ শত হরিনাম ভিন্ন আমি জল গ্রহণ করি না। তা এখন দেখিতেছি, হরিনামের মালাটী কোথায় পড়িয়াগিয়াছে—বা—রাখিয়াছি—খুঁজিয়া পাইতেছি না। অতএব তাহার আর কোন উপায় নাই।"

গৃ। তাহার জন্য ভাবনা কি? মালা আমি আনিয়া দিতেছি।

বিষয়ানন্দ একটু হাসিলেন—বলিলেন, "অন্যের মালায় নাম হইবে না। তবে যদি নূতন হয়—ভাল বৈষ্ণবের নিকট ক্রয় করা হইয়া থাকে—তবে সে কথা।"

বিষয়ানন্দের ভাবে গৃহকর্ত্তা বড়ই দ্রবিভূত হইয়া গেলেন, ভাবিলেন—

বৈষ্ণবের এমনি মাহাত্মই বটে। বলিলেন, "যদি আপনার ইচ্ছা হয়, আমি বাড়ীতেই লোক দ্বারায় তুলসী কাষ্ঠের মালা তৈয়ারী করাইয়া সক করিয়া তাহা স্বুবর্ণ-স্বত্রে গাঁথাইয়াছি; তাহাতে যদি হয়—তবে তাহাই আনিয়া দিতে পারি।"

বি। না—না। অত তে কায নাই। আমি যাহা একবার জপিব—তাহাত আর পর হস্তে দিতে পারিব না। রাধা—বৃন্দাকে বলিয়াছিলেন যে, বৃন্দে! যদি আমি মরি—তবে এ দেহ পুড়াইও না। এ দেহে একদিন কৃষ্ণ খেলা করিয়াছিলেন। যে মালায় একবার তাঁহাকে ডাকিব—সে আমার প্রাণ বিশেষ। সক করিয়া আপনি স্বর্ণ-স্বত্রে গাঁথাইয়াছেন—সে সকের জিনিসে আমার লোভ হওয়া পাপ। বৈষ্ণবে—তাহা করে কি? দেখিতেছি আপনি পরম বৈষ্ণব—কারণ এ সকল সক—অন্যের হইতে পারে না।

বিষয়ানন্দও লইবেন না—গৃহকর্ত্তাও ছাড়িবেন না। শেষ—বিষয়ানন্দ বলিলেন,—"যখন আমার সেবা না হইলে আপনাদের সেবা হইবে না এবং বাড়ীর অমঙ্গল হইবে ভাবিতেছেন—তখন আমাকে লইতেই হইতেছে—হরি আপনাকে সহস্র গুণে দিবেন।" মালা আসিল এবং তৎসঙ্গে গৃহকর্ত্তার জন্য যে, মিষ্টান্ন এবং ক্ষীর টুকু ছিল—তাহাও আসিল।

বিষয়ানন্দ ভাবিলেন—গৌর কি দয়াময়! বৈষ্ণবের কি মাহাত্ম! স্বর্ণকে স্বর্ণ জ্ঞান করে না। জয় গৌর!

তখন বিষয়ানন্দ শত নামের পর প্রসাদে বসিলেন। গৃহকর্ত্তাও অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

পরদিন মধ্যাহ্নের সেবার জন্য গৃহকর্ত্তা—অনেক সাধ্য সাধনা করিলেন। কিন্তু বিষয়ানন্দ আর বিলম্ব করিলেন না—প্রাতেই রওনা হইলেন।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

কাছারিতে আসিয়া শিবসুন্দর—সম্মুখেই কয় জন প্রজাকে দেখিলেন। তাহারা সকলেই শিবসুন্দরকে দেখিয়া কাঁদিতে লাগিল এবং মারপিটের চিহ্ন দেখাইল।

তাহাদের চক্ষুজলের সঙ্গে সঙ্গে—শিবসুন্দরের চক্ষুজল গণ্ড বহিয়া পড়িতে লাগিল।

দূরে—গৃহ মধ্যে বাতায়ন পথে শশাঙ্ক তাহা দেখিতেছিলেন। শিবসুন্দরের সে মুখ ভঙ্গিতে, শশাঙ্কও আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাঁহারও চক্ষে জল আসিল, ভাবিলেন—হরসুন্দর! তুমি যেমন—তোমার হাতের পুতুলও তেমনি। এ শুষ্ক কাষ্ঠকেও—তেমনি কিন্তু করা চাই।

শিবসুন্দর প্রজাদের বলিলেন, "আর কাঁদিও না। আর আমায় কাঁদাইও না। আমার হইয়া তোমরা মার খাইয়াছ—তোমাদের ভালবাসার ঋণ—আমি শুধিতে পারিলাম না। মানুষের কি সাধ্য? হরি তোমাদের কৃপা করুন—আল্লা তোমাদের কৃপা করুন। যে হরি—সেই আল্লা। একবার—হরি হরি বল—আল্লা আল্লা বল। হরি ছাড়া—আল্লা ছাড়া—সব অপর। তাই সে মারিয়াছে—তাই সে মারিতে পারিয়াছে। তাই তোমাদের বেদনায়—তাহার বেদনা লাগে নাই। হরি ছাড়া জগতে কিছু নাই—কিন্তু যে হরি বিমুখ—সে হরিকে দেখিতে পায় না। যে দেখিতে পায় না—সেই অপর। দেখিতে পাইলে কি মারিতে পারিত? দেখিতে পাইলে কি তোমাদের বেদনা—তাহার হৃদয়ে লাগিত না? হরি যে জগৎময়—দেখিলে কি কেহ কোথাও হাত তুলিতে পারে।"

আর শিবসুন্দরের মুখে বাক্য সরিল না। দেহ কম্পিত হইতে লাগিল। দুই চক্ষের জল গণ্ড বহিয়া পড়িতে লাগিল।

প্রজাদের মধ্যে একজন বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি বলিলেন,—"ঠাকুর! করেন কি? করেন কি? বৈষ্ণব হইয়া ওকি নাম লইতেছেন? নাম অপরাধে পড়িতে হইবে যে—আপনি ও কি করিতেছেন?"

শিবসুন্দর বলিলেন, "কে—নিত্যানন্দ! আমি কি বৈষ্ণব? আমি যে বৈষ্ণবের দাসানুদাস আজও হইতে পারি নাই ভাই! শুনিয়াছি, কৃষ্ণ লীলায় শুক—শম্ভু—নারদ—তিনটী বৈষ্ণব, আর আধখানি বৈষ্ণব—প্রহ্লাদ, এবং চৈতন্য লীলায় স্বরূপদামোদর, রায় রামানন্দ, শিখি মাহিতি তিনটী বৈষ্ণব, আর আধখানি—মাধবী দেবী। তবে বৈষ্ণব অভিমান কেন ভাই! আমাদের অভিমানেই লোক অবৈষ্ণব হয়, আমাদের দেখিয়া লোকের বৈষ্ণবে ঘৃণা হয়। যাহাদের দেখিয়া জীবের বৈষ্ণবে ঘৃণা জন্মে—তাহারা কি বৈষ্ণব? তবে বৈষ্ণব অভিমান কেন ভাই? বৈষ্ণবের—নামে রুচি—জীবে দয়া। আমাদের কাহাতে রুচি ভাই? "আপ্তসুখে" হৃদয়ে দয়া—কোথায়? যে নামের নামীকৃষ্ণ—সেই নামই কৃষ্ণ নাম। নাম কৃষ্ণ। কৃষ্ণ নামে কৃষ্ণের সর্ব্বনাম আশ্রিত। কৃষ্ণ নামে কৃষ্ণের সর্ব্বগুণ উজ্জ্বলিত। কিন্তু মায়া রসনা—কি কৃষ্ণ নামের যোগ্য? মায়া রসনায় কল্পিত ভাবনায় কৃষ্ণ—ব্রহ্ম—আল্লা নাম এক—কেবল বিচারে ভিন্ন। ভাই! যে—মন বুদ্ধির অতীত—মনে যাহার কল্পনা নাই, তাহাকে যাহার যে নামে ইচ্ছা ডাকিতে দাও। নামীর কৃপায়—সে কৃষ্ণ—ব্রহ্ম—আল্লা নামের স্বরূপ জানিবে। জ্ঞানের বিচার—তুলিও না। নামে সুস্থির হইতে দাও—ভক্তিতে সে নাম চিনিয়া লইবে। অস্থির করিলে ভক্তির উদয় হইবে না।"

নিত্যানন্দ বলিলেন, "আপনার মুখে—কৃষ্ণ গৌর নামই শুনিতে পাই। আল্লা নাম ত বৈষ্ণবের নহে—তাই বলিতেছি।"

শিব। যে হরি—সেই আল্লা। যে হরি দেখিয়াছে—সে আল্লা নামেও তাহাকেই দেখে। ভক্তি ভিন্ন—জীব হরি নামেও হরি দেখিতে পায় না। বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রথমঅঙ্গ স্বধর্ম্মাচরণ। অগ্রে স্বধর্ম্মাচরণ করিতে দাও—নামে ভক্তি আসিতে দাও—তবেত মানুষ গুরুকৃপায় পরাশক্তি লাভে, মায়াগত স্বধর্ম্ম ত্যাগে বৈষ্ণব ধর্ম্মের দ্বিতীয়অঙ্গ লাভ করিবে? যে অঙ্গ জিহ্বায়—কৃষ্ণনাম আপনি নৃত্য করিতে থাকে। তাই আনকু, সফৎএর—আল্লা নামে প্রীতি দেখিতে ভালবাসি।

বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রথম অঙ্গ সাম্প্রদায়িক। দ্বিতীয় অঙ্গ শক্তিসঞ্চারে—

মায়া সম্প্রদায় অতীত—মায়া গন্ধ শূন্য। সে জিহ্বা ভিন্ন—কৃষ্ণ নাম করে কে? গুরুকৃপায় শক্তিসঞ্চারে বারেক যে—সে দেশ দেখিয়াছে—সেই কৃষ্ণ নামের অধিকারী। মায়া চক্ষে কৃষ্ণ বর্ত্তমানেও—কৃষ্ণ দর্শন হয় না। তাই বলি স্বধর্ম্মে মতি রাখ—নামে ভক্তি রাখ—গুরু তোমাদের কৃপা করুন।

তখন আনকুমিঞার সহিত নিত্যানন্দের বিচার আরম্ভ হইল। শিবসুন্দর—শশাঙ্কের নিকট গমন করিলেন।

শশাঙ্ক সমস্তই শুনিতেছিলেন—আর ভাবিতেছিলেন—বস্তুতই ভারগ্রাহী সম্প্রদায়ী হইলেই একটা অহঙ্কার হয়। যে অহঙ্কারে লোক মুগ্ধ হইয়া হৃদয় দেখিতে শিখে না—কেবল বাহ্য অঙ্গ দেখিয়া পরীক্ষায় চিনিতে চায়। বিধিধর্ম্ম মায়াগত—তার সম্প্রদায়ও মায়াগত। সঞ্চারী বৈষ্ণব মায়াতীত। যাহা মায়ার নহে—তাহাই সনাতন। মায়াগত বিধি লক্ষণে—তাহা কি নির্দ্দেশিত হয়? যে টুকু নির্দ্দেশের সে টুকু মায়ার—তা ছাড়া যাহার আরও কিছু আছে—সেই সারগ্রাহী। আর যে কেবল মাত্র তাই—সে সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণব—ভারগ্রাহী।

শিবসুন্দর গৃহে প্রবেশ করিতেই—শশাঙ্ক, আর তাঁহার প্রতি চাহিতে পারিলেন না। ভিন্ন দিক দিয়া গৃহের বাহিরে গেলেন।

শশাঙ্ক, শিবসুন্দরের সহিত কথা কহিবেন কি? শিবসুন্দরের মুখ মনে হইলেই তাঁহার চক্ষু—জলে আচ্ছন্ন হইতেছিল। সে জন্য অতি কষ্টে কিয়ৎক্ষণ বাহিরে দাঁড়াইয়া প্রকৃতিস্থ হইলেন—পরে জ্যোতিঃপ্রসাদের সহিত দেখা করিলেন।

জ্যোতিঃপ্রসাদ আসিয়া দেখিলেন—শিবসুন্দর একখানি বেঞ্চের উপর বসিয়া আছেন। জ্যোতিঃপ্রসাদকে দেখিয়াই শিবসুন্দর উঠিয়া দাঁড়াইলেন—বলিলেন, "প্রজাদের প্রতি এত অকৃপা কেন? আমরা থাকিতে প্রজারা দোষী কেন? মারিতে হয়—আমি উপস্থিত। আপনার জমি সত্য হয়—আমি উপস্থিত—প্রজাদের মাপ করুন। এখনও উহারা জল গ্রহণ করিতে পায় নাই—উহাদের কতই কষ্ট হইতেছে।"

বলিতে বলিতে শিবসুন্দরের ওষ্ঠ কম্পিত হইতে লাগিল। জ্যোতিঃ-

প্রসাদ বলিলেন, "তোমার বক্তৃতা শুনিতে আমি তোমায় ডাকি নাই। যাহার জন্য ডাকিয়াছি—শশাঙ্ক বলিয়াছে কি?"

শি। তিনি বলেন নাই—তবে পত্রে জানিয়াছি।

জ্যো। তাহার কিছু পাট্টা রাখ?

শি। ক্রোক সাহেবের দোয়েমকানুনের ছাড় আছে।

জ্যো। কই দেখাও।

শি। বোধ হয় সেখানি হারাইয়াছে—কিম্বা শশাঙ্ক বাবুর কাছে আছে।

জ্যো। ধর্ম্মের কাছে আছে বলিলে ত—আর কোন গোল থাকিত না। শশাঙ্ক তোমার পাট্টা রাখিবে কেন?

কিছুক্ষণ কথা বার্ত্তার পর জ্যোতিঃপ্রসাদ বলিলেন,"যাহা মুখে একদিন বলিয়া আসিয়াছি—তাহা করিব। যদি তোমাদের বাধা দিবার জোর থাকে—চেষ্টা দেখ। নালিস আদলত করিবে কি? আমি হারিলেও হারিয়া হারিয়া জিতিব—তাহা যেন মনে থাকে। কয়দিন আদালত খরচ যোগাইবে? এখন দেখ জ্যোতিঃপ্রসাদ—জ্যোতিঃপ্রসাদ কি—না?"

তখন দুই চারি জন ভোজপুরিকে আদেশ করিলেন যে, শিবসুন্দরের সম্মুখেই একবার প্রজাদের—উত্তম মধ্যম ঘা কতক দেওয়া হউক।

তাহারা আদেশ পালনে উন্মুখী হইলে—প্রজারা সকলেই শিবসুন্দরের মুখ প্রতি তাকাইয়া রহিল। শিবসুন্দর সম্মুখে দাড়াইয়া—কেবল দেখিতেছেন মাত্র।

যখন বেদনায় তাহাদের চক্ষু হইতে বারিধারা পড়িতে লাগিল—তখন শিবসুন্দরের চক্ষেও আর জল ধরে না। তিনি নির্ব্বাক হইয়া মস্তক অবনত করিলেন।

এমন সময় তাড়াতাড়ি একজন ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল যে, অন্তঃপুরে স্ত্রী লোকেরা কেহ টিকিতে পারিতেছে না। কতকগুলা বাঁনর—হটাৎ আসিয়া সকলকে মারিয়া ধরিয়া রক্তারক্তি করিয়া ফেলিয়াছে।

তখন জ্যোতিঃপ্রসাদ ভোজপুরিদের বলিলেন—"আচ্ছা—হইয়াছে। আজ থাক—আজ উহাদের ছাড়িয়া দাও।"

শিবসুন্দরকে বলিলেন—"আজ তুমি বাড়ী যাও—নালিস করিতে ইচ্ছা হয়—দেখিলে—এখন নালিস করিতে পার। আমি তাহাই চাই!"

এই বলিয়া তিনি অন্তঃপুরের দিকে চলিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সকলেই চলিল।

শিবসুন্দর মনে মনে বলিলেন—পাগল! কাহার নালিস কাহার কাছে করিব? সে কি মানুষ রাজার মত অন্ধ—যে সাক্ষী লইয়া উপস্থিত হইতে হইবে। সে যে সর্ব্ব-হৃদয়ে বসিয়াই—জগৎ সংসার দেখিতেছে।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

নটনারায়ণ দৃঢ় চিত্তেই এত দিন, সংসার চালাইয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু নরনারায়ণের বর্ত্তমান ভাবে—তিনি আর নিজের সে দৃঢ়তা পূর্ব্ববৎ অক্ষুন্ন রাখিতে পারিতেছেন না।

নরনারায়ণের জীবনদাতা সন্ন্যাসীর কথা—তাঁহার মধ্যে মধ্যে মনে হয়। দৈনন্দিন কার্য্যে নরনারায়ণের ভাব পরিবর্ত্তন দেখিয়া—সন্ন্যাসীর বাক্যে যতই বিশ্বাস বলবতী হইয়া উঠিতেছে—ততই তাঁহার চিত্তের দৃঢ়তা যেন আপনি ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। মন যে তাহা নিবারণে অক্ষম—তাহা বুঝিতে হইতেছে—কারণ প্রাণের যেন আর সে বল নাই।

নটনারায়ণ ভাবেন—কেন এরূপ হয়? মন যদি না ভাবে—না দুঃখ করে—ভবিষ্যৎ বিপদে যদি না ভয় করে—তবে শরীর দুর্ব্বল হয় কেন? এরূপ ঘটনায় শরীরের সহিত সম্বন্ধ কি?

আবার ভাবেন—চঞ্চলারই বা দোষ কি? যখন আমরা পুরুষ হইয়া নানা চিন্তাতেও তাহা অতিক্রম করিতে পারি না—তখন নারী—চিন্তায় আত্মহারা না হইবে কেন?

করিলাম কি? আর করিতেছিই বা কি? একদিন নরনারায়ণের মৃত্যু শয্যায়—ইহা মনে হইয়াছিল—যে অনুসন্ধান ফলে জ্ঞানানন্দ স্বামীর দর্শন, আজ—এ স্মরণের ফল কি?—আছে। কৃষ্ণ কৃপায় তাঁহার উপদেশে যাহা শুনিয়াছি—শাস্ত্রের মর্ম্ম তাহাই বটে। কিন্তু কেবল কানে শুনিয়া ফল কি? যদি হইত—তবে কাহার বিক্রমে এ প্রাণ শুষ্ক হইতে বসিয়াছে? এ সুখ দুঃখ যাহার জন্য—তাহার তত্ত্ববিবেক হইল বটে—কিন্তু সেত হৃদয় হইতে গেল না। মায়া থাকিতে যে সুখ দুঃখ—মায়া না থাকিলে—সেই সুখ দুঃখই থাকিবে কেন? যখন আছে—তখন এ সুখ দুঃখের হাত কে এড়াইবে? সাগরে গুণ টানা চলে কি? মায়া জ্ঞানে মায়া পার—কথার কথা। যদি তাহা না হইত—তবে হৃদয়ের এ শুষ্কতা আসিত কি?

যখন বুঝিলেও কার্য্যে ঘটে না—তখন মুখের উপদেশ অহং মাত্র। আমার সেই উপদেশে নরনারায়ণের এ পরিবর্ত্তন—কিন্তু আমি পরিবর্ত্তন হইলাম কই? হইলে—নরনারায়ণের এ পরিবর্ত্তনে—হৃদয় ভাবী বিপদ আশঙ্কা করে কেন?

বিপদ কি? সন্তান ঈশ্বর উপাসনায় জীবন উৎসর্গ করিবে—এত পিতার ভাগ্য! আনন্দের বিষয়! তবে নিরানন্দ উদয় হয় কেন? ধিক আমায়! ধিক আমার তত্ত্বজ্ঞানে।

চঞ্চলা আসিয়া বলিলেন—"করিতেছ কি? নরনারায়ণকে কিছুই বলিবে না। লোকে ছেলেকে কত উপদেশ দেয়—তোমার মুখে একটা কথা নাই। তোমায় কি বলিব—সব আমার কপালের দোষ। আমি ত মন্দ কায করিব না—বলিতে হয়—তোমায় বলিতেছি—আমার যাহা সাধ্য—বুঝাইতেছি—আর কি করিব।"

নটনারায়ণ বলিলেন—"তুমি ত বুঝাইতেছ—তাহা হইলেই হইল—তোমার বুঝান—কি আমার বুঝান নহে?"

চ। তাত সত্যই—তবে তোমরা পুরুষ মানুষ। আমরা অত কথা বুঝিও না—বুঝাইতে পারিও না।

নট। কাহাকে বুঝাইবে? সে ত কোন উত্তর করে না। যাহা

বুঝাইবে—সে কি তাহা বুঝে না? আমি বুঝাইব কি—আমিই কিছু বুঝি না। সন্ন্যাসীর কথা মনে হয় কি?

তখন গৃহিণী আপনা আপনি বকিতে লাগিলেন। নটনারায়ণ বলিলেন,—"হইয়াছে কি? যে ওরূপ ব্যস্ত হইতেছ—ওকি আজিই সন্ন্যাসী হইয়া চলিয়া গেল?"

চ। তুমিত সব তত্ত্ব রাখ'। আমি ঘরের গিন্নি—আমায় ছাপা ত কেহ দিতে পারে না। দুই দিন আর ঘরে শোয় না, ইট মাথায় দিয়া রাত্রে শোয়—আহার ত নাই বলিলেই হয়—এ গুলি কেন? বউটা যে আর উঠিতে পারে না—তাহার আহার উঠিয়াছে—তা জান কি?

চকিতে নটনারায়ণ যেন বিক্ষিপ্ত মনা হইলেন—বলিলেন,—"নরনারায়ণকে তবে একবার ডাক দেখি!"

চঞ্চলা নরনারায়ণকে ডাকিয়া আনিলেন। নরনারায়ণ অনেকক্ষণ স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন। নটনারায়ণ তাঁহাকে যাহা বলিতে ডাকিয়াছিলেন—নরনারায়ণকে দেখিয়া—তাঁহার যেন তাহা বলিতে আর ইচ্ছা হইতেছে না।

চঞ্চলা, নরনারায়ণকে অনেক বুঝাইতে লাগিলেন। নটনারায়ণকে বলিলেন, "তুমি ঠিক স্ত্রালোকের মত—মুখে একটা কথা নাই—আমি আছি বলিয়া সংসারটা এখনও আছে।"

নটনারায়ণ হাসিলেন—বলিলেন—"তুমি যাহা বুঝাইলেও বুঝ না—বুঝিতে চাহ না—ভাব তুমিই সংসার চালাইতেছ—ঈশ্বরের বোধ হয়—তোমার সেই অহং নষ্ট করিতে এ খেলা। নরনারায়ণ কি তোমার অবাধ্য—তাহা ত বলিতে পারিবে না? আমি দেখিতেছি যাহার জন্য তুমি—নরনারায়ণকে সংসারী দেখিতে ইচ্ছা করিতেছ—তাহার জন্যই নরনারায়ণ আজও সংসারে—কিন্তু যাহা নরনারায়ণে আছে—তোমাতে নাই—তাহার আকর্ষণ কে নিবারণ করিবে? অতএব দোষ কাহার নাই—আমি কাহাকে কি বলিব?"

এইরূপ কথা বার্ত্তায় গৃহিণী উঠিয়া গেলেন। তাঁহার ইহা ভাল লাগিল না। গৃহিণী বাহিরে গেলে, নটনারায়ণ বলিলেন, "নরনারায়ণ!

তুমি উপযুক্ত হইয়াছ—উপযুক্ত সন্তানের নিকট পিতা অনেক আশা করেন। আমি কি কোন বিষয়ে আশা করিতে পারি না?”

নরনারায়ণ কথা কহিতে পারিলেন না, চক্ষু যেন বারিধারায় তাহার উত্তর দিল। নটনারায়ণ জলপূর্ণ চক্ষে বলিলেন—“যে বেদনায় গৃহিণী ও আমি কাতর হইতেছি—তুমিও সেই বেদনায় কাতর। যে কাতরতায় আমরা ঈশ্বর মুখ ভুলিয়া তোমার মুখ তাকাইতেছি—তুমি সেই কাতরতায় আমাদের মুখ ভুলিয়া ঈশ্বর মুখ তাকাইতেছ—ধন্য তোমায়! —তুমি প্রকৃত উপযুক্ত সন্তান—এমন সন্তানে কি পিতার কোন আশা নাই? ছার সুখ দুঃখে—সংসার ভোগের জন্যই কি লোকে সন্তান ভিক্ষা করে?”

“আমি বৃদ্ধ হইয়াছি—আমায় বল দাও। অন্য বল আমি চাহি না—ধর্ম্মবল দাও। তুমিত বৈরাগ্যে উপযুক্ত? কিন্তু ভক্তি শূন্য হইতেছ কেন? ভক্তির ত এ স্বভাব নহে!’

“জ্ঞানানন্দ—অবধূত সন্ন্যাসী। সংসার আশ্রমের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আশ্রম আর নাই। তাই তিনি আমায় সংসারে রাখিয়াছেন। জানি না —আমি দেখি নাই, কিন্তু যেরূপ শুনিয়াছি—ভাবে বোধ হয়—তিনিই বিষ্ণুপ্রিয়ার জীবনদাতা। যাঁহার এত ক্ষমতা—তিনি কি না বুঝিয়া —আমায় সংসারে রাখিয়াছেন। জ্ঞানে তৃপ্তি নাই—অষ্টসিদ্ধিতে সিদ্ধ যে, সে যাহার জন্য আজিও ভিখারী—তাহা সংসারেই আছে—তাই তিনি আমায় সংসারে রাখিয়াছেন।”

নরনারায়ণ এতক্ষণ পরে জিজ্ঞাসিলেন—“তবে তিনি সন্ন্যাসী হইলেন কেন?”

নট। সাধন অবস্থায় তোমার মত জ্ঞানেই তিনি সংসার ত্যাগ করেন। সিদ্ধিতে সে ভ্রম দূর হইয়াছে। তাই তিনি আর সন্ন্যাসের পক্ষপাতী নহেন। আমি যাহা এতদিন গুপ্ত রাখিয়া ছিলাম—এখন তাহা প্রকাশ করিতে হইতেছে।

নর। সংসারে আবার তৃপ্তি কি?

নট। সংসারেও তৃপ্তি নাই—ধর্ম্মেও তৃপ্তি নাই। সংসার বা ধর্ম্ম

যাহার জন্য—তাহাতেই তৃপ্তি। তাহা নির্লিপ্ত ভাবে সংসারেই আছে। ভক্তি ভিন্ন তাহা আমরা ধরিতে পারি না। নৈমিত্তিক ধর্ম্মে জ্ঞানের বিকাশ—জ্ঞানে নিত্যানিত্য বিবেক—কিন্তু ভক্তিলাভ ভিন্ন—সে বিবেকে ফল কি? সে নিত্যত্ব কোথায়? অষ্ট ঐশ্বর্য্যেরও সে তৃপ্তি দিবার ক্ষমতা নাই। তোমারও কি ঐশ্বর্য্য নাই? কম আর বেশী। উহাও মায়ার খেলা। জ্ঞানের গতি কতদূর? সন্দেশের পাক দেখিয়া—সন্দেশ মিষ্ট জানিয়া ফল কি? অষ্ট ঐশ্বর্য্যত মায়ার—যে মায়া ত্যাগে উন্মুখী—তাহার অষ্ট ঐশ্বর্য্যে তৃপ্তি হইতে পারে কি? তাই গুরুদেব জ্ঞানানন্দের সে ঐশ্বর্য্যেও বীতরাগ। যাহাতে অনুরাগ—তাহা বনে নাই—সংসারেই আছে। তাই তিনি দ্বারে দ্বারে তাহার জন্যই ভিখারী।

নর। কি সে অনুরাগ?

নট। সে কথা তুমিই একদিন আমায় বলিয়াছিলে। যে বস্তু তুমিই একদিন লাভে কৃতার্থ হইয়াছিলে। যাহা কর্ম্ম বা জ্ঞান যোগের অতীত—যাহা ভক্তি ভিন্ন লাভের নহে—যাহা কৃপায় লাভ করিয়াও জ্ঞানমার্গে ধরিয়া রাখিতে পার নাই। যাহার জন্য জ্ঞানানন্দ—জ্ঞান-গুরু হইয়াও, আজ ভিখারী। তোমার সে ব্যথা কই? থাকিলে এ শুষ্ক বৈরাগ্য স্থান পাইত না। তুমি মুখে ভক্তির মহিমা গাও—কিন্তু অন্তরে জ্ঞান মার্গে বিচরণ কর। তাই তুমি ধরিয়াও ধরিতে পার নাই। আমার সে দিন ঘটে নাই—কি বলিব।

নরনারায়ণ কাঁদিতে লাগিলেন—ভাবিলেন, কে তুমি জ্ঞানানন্দ! তুমিই কি সেই জীবনদাতা সন্ন্যাসী—আগন্তুক?—না—পিতা ত সন্ন্যাসীকে দেখিয়াছেন—তবে এ ভ্রম হইবে কেন?

নর। তবে কি—জ্ঞানের প্রয়োজন নাই?

নট। আছে। জ্ঞানেই অজ্ঞানের ধ্বংশ হয়। যে জ্ঞান অজ্ঞান ধ্বংশ করিয়াই আপনি ধ্বংশ প্রাপ্ত হয়—তাহাও জ্ঞান নহে—অজ্ঞান। যে জ্ঞান অজ্ঞান ধ্বংশে ভক্তি অবলম্বন করে—সেই জ্ঞানই জ্ঞান। তুমিই ত এক দিন বলিয়া ছিলে—স্বরূপ দেহে স্বরূপশক্তিগত জ্ঞানই—দিব্য জ্ঞান। সে জ্ঞান ভিন্ন নিত্যত্বের অধিকারী কে? তোমার সে

ভাব কোথায়? আজ কাহার ভাবে তোমার এ ভাব? তোমার ভাব ধরিতে না পারিয়াও—তাহারই জন্য আমার জ্ঞানগুরু জ্ঞানানন্দের অনুসন্ধান—আজ যাহা বলিতে বসিয়াছি—তাঁহারই এ উপদেশ। আমার নহে।

"জ্ঞানের এই অবধি গতি। তুমিই না বলিয়াছিলে—পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের এ জ্ঞান—অজ্ঞান? অজ্ঞানের এমনি ক্ষমতা—চক্ষে দেখিয়াও আজ তাহার ভিখারী না হইয়া—তুমি সন্ন্যাস ধর্ম্মে ব্রতী হইতে চাহ—সংসার ত্যাগে স্থির কল্প হইতে চাহ। ছি! কাহার বিনিময়ে কাহার আশা করিতেছ?—কাহার আশায় পিতা, মাতা, স্ত্রীর ব্যথা ভুলিতে চাহ। যাহার হৃদয় এত কঠিন—তাহার হৃদয়—ভক্তি স্পর্শ করিতে পারে কি?"

অনেকক্ষণ উভয়েই স্থির হইয়া রহিলেন। নটনারায়ণ আবার বলিতে লাগিলেন, "নরনারায়ণ! আজ হইতে গৃহে শুইবে—শয্যায় শুইবে। হরসুন্দরের প্রাণে ব্যথা দিও না। আমি হরসুন্দরকে জানি না—তবে ২।৪ কথায় যাহা বুঝিয়াছি—তাহাতে বলিতেছি—তাঁহার কন্যা তোমার ধর্ম্মবাদী হইবে না—ভয় নাই।"

ষষ্ঠত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

বেলা যায় যায়—শিবসুন্দর মায়াপুর হইতে দেবীগ্রামে পঁহুছিলেন। বাটীর সম্মুখেই জীবসুন্দর, শিবসুন্দরের প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন। শিবসুন্দরকে দেখিয়া বলিলেন—"আজ আর অপমান করে নাই ত?" শিবসুন্দর হাসিলেন—বলিলেন, "এ সকল মুখ দেখিয়া বুঝিতে হয়—জিজ্ঞাসা করিতে হয় কি?" পাছে জীবসুন্দর দুঃখিত হন—সে জন্য জ্যোতিঃপ্রসাদের কোন কথাই জীবসুন্দরকে জানাইলেন না।

জীবসুন্দর, শিবসুন্দর ভাবে কিছুই বুঝিলেন না—বরং পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকটা প্রফুল্ল হইলেন। বলিলেন, "সে কাগজ খানির কথা শ্বশুর মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন কি ?—কি—বলিলেন ?"

শি। তাহা জিজ্ঞাসা করিতে পারি নাই। যখন দেখা হইয়াছিল, তখন জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিলাম—পরে আসিবার সময় আর দেখা হয় নাই।

শিবসুন্দর অন্দরে প্রবেশ করিলেন। জীবসুন্দর কার্য্যান্তরে বাহিরে গেলেন।

হরসুন্দর—চিণ্ময়ী—সমস্ত শুনিলেন। উভয়েই একটু হাসিলেন। হরসুন্দর বলিলেন,—"যাহার মহিমা সেই তাহার অন্ত করিতে পারে নাই—দাসজীব তাহার কি অন্ত করিবে ? কিন্তু কৃষ্ণদাস—কৃষ্ণ ভিন্ন যেন আর কিছু প্রার্থনা না করে।"

বলিতে বলিতে সকলেরই যেন—কি এক ভাবের উদয় হইল। যে উদয়ে কিয়ৎক্ষণ সকলেই স্থির হইয়া রহিলেন। সকলের চক্ষেই বারিধারা বহিতে লাগিল—মুখ যেন আনন্দে প্রফুল্লিত হইল। দূরে হরিপ্রিয়া—বিষ্ণুপ্রিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন, হরিপ্রিয়া বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার গণ্ডেও জল বহিল। শরীর যেন কম্পিত হইয়া উঠিল; বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম দেখা দিল, সঙ্গে সঙ্গে প্রীতি যেন তাঁহার মুখ হাস্যময় করিয়া ফেলিল।

এ দৃশ্যে বিষ্ণুপ্রিয়া চমকিত হইয়া দাঁড়াইয়াই রহিলেন, ভাবিলেন—ইহাদের এ দৃশ্য অনেক বার দেখিয়াছি—কিন্তু আজ কেন হৃদয় এরূপ হইল ? পূর্ব্বে যাহা ভাল লাগিত না—আজ কেন তাহাই এত ভাল লাগিল ? যদি কিছু সংসারে শান্তি থাকে—তবে ইহাতেই সে শান্তি। নচেৎ এ অশান্ত হৃদয়ে এ শান্তির হিল্লোল কোথা হইতে আসিল ?

হরসুন্দর, শিবসুন্দরকে বলিলেন, "যাও হাত পা ধুইয়া কিছু জল খাও।"

সেই ভাবেই সে দিন গেল। নিত্য দিন দেখিয়াও জীবসুন্দরের যাহা এত দিন ধরিতে ইচ্ছা হয় নাই—এখন যেন তাহাতে দৃষ্টি পড়িয়াছে,

—ধরিতে ইচ্ছা হইয়াছে—প্রাণ কাতর হইয়াছে। তিনি যতই সকলের মুখ পাঠ করিতেছেন—ততই যেন তাহাতে অনুরাগ বৃদ্ধি হইতেছে।

আহারান্তে জীবসুন্দর, শিবসুন্দরকে বলিলেন, "দাদা! যে মন জ্যোতিঃপ্রসাদের ভয়ে অস্থির হইয়াছিল, আজ কেন সে আমায় তত অস্থির করিতে পারিতেছে না? যে আমি সেই চিন্তায় অভিভূত হইয়া যেন বল হীন হইয়াছিলাম—সেই চিন্তাই বর্ত্তমান থাকিতে—কাহার বলে আজ শরীরের এ—বল? আমি ইহা কিছু বুঝিতে পারিতেছি না। আমায় মধ্যে মধ্যে যেরূপে উপদেশ দেন, আজ আপনি সেইরূপে বুঝান।"

শিবসুন্দর বলিলেন, "ভাই! মনের বুঝায় কায হয় না। মানুষ মন দিয়া বুঝিবে—কিন্তু মন জড়গত। জড়াতীত না হইলে নিত্য ধর্ম্মের উদয় হয় না—না হইলে দিব্য জ্ঞানের উদয় হয় না। দিব্য জ্ঞান ভিন্ন আত্মতত্ত্ব হয় না। মনের জ্ঞানে বুঝিতে হইলে মন কিয়ৎদূর গিয়া আর অগ্রসর হয় না—বা হইতে পারে না। কারণ জড় সম্বন্ধ ত্যাগে সে—নিজ অস্তিত্ব হারায়। অতএব সে তাহা হারাইতে চাহে না—কাযেই সে শুষ্ক তর্ক আনিয়া ফেলে। তত্ত্ব প্রসঙ্গ এ মনে উদয় হয় না।

জী। তবে যে লোকে শাস্ত্র আলাপ করেন—তাহা কি প্রসঙ্গ নহে?

শি। যাঁহারা জীবোন্মুক্ত—তাঁহারা প্রসঙ্গের অধিকারী। যাঁহারা মায়াবদ্ধ—তাঁহাদের সে আলাপ অপরাধ মাত্র—কারণ বদ্ধাবস্থায় এ মন বর্ত্তমানে শাস্ত্রের সত্য তত্ত্ব উদয় হয় না। যাহারা বদ্ধ—তাহাদের সে দৃষ্টি না থাকায়—তাহারা তাহা শ্রবণ করে। জীবোন্মুক্ত তাহা দৃষ্টি করেন না। সংসারে এরূপ অনেক লোক দেখিবে যে, তাঁহারা তত্ত্বে ঈশ্বর স্বরূপ—জীবস্বরূপ—মায়াস্বরূপ লইয়া দিবারাত্রি অতিবাহিত করিতেছেন—কিন্তু মায়াসঙ্গ ভুলিতে পারেন নাই—বরং বৃদ্ধি হইতেছে। তবে তাঁহাদের সে তত্ত্ব প্রসঙ্গে কাহার লাভ? বক্তা বা শ্রোতার সময় নষ্ট মাত্র।

জী। যদি মনই থাকিবে না—তবে বুঝিবে কে?

শি। জীব চিৎকণ। চিৎকণ নির্ম্মিত তাহার একটী স্বরূপ

আছে—যাঁহার সহিত মায়ার কোন সম্বন্ধ নাই। সেই স্বরূপে যে—মন, মুক্তাবস্থায় তাহার উদয় হয়। সেই মন তত্ত্ব প্রসঙ্গের অধিকারী।

জী। যদি এরূপ হয়—তবে কি জীব ধর্ম্ম বিষয়ে জিজ্ঞাসু হইবে না ?

শি। যখন জীবের ভোগ বাসনা থাকে—তখন এই মনকে তাহার আপনার স্বরূপ বলিয়া বোধ হয়। এই জন্যই সাধারণ জীব—মন ভিন্ন আত্মার অস্তিত্ব দেখিতে পায় না। সুকৃতি বলে, ভোগাবসানের পূর্ব্ব-কালে, সেই ভালবাসার কিছু পার্থক্য ঘটে—অর্থাৎ পূর্ব্বে যেরূপ মনের ইচ্ছাই—আত্মার ইচ্ছা, আত্মার ইচ্ছাই—মনের ইচ্ছা বোধ হইত, তখন ঠিক সে রূপটী আর থাকে না; কাযেই যে সময়ে আত্মার ইচ্ছায় মনের ইচ্ছা মিলে না—সেই সময়ে আত্মা—মন যে ভিন্ন তাহা বুঝিতে থাকেন। মন জড়গত, সে জন্য সে জড় ধর্ম্মে সমান থাকে—কিন্তু জীব ভিন্ন তত্ত্ব, ভোগ-বাসনায় মনে আত্ম সমর্পনে মন স্বরূপ হইয়াছেন মাত্র। ভোগবাসনা ক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহার আত্ম প্রতি দৃষ্টি যতই পড়িতে থাকে, মন ততই দূরে দাঁড়ায়। এক জনকে ভালবাসিলে সে ভালবাসা ছিন্ন এক দিনে হয় না—কাযেই মনের হাতও একদিনে এড়ান যায় না। এই অবস্থাই আত্মার বৈরাগ্য। এই সময় হইতেই মন জীবের বশ্য হইতে থাকে—অর্থাৎ এতদিন জীব মনের বশ্যই ছিল, এখন হইতে জীব বিপরীত মুখী হইতে চলিল। মন জীবের বশ্য হইতে থাকিলেও—তাহার নিজের স্বভাব কিন্তু তাহা নহে—তবে জীব ভিন্ন মনের অবস্থান নাই, এই জন্যই জীবকে আয়ত্ত্বে রাখিবার জন্য তাহার সে ভাব। সে যখনই সুবিধা পায়—তখনই সে জীবকে নিজ আয়ত্ত্বে লইয়া যায়—তাহাতে যদি জীব আবার মুগ্ধ হয়—ভালই—না হয় মন তাহা দর্শনে জীব হইতে বিচ্ছিন্ন হয়। বার বার এই বিচ্ছিন্ন অবস্থায় জীবের—সুখ দুঃখ বিচার হৃদয়ে উঠিতে থাকে—এবং আমি কে ইত্যাদি প্রশ্নে ঈশ্বর স্মরণ হয়। এই স্মরণে—সে যতই কাতর হইতে থাকে—মন ততই তাহাকে নৈমিত্তিক ধর্ম্মতত্ত্ব বা অনুষ্ঠানে আবদ্ধ করিতে চেষ্টা করে। ইহাই মায়া বদ্ধ জীবের—নৈমিত্তিক ধর্ম্ম। এই নৈমিত্তিক ধর্ম্মে যে জীব—মনের এই কাল্পনিক তত্ত্ব জ্ঞানে সন্তুষ্ট বা অনুষ্ঠান জনিত পুণ্যে সন্তুষ্ট—সে জীব আর অগ্রসর

হইয়া মনের হাত এড়াইতে পারে না। কিন্তু যে জীব তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারে না—তাহার জড়ানুরাগ ক্রমশ ক্ষীণ হইতে থাকে এবং জড়াতীত ঈশ্বরে প্রতি ভক্তির উদয় হইতে থাকে। সে উদয়ে তখন সাধু গুরুর দর্শন হয়। যে দর্শনে—সে গুরু মুখে কৃষ্ণ মন্ত্র প্রাপ্ত হয়। যাহাতে জড়—শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণে ত্যাগ হইতে থাকে, যে ত্যাগে ভক্তিতে শক্তি সঞ্চারে জীবের স্ব স্বরূপের উদয় হয়—যে স্বরূপে কৃষ্ণ—নাম রূপে অবস্থিত হওয়ায়—ভক্ত নাম সঙ্গে নৃত্য করিতে থাকেন। ইহাই জীবের দ্বিতীয় জন্ম—,এই হইতে তাহার নিত্য ধর্ম্মের উদয়। জড় ত্যাগে জড়গত মন ও বিলীন হয়—নিত্য ধর্ম্মে নিত্য মনের উদয় হয়—সেই মন তত্ত্বের অধিকারী। গুরু তাহাকে যতই সাধন বা তত্ত্ব উপদেশ দেন, ততই সে সাধনে অগ্রসর হয় এবং দিব্য জ্ঞানে তত্ত্বাতীত হইতে থাকে—মায়া সঙ্গ দূর হয়। ইহাকেই তত্ত্ব জ্ঞান বলে। নচেৎ বাক্য তত্ত্বে কল্পনার তত্ত্ব জ্ঞানে ফল কি? তাহাতে কি তত্ত্বাতীত বস্তু মিলে? এই জন্যই লোকে কেবল পাঠে—কাল্পনিক সাধনে—বা বাক্য উপদেশে ভক্তি হীন হইয়া পড়ে—ও ধর্ম্মে বীতশ্রদ্ধ হয়।

জী। যদি মায়ার সঙ্গ দূর হয়—তবে এ দেশে থাকে কি রূপে?

শি। মায়ার বশ্যতাই মায়ার সঙ্গ। পরা শক্তিতে আর সে মায়ার দাস হয় না। নিজের কৃষ্ণদাস স্বরূপে মায়ায় সে থাকে বটে—কিন্তু তাহাতে মায়া থাকে না। অতএব বৈষ্ণবদেহ অন্তরঙ্গ চিন্ময়—প্রাকৃত দেহ বহিরঙ্গ মাতালের বসন স্বরূপ। বলিবার সময় যেরূপ বলিয়া যাইতেছি, কার্য্য কালে ইহা একদিনে হয় না। সাধন অপেক্ষা করে। ইহাই সাধনাবস্থা।

জী। মন্ত্র কাহাকে বলে?

শি। যে বাক্যে সাধ্য লাভের শক্তি নিহিত থাকে।

জী। নাম কি?

শি। মন্ত্রের সাধ্য বা ইষ্টদেবতা। নাম নামী—অভেদ।

জী। ইষ্টদেবতা নাম হইবেন কি রূপে?

শি। কৃষ্ণ আর কৃষ্ণ নামে প্রভেদ নাই। জীবের যেমন নাম—

শরীর—স্বরূপ, প্রভেদ—ভিন্ন তত্ত্ব, কৃষ্ণ পক্ষে তাহা নহে। তিনই এক তত্ত্ব—পরতত্ত্ব। কৃষ্ণ নাম—কৃষ্ণ বিগ্রহ—কৃষ্ণ স্বরূপ—কৃষ্ণের বিলাস মাত্র। সকলি চিন্ময়—স্বপ্রকাশ। কিন্তু চর্ম্ম চক্ষের দর্শনীয় নহে। অধিক জানিবার প্রয়োজন কি—ইহাই জানিবে যে, কৃষ্ণের রূপ—গুণ—লীলা কিছুতেই মায়া গন্ধ নাই এবং সকলি কৃষ্ণের স্বরূপ।

জী। যদি তাই হয়—তবে কৃষ্ণ মন্ত্র গ্রহনেই কি লোকের কৃষ্ণ লাভ হয়?

শি। না—তাহা হয় না। ইতি পূর্ব্বে যে রূপে কৃষ্ণনাম লাভ হয়—তাহা বলিয়াছি মনে কর। মুক্ত জীব চিণ্ময় স্বরূপে—চিণ্ময় কৃষ্ণ নামে—কৃষ্ণ লাভ করে।

জী। চিণ্ময় হইয়া চিণ্ময় কৃষ্ণ নাম লাভ হয়—চিণ্ময় হয় কিসে?

শি। গুরু কৃপায় কৃষ্ণ মন্ত্রে—শক্তি সঞ্চারে। অর্থাৎ তখন পরাশক্তিতে শুদ্ধ জীব যে স্বরূপে নীত হয়—তাহার দ্বারায় গুরু কৃপায় সাধনে সে—কৃষ্ণের চিণ্ময় নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ লাভে কৃতার্থ হয়। মায়া জিহ্বায় কৃষ্ণ নাম হয় না। মায়া চক্ষে—কৃষ্ণ স্বরূপ দর্শন হয় না। তাই কৃষ্ণ—গুরু রূপে উদয় হইয়া কৃষ্ণ মন্ত্রে শক্তি সঞ্চারে—গুরু কৃষ্ণরূপে দর্শন দেন—নাম রূপে হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হন। তাই কৃষ্ণ নামে বৈধী সাধন নাই।

"অতএব যিনি গুরুকে কৃষ্ণ হইতে ভেদ দেখেন—তিনি কৃষ্ণ কৃপা লাভ করিতে পারেন না। তাঁহার—কৃষ্ণ নামে কেবল নামাপরাধ ঘটে মাত্র। জানি না—এ কথা কাহার, এই জন্যই বলে "গুরু ছেড়ে গোবিন্দ ভজে—সে পাপী নরকে মজে।"

জী। তবে যে আমরা কৃষ্ণ নাম করি—তাহা কি ভুল?

শি। যত দিন মায়া মুক্ত না হও, তত দিন নামাপরাধের ভয় থাকে। যদি অপরাধ স্পর্শ না হয়, এরূপ সাবধান হইতে পার—তবে সে কৃষ্ণ নামে গৌণ ফল লাভ হয়—অর্থাৎ কৃষ্ণে মতি হয়। কৃষ্ণ নামের মুখ্য ফল—কৃষ্ণ দর্শন।

জীবসুন্দর অনেকক্ষণ স্থির হইয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিতে

ভাবিতে তাঁহার চক্ষের জল গণ্ড বহিয়া পড়িল। অমনি যেন সচকিতে লজ্জায় বলিলেন, "দাদা! কৃষ্ণ কেমন কখন দেখি নাই। কিন্তু তাঁহার সংসার প্রণয়ের মাধুর্য্যে—তাঁহাকে প্রেমস্বরূপ ভগবান বলিয়া বোধ হয়। আপনাদের দেখিয়া আমার সেই ভগবানে চিত্ত বড় আকর্ষিত হয়, যে চিত্তকে আর এ সংসার প্রেম মাধুর্য্য ধরিয়া রাখিতে পারি-তেছে না—অথচ সে ভগবানকেও দেখিতে পাই না। তাহাতে বড় হৃদয়ে ব্যথা লাগিতেছে। সে ব্যথা—মুখে বলিতে চিত্ত লঘু হয়—লঘু হইলে সে অদর্শন ব্যথাও লঘু হয়—সেও এক ব্যথা। এতদিনে আমি নিশ্চয় জানিয়াছি—এ ব্যথায় ব্যথিত আপনারা। আপনি যদি কৃপা করিয়া সঙ্গে লয়েন। কৃষ্ণ আমার পরিচিত নহেন। কোথায় নিবাস—রূপ কি—কিসে তাঁহার সন্তোষ—কিছুই জানি না। যদি আমায় কৃষ্ণ কিসে সন্তোষ বলিয়া দেন—তাহা হইলে আমি তাহা পালন করিয়া আপনাদের মুখের ভাব ধরিয়া তাঁহার মুখাপেক্ষায় থাকিতে শিখি। যদি আমাকে পরিচিত করাইয়া দেন—চিনাইয়া দেন—তবে জন্ম দিয়া পিতা—পুত্রের যে উপকার করেন—তাহার মর্ম্ম বুঝি। নচেৎ পশুত্বে এ জন্মদান বৃথা—আর এ পশুত্বেই বা ফল কি?"

তখন হরসুন্দর, শিবসুন্দরকে আহ্বান করিলেন। শিবসুন্দর বিলম্ব না করিয়া উঠিলেন। জীবসুন্দর, শিবসুন্দরের দিকে তাকাইয়া ভাবিতে লাগিলেন—কমনীয়তার যে পূর্ণ ছবি—সে কোন মাধুর্য্যে আকর্ষিত হইয়া আমার এ কাতরতা দৃষ্টি করিল না। মন—এত দিন ইহা দেখিতে দিয়াছিলে কি? এখনও দাও কি? ধিক তোমায়!

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

নরনারায়ণের ভাবগতি দেখিয়া নটনারায়ণ বুঝিয়াছেন যে, অস্থির চিত্তকে এক দিনে সুস্থির করিতে যাওয়া মানুষের ভুল। যাহার ক্ষুধা যেমন—তাহাকে সেই রূপ খাদ্য দেওয়া উচিত বটে—কিন্তু দুর্ভিক্ষের ক্ষুধায়—অন্নদানে বিশেষ বুদ্ধির প্রয়োজন।

এখন নরনারায়ণ বুঝিয়াছেন—তাঁহার দোষ কি। কিন্তু সে দোষ যে সংসারে শোধন হইবার নহে—নিত্যই তাহা পরীক্ষা করিতেছেন। সে পরীক্ষায় সংসারে ঘৃণাই বাড়িতেছে—ভক্তি দূরে দাঁড়াইতেছে। শুদ্ধ ভক্তি হীনে শুষ্কতায় আত্ম চিন্তাই অধিক দাঁড়াইয়াছে—ঈশ্বর চিন্তা কেবল সে আত্ম চিন্তার সহকারী মাত্র। বকুল তলার সে ভাব আর নাই—কেবল তাহার শুষ্ক জ্ঞান মাত্র আছে। যে বারেক আলোক দেখিয়াছে—তাহার যেমন অন্ধকার পরিচয় আছে—তেমনি সে জ্ঞানে মায়ার স্বরূপ যেন চক্ষে ভাসিতেছে—কিন্তু ভাসিলে কি হইবে? কি প্রক্রিয়ায় মায়াত্যাগ হয়—তাহাই ভাবিয়া সর্ব্বদাই বিষণ্ণ।

এরূপ অবস্থায় মনে নানা চিন্তার উদয় হয়। কিন্তু ভ্রমেও মুক্তি প্রার্থীর স্ব স্বরূপ যে কৃষ্ণদাস—তাহা মনে হয় না। এই অহংকারেই তাঁহার এ ভুল। তিনি সংসারে সাধারণ ত বালুকণা দেখিয়া স্বর্ণ অনুসন্ধানে বিরত। তাই শিবসুন্দরের তত্ত্বোপদেশ—হরসুন্দর সংসারের সেবা—যোগমায়ার কৃষ্ণ ভক্তি তাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় নাই।

বকুল তলায় আগন্তুকের উপদেশে ও তৎকালিক দিব্য ভাব দর্শনে অনেকটা নরনারায়ণ, শিবসুন্দরের ভাব লইতে যান—কিন্তু জ্ঞানে ধরিতে পারেন না। কারণ শিবসুন্দর সংসারী।

না ধরিতে পারিলেও কথা গুলি হৃদয়ে লাগে। সে জন্য তাঁহার—মৌখিক ভাব—এই রূপ বাক্য তত্ত্বে এরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে যে, তাঁহার কথাগুলি অনেকটা বৈষ্ণব বাক্য হইলেও—অন্তর তাহা নহে। অন্তরে তিনি কেবল মুক্তি প্রার্থী। যিনি বাক্যে বৈষ্ণব—অন্তরে মায়া বাদী—তাঁহার বাক্য শুদ্ধ হইতে পারে না। তাই নরনারায়ণ কৃষ্ণ চৈতন্যে

বৈধী ভক্তি করিয়াও—কৃষ্ণ চৈতন্যের মুখ্য কৃপায় বঞ্চিত। তাই নরনারায়ণের অষ্টাঙ্গ যোগে বড় ভক্তি—সংসার ত্যাগে মতি। বৈষ্ণব ধর্ম্মের—ভুক্তি, মুক্তি, সিদ্ধি, কামী—বাদী মাত্র। তাহারা বৈষ্ণব নাম লইলেও পঞ্চ উপাসকের বৈষ্ণব—শুদ্ধ বা সনাতন বৈষ্ণব নহে।

নটনারায়ণের বাক্যোপদেশ তাঁহার বড়ই মর্ম্মে মর্ম্মে লাগিয়াছে—যতই সে চিন্তায় তিনি অগ্রসর হইতে যান—ততই সন্ন্যাসীর জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। নটনারায়ণের উদ্দেশ্য কিন্তু ইহার বিপরীত। এই রূপ হিতে বিপরীত সংসারে প্রায়ই ঘটে। মানুষ স্বভাব গুণে এক বলিতে আর বলে—এক শুনিতে আর শুনে—এক বুঝিতে আর বুঝে। এই স্বভাবের জন্যই শাস্ত্রে অধিকার বিচার এবং অধিকারী ভেদে ধর্ম্ম স্বতন্ত্র।

পিতার আজ্ঞায়—মাতার কাতরতায় নরনারায়ণ আর বাহিরে শয়ন না করিয়া গৃহেই শয়ন করেন। সুকৃতি ক্ষুন্নতায় নরনারায়ণ বৈষ্ণব পথের পথিক হইয়াও মায়াবাদী—কিন্তু কপটী নহে। যে অকপট—কৃষ্ণ তাহার প্রতি দৃষ্টি না করিয়া থাকিতে পারেন না। তাই বুঝি আগন্তুকের সে কৃপা। তবে ভক্তির ইতর বিশেষে—সে কৃপা ফলবতী হইতে বিলম্ব হয়।

রাত্রি অধিক হইয়াছে। নরনারায়ণ গৃহে শয়নের জন্য যাইতেছেন। যাইতে যাইতে ভাবিতেছেন—আমার গৃহে শয়ন সত্য সত্যই কি—পিতৃ মাতৃ আজ্ঞা পালন? না—মোহ আকর্ষণ কিছু আছে? আছে বই কি! কিন্তু যে টুকু আছে—তাহা ত চক্ষে দেখিয়া মন হইতে দূর করিবার নহে? যদি নহে—তবে আজও সংসারে কেন? কে—আমায় বাঁধিয়া রাখিয়াছে?—মন। মনের নিগ্রহ বন ভিন্ন কি সংসারে হয়?

গৃহে প্রবেশ করিয়া নরনারায়ণ বিনা বাক্য ব্যয়ে শয়ন করিলেন—কিন্তু ভিন্ন শয্যায়। যোগমায়া শয়ন করিয়াছিলেন—নিদ্রা হয় নাই। অনেকক্ষণ পরে যোগমায়া—নরনারায়ণের শয্যার নিকট আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া—তাঁহার হাত দুখানি ধরিয়া অলক্ষে চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে বলিলেন, "কয়দিন যদি আমার ভাগ্য ফলে ঘরেই

'শয়ন করিতেছ—তবে তোমার শয্যায় কি আমার স্থান নাই? সেবায় কি আমার ইচ্ছা হয় না?"

নরনারায়ণ বলিলেন, "মায়া! আর আমায় চিন্তা দিও না—এ চিন্তা মায়াশ্রিত—চিন্তায় তোমার রূপ ভুলিতে পারি না। চিন্তায় যেন আমি হৃদয়ে মলিন হই—তাই আমি দূরে থাকি। দূরে থাকিলে—এ চিন্তা যখন হৃদয়ে থাকে না—তখন আমিও যেন হেথায় থাকি না। সে হৃদয় যেন কেমন পবিত্র—আমি সেই হৃদয় ভালবাসি।"

যো। মানুষ কি চিন্তা হীন হইতে পারে?

নর। চিন্তার ফল দুই রূপ। এক চিন্তার শেষে—জগৎ রূপে তুমি যেন মূর্ত্তিমতি। আর চিন্তার শেষে জগৎ যেন নাই—তুমিও নাই। তখন কি যেন পাই—হৃদয় যেন পবিত্র হয়। আমি সেই চিন্তার ভিখারী—তাহাই শান্তি। এ দুঃখময় জগতের—সুখে আমার কায নাই। কিন্তু যাহা মনে করি—তাহা কার্য্যে ঘটে কই? আবার তাহা ভুলি। আবার এই জগৎ সুখে বুঝি ইচ্ছা হয়—না হইলে আজ আবার এ সুখ শয্যায় কেন?

বলিতে বলিতে নরনারায়ণ কাঁদিতে লাগিলেন। আবার বলিতে লাগিলেন, "মায়া! আমি বড় স্বার্থপর—নিজ স্বার্থের জন্য তোমায় বিবাহ করিয়াছি, নিজ স্বার্থের জন্য আজ তোমার স্বার্থ ভুলিতে বসিয়াছি। ধিক আমায়! ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর—যেন একদিন তাঁহার কৃপায় আমি এ স্বার্থ বলি দিতে পারি। আমি তোমার স্বার্থের জন্য প্রাণ দিতে রাজি আছি—কিন্তু মন এমনি স্বার্থপর যে, এ জ্ঞান সব সময়ে হৃদয়ে জাগরুক রাখিতে দেয় না। তাই তোমায় কাঁদাই। যে আপনার নহে—সে কখন পরের হইতে পারে না। জানি না আমার অপেক্ষা আমার আপনার আর কেহ আছে কি না। আমি আমাকে ভালবাসি বলিয়াই নিজের জন্য তোমায় ভালবাসি—তোমায় ভালবাসিলেই আমার আপনাকে ভালবাসা হয়। জানিনা—সে ভালবাসা পূর্ণ কি না—যদি হইত—তবে কেন তোমায় লইয়া সে অচিন্তার দেশে যাইতে পারি না!"

যোগমায়া সহসা কোন উত্তর করিতে পারিলেন না। তাঁহার জানু

যেন ভাঙ্গিয়া গেল—আর তিনি দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না। পালঙ্ক নিম্নে বসিয়া পড়িলেন। দর দর চক্ষু ধারে বলিলেন, "তোমার সুখেই আমার সুখ। তুমি প্রাণ—আমি প্রাণি। তুমি স্বামী—আমি স্ত্রী। প্রাণের ব্যথায় প্রাণি ব্যথিত, প্রাণ শূন্যে প্রাণি মৃত—তবে কাহার জন্য প্রাণি—প্রাণে ব্যথা দিবে? কোন ধর্ম্মের জন্য সহধর্ম্মিণী—স্বামীর ধর্ম্মে কণ্টক হইবে? আমার বহু বহু জন্মের শিব পূজা আজ স্বার্থক—কিন্তু দুঃখ বড়—মন আশাপ্রদ ফল পাইয়াও এখন সে ফলে আমায় বঞ্চিত করিতে চাহে। তাহা দেখিয়াও এমন শত্রুমনকে মিত্র ভাবিতে, হৃদয় যেন আশ্বাসিত হয়।"

আর কেহ কোন কথা কহিলেন না। কিন্তু উভয়ের চক্ষেই জল ধারা বহিতে লাগিল। ধর্ম্ম করিতে অনেকে চায়—কিন্তু ধর্ম্ম উদয়ে অনেকে পলায়।

যদি কেহ মুক্তির প্রার্থী হও—তবে নরনারায়ণের হৃদয়ের সহিত হৃদয় মিলাও। এ হৃদয় ভিন্ন বিবেক আকাশ কুসুম। নচেৎ মর্ম্মহীন ব্যক্তির সংসার তাচ্ছল্য, দয়ার অভাবে নির্ম্মমতা মাত্র—বিবেক নহে। কিন্তু বৈষ্ণব! তুমি এ ছায়া ভ্রমেও স্পর্শ করিও না। তুমি মুক্তি না চাহিলেও মুক্তি তোমার দাসী।

অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রভাবতী গৃহকর্ম্ম করিতেছেন—আর চক্ষের জলে ভাসিতেছেন। মনে মনে বলিতেছেন—মা! তোমার পিতা—আমার স্বামী। তুমি ধর্ম্মের জন্য মায়াপুরে আসিবে না—মায়াপুরের দোষ কি মা? দোষ আমাদের —আমাদের মুখ দেখিবে না। আমি ধর্ম্মের জন্য তাঁহার মুখ দেখিব

না—বলিতে পারি কি? তিনিই যে আমার ধর্ম্ম। যে ধর্ম্মের জন্য মা! তুমি পিতা মাতা ভুলিতে বসিয়াছ—আমি যে সেই ধর্ম্মের জন্য স্বামী ফেলিতে পারি না—তবে এ ব্যথা না বুঝিয়া অভিমানকে হৃদয়ে স্থান দিলে কেন?

সন্ধ্যা হইল। প্রভাবতী সকলকে আহার করাইয়া নাতি নাতিনীকে ঘুম পাড়াইলেন। পুত্র বধুদের সঙ্গে লইয়া গল্প আমোদে স্বামীর অপেক্ষায় অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলেন। তখন শশাঙ্কশেখর বাটী আসিলেন। এ দিকে রাত্রিও হইল—বধুরা অনিচ্ছা সত্বেও প্রভাবতীর কথায় স্ব স্ব গৃহে শয়নে গেলেন।

শশাঙ্কশেখর আহারে বসিয়াছেন, সম্মুখে প্রভাবতী বসিয়া দেখিতেছেন। শশাঙ্ক বলিলেন, "আজ এত অল্প অন্ন দিয়াছ কেন? আর থাকে ত দাও। ভাতে কি কম পড়িয়াছে? বৌমারা খাইয়াছেন ত?"

প্রভাবতী কোন কথা না কহিয়া এক মুঠা মাত্র দিলেন। তাহা দেখিয়া শশাঙ্ক বলিলেন, "তোমার হইবে ত?"

প্রভাবতী—আবার আর এক মুঠা দিলেন। শশাঙ্ক, প্রভাবতীর এ ভঙ্গিতে হাসিতে লাগিলেন—বলিলেন, "বুঝিয়াছি—ভাতে কম পড়ে নাই—এ অভিমানের হাত টান। আজ বোধ হয় আমার কপালে কিছু পুরস্কার আছে। এখন অপরাধটা শুনিতে পারি কি?"

তখন প্রভাবতী নিজের অন্ন অবধি ঢালিয়া দিলেন—বলিলেন, "যে যতটা খায়—তাহার কমে তাহার পেটের জ্বালা কমে কি? আপনা দিয়া বুঝ না কেন? জমি ত খাসে লইলে—মেয়েটা যে না খাইয়া মরিবে?"

শ। এই কথা! মেয়ে মরিলে তোমার কি? তুমি মরিলে সেত দেখিবে না বলিয়াছে।

প্র। চোর চুরি করে বলিয়া কি গৃহস্থ—প্রতিশোধের জন্য তাহার বাটীতে চুরি করিতে যায়?

শশাঙ্কশেখর হাসিয়াই মাৎ করিলেন। প্রভাবতী বলিলেন, "সব সময় হাসি ভাল লাগে না।"

শ। সব সময় কাঁদিতেও ভাল লাগে না।

প্র। তুমি নিজের মেয়ের হৃদয় চিনিতে পার না—পরের হৃদয় চিনিতে যাও। যে পরের বেদনায় কাতর না হয়—সে নিজে কোমল হইতে পারে না। যে নিজে কোমল হইতে পারে না—সে অন্যের হৃদয়-কমনীয়তা অনুভব করিতে পারে না—তবে তুমি বৈবাহিকের হৃদয় কি দেখিবে?

শ। ফেলিয়া দাও তোমার কোমলত্ব—আর সংসারের সৌন্দর্য্য। কে তাহার ভিখারী? আমি যাহার ভিখারী—তাহার বলে এক দিন প্রস্তর অপেক্ষা কঠিন "জগাই" "মাধাইয়ের" প্রাণ ও গলিয়াছিল। শশাঙ্ক জ্যোতিঃপ্রসাদ ত নাম মাত্র।

প্রভাবতী হাঁসিয়া উঠিলেন—বলিলেন, "ও হরি! যাহাদের প্রাণ অহংকারে এত কঠিন যে, সাত হাতুড়ীতে দাগ বসে না—তাহারা আবার চৈতন্যদেবের মাধুর্য্য আশা করে। পুরুষ গুলা যেন অহংকারে পাগল।"

প্রভাবতীর ভাব দেখিয়া শশাঙ্ক কিয়ৎক্ষণ প্রভাবতীর মুখের দিকে হা করিয়া চাহিয়া রহিলেন, বলিলেন, "প্রভা! তুমি বুদ্ধিমতি তাহা জানি—যদি না জানিতাম—তবে তোমার কথা কানে লইতাম না—তাই জিজ্ঞাসা করি—এ কথায় অহংকার কি দেখিলে?"

প্র। যাহারা জ্ঞানহীন, তাহারা মানুষ মারিলেও তাহাদের হৃদয়ে প্রেম থাকিতে পারে—লুক্কাইত ভাবে থাকে। কিন্তু যাহারা জ্ঞানী—তাহারা পিপিলিকা বধে প্রেম বিসর্জ্জন দেয়। প্রেম ভিন্ন কোমলত্ব কোথায়? যদি কোমলত্ব না থাকিত—তবে চৈতন্যের কৃপা আদরে হৃদয়ে লইতে পারিত কি? আদর ভিন্ন চৈতন্য হৃদয়ে দাঁড়ায় কি? জানিয়া শুনিয়াও যে এত কঠিন যে, আদরের বস্তুকে শত্রুভাব দেখাইতে হৃদয়ে ব্যথা পায় না, সে—কি না মনে করে যে, জগাই মাধাই তাহার অপেক্ষা কঠিন। ছি! এত অহংকারে কি হরি লাভ হয়? হৃদয় কোমল হয়?

শশাঙ্ক, প্রভাবতীর ভাবে মুগ্ধ হইলেন—বলিলেন, "প্রভা! তোমার নিকট অনেক সময়ে আমি উপকৃত হই। তুমি যাহা বলিতেছ আমি তাহা জানি—জানিয়াও যে কেন এমন করিতেছি—সে ব্যথা তুমি বুঝিবে

না। যদি সময় হয় বলিব। তোমার মায়া দৃষ্টির উপদেশ অতি সুন্দর—কিন্তু সে উপদেশ তোমায় মায়ার হাত ছাড়াইতে বলে না। যদি বলিত—তবে তুমি যাহার কৃপায় এ কোমলত্ব ভোগ করিতেছ—তাহার প্রতি দৃষ্টি করিতে শিখিতে। শিখিতে কেন—সে দৃষ্টিতে বিভোর হইতে—তবে তোমার এ কোমলত্ব স্বার্থক হইত—কিন্তু তাহা হইল কই? সংসার লইয়াই ব্যস্ত' কেন? যদি তাহার জন্য কখন হৃদয়ে ব্যাকুলতা আসে—তবে বুঝিবে এ শত্রুতা নহে—মিত্রতার রস উদ্দীপক খেলা মাত্র।"

তখন কাছারীর সরকার আসিয়া ডাকিল। শশাঙ্ক বাহিরে আসিলেন। সরকার বলিল, "জমীদার বাবু আপনার অপেক্ষায় বসিয়া-আছেন। শীঘ্র চলুন।"

শ। কিছু বলিয়াছেন কি?

স। না।

শশাঙ্ক—জ্যোতিঃপ্রসাদের নিকটে উপস্থিত হইলেন। শশাঙ্ককে দেখিবা মাত্র জ্যোতিঃপ্রসাদ বলিলেন—"আমি আজ "নাটু" সর্দ্দারকে পাঁচজন পাক্ দিয়া দেবীগ্রামে পাঠাইয়াছি—এখন কোন্ মোকামে রাখা হইবে বল দেখি?"

শ। তার জন্য ভাবনা কি—সাগরতলী মোকামে।

জ্যো। রাত্রি হইয়াছে। আমি শয়ন করিগে—তবে তুমি তাহার বন্দবস্ত করিয়া যাও।

এই বলিয়া জ্যোতিঃপ্রসাদ শয়নে গেলেন।

একোনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

সভা সমিতিতে বক্তৃতায়, প্রবন্ধাদি রচনায়, দাসত্বে অর্থ সচ্ছলতায়—ইন্দ্রনারায়ণ হস্তপদ বিশিষ্ট প্রাণির মধ্যে—এক জন গণনীয় হইয়াছেন বটে—কিন্তু এখনও তাঁহার মনের উচ্চ আশা পূরণ হয় নাই।

সংসারে যাহার উচ্চ আশা নাই—সে অমানুষ। কাযেই ইন্দ্রনারায়ণ মানুষ। সে উচ্চ আশাটা কেমন? উচ্চ বলিতে আকাশ ফোঁড়া ভাবিও না—বিলাত তাহার সীমা। অতএব বিলাতের ঘর, বাড়ী, ভাষা, পরিচ্ছদ, ন্যায়, দর্শন, আচার, ব্যবহার, আইন, আদালত সকলি উচ্চ। এই উচ্চে, শৃঙ্গোপরে, শূলে না বসিলে—মোক্ষ লাভ হয় কই?

সাধনায় সিদ্ধি। সিদ্ধিতে শান্তি। সকলেই যে রাজ মুকুটের আশা করে—তাহা নহে। অতশত যাঁহারা বুঝেন না, তাঁহারা—চরম ফল রাজপদ জানিলেও—এক বারেই অত আশা করেন না।

তাই ইন্দ্রনারায়ণ এবার "ডেঃ মেজিষ্ট্রেট" অবধি উঠিয়াই—শান্ত। চঞ্চলার আনন্দের সীমা নাই—আজ হরি লুটের বড়ই ধুম। কিরণশশী, হরির নিকট মানত করিয়াছিলেন যে, যদি আশা পূর্ণ হয়—তবে সোনার বাঁশি কৃষ্ণ পাইবেন। কৃষ্ণের বরাত খুলিয়াছে। কিন্তু সেকরা বলিতেছে—অত কম সোনায় বাঁশি হইবে না।

চঞ্চলা—কিরণশশীকে বলিলেন, "মা! অত ব্যস্ত হইতেছ কেন? হবে হয় দিলেই হইল, হরি আমাদের ভাল রাখুন—তাঁহার ধার কি মানুষে শোধ দিতে পারে?"

সন্ধ্যা হইল—নটনারায়ণ বাড়ী আসিলেন। তাড়াতাড়ি চঞ্চলা, হরির প্রসাদ লইয়া উপস্থিত। প্রসাদ সম্মুখে রাখিয়া হরির বাঞ্ছা পূরণের কথা জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন, "এই প্রসাদ লও—ইন্দ্রনারায়ণকে আশীর্ব্বাদ কর।"

নটনারায়ণ একটু হাসিলেন—বলিলেন, "হরির প্রসাদ আমি খাইতেছি—কিন্তু সে দিন বৈবাহিক মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছিলাম যে, হরি ভাল দিয়া কথন কথন মন্দ করেন—সে সত্য কথা। অবশ্য ইহার মর্ম্ম এই

যে, হরি প্রেমময়, প্রেমে পাত্রাপাত্র জ্ঞান থাকে না; সে ভাল যাহার হৃদয় আছে—সেই ধারণ করিতে পারে; যাহার হৃদয় নাই—তাহাতে সে নরকের পথ পরিষ্কার করে। তাহার পর অন্তর্মুখের কথা—সেত স্বতন্ত্র। হরিই এক মাত্র কর্ত্তা—কাযেই সে মন্দের কর্ত্তাও পরোক্ষে হরিই হয়েন। গৃহিণি! যাহার হৃদয় নাই—সে কি বিচারকের উপযুক্ত? তবে এ সংবাদে আনন্দের কি আছে?"

চ। তোমার কাছে কথা কহিয়া সুখ নাই। জজের মা হওয়া কি একটা সামান্য পুণ্য। তুমি ইন্দ্রের ভাল দেখিতে পার না; তা হরি আছেন—তিনিই বিচার করিতেছেন। আমার কাছে যাহা হয় বলিলে—ইন্দ্রের কাছে যেন এ সকল আর বলিও না। মিথ্যা দুঃখ দেওয়া বইত নহে। তোমার কথা শুনিয়া আমি ত আর মন্দ হইতে পারি না।

অনেক সুখ দুঃখের কথা বলিবেন বলিয়াই চঞ্চলা আসিয়াছিলেন, কিন্তু আর ভাল লাগিল না—বলিলেনও না—তিনি উঠিলেন। চঞ্চলার ভাব দেখিয়া নটনারায়ণ হাঁসিতে হাঁসিতে বলিলেন, "আরে যাও কোথা—এমন সুখের দিনে কিছু খাওয়াইয়া দাও দেখি—আমি যা বুঝি।"

চ। তোমার ত ওই আছে। ঠাকুরদেবতার নাম নাই, সংসারের ভাল মন্দের দিকেও দৃষ্টি নাই—কেবল খাওয়াটাই বুঝ। তাও হইতেছে—ইন্দ্র কয়েকটী বন্ধুকে আজ নিমন্ত্রণ করিয়াছে—সে জন্য সে উদ্যোগও হইতেছে। আমি ঘরের গিন্নি, আমার সব দিকে তাকাইতে হয়—আমায় দোষ কি সে দিবে বল? এখন যাই—যে দিকে না থাকিব—সে দিক চলিবে না। আমি আছি বলিয়াই সংসারটা এখনও বজায় আছে।

নটনারায়ণ হাঁসিতে লাগিলেন। চঞ্চলা বিরক্ত হইয়া চলিয়া যান, নটনারায়ণ বলিলেন,"ভাল কথা—আমি কিন্তু এ ভোজের খরচ দিব না। আমার নিকট চাহিও না। আনন্দ হইয়া থাকে—তুমি খরচ করিবে।"

চ। আমি কি চাকরী করিয়া টাকা আনিব?

নট। কেন—তোমার ইন্দ্র ত রোজকার করিতেছে। সে টাকা ত তুমি আমায় দাও না।

চ। আমিই কি লই?

নট। তবে কি হয়?

চ। কি খরচ করে তা'ত জানি না। যা দশ টাকা রাখে—বৌমা তার দ্বিগুণ গহনায় বাহির করিয়া লয়।

নট। গৃহিণি! আমার দুই বউই সমান। যতদিন আমরা আছি—ততদিন দুই জনেই সমান খাইবে—সমান পরিবে। এখন ইন্দ্র টাকা আনিতেছে বলিয়া যে তাঁহার গহনা হইবে—বড় বৌমার হইবে না, এ বিচার ভাল কর নাই। আমি জানিলে—সে গহনা আমি গড়াইতে দিতাম না।

চ। সে কথা বলিলে চলিবে কেন? যে যেমন কপাল করিয়া আসিয়াছে। নয় কেন টাকা আনুক না?

নট। বিচার পরে করিও, যাহা বলিতেছি তাহাই করিতে হইবে। কাল উভয়ের গহনা আমায় দেখাইবে। যদি আমি দিতে পারি, উভয়কে সমান করিয়া দিব—যদি না দিতে পারি—তাহার ব্যবস্থা করিব। আর শুন—এ ভোজের খরচ আমি সত্য সত্যই দিব না। তোমাদের আনন্দ হইয়া থাকে, দশ জন দরিদ্রকে ভাল করিয়া খাওয়াইয়া দাও—আমি দিব; দশ জন দরিদ্রকে বস্ত্র দাও—আমি দিব; দশ জন সাধু মহাত্মার সেবা কর—আমি দিব; কিন্তু পাঠার শ্রাদ্ধ করিতে আমি রাজি নহি। ইহাতে বিরক্ত হও—আমার সম্মুখে ও সব কথা তুলিও না।

চ। আমাদের কি পাঠা স্পর্শ করিতে আছে—যে ও কথা বলিতেছ? তবে আজ কালকার ছেলে, বাহিরে বাহিরে কি করে—না করে—অত খোঁজ তোমার আমার দরকার কি? একটা শুভ কার্য্যে এ রূপ খরচ করিতে হয়।

নট। তোমার আমার যদি খোঁজের দরকার নাই—তবে কার দরকার?

চ। এখন বড় হইল, আপনারা বুঝুক—বৌরা বুঝুক। আমরা কেবল হরিনাম করি।

নট। তবে নরনারায়ণের পিছনে অত লাগ কেন? হরিনাম কর

না কেন? মনের ভিতরে সংসার পুরিয়া মালা ঠক ঠকালে হবে কি? তোমাদের দেখিয়াইত লোকের বৈষ্ণবে ঘৃণা জন্মে। বৈষ্ণব হইতে পার হও—নচেৎ বৈষ্ণব ধর্ম্মে দাগ লাগাও কেন? নিষ্ঠা কোথায়? তুমি বল তুমি সব দিকে তাকাও—আর আমি কোন দিকেই তাকাই না—এই ত জানিয়া রাখিয়াছ; এখন বল দেখি—তোমার বাড়ীতে পাঠা রান্না হয় কেন? ছেলের মায়ায় কি আমি ধর্ম্ম নিষ্ঠা ভুলিব?

চ। কে জানে—বাহিরে বাগানে কি হইতেছে না হইতেছে—আমি মেয়ে মানুষ কি করিয়া জানিব?

নট। জান। না জানিলে বাগানে হইতেছে—জানিলে কি প্রকারে?

তখন নটনারায়ণ, ইন্দ্রনারায়ণকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। ইন্দ্রনারায়ণ আসিলে বলিলেন, "আমি শুনিলাম পাঠা রান্না হইতেছে—আমাদের সংসারে উহা যে নিষেধ—তাহা জান, অতএব উহা ফেলিয়া দাও; আর যেন আমাদের কানে ওরূপ না উঠে।"

ই। বাড়ীতে ত করি নাই—বাগানে হইতেছে।

নট। বাগান কি আমার নহে? বাগানে একটা যদি খুন হয়—তবে কি আমায় ধরে না?

ই। উহাতে আর দোষ কি? ওগুলা কেবল "প্রেজুডিস্" মাত্র। আহারের সঙ্গে ধর্ম্মের সম্বন্ধ কি?

নট। ধর্ম্মের বিচার এখন থাক—সে বিচারে অধিকারী বিচার আছে। এখন বল দেখি—বাহিরে তোমার যে গুণগুলি শুনিতেছি—তাহা সত্য কি? আমায় জিজ্ঞাসা করিলে আমি ত মিথ্যা বলিতে পারিব না।

ই। "ফণ্ডের" টাকা কি আমি একা খরচ করিয়াছি যে, আমি তাহার দায়ী? আমি যাহা খরচ করিয়াছি—তাহার হিসাব দিতে আমি বাধ্য।

নট। যেই হিসাব দাও—টাকা যায় কোথা? তোমরা এক একটী দেশ হিতৈষী—তোমাদের কাযে এরূপ হয় কেন?

ই। এত বৃহৎ ব্যাপার কি একজনে হয়? সকলের মন কি সমান?

নট। যদি এই রূপেই গোল হইবে জান—তবে তোমরা দেশের টাকা নষ্ট করিবার জন্য নেতা হও কেন? দেশের যত

হিত হউক—আর নাই হউক, তোমাদের হিত হইতেছে—তাহাত দেখিতেছি।

ই। কি দেখিলেন? দেশের জন্য আমি নিজের স্বার্থ দেখি না। আপনাদের নিকটেও কত ভৎর্সনা খাই। আপনারা পিতা, মাতা—অনেক সময়ে দেশের মুখ তাকাইতে—আপনাদের মুখ তাকাইতে পারি না। ইহাতে কি আমাদের ব্যথা লাগে না? তবে কি করিব—আপনারা ইহার মূল্য বুঝেন না।

নট। এমন মহামূল্যের মূল্য কি সকলে বুঝে? এখন দেখিতেছি—আমার বুঝিতে চেষ্টা করা উচিত। দুই একদিন মধ্যে আমি একটা হিসাব চাই যে, তুমি কত টাকা রোজকার করিয়াছ—আর কত টাকার চেয়ার, টেবিল, আসবাব, গহনা করিয়াছ। বাহিরের লোকের কেন? আমারই সন্দেহ হইয়াছে। কোম্পানিতে যে টাকা—তাহা "ফণ্ডের" কি—না? যদি "ফণ্ডের" হয়—তবে তোমার নামে কেন?

ই। এ সকল হিসাব—আপনার কাছে দিতে আমি বাধ্য নহি; এবং আপনার এ সকল বিষয়ে কোন উত্থাপন—আমার মতে—যুক্তি সিদ্ধ নহে।

নট। সে যুক্তি ইংরাজের আদালতে বসিয়া করিও। সেই তাহার উপযুক্ত স্থান। হিন্দু মতে যত দিন সন্তানের মত থাকিবে—তত দিন যাহা বলিব করিতে হইবে। যদি তাহা যুক্তি সিদ্ধ বোধ না কর—আমার সম্মুখ হইতে দূর হইবে, আমি তাহাতে দুঃখিত হইব না। বৃদ্ধ বয়সে যদি অর্থের অনাটনে বিষ খাইয়া মরিতে হয়—তবুও ওরূপ সন্তানের সেবা—আমি আশা করি না।

ইন্দ্রনারায়ণ রাগ ভরে বাহিরে আসিলেন, নটনারায়ণও বসিতে বলিলেন না। ইন্দ্রনারায়ণ মনে মনে ভাবিলেন—বাঙ্গালী জীবনে সুখ নাই। জ্ঞানের উন্নতি ভিন্ন সুখ কোথায়! হৃদয় শূন্য বাঙ্গালী মূর্খতায় সামান্য পয়সার মায়ায় উন্নতি পথের কণ্টক হয়—কিন্তু ইংরাজ! এই জন্যই তোমাদের দেবতা বলিতে ইচ্ছা হয়—উন্নতির জন্য তোমরা জীবন দিতে জান। কিন্তু তাহাতে দুঃখ নাই—তোমাদের জীবনী পাঠ করিয়াই

হৃদয়-নির্ভর করিতে শিখিয়াছি। একদিন এই জগতে "সক্রেটিস্‌কে" কতই কষ্ট সহিতে হইয়াছিল—"হানিম্যানকে" হোমিওপ্যাথি আবিষ্কারে প্রাণ দিতে হইয়াছিল। কিন্তু আজ সেই "সক্রেটিস্," সেই "হানিম্যান" —মানবের দেবতা।

অকস্মাৎ হৃদয়ে কেমন একটা ভয়ের সঞ্চার হইল—ভাবিলেন—পিতা যদি এ বিষয়ে বাদী হন—তাহা হইলে কি হিসাব দিব! সে হিসাব ত টিকিবে না। তখন মনে কেমন একটা বেদনা উঠিল—মুখ খানি ম্লান হইয়া গেল। তিনি ধীরে ধীরে বাগান বাটীতে গেলেন।

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

বিষয়ানন্দ নিরাপদে সুস্থ শরীরে স্থানে স্থানে বিষ্ণুপ্রসাদ পাইয়া যথা সময়ে—স্বদেশে বাটী পঁহুছিলেন।

বেলা তখন দুই প্রহর। বিশ্রাম লইতে অনেকক্ষণ কাটিল। অনেক দিন পরে স্বামী দর্শনে বিষয়ানন্দ গৃহিণী সম্মুখে বসিয়া নানা কথায়—কোথায় কোথায় এবার যাওয়া হইয়াছিল—সমস্ত সংবাদ লইয়া শেষে বলিলেন, "আমার শাঁখা কই?"

বিষয়ানন্দ বলিলেন, "হাঁ—তোমার শাঁখা আসিয়াছে। "নপাড়ার" হরি বাবুর স্ত্রী, তোমায় এক খানি গরদের শাড়ী দিয়াছেন, সে খানি যত্ন করিয়া রাখিবে—অতি উত্তম জিনিষ। শাঁখাও মন্দ দেন নাই—তাহাতে প্রায় দুই ভরি সোনা লাগিয়াছে।"

গৃহিণী বলিলেন,—"এসব ভক্তির কথা, যাহার যেমন ভক্তি—সে তেমনি দেয়। যাহা হউক এবারে কত টাকা হইল শুনি?"

বি। তা বেশী হয় নাই। হইত—নন্দীগ্রামের নটনারায়ণের বড় ছেলেটী—পাষণ্ড না হইলে কিছু বেশীই হইত।

গৃ। তার কথা কহিও না। কৃষ্ণে যার মতি নাই—সে কি আর মানুষ! নটনারায়ণের স্ত্রী কিন্তু বড় ভক্তিমতি—নহিলে দুই ভরির শাঁখা—আজ কাল কার বাজারে কে দিতে পারে বল? কার এত পুণ্যের শরীর।

বি। তাত—সত্যই।

বেলাও অনেক হইয়াছে—এ দিকে অন্নও প্রস্তুত। গৃহিণী বলিলেন, "তবে তুমি শীঘ্র স্নানটা করিয়া লও—বেলা যে পড়িয়া যায়।"

বি। বিষ্ণু সেবা হইয়াছে ত?

গৃ। হাঁ—

তখন ত্বরিতে—বিষয়ানন্দ স্নান, তিলক সেবা সারিয়া লইলেন।

আহারান্তে সহচর ভৃত্যটীকে বলিলেন, "তবে তুই তামাক সাজিয়া একবার বাড়ীতে দেখা দিয়া আয়। বৈকালে তোকে আবার "সাতগাছী" যাইতে হইবে।"

ভৃত্যটী বলিল, "এখনি আপনার আহার হইল?"

বি। হইবে না কেন?

ভৃত্য আর কোন কথা কহে না—বিষয়ানন্দ জিজ্ঞাসিলেন, "কেনরে এ কথা জিজ্ঞাসিলি?"

ভৃ। আপনি নাম না লইয়া প্রসাদ পান না—তবে এত শীঘ্র শীঘ্র আহার হইল কিরূপে—তাই বলিতে ছিলাম।

বি। কৃষ্ণের ইচ্ছা—কখন কি হয় তাকি বলা যায়? কৃষ্ণনাম হৃদয়ে স্বতঃই রহিয়াছেন—মালা কেবল গণনার জন্য এবং তুলসী কৃষ্ণের প্রিয়—তাই আমাদের শিরোমণি। ওসব তোদের দেখিবার প্রয়োজন নাই। ভক্তি মার্গে থাক—কৃষ্ণ কৃপা করুন।

তখন তিনি ধূমপান করিতে করিতে নিদ্রাবিভূত হইলেন।

বিষয়ানন্দের নিত্য কর্ম্ম—প্রাতে হরিনাম ও সেই সঙ্গে সঙ্গে ছেলে গুলির পাঠ পরীক্ষা। দুই দশ বিঘা জমিও আছে—প্রজাদের

কৃষ্ণের জীব ভাবিয়া খাজনা পত্রের জন্য তাহার কাগজ পত্র দর্শন—তৎপরে স্নান—হরিমন্দিরাদি—ও বিষ্ণু পূজা। পরে আবার হরিনাম—গৃহ কর্ম্ম দর্শন—মধ্যাহ্নে প্রসাদ ভোজন।

আহারান্তে একটু বিশ্রাম। পরে হরিনাম—ভাগবৎ পাঠ। বৈকালে দুই দশ জন ভগবৎ জন সঙ্গে হরি কীর্ত্তন। কলিকালে হরি নামই একমাত্র সম্বল—সংসার এই আছে এই নাই।

সন্ধ্যায়—শ্রীমূর্ত্তির আরতী দর্শন। পরে নির্জ্জনে বিশেষ বিশেষ ভক্তের সহিত—কৃষ্ণের রাগ রস বিচার। পরে প্রেম আস্বাদন ও চিৎসমাধি। ভক্তি ছাড়া মুখে অন্য কথা নাই—কৃষ্ণ ভক্তের ইহাই লক্ষণ। "কৃষ্ণদাস"ত কথার মাত্রা। প্রেমে কৃষ্ণের ইচ্ছা হৃদয়ে উপলব্ধি হইলেই, কৃষ্ণ সেবায় পরমানন্দে আপনিও ভাসেন—অন্যকেও ভাসান।

অনেক দিন বাড়ী না থাকায়, অনেকগুলি বিষয় কর্ম্ম এক সঙ্গে পড়িল। সে গুলি সারিতে দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল। এ দিকে আবার বাহির হইবার সময় উপস্থিত। বিলম্বও চলিবে না—শীঘ্রই জ্যেষ্ঠ পুত্রটীর উপনয়ন দিতে হইবে।

একটী শুভদিন বাছিয়া যাত্রার স্থির করিয়া রাখিলেন। এদিকে সেই দিন প্রাতেই গৃহিণী বিসূচিকায় আক্রান্ত হইলেন। কিছু নয় কিছু নয় করিয়া বেলা দুই প্রহরের পর—পীড়া ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিল। বিষয়ানন্দ কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া গৃহিণীর পার্শ্বে বসিয়া কেবল ডাক্তার কবিরাজের মুখ তাকাইতেছেন। গৃহিণীর চৈতন্যের কোন হানি হয় নাই—বেশ কথা কহিতেছেন। কেবল নাড়ী নাই ও সর্ব্বাঙ্গ হিমাঙ্গ।

এই ভাবে গৃহিণীর চক্ষে জল দেখিয়া বিষয়ানন্দ—আর চক্ষের জল ধারণ করিতে পারিলেন না; বলিলেন, "গৃহিণি! আমায় কাহার নিকট রাখিয়া যাইতেছ? আমার জীবনের এক মাত্র তরীই যে তুমি। তুমি এমন করিবে স্বপ্নেও আমি তাহা মনে করি নাই। ছেলে গুলি অবগণ্ড—তাহাদেরই বা কাহাকে দিয়া যাইতেছ।"

বলিতে বলিতে বিষয়ানন্দের চক্ষে জল ধারা বহিতে লাগিল। গৃহে

আর কেহ নাই—গৃহিণী ধীরে ধীরে বলিলেন, "এত প্রেম তোমার হৃদয়ে—তাহাত অগ্রে আমায় জানাও নাই। সে বৈষ্ণব চক্ষে দেখি নাই—কৃষ্ণ কৃপা করুন যেন বৈষ্ণব অপরাধে না পড়ি। লোকে জানুক বা নাই জানুক—সাধারণ বৈষ্ণবের সেবা দাসী—কৃষ্ণ সেবায় দোহাই মাত্র। পাছে বৈষ্ণব অপরাধে পড়িতে হয়—সে জন্য অনেক সহ্য করিয়াছি। এ শেষের দিনে—আজ কেন তবে সে প্রেম জানাইলে? আর তাহাতে কাজ নাই—এখন কৃষ্ণ নাম শুনাও—ও কথা শুনিতে বড় ব্যথা লাগে। আমার চিত্ত এখন স্বপ্ন প্রায়, পুত্র কন্যার কথা তুলিয়া ক্ষণেক চৈতন্যের আর প্রয়োজন নাই—তাহাতেও বড় ব্যথা পাই।"

বলিতে বলিতে দুই চক্ষের জল গণ্ড বহিয়া পড়িল—আর বলিতে পারিলেন না—চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

তখন বিষয়ানন্দ নাড়া দেখাইবার জন্য কবিরাজ—ধন্বন্তরি ঠাকুরকে আবার ডাকাইলেন। তিনি নাড়ী দেখিয়া বলিলেন, "সেই রূপ।"

বি। কোন উপায় নাই কি?

ক। সাধারণ চিকিৎসায় ত আর কোন উপায় নাই—তবে এক বার রসায়ন করিয়া দেখিতে পারিলে হয়।

বি। সে—কি?

ক। সর্প বিষ।

বি। সেবন করাইতে হয়? তাহাতে কি এ সময়ে আশা করা যায়?

ক। অনেক সময়ে উপকার হয়।

বি। এখন সাপের বিষ পাওয়া যাইবে কোথায়?

ক। সর্প বিষ যোগে ঔষধ—সূচিকাভরণ।

তখন সকলেরই মতে সেই ব্যবস্থাই স্থির হইল। একটী বটী সেবন করানও হইল। ঈশ্বরের ইচ্ছায়—তাহাতে নাড়ী বেগবতী হইল। সকলের আহ্লাদের সীমা নাই—কিন্তু এ দিকে যুগপৎ শোক হর্ষে—বিষয়ানন্দের ওই রূপ অবস্থা দাঁড়াইল।

দুই চারিবার ভেদের পরই বিষয়ানন্দ আর উঠিতে পারিলেন না।

তখন বাড়ীতে বিষম গোল হইয়া উঠিল। কে কাহাকে দেখে তাহার ঠিক নাই। সন্তান সন্ততিগুলি বালক বাড়ীতে অন্ত অবিভাবক আর কেহ নাই—কেবল পাড়ার কয়টী স্ত্রীলোক। যাহা হউক, তাহাতে সেবার কোন ত্রুটী হইতেছে না।

পল্লিগ্রামের ডাক্তার। দুই এক শিশি ঔষধ দিয়াই যখন দেখিলেন যে, কোন উপকার নাই—তখন তিনি আর আসিলেন না। তখন সকলেই ধন্বন্তরি ঠাকুরের—সূচিকাভরণের প্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। কিন্তু ধন্বন্তরি ঠাকুর তখন সে দিকে কান না দিয়া আয়ুর্ব্বেদের যশঃগানে—শত শত শ্লোক আবৃত্তিতেই মগ্ন।

অনেক সাধ্য সাধনায় ধন্বন্তরি ঠাকুরের টিকী—অনেকটা স্থির হইল। তিনি স্বহস্তে একটী বটী সেবন করাইলেন। এদিকে গৃহিণীর মস্তকে জল ঢালা হইতেছে কি—না দেখিতে, শুশ্রূষাকারীকে যথোচিত ভৎর্সনা করিলেন। পাড়াপ্রতিবাসী—স্বজন কেহ নহে, এরূপ ভৎর্সনা তাঁহার ভাল লাগিল না—তিনি চলিয়া গেলেন।

কিন্তু সে বটীতে কোন ফল ফলিল না। বিষয়ানন্দের দেহ যেন আরও হিমাঙ্গ হইতে চলিল—ঘর্ম্মও বিন্দু বিন্দু দেখা দিল। তখন ধন্বন্তরি টিকী স্থির করিয়া আর দুইটী বটী একত্রে সেবন করাইলেন, এবং নাড়ী ধরিয়া বসিয়া রহিলেন। কিন্তু হায়—নাড়ী কোথায়? কেবল ঘর্ম্ম বাড়িল। ধন্বন্তরি বলিলেন, "শিব বাক্যই আছে—পার্ব্বতী, মহাদেবকে জিজ্ঞাসিলেন যে, যে সকল ঔষধের কথা বলিলেন, তাহাতে ত লোক অমর হইবে—তবে উপায়? শিব বলিলেন, যখন আমি যাহাকে নিধন করিব —তখন চিকিৎসকের ঔষধ ভ্রম হইবে। তবে আর আমাদের দোষ কি বল?"

এই বলিয়া ধন্বন্তরি উঠিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে একজন—আসন্ন কাল জানিয়া সর্ব্বাঙ্গে হরি নাম লিখিয়া দিতে বসিলেন। হরিনাম সর্ব্বাঙ্গে লেখা হইল—তুলসী তলায় আনিয়া হরিনাম শ্রবণ করান হইতে লাগিল।

তখন ধীরে ধীরে হাত নাড়িয়া বিষয়ানন্দ একজনকে বলিলেন,

"হরিনাম, প্রভু গৌর—নিত্যানন্দের নাম ত লিখিলে—এক জায়গায় ওই "কেলেমাগীর" নামটাও লিখিয়া দাও—কি জানি কিসে কি হয়—তাত বলা যায় না। তবে এ কথা আর প্রকাশে কায নাই—শেষ সময়ে বন্ধুর কায কর।"

তিনি ইতস্ততঃ করেন, কালী নাম লিখিতে চাহেন না। বিষয়ানন্দ বলিলেন, "রক্তের তেজ থাকিতে গৌর প্রেমে—আমিও অনেক প্রেম দেখাইয়াছি এবং নিজের মনেও দেখিয়াছি—চিৎ সমাধিও পাইয়াছি। এখন আমার সে রক্তের তেজ আর নাই—এখন সত্য ভিন্ন আর নকল চলে না। এখন বুঝিতেছি, মনের সে কল্পনার চিৎসমাধিতে কৃষ্ণলাভ হয় না—হয় ও নাই। তাহা মনের অহংকার মাত্র—মন দিয়া তখন তাহা ধরিতে পারি নাই। এখন সে মন আর নাই—সে অহংকারও আর নাই। এখন মন বলিতেছে—কালী আমার বিষ্ণুমায়া। আমি শুনিয়াছিলাম—বিষ্ণু মায়ার কৃপা ভিন্ন কৃষ্ণের কৃপা হয় না। তখন সে কথা—সে মন উড়াইয়া দিয়াছিল। দেখাইয়াছিল—সে হরি নামের বড় ভক্ত। এখন অসময়ে কিন্তু সে পলাইয়াছে। তাই সে কথা এখন হৃদয়ে উঠিতেছে—তাই তোমায় বলিতেছি। কিন্তু তোমাদের এখন রক্তের তেজ আছে—তাই লিখিতে চাহিতেছ না—নাই লিখ—আমি হৃদয়ে লিখিতেছি।"

তত্রাচ তিনি কালী নাম লিখিলেন না। কেবল মৃদুমন্দ হাঁসিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া বিষয়ানন্দ চক্ষু মুদিলেন।

তখন গৃহিণীকে দেখিতে আবার ধন্বন্তরি ঠাকুর আসিলেন। গৃহিণী অনেকটা সুস্থা—কিন্তু স্বামীর এইরূপ অবস্থায় যেন বোধ শূন্যা।

সকলেই ধন্বন্তরি ঠাকুরকে বিষয়ানন্দের হাতটা, আর একবার দেখিতে বলিলেন। ধন্বন্তরি ঠাকুর নাড়ী স্পর্শে—বিলম্ব না করিয়া এবং কাহাকেও না বলিয়া—তখনি আর একটী বটী বিষয়ানন্দকে সেবন করাইলেন, এবং বলিলেন, "ধন্বন্তরির হাতের রোগী কখন বিঘোরে মারা যায় না। তোমরা শীঘ্র শীঘ্র ঘরে লইয়া আইস এবং মাথায় যত পার জল ঢালিতে থাক। আমি আহার দিয়া তবে ঘরে

যাইব।” তখন একবার উচ্চৈঃস্বরে হরিধ্বনি হইল। যাঁহাকে কালী নাম লিখিতে বলা হইয়াছিল—তিনি ভাবিলেন—কৃষ্ণের কি কৃপা! কালী নাম লিখিলে সঙ্গে সঙ্গে আমিও—কৃষ্ণ প্রেমে পতিত হইতাম।

ইহারই নাম ঘুটে পুড়ে—গোবর হাসে।

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

নরনারায়ণের হবিষ্যান্ন আহারে ও মৌন ভাবে—দেবেন্দ্র বড় দুঃখিত। এ দিকে নরনারায়ণ কাহার সহিত আর বিশেষ আলাপ করেন না এবং দেবেন্দ্রের সহিত ও আর সে ভাব নাই।

নরনারায়ণ বাহিরে বিশেষ কোন কথা প্রকাশ না করিলেও, নটনারায়ণ তাঁহার হৃদয় ভাব বুঝিয়াছেন। যে নটনারায়ণ—এক দিন নরনারায়ণের নিরুদ্দেশেও—ক্ষুন্ন মনা হন নাই, সকলের কথায় আপত্তি করিয়া বলিয়াছিলেন যে, আমি বলিতেছি—তাহাকে বাটী ফিরিতেই হইবে; সেই নটনারায়ণ—নরনারায়ণ গৃহে থাকিতেও আজ তাঁহার ভাবে সন্দিহান।

দেবেন্দ্রের সহিত অনেক সময় এ কথার আন্দোলন হয়। নটনারায়ণ বলেন, “সন্তান ঈশ্বরে প্রাণ অর্পণ করিবে—পিতার বহু ভাগ্য কিন্তু, নরনারায়ণের সে ভক্তি কই? শুষ্ক জ্ঞানে অভেদ তত্ত্বেই অগ্রসর হইবে। কৃষ্ণবাক্য—তাহাতে বহু কষ্ট—তাই আমার হৃদয়ে লাগে। যদি কৃষ্ণ—কৃপায় সন্তানের মুখ চাহিলেন—তবে কৃষ্ণের দাস না হইয়া নরনারায়ণের এ দুর্ম্মতি কেন?” এই জন্যই নটনারায়ণ শঙ্কিত—ব্যথিত।

নরনারায়ণের আর সংসারে থাকিতে ইচ্ছা নাই। থাকিবেন ও না স্থির করিয়াছেন। সে জন্য সংসারে নির্লিপ্ত হইতে তাঁহার চেষ্টা। সে চেষ্টায় যোগমায়ার ভাব দেখিয়া মধ্যে মধ্যে অস্থির হইলেও—সে অস্থিরতা দমন করিতে তিনি স্বতঃই চেষ্টিত, কিন্তু তাহাতে বেদনা লাগে না কি? সে বেদনায় যোগমায়ার মুখ যতই মনে উদয় হয়—ততই যেন তিনি অস্থির হন। তিনি বাহিরে আসিলেন—দেখিলেন দেবেন্দ্র সম্মুখে।

কথায় কথায় দেবেন্দ্র হবিষ্যান্ন ইত্যাদির কথায়—যাহাতে নরনারায়ণ সে বুদ্ধি ত্যাগ করেন—সেই কথাই তুলিলেন। নরনারায়ণ বলিলেন, "আর ও কথা তুল কেন? ও কথায় আমার যাহা বলিবার—অনেক দিন তাহা বলিয়াছি। তোমার কেমন একটা তর্ক করা স্বভাব দাঁড়াইল—সেটা ত ভাল নহে?"

দে। সে কি রূপ?

নর। এই সে দিন ইন্দ্রকে লইয়া বৃথা খানিকটা সময় নষ্ট করিলে।

দে। তুমি কিরূপে জানিলে? এ কথা ত কোন দিন তোমার সহিত হয় নাই।

নর। আমি বাহিরে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তোমাদের তর্ক শুনিতেছিলাম।

দেবেন্দ্র, নরনারায়ণের মুখ পানে তাকাইয়া অভিমানে আর সে পূর্ব্ব কথা উত্থাপন উচিত বিবেচনা করিলেন না, বলিলেন, "যদি দাঁড়াইয়াছিলে—তবে গৃহে আসিয়া বসিলে না কেন?"

নর। মন বশ নহে—আর তর্কেও ইচ্ছা নাই। সঙ্গ দোষে সেই তর্কই আবার উঠিতে পারে—এ জন্য সে সময়ে গৃহে প্রবেশ করি নাই।

দে। তবে আমার তর্ক করা অন্যায় হইয়াছে?

নর। সে অন্যায় ন্যায় আপনার হৃদয়কেই জিজ্ঞাসা কর। আপনি না বুঝিলে স্বভাব নষ্ট হয় না। অন্যের উপদেশ—নিজের ইচ্ছা ব্যতিত স্বভাব নষ্ট হয় না।

দে। ইন্দ্রের সহিত আর কি তর্ক করিব বল। তবে পাঁচ জনে বসিয়া দুই পাঁচটা কথা মাত্র।

নর। মন ঐরূপ প্রবোধে স্বভাব নষ্ট করিতে দেয় না। যাহার ঐরূপ সঙ্গ আলাপে ইচ্ছা—তাহার স্বভাব নষ্ট হয় না।

দে। তবে কি বল, যাহার স্বভাব নষ্ট হইয়াছে, তিনি মৌনী হন?

নর। আমার ত জ্ঞান তাহাই। কারণ যাহাদের সঙ্গে কথা কহিতেছিলে, তাহাদের ধর্ম্মের জন্য কাহার কি প্রাণ কাঁদিয়াছে—তবে তোমার ধর্ম্ম কথা লইবে কেন? পিতার সে দিনকার কথা ভুলিয়াছ কি?—ছি!

দে। যাহা বলিতেছ সকলি সত্য। এই জন্যই তোমার উপর ভক্তি হয়। তবে ধর্ম্ম লইয়া তর্ক করি নাই, বাজে কথায় রহস্য হইতেছিল মাত্র। স্বভাব নষ্ট হইলেই যে সাধু সংসারের কথা কন না, আমি ও কথার মর্ম্ম বুঝি না। তবে বাজে লোকের কাছে বা বাজে কথায় তিনি মৌনী হইতে পারেন।

নর। কাজের কথা সংসারে কয়টা হয়? কতক্ষণ হয়? যাহা হয়, তাহাও পরকালের জন্য, মুক্তির জন্য নহে।

এইরূপ কথায় কথায় উভয়ে শ্মশানাভিমুখী হইলেন। স্থানটী নির্জ্জন, সন্ধ্যাও সম্মুখে। একটী বৃক্ষতলে উভয়ে বসিলেন। নানা কথা চলিতে লাগিল। নরনারায়ণ বলিলেন, "বুঝিলাম—ইন্দ্রকে তুমি বড় ভালবাস। যদি তাহার কখন ধর্ম্মে মতি হয়—এই জন্যই তাহার সহিত তোমার—ও আলাপ; নচেৎ অহংকার বা সময় কর্ত্তন তোমার উদ্দেশ্য নহে। আমি সে রূপ যখন করি না, তখন আমার ভালবাসা কই—সে কথাও সত্য। কিন্তু কথা হইতেছে—লোকে বলে, "আপনি বাঁচিলে বাপের নাম।" যদি সে কথা সত্য হয়—তবে তুমি আমি উপদেশকের যোগ্য নহি। কারণ আমাদের যখন স্বভাব নষ্ট হয় নাই—তখন পরকে উপদেশ দিয়া ফিরাইতে গিয়া তাহার সঙ্গ গুণে নিজে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতে পারি। এইজন্যই আমি সে ভ্রাতৃভালবাসায় মান্য রাখিতে পারি না এবং নিজের প্রতি দৃষ্টি করি। বুঝিয়াছি—

যদি ভ্রাতৃ-ভালবাসা আমার ভাগ্যে থাকিত—তবে ইন্দ্রের ওরূপ ভাব হইত না। বিশেষ তোমার যা চেষ্টা, আমি যে সে চেষ্টা করি নাই—তাহা ভাবিও না, বা তাহা যে দেখ নাই—তাহাও নহে। দেবেন্দ্র! আমি ভাই, ভগ্নী, মাতা, পিতাকে প্রাণসম ভালবাসি। ভালবাসি বলিয়াই—মায়ার বন্ধন ত্যাগ করিতে পারিতেছি না। ভালবাসাই বন্ধন। যে ভালবাসা সংসারের শীর্ষস্থানীয়—জানিবে সেই ভালবাসাই আবার মুক্তির বাধক।"

দে। আমি শাস্ত্র দৃষ্টে বা, সাধুমুখে শুনিয়াছি—বা বুঝি যে, ভালবাসাই প্রাপ্তির মূল। তবে সেই ভালবাসা যাহার প্রতি ধাবিত হয়—তাহাই প্রাপ্তি হয়। তুমি ঈশ্বরকে ভালবাস—ঈশ্বর প্রাপ্তি হইবে; মায়া ভালবাস—মায়া প্রাপ্তি হইবে। সংসার মায়া ভালবাসে—সে, সে ভালবাসায় মায়াই প্রাপ্ত হয়। তাই বলিয়া কি বলিবে যে—ভালবাসাই বন্ধের মূল? যে বলে সে—ঈশ্বর ভালবাসা না দেখিয়াই—অহংকারকে মাথায় করে। যে সেই ঈশ্বরকে ভালবাসে—সে সেই ঈশ্বরের ভালবাসার জন্যই জীবকে ভালবাসে, কারণ জীব ঈশ্বরের ভালবাসার জিনিষ। ভালবাসার—ভালবাসার জিনিষকে যে ভালবাসে না—তাহার ভালবাসা ভালবাসা নহে। তোমার কথা বার্ত্তায় বোধ হয় তুমি বৈষ্ণব—কিন্তু তোমার আন্তরিক ভাবে তুমি মায়াবাদী সন্ন্যাসী। তাই তোমার মুখে মুক্তি শব্দের অত মান্য। তাই তুমি মৌনী ভাবকেই শ্রেষ্ঠ দেখ।

নরনারায়ণ অনেক ক্ষণ কোন উত্তর করিলেন না। কেবল ভাবিতে লাগিলেন। দেবেন্দ্র বলিলেন, "নরনারায়ণ! বাল্যাবধি তোমার সহিত আমার বন্ধুতা—তোমার সে ভাব আর নাই কিন্তু, আমার সেই এক ভাবই আছে। এখন তুমি আমার নিকট অনেক বিষয় লুকাও—কিন্তু আমি তোমার নিকট কিছুই লুকাই না। তুমি যখন জিজ্ঞাসায় উত্তর দিতে, তখন তোমার মনের ভাব জানিতে পারিতাম। এখন তুমি গম্ভীর, অতএব তোমার মনের ভাব আর সহজে ধরিতে পারি না। তুমি জানিবে—যে মনের কথা খুলিতে জানে, সে পরিবর্ত্তন হয়—পরিবর্ত্তন

করাইতে পারে—কিন্তু যে কাণ বন্ধ করে, মুখ বন্ধ করে, সে একভাবেই থাকে। তোমার এখনকার ভাব তাই। সত্য—যে এরূপ অবস্থা পায়, যাহা অপরিবর্ত্তনীয় অর্থাৎ আত্মভাব—তাহার কাণ, মুখ বন্ধে কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু সেও বন্ধ করে না—কারণ তাহার ক্ষতি না থাকিলেও অন্যের ক্ষতি আছে। অর্থাৎ সাধুর উপদেশ ভিন্ন সংসার শুদ্ধ হইতে পারে না। তবে তুমি তাহা না বুঝিয়া—সে অবস্থা না পাইয়া—এ ভাব ধরিতেছ কেন? আমি তোমায় বড় ভালবাসি—তাই আমি দুঃখিত।

নর। তবে কি বক বক করিয়া বকাই উচিত?

দে। কোন বিষয়ের পরাকাষ্ঠা ভাল নহে। তুলসীদাস বলিয়াছেন—একেবারে বাক্যলোপ বা বহুবাক্যব্যয় উভয়ই দোষের। সাধু তাহা করেন না—ব্যক্তিবিশেষের নিকট ভাব বিশেষ প্রকাশ করেন।

নর। দেবেন্দ্র! যাহা বলিতেছ—এ সকলি কি তোমার মনের ভাব? মুক্তি কি তুচ্ছের জিনিষ? মুক্ত না হইয়াই মুক্তি তুচ্ছ কি অতুচ্ছ জানা যায় কি? যদি না যায়, তবে তোমার এ কথা গুলি কি—কেবল মনের কল্পনা নয়? ওরূপ ধর্ম্ম কথাত সাধারণ কহিয়াই থাকে—উহার মূল্য কি? যাহার মূল্য আছে—যদি সেরূপ ধর্ম্ম তত্ত্বের প্রয়োজন হয়—তবে আর ওরূপ বাক্য ব্যয় ভাল কি?

দে। তুমি যাহা বল—তাহা কি তোমার সব অবস্থার কথা? সে যেমন অবস্থার নহে—আমারও তেমনি অবস্থার নহে। কিন্তু সাধু শাস্ত্র যাহা বলেন—সে গুলি অবস্থা সঙ্গত। সেই কথাই তুমি আমি বলি বা বল। তাহাতে দোষ কি?

নর। উহাতে অহংকার বৃদ্ধি হয়। সেই অহংকারে—আত্মবঞ্চক হইতে হয়। যাহার যাহা অবস্থা, সে যদি অবস্থা সঙ্গত ভাব আন্দোলন করে—তাহা হইলে ক্রমে সে উন্নিত হয়। নচেৎ বালক হইয়া যুবার ন্যায় চলিত গেলে—চলা হয় না—বরং পা ভাঙ্গিয়া যায়; ভবিষ্যতের উন্নতি বন্ধ হয়।

দে। এ কথা অতি সত্য। সেই জন্যই আমরা শিব গড়িতে বানর গড়ি। সেই জন্যই সাধারণ বৈষ্ণব—ধর্ম্মে না পরিপক্ক হইতে হইতেই,

প্রেমালাপে কৃষ্ণ সেবার দাসী করিতে গিয়া স্ব সেবার দাসী করিয়া ফেলেন। আমি আজ তোমার নিকট বড়ই উপকৃত হইলাম।

নর। তোমার সহিত অনেক দিন এত কথা হয় নাই।

দে। ভাল—আমার একটা মনে উঠিতেছে—জিজ্ঞাসা ভাল। যখন তুমিই অবস্থা সঙ্গত আলাপের মর্ম্ম খুলিতেছ—তখন তুমিই ইহার উত্তর দাও। তোমাদের গুরুদেবের সহিত তর্কে সে দিন যে সকল কথা কহিলে—তাহা কি তোমার অবস্থা সঙ্গত কথা? যদি হয়—তবে আমার প্রশ্ন আছে, আর যদি না হয়—কথা নাই। কারণ আমরা যাহা বলি, তাহা উচিত হইলেও বা ইচ্ছা থাকিলেও পালনে অনেক সময় গোল হয়।

নর। সেই জন্যইত এ কথা তুলিলাম। সত্য—আমি একদিন আত্মদর্শন করিয়াছিলাম—কিন্তু এখন আর আমার সে ভাব নাই। দিনের পর দিনে মনের দোষে সে ভাবে অভাবি হইতেছি বটে—কিন্তু স্মরণ ভুলি নাই। সেই স্মরণে শিবসুন্দর বাবুর কথা যাহা শুনি—তাহা অনেকটা যেন মিলিয়া যায়, এবং আমারও কথার ভাব সেই রূপ হইয়া পড়ে। পড়িলে কি হইবে—এখন আমার সে অবস্থা নহে বলিয়া সে ভাব ঠিক হয় না—তাই শিব গড়িতে গিয়া বানর গড়ি। কিন্তু যাহাই বলি—সে গুলি কিন্তু আমার মন বুদ্ধি দিয়া আমি বলি না। সে কথা গুলি জানিও, আমার নহে শিবসুন্দর বাবুর। হয়ত এরূপ হইতে পারে, শিবসুন্দর বাবু যাহা বলিয়াছেন, তাহা না বুঝিয়া আমি আমার ভাবে তাঁহার কথা লইয়া একটা ভিন্ন করিয়া ফেলি—যাহা শিবসুন্দর বাবুর ভাবের বিপরীত। এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া পিতার উপদেশে এখন বুঝিয়াছি যে, সে রূপ ধর্ম্ম প্রসঙ্গে বক্তার বা শ্রোতার কাহার উপকার নাই। পরের মুখে ঝাল খাইয়া কেহ কিছু লাভ করিতে পারে না। তাই তোমায় প্রথমেই—ও রূপ তর্ক বিতর্ক যে ভাল নহে—তাহাই বলিতেছিলাম।

বড়ই অন্ধকার হইয়া আসিল। দেবেন্দ্র বলিলেন, "রাত্র হইল চল বাড়ী যাই নচেৎ বাড়ীতে ভাবিবে।"

দ্বিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

জ্যোতিঃপ্রসাদ শয়নে গেলে, শশাঙ্ক কম্পিত হৃদয়ে আমলাদিগকে ডাকাইয়া কি বলিলেন। উঠিবার সময়ে আবার বলিলেন, "যেন কিছু মাত্র কষ্ট না পান, এইরূপ ভাবে "সাগরতলা" মোকামে "জলঘরে" স্থান দিবে। আর "সনাতনকে" সঙ্গে দিবে।"

এই বলিয়া গৃহাভিমুখী হইলেন। পথিমধ্যে ভাবিতে লাগিলেন, জ্যোতিঃপ্রসাদ! আমার জন্য এই সামান্য সময় টুকু অপেক্ষা করিতে পার নাই? আমি যে তোমার জন্য প্রাণের প্রাণকে ব্যথা দিয়া তোমার জন্যই অপেক্ষা করিতেছি।

তোমার অপরাধ নাই—তুমি এখন অন্ধ। এখন অপরাধ আমারই। যদি তোমার চক্ষু ফুটাইতে পারি, তবে এ অপরাধ তুমি আপনিই মাথায় করিয়া লইয়া অপরাধের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিবে; তখন বুঝিবে—আমার জন্য তোমার অপেক্ষা করা উচিত ছিল কি না?

বাটী গিয়া প্রভাবতীকে বলিলেন, "গৃহিণি! আজ আমার এখনি জমিদারী সম্বন্ধে কোথাও যাইতে হইবে—প্রাতেই আসিব। সেই জন্যই জমিদার বাবু ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন। তোমরা স্থির হইয়া শয়ন কর—আমি চলিলাম।"

প্রভাবতী বলিলেন, 'মুখ দেখিয়াই বুঝিতেছি, এ জমিদারী সম্বন্ধে নহে—যে পাপ ডাকিয়া ঘরে আনিয়াছ—এ সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে—কি বল? ভাল ভাল খুব খেলা খেলিতেছ। বাই খেল—পুরুষের সব শোভা পায়—যদি পুরুষ হয়, কিন্তু দেখিও প্রভাবতীর মণি যেন প্রভাশূন্য না হয়। আমি প্রথমেই বলিয়াছিলাম—সর্পের সহিত খেলা মানুষের ভাল নহে।"

"সে বিচারের আর সময় নাই" এই বলিয়া শশাঙ্ক বাহির হইয়া পড়িলেন।

ভদ্রলোক চলিতে পারে বটে, কিন্তু দৌড়াইতে পারে না। শশাঙ্কের সে বোধ এখন আর নাই। তিনি গ্রাম হইতে বাহিরে পড়িয়াই

দৌড়াইতে আরম্ভ করিলেন। দৌড়াইবেন মনে করিয়াই পাল্কি করেন নাই। কিন্তু সে কতক্ষণ? কিয়ৎ দূর গিয়াই হাঁপাইয়া পড়িলেন। যদিও ধারগতিতে গেলে—যে সময়ে যে স্থানে পঁহুছিতেন, ইহাতে তাহা অপেক্ষাও বিলম্ব হইতে লাগিল।

শিবসুন্দরকে গুমি করিয়া হরসুন্দরের গৃহদগ্ধে—হরসুন্দরকে পথের ভিখারী করিতে, জ্যোতিঃপ্রসাদের প্রতিজ্ঞা। শশাঙ্ক ইহার পরামর্শদাতা না হইলেও ইহাতে উদ্যোগী। শশাঙ্ক ভাবেন, যদি শিবসুন্দরকে জ্যোতিঃপ্রসাদের সম্মুখে কিছুদিন রাখিতে পারি—তবে স্পর্শ মণি সুবর্ণ প্রসব না করিবে কেন?

শশাঙ্ক ভাবিয়াছিলেন, এ কায আমি লুক্কাইত ভাবে নিকটে থাকিয়া যাহাতে শিবসুন্দরের শারীরিক কোন কষ্ট না হয়, এরূপ ভাবে করিব। কিন্তু এ কথা জ্যোতিঃপ্রসাদকে খুলেন নাই। মনে মনেই রাখিয়াছিলেন। এবং এরূপ গর্হিত কার্য্য বিশেষ চিন্তা না করিয়া অকস্মাৎ উচিত নহে, জ্যোতিঃপ্রসাদকে এইরূপ প্রবোধ দিয়া ভাবিতেছিলেন—কি ভাবে কার্য্য করিলে হরসুন্দর পরিবারের সাময়িক কষ্ট ভিন্ন ভবিষ্যতের কোন হানি না হয়—এবং শারীরিক কোন ব্যথা না লাগে। জ্যোতিঃপ্রসাদের সে অপেক্ষা সহ্য হয় নাই।

শশাঙ্ক চলিতে চলিতে বোধ করিতে লাগিলেন—যেন শিবসুন্দর লাটির আঘাতে আর চলিতে পারিতেছেন না। কল্পনার সে ভাবে শশাঙ্কের চক্ষে জল আসিল, পা বদ্ধ হইয়া গেল—তিনি অচল হইয়া পড়িলেন। তখনই আবার ভাবিলেন—আমি কি পাগল হইব না কি? যদি এতই দুর্ব্বলতা—তবে প্রভাবতীকে—শশাঙ্কের পদে বসাইয়া আমার হাঁড়ি ধরাই শ্রেয়। কিন্তু মন মানিতে চাহে না। দূরে রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া যে কোন শব্দ আসিতেছে, তাহাই তিনি হরসুন্দর পরিবারের ক্রন্দন বোধ করিতেছেন। আর হৃদয় যেন হৃদয় হইতে ছিঁড়িয়া উড়িয়া দেবীগ্রামে যাইতে চাহিতেছে।

এই রূপ ব্যথায় শশাঙ্ক মনে মনে হাঁসিতেছেন—আর বলিতেছেন, শশাঙ্ক! সংসারে সংসার নানারূপ খেলায় খেলা করে—কিন্তু তোমার মত

এমন খেলা খেলিতে ত কাহাকেও দেখি নাই। তুমি যেমন সৃষ্টি ছাড়া —তোমার খেলাও তেমনি সৃষ্টি ছাড়া। আবার শশাঙ্কের প্রশ্নেই—শশাঙ্ক উত্তর দিতেছেন, বলিতেছেন—তুমি তাকাইয়া দেখিবে না—সে কি আমার দোষ? সংসারে এ খেলা নিত্য। এ খেলা সৃষ্টি ছাড়া নহে —কিন্তু সৃষ্টি ছাড়িবার নিমিত্ত। আত্মায়—মনে এ খেলা নিত্য। শশাঙ্কের সহিত জ্যোতিঃপ্রসাদের কোন সম্বন্ধ না থাকিলেও—একত্র বাস হেতু, শশাঙ্ক জ্যোতিঃপ্রসাদে অভেদ হইয়া আছে। জ্যোতিঃপ্রসাদের বেদনায় শশাঙ্কের লাগে। শশাঙ্ক এ জমিদারীতে শুন্য মাত্র—কিন্তু শশাঙ্ক না থাকিলে জমিদারী এক নিমেশ চলে না। এই অহংকারেই শশাঙ্ক এ জমিদারীতে আবদ্ধ। এ অহংকার এত দিন ভাঙ্গে নাই বলিয়াই— আজ হরসুন্দর দূরে—শশাঙ্ক দূরে। নচেৎ হরসুন্দর,শশাঙ্ক দুই নহে—এক। কিন্তু দিন গেল বেলা নাই—এ অহংকার না ভাঙ্গিলেও ঘরে যাওয়া হয় না। এ সংসার বনে আর থাকিতে ইচ্ছা নাই। এ অহংকার ভাঙ্গিতে হইবে। নয় মন কৃষ্ণ পাদস্পর্শে শুদ্ধ হউক—সেই শুদ্ধতায় আত্মা নিত্য স্বরূপে কৃষ্ণ দর্শন করুক—না হয় আত্মা নিত্য স্বরূপে কৃষ্ণ দাস হউক—মন দাসের দাস হউক। আর বিলম্ব নাই—দুয়ের মধ্যে এক চাই। এতদিন দেখিলাম আত্মা—কৃষ্ণদাস হইতে কখন চায় কখন না চায়—দেখিয়া শুনিয়া তাহার আশা ছাড়িয়া কৃষ্ণ পাদপদ্মে মনের শোধনের জন্যই—আমার এ খেলা। শশাঙ্ক! যদি বুঝিতে চাও, পার যদি—হৃদয়ে হৃদয়ে মিলাইয়া লও। সব মিলিবে কিছুই অমিল থাকিবে না।

এই রূপ ভাবিতে ভাবিতে শশাঙ্ক—দেবীগ্রামে পরে হরসুন্দর কুটীরের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

তখন রাত্রি অনেক হইয়াছে। ভাবে বুঝিলেন "পাকরা" কার্য্য সারিয়া চলিয়া গিয়াছে। পাড়াপ্রতিবাসীরা অনেক গোল করিয়া সকলেই এখন স্ব স্ব গৃহে যাইতেছে। কিন্তু স্পষ্ট বুঝে নাই যে—এ খেলা জ্যোতিঃ-প্রসাদের। তবে অনেকে সন্দেহ করিতেছ বটে। সে জন্য প্রতি-বাসীর আন্দোলনে তিনি ভীত হইলেন না। পাছে তাঁহাকে কেহ

দেখিতে পায়, এজন্য তিনি একটী আম্র বৃক্ষে উঠিয়া প্রতিবাসীর সন্দেহ পরীক্ষা করিতেছিলেন।

ক্রমে দেবীগ্রাম নিস্তব্ধ হইল। গ্রাম্যপথে আর কাহাকেও দেখা যায় না। শশাঙ্ক ধীরে ধীরে বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিলেন। ধীরে ধীরে হরসুন্দরের সম্মুখ দ্বারে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন দ্বার রুদ্ধ নহে। তিনি প্রবেশ করিলেন। বহিঃকক্ষের পার্শ্বে গবাক্ষমুখে দাঁড়াইয়া—গৃহমধ্যে দৃষ্টি করিলেন। একটী প্রদীপ টিপি টিপি জ্বলিতেছে। হরসুন্দর স্থিরভাবে দারুমূর্ত্তিবৎ বসিয়া আছেন। আর সম্মুখে জীবসুন্দর, হরসুন্দরের মুখপানে তাকাইয়া কি যেন সাগ্রহে দেখিতেছেন। কাহারও চক্ষে জল নাই, মুখে কথা নাই। জীবসুন্দরের সে ভাব দেখিয়া শশাঙ্ক মনে মনে বলিলেন—বাবা! এত দিন হরসুন্দরে তোমার এরূপ চক্ষু পড়ে নাই। শশাঙ্কের বহুভাগ্যে—শশাঙ্ককে নিমিত্ত করিয়া তাই আজ গুরু তোমার চক্ষু ফুটাইতে কৃপায় উদয়। তাই তুমি অলক্ষে সে কৃপা না দেখিতে পাইলেও, হৃদয় বশে চক্ষু বাড়াইয়া কৃপার ভিখারী হইতে বসিয়াছ। এখন গুরুর কৃপা দেখিলেই শশাঙ্ক কৃতার্থ হয়।

তখন তিনি ধীরে ধীরে অন্দরে প্রবেশ করিলেন। চারিদিকে অন্ধকার—বাহিরে কেহ নাই। কেবল একটী ঘরে সামান্য প্রদীপালোকে চিন্ময়া—হরিপ্রিয়া ও বিষ্ণুপ্রিয়াকে লইয়া কি বলিতেছেন। শশাঙ্ক ধীরে ধীরে গবাক্ষের নিম্নে গিয়া বসিলেন। দক্ষিণ দিক দিয়া যাতায়াতের পথ, সেজন্য তিনি উত্তরে যে গবাক্ষ—তাহার নিম্নেই বসিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়াকে দেখিয়া তাঁহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। বিষ্ণুপ্রিয়া যেন মলিন—ভয়ে আকুলিত; কিন্তু হরিপ্রিয়া কি এক আনন্দরসে যেন এ দেশ ভুলিয়া বসিয়া আছেন। চিন্ময়ী একবার হরিপ্রিয়ার সঙ্গে এ দেশ ছাড়িতেছেন—একবার বিষ্ণুপ্রিয়ার জন্য এ দেশে আসিতেছেন।

শশাঙ্ক মনে মনে বলিলেন—মা! এখনও অপেক্ষা? এখনও ভয় লজ্জা মান! কিসের লজ্জা মান মা! বহু বহু জন্মের পুণ্যে এ সংসারে মা!

তোমার সম্বন্ধ লাভ। গোপ গোপীরা মা! ধর্ম্ম চাহে নাই। কৃষ্ণ সঙ্গে সম্বন্ধে ভালবাসায় যাহা লাভ করিয়াছিল, জন্ম জন্ম ধ্যান সমাধিতে —তাহা লাভ হইবার নহে। মা! আমি তোর আজিকার দুঃখের —ভয়ের নিমিত্ত বটে; কিন্তু দেখিস, এ নিমিত্ত—কোন্ নিমিত্ত—কার নিমিত্ত। যদি মা! এ নিমিত্ত না হইতাম—তবে আজ এ অতুল দৃশ্য হৃদয়ে অঙ্কিত করিতে পারিতাম না—মায়ার বর্ণ তা বলিতে পারে না। এই ছবি দেখিবার জন্যই মা! আমার এ খেলা। যত চড়া—তত পড়া মা! মনকে এত চড়ন চড়াইয়াছি মা! এ পতনে মন আর সে মন থাকিবে না। যে থাকিবে—সে জড়ত্যাগে চিন্ময়।

চিন্ময়ী, হরিপ্রিয়াকে বলিতেছেন, "বড় মা! স্থির হও। ছোট মা আমার বড় ভয় পাইয়াছেন। উহাকে লইয়া কথাবার্ত্তা কও। তোমাদের শীতল হইবার স্থান আছে। সংসার তাতিলে দাঁড়াইবার স্থান আছে—কিন্তু উহারত মা! তাহা নাই! জানি আমি—আজ সংসার বড় উত্তপ্ত। কিন্তু কি করিবে মা! যাহার খেলা—তাহার যাহা ইচ্ছা—আমাদেরও যেন সেই ইচ্ছা হয়। তাহা হইলে পৃথিবী তাতিয়া আর আমাদের তাতাইতে পারিবে না।"

তখন হরিপ্রিয়ার যেন এ দেশ স্মরণ হইল। এ দেশে আসিতেই তাঁহার চক্ষু হইতে ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিতে লাগিল। সে দর্শনে শশাঙ্কও চক্ষুজল অবরোধ করিতে পারিলেন না। হরিপ্রিয়া বলিলেন, "মা! কেমন এ খেলা—বুঝিতে পারি না। কে তাঁহাকে ধরিবে? কাহার সাধ্য? যে কৃষ্ণদাস—তাহার জগতে শত্রু কে? কৃষ্ণদাস জীব কৃষ্ণদাসত্ব ভুলে বলিয়াইত কৃষ্ণদাসী মায়া অবিদ্যারূপিনী। কিন্তু মা! কৃষ্ণের কেমন মহিমা—কৃষ্ণের কেমন এ সংসার খেলা মা! এ দেশে আসিলেই আবার তাই মনে হয়—চক্ষে জল আসে। কিন্তু এ জল মা! ভক্তিমাখা, সে নীরস প্রাণ শূন্যতা—সে অভাববোধক হা হুতাস নাই—এ হা হুতাসে কৃষ্ণ চিন্ময়রূপে হৃদয়ে উদয়। কিন্তু মা! মানুষরূপে চিন্ময়রূপ যেমন সুন্দর—শুধু চিন্ময়ে সে সৌন্দর্য্য কই? চিন্ময়ে যখন চিন্ময়রূপে—চিন্ময়ে চিন্ময়ে সে সৌন্দর্য্য।

কিন্তু যখন অলেপক ভাবে মায়ায় তার মানুষ রূপের খেলা—তখন মা! তেমনি অলেপক ভাবে মায়ায়—সে চিন্ময় মানুষের সৌন্দর্য্য। তা নাহলে মা! তাহার অন্তর বাহির এক হয় না। অন্তর বাহিরের সৌন্দর্য্য দেখা হয় না। অন্তর বাহিরের চক্ষু কর্ণ নাসিকা কৃতার্থ হয় না।"

হরিপ্রিয়ার এ ভাবে শশাঙ্কের হৃদয়-তন্ত্রী কম্পিত হইয়া উঠিল। ভাবরূপ উষ্ণায় হৃদয় স্তম্ভিত হইয়া গেল। সে হৃদয় আবেগে চক্ষু কাঁদিয়া ফেলিল। হৃদয় যেন বলিতে লাগিল—ধন্য হরিপ্রিয়া!—তুমি ধন্য! সংসারে তুমি যার শক্তিস্বরূপিণী—কৃষ্ণ সেবায় সেও ধন্য। আজ তোমার ভাব গৌরবে—আমার শুষ্ক হৃদয়ে আর্দ্র হইয়া ভক্তিবীজ অঙ্কুরিত হইল। কৃষ্ণের মহিমা! পাষাণ হৃদয়ে এই ভক্তি বীজ অঙ্কুরিত করিবেন বলিয়াই—আজ আমি এ নিমিত্তের ভাগী। নচেৎ আমি কে? যাহার শক্তিতে আমার শক্তি—সে ভিন্ন আমি কে? যখন আমি—অহংকারে আমি—তখন আমি নিমিত্তের ভাগী; কিন্তু যখন শক্তিরূপে আমি—শক্তি মান সেই নিজে, তখন নিমিত্তের ভাগী কে?

চিন্ময়ী বলিলেন, "বড় মা! তাহার মর্ম্ম তাহার লীলা সে আপনিই বুঝে—আর বুঝে মা!—রাইকিশোরী। তাই সে—রাইকিশোরী বই আর জানে না। তাই মা! রাইকিশোরী—সে প্রেমের অবধি না পাইয়া অনুদিন রস মাধুর্য্যের জন্য—ভাবভেদে যোগমায়া রূপিণী। অনুরাগ বৃদ্ধির জন্য যোগমায়ার মায়া যোগে সংসারের এ খেলা মা! অতিসুন্দর। দেখিতে থাক—আর ডুবিতে থাক, আমি কি বলিব মা!"

চিন্ময়ীর এ ভাবে শশাঙ্ক, আর লুকাইত ভাবে স্থির থাকা অসম্ভব মনে করিলেন। চিন্ময়ীর কথায় তিনি আশ্চর্য্য হইলেন না। চিন্ময়ী স্ত্রীলোক বলিয়া তাঁহার মনে তর্ক উঠিল না। চিন্ময়ীর হরিপ্রিয়ার এ ভাব সত্য কি না—মনে এ সন্দেহও উঠিল না। চিন্ময়ীর বাক্য যেন সুধা হইতে অধিক প্রিয় বোধ হইতে লাগিল। হৃদয় যতই সে সুধায় দ্রব হইতে লাগিল, ততই তিনি বুঝিতে লাগিলেন, আর লুকাইত ভাবে স্থির থাকা অসম্ভব। একবার ভাবিলেন, চিন্ময়ীর চরণে গিয়া পড়ি—অমনি মন বলিল—শশাঙ্ক! এত যদি দুর্ব্বলতা, তবে পেঁচা হইয়া চাঁদের সুধা খাইতে

ইচ্ছা কেন? সংসারে অন্ধকাররূপী কাক অনেক—এখনি জীবন্ত মৎস্যেও পোকা ধরাইবে—আর রাত্র্যান্ধ উলুক তাহা বিশ্বাস করিবে।

শশাঙ্ক দেখিলেন, ক্রমশই হৃদয় আত্মহারা হইতে চলিল। আর তিনি দাঁড়াইলেন না। বহির্ব্বাটীতে উপস্থিত হইলেন। আর তিনি হরসুন্দরের অপেক্ষা করিলেন না। ভাবিলেন, ইহার উপর সে মূর্ত্তিতে আমি স্বকার্য্য ভুলিব—ভুলি লে এ সৌন্দর্য্য আর দেখিতে পাইব না। যাহা দেখিতে চাহিয়াছিলাম, তাহাই দেখিতেছি। তবে দেখার সাধ এক দিনে মিটাইব কেন? মিটাইলে—জ্যোতিঃপ্রসাদের দেখা হয় কই?—না হইলে শশাঙ্ক উঠিতে পারে কই? শশাঙ্ক যে কৃষ্ণদাসত্ব ভুলিয়া জ্যোতিঃপ্রসাদের দাসত্বে আপনা ভুলিয়াছে। আজিকার এ ক্ষণেক ভাবে শশাঙ্ক উঠিতে পারিবে কি?

তিনি বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

ত্রিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

ক্রমে ফরশা হইল। আধ অন্ধকারে আধ রৌদ্র ফুটিল। একে একে প্রতিবাসীরা আসিয়া দেখা দিলেন, হরসুন্দরের বাটীতে যেন একটা মহা ব্যাপার। হরসুন্দর কিন্তু ইহাতে যেন উদাসীন। সকলে আপনারাই বিচার করিতেছেন—আপনারাই মিমাংসা করিতেছেন। কিন্তু সকলেরই জ্যোতিঃপ্রসাদের উপর সন্দেহ।

কেহ বলিতেছেন, শশাঙ্কই ইহার মূল—কেহ বলিতেছেন—ছি! ও কথা বলিতে নাই—তিনি কি হরসুন্দরের পর। তাঁহাকে আমরা বিশেষ জানি। কেহ বলিতেছেন—জমিদার সরকারে যাহার কায—সে সব পারে—তার আপন পর নাই, তোমরা শশাঙ্ককে চিন না।

তখন নটনারায়ণ আসিয়া উপস্থিত। নটনারায়ণকে দেখিয়া সকলেই "আসুন" "আসুন" বলিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। হরসুন্দর বলিলেন—"তুমি যে এত প্রাতে?"

নটনারায়ণ বলিলেন, "কাল মনটা কেমন হইল—ভাবিলাম—প্রাতেই দেবীগ্রামে যাইব। আজ আসিতে আসিতে একটা বিষয় শুনিলাম—তাহা সত্য কি? শিবসুন্দর কোথায়?"

একজন বৃদ্ধ বলিলেন, "আপনাকে কে—বলিল বলুন দেখি?"

নট। "নিশ্চিন্তপুরের" রামহরি।

বৃ। কোন্ রামহরি?

আর এক বৃদ্ধ বলিলেন, "আরে রামহরিকে চিন না? বল্লভের ছেলে।"

বৃ। কোন্ বল্লভ?

একজন বলিলেন, "বল্লভকে জান না, নরহরির জামাই?"

আর একজন বলিলেন, "যে সেই "শ্যামনগরে" দাঙ্গা করে—ধরা পড়ে।" আর একজন বলিলেন, "না না সে বল্লভ হবে কেন?"

নটনারায়ণ বলিলেন, "অত তত্ত্বে প্রয়োজন কি? একজনের মুখে শুনিয়াছি—সে কে জানিতে আপনাদের এত বকাবকি কেন? আর তা জানিয়াই বা এখন কি লাভ—কেবল বৃথা সময় নষ্টমাত্র। এখন বলুন, ব্যাপারখানা কি?"

তখন সে গোলমাল অনেকটা থামিল। একজন বলিলেন, "ব্যাপার কি শুনিবে? কাল সন্ধ্যার পর আমরা বাহির হইতে যে যাহার গৃহে গেলাম। প্রায় রাত্র ৮টা বাজে—এমন সময়ে একটা ডাকাতের বিকট স্বর সকলেরই কর্ণে গেল। বড়ই ভয় হইল—ভাবিলাম—আজ একটা কাণ্ড হইবে। সকলেই সাবধান হইয়া বসিয়া রহিলাম। ঘরের বাহির হইতে আর কাহার সাহস হইল না।"

আর একজন বলিলেন, "সেই সময়ে আমি আহার করিয়া মুখ ধুইয়াছি মাত্র—আমার যেন গায়ে জ্বর আসিল।"

আর একজন বলিলেন, "না না, ৮টার অধিক হইবে। ৮টার সময়ে আমি বাড়ীতেই আসি নাই।"

নটনারায়ণ বলিলেন, "অত নিখুঁত আমি শুনিতে চাহিতেছি না—আপনারা মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে বলিতে দিন।"

মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন, "তার পর আমাদের পাড়ার রামু সর্দ্দারের ছেলে—আমাদের বাড়ী চাল ধার করিতে আসিল। সে বলিল—"বাবু! শিব বাবুকে কয়টা ডাকাত আসিয়া ধরিয়া লইয়া গেল" আমি আর গৃহে থাকিতে পারিলাম না। গৃহের বাহির হইবামাত্র, আবার সেই ডাকাতের স্বর শুনিয়া আমি ঘুরিয়া পড়িলাম। সর্দ্দারের ছেলে আমায় মুখে জল দিয়া অনেক কষ্টে চেতন করাইল। আমার আর এখানে আসা হইল না।

"তার পর শুনিলাম, পাড়ায় একটা গোল উঠিয়াছে। নানা জনে নানা কথা আরম্ভ করিল। রাস্তায় লোকের যাতায়াত যেন বাড়িল। আমার ভয়ও গেল, বাহির হইলাম। এখানে আসিয়া দেখি, জীবসুন্দর একটা লণ্ঠন হাতে করিয়া গাছের তলায় তলায় খুঁজিতেছে। আমায় দেখিয়াই কাঁদিয়া ফেলিল।"

তখন জীবসুন্দর বলিলেন, "দাদা সন্ধ্যার সময় "সাপুরে" বাবার জন্য তামাক আনিতে গিয়াছিলেন। দাদার আসিতে বিলম্ব দেখিয়া আমি লণ্ঠন লইয়া যেমন "বোসেদের" বাগানের ধারে গিয়াছি, দেখিলাম দাদা আসিতেছেন। নিকটে আসিতে না আসিতেই ৪। ৫ জন কাল কাল ষণ্ডা ষণ্ডা লোক দাদার উপর হঠাৎ পড়িয়া তাঁহাকে বাঁধিতে।"

আর জীবসুন্দর বলিতে পারিলেন না, তাঁহার কণ্ঠ রোধ হইল। এতক্ষণ যে চক্ষের জল গণ্ড বহিয়া পড়িবার জন্য আকুল হইতেছিল—তাহা পড়িল। অনেক কষ্টে চক্ষু মুছিয়া আবার জীবসুন্দর বলিতে লাগিলেন—"বাঁধিতে বাঁধিতে সকলে মিলিয়া একটা বিকট চীৎকার করিল। তাহাতে যে কি হইল, আমি জানি না। আমার যখন চেতন হইল—দেখিলাম, আমি রাস্তায় পড়িয়া আছি। পাড়ার লোক সব আমার মুখে জল দিতেছেন।"

নটনারায়ণ বলিলেন, "কাঁদিও না জীবসুন্দর, কাঁদিয়া কোন ফল নাই। যাহাতে ফল হইবে তাহা কর—এখন তাহারই সময়।"

জী। আমরা দরিদ্র কি করিব?

নট। তোমার হৃদয় আমায় দাও। আমি ত বিবাদের প্রথম হইতেই বলিয়া আসিতেছি—আজও বলিতেছি, যাহা লাগে আমি দিব। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের অর্থ কিসের জন্য? তোমরা বল আর নাই বল—ব্যথা পাও আর নাই পাও, আমার নিশ্চয় জ্ঞান—এ চক্রান্তের মূল শশাঙ্ক বাবু।

নটনারায়ণ সকলকে লক্ষ করিয়া বলিলেন, "আপনাদের কি বোধ হয়? জ্যোতিঃপ্রসাদের ব্যাপার ত আপনাদের জানা আছে—তাহার সে প্রতিজ্ঞা ত আপনাদের জানা আছে? জ্যোতিঃপ্রসাদ যন্ত্রমাত্র, শশাঙ্ক বাবু যন্ত্রী। তবে শশাঙ্ক বাবুই মূল নহেন কেন?"

সকলেই একবাক্যে নটনারায়ণের মতে মত দিলেন। লজ্জায় জীবসুন্দর আর সে স্থানে রহিলেন না। হরসুন্দর বলিলেন, "ছি!—বৈবাহিক মহাশয়! পরকে দোষী ভাবিয়া নিজে দোষাশ্রিত হন কেন? মানুষকে ঈশ্বরের যখন শিক্ষা দিবার সময় হয়, তখন তিনিই নানারূপ বিপদরূপী হইয়া নিজের খেলা নিজে খেলেন। জীবের সাধ্য কি? না দেখিতে পাইলেও জীব তাঁর অধীন, জীব নিমিত্ত মাত্র। কিন্তু অহং ধর্ম্মে ধর্ম্মী বলিয়া সে মনে করে, আমি করিতেছি। তবে শশাঙ্ক-বাবুকে এত দোষী দেখিতেছেন কেন? যদি তিনি অহংকর্ত্তা হইয়া চক্রান্তের মূল হন—তবে তাঁহাকে দোষ দিতে পারেন—নচেৎ তিনি দোষী কিসে? দোষ আমাদের—যাহার খেলা, তাহাকে না দেখিয়া অহংকারের পূজা করিতেছি।"

নট। এইরূপ কথায় এ অবধি কিছুই করিলেন না। জ্যোতিঃ-প্রসাদের তাই দিন দিন সাহস বাড়িয়া যাইতেছে। জমিদারি লইল, অপমান করিল, তাহাতে আপনার ভাব দেখিয়া তাহার এ সাহস হইবে না কেন? কাল আবার কি হয় কে জানে। যদি বাড়ীর মেয়েদের লইয়া টানাটানি করে—তবে কি করিবেন?

তখন সকলেই হরসুন্দরের ভাবে অসন্তুষ্টতা প্রকাশ করিতে লাগি-লেন। সকলেই বলিতে লাগিলেন, "ইহাতে হরসুন্দর বাবুর এরূপ উদাসীনতা সংসারের পক্ষে ভাল নহে। অর্থের জন্যই বা কি অভাব

হইতেছে—গ্রামবাসী সকলেই সাহায্য করিতে স্বীকৃত। বিশেষ নটনারায়ণ বাবু প্রথম হইতেই সমস্ত খরচ দিতে প্রস্তুত। কিন্তু যে কর্ত্তা, সে যদি না করে, তবে কর্ম্মীর সাধ্য কি ? এই জন্যই আমরা কিছুই করিতে পারিতেছি না।"

এই লইয়া একটা গোলমাল হইল বটে—কিন্তু কাহারই হরসুন্দরকে একটা কথা জোর করিয়া বলিবার সাহস হইল না। সকলেই বলেন, হরসুন্দরের রাস বড় ভারি। স্বতঃই যেন মন তাঁহার সম্মুখে নত হইয়া পড়ে। নচেৎ মুখে যেন আনন্দ জ্যোতিঃ ফুটিয়া পড়িতেছে—সে জ্যোতিঃতে ত ভয়ের উদয় হয় না।

এতক্ষণে "পুলিশের" নিদ্রাভঙ্গ হইল। রাত্রে নিদ্রাভঙ্গ করে কে ? কাহার সাধ্য হয় নাই। "পুলিশ" সমস্ত তথ্য লইয়া হরসুন্দরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার কাহাকে সন্দেহ হয় ?"

হর। কাহাকেও নহে।

পু। কাহাকেও নহে ? এই ত শুনিতেছি জমিদারের সহিত আপনার মন কসাকসি চলিতেছে—জমি কাড়িয়া লইয়াছেন। তাঁহাকে সন্দেহ হয় না কি ?

হর। এই সকল বিষয় হিসাব করিয়া তাকাইতে গেলে সন্দেহ হয় বটে, তবে মনের সে সন্দেহ প্রাণ যেন লইতেছে না। আমার কাহার প্রতি সন্দেহ হয় না।

পু। তবে এ কাহার কায ?

হরসুন্দর একটু হাঁসিলেন, বলিলেন, "এ সংসার যাহার—তাহারই বটে—আবার কাহার কায ? আর আমায় কিছু জিজ্ঞাসা করিবেন না।"

"পুলিশ" সকলকে বলিলেন, "তবে আর "পুলিশ" কি করিতে পারে ? শিবসুন্দরের অনুসন্ধান "পুলিশ" অবশ্য করিবে।" এই বলিয়া "পুলিশ" চলিয়া গেলেন।

এদিকে বেলাও হইল। সকলেই স্ব স্ব গৃহে গেলেন। জীবসুন্দর নটনারায়ণকে বলিলেন, "আপনি আজ এখানে থাকুন—বাবার ত ভাব দেখিলেন, তবে কি হইবে ?"

জীবসুন্দরের কথায় নটনারায়ণের কাণ ছিল না। তিনি হরসুন্দরের ভাব দেখিতেছিলেন—আর তাহাতে হরসুন্দরের বাক্য মিলাইতে-ছিলেন। ভাবিতেছিলেন—হরসুন্দর চামড়ার মানুষ—কি দেবতা? এরূপ বাক্য অনেক সময়ে শুনিতে পাই বটে—কিন্তু সে বাক্য হৃদয়ের এ ভাব হইতে উঠে না—তাহাতে যশঃ অর্থের বা নৈমিত্তিক ধর্ম্মের গন্ধ থাকে। মায়া গন্ধশূন্য হরসুন্দরের এ ভাব কি চামড়ার? যদি না হয় —তবে হরসুন্দর চামড়ায় ঢাকা দেবতা। হরসুন্দরকে চিনিলেই দেবতা চেনা হয়। যদি দেবতা চিনিতে হয়—তবে হরসুন্দরের কৃপাই প্রার্থনীয়।

চতুঃচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

শশাঙ্ক দেবীগ্রাম হইতে নিক্রান্ত হইয়া প্রাতেই—মায়াপুর পঁহুছিলেন। যাইবার পথেই কাছারী—অতএব আর গৃহাভিমুখী হইলেন না।

কাছারীতে গিয়া প্রথমেই আমলাদের নিকট শিবসুন্দরের ও সনা-তনের সংবাদ লইলেন, পরে জ্যোতিঃপ্রসাদের সহিত দেখা করিলেন।

জ্যোতিঃপ্রসাদ বলিলেন, "আজ যে এত বিলম্ব? তুমি সকাল সকাল আহার করিয়া আইস, একবার "সাগরতলী" বেড়াইয়া আসা যাক।"

শশাঙ্কের ইচ্ছাও তাই। তিনি বলিলেন, "বেলা হইলে বড় কষ্ট হইবে, এই বেলাই সুবিধা—কি বলেন?"

জ্যো। পাল্কিতে আর কি কষ্ট হইবে?

শশাঙ্কের মন বড়ই ব্যাকুল হইতেছে। যতক্ষণ না তিনি নিজে গিয়া বন্দবস্ত করিতেছেন বা শিবসুন্দরের কোন কষ্ট হইয়াছে কি-না জানিতে পারিতেছেন—ততক্ষণ যেন স্থির হইতে পারিতেছেন না।

শশাঙ্ক বলিলেন, "না—এই বেলাই যাইতে হইবে" তখন বেহারাদিগকে সংবাদ দেওয়া হইল। জ্যোতিঃপ্রসাদ হাসিয়া বলিলেন, "আমার মুখের দিকে ত একবার তাকাইলেও না—অমনি বেহারাদের হুকুম দিলে, মায়াপুর পরগণার জমিদারই শশাঙ্ক—না ?"

শশাঙ্ক বলিলেন, "কুকুরকে মাথায় চড়াইলে—সে চড়িবে না কেন ?"

বেলা দুই প্রহরের সময়ে উভয়ে "সাগরতলী" মোকামে পঁহুছিলেন। নায়েব মহাশয় তখন গৃহে ছিলেন না। ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলে, সে বলিল—"তিনি "জলঘরে"।"

জ্যোতিঃপ্রসাদ বলিলেন, "তাহাকে শীঘ্র ডাকিয়া লইয়া আয়।" ভৃত্য ডাকিয়া আনিলে জ্যোতিঃপ্রসাদ বলিলেন, "কোথায় ছিলে ? এইরূপে কায কর্ম্ম করিলে, তোমায় "বিজনপুর" মোকামে পাঠাইব—তবে জব্দ হ'বে।"

শশাঙ্ক বলিলেন, "এ দুপুর বেলা খাইবার সময়—আর কি করিবেন। উঁহারই বা দোষ কি ?"

নায়েব মহাশয়কে বলিলেন, "বিনয় বাবু! এখন আহারের শীঘ্র শীঘ্র বন্দবস্ত করুন—বেলা অনেক হইয়াছে। আপনি কি শিবসুন্দরের কাছে ছিলেন ?"

জ্যো। বন্দির কাছে কথা কি ? যদি জামাই আদরে আপ্যায়িত করিবে—তবে মানুষ কি কখন জব্দ হয় ?

শশাঙ্কের মস্তক একবার ঘূর্ণিত হইল। কিন্তু সে ভাবের কোন কথা প্রকাশ করিলেন না। জ্যোতিঃপ্রসাদকে বলিলেন. "শিবসুন্দরের সহিত কখন আলাপ করিয়াছেন কি ?"

জ্যো। কখন না। সেই—একদিন।

শ। এইবার করিতে হইবে।

জ্যো। কি রূপ ?

শ। অতি সুন্দর গলা। একবার শুনিলে আর ভুলিতে পারিবেন না।

জ্যোতিঃপ্রসাদ বড় সঙ্গীত প্রিয়। বলিলেন, "আমাদের দুলালিখাঁর অপেক্ষা ?"

শ। শিক্ষিত বলিয়া তিনি মাহিনা খান। শিবসুন্দরত গীত শিক্ষা করেন নাই—তবে গলাটী সুন্দর—এই।

জ্যো। সঙ্গীত্ব ভালবাসি বলিয়াই কি বন্দির নিকট গীত শুনিতে হইবে? পাগল হইলে নাকি?

শশাঙ্ক কথাটার লয় ফিরাইয়া বলিলেন, "সেত সত্যই—তাহা হইলে মান থাকিবে কেন? তাহা বলিতেছি না। আমরা গাহিতে বলিব, দূর হইতে তিনি গাহিবেন—আপনি শুনিবেন। কারণ গলাটী অতি সুন্দর।"

জ্যো। ভাল আজ শুনাইও। এখন মন খারাপ—গাহিতে পারিবে কি?

শশাঙ্ক ভাবিলেন—তুমি আমি যে মাটিতে গড়া, শিবসুন্দর সে মাটির গড়ন কি না—তাহত তোমায় দেখাইব। নচেৎ এ খেলা আমার কেন? প্রকাশ্যে বলিলেন. "সে সকল গীত কি ভাল লাগিবে? "টপ্পা নবিসের" গানই আপনার ভাল লাগে।"

জ্যো। তবে কি ধর্ম্ম সঙ্গীত না—কি?

শ। হা—আমিত তাই শুনিয়াছি।

জ্যো। না—তাহা হইলে চলিবে না। যদি গলা ভাল হয়—তবে টপ্পা গাহিতে হইবে।

শ। না জানিলে কি রূপে গাহিবেন?

জ্যো। আমি গান দিব। সুর ত—জানা আছে। সেই সুরে সুরে গাহিবে। না গাহিলে—আহার বন্ধ।

শশাঙ্ক মনে মনে বলিলেন, "আমিও তাহাই চাই। হিংসা মুখী সর্পীও সঙ্গীতে নিজ স্বভাব ভুলিতে চায়। যদি সঙ্গীতের মত সঙ্গীত হয়।"

এ দিকে আহার প্রস্তুত। জ্যোতিঃপ্রসাদ আহারে গেলেন। শশাঙ্ক ব্যস্ত ভাবে—"জলঘরের" দিকে গেলেন। বিনয় বাবুকে ইঙ্গিতে জানাইলেন যে, জ্যোতিঃপ্রসাদ যেন না টের পান। তিনি এতক্ষণ এই সুযোগই খুঁজিতে ছিলেন।

কাছারীর এক পার্শ্বে হ্রদের ন্যায় একটী বৃহৎ পুষ্করিণী। তাহার

মধ্যস্থলে এক খানি সুন্দর ঘর। ঘাটে একখানি নৌকা। স্থানটী অতি সুন্দর। ঘাট হইতে "জলঘর" অবধি এক গাছি দড়ি বাঁধা। নৌকায় চড়িয়া সেই দড়ি সাহায্যে অনায়াসে দাঁড়ের সাহায্য ভিন্ন যাতায়াত করিতে পারা যায়। জল মধ্যে বলিয়াই পুষ্করিণির মধ্য স্থলের এই ঘরটীকে "জলঘর" বলা হয়, এবং পুষ্করিণিটী বড়ই গভীর বলিয়া "সাগরতলী" বলা হয়।

শশাঙ্ক "জলঘরে" গিয়া দেখিলেন—শিবসুন্দর একা বসিয়া আছেন। কিন্তু যেন কাহার সহিত কথা হইতেছিল। শশাঙ্ককে দেখিয়া শিবসুন্দর—বিশেষ অভ্যর্থনা করিলেন, যেন কোন স্বতন্ত্র ভাব শিবসুন্দরের হৃদয়ে জন্মে নাই।

শশাঙ্ক যেন শিবসুন্দরকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন, বলিলেন—"তুমি এখানে? এখানে কেন?"

শি। তা জানি না। তবে কাল গোটা কত লোক—আমায় ধরিয়া আনিয়াছে এই জানি।

শ। তুমি আসিলে কেন?

শি। জোর করিয়া ধরিয়া আনিয়াছে।

শ। অমনি জোর করিতেই তুমি এলে? তোমায় কি মারিয়াছিল—না বাঁধিয়া ছিল?

শি। এমন করিয়াছিল—যাহাতে আমার আসিতে হইয়াছিল।

শ। এ কথাত শুনি নাই। জ্যোতিঃপ্রসাদের এ কায বড়ই অন্যায় হইয়াছে। বড়ই অরাজক। যাহা হউক আমি প্রকাশ্যে পারিব না—তবে তোমার পিতাকে দিয়া নালিস তুলিব। কি জান পেটের দায়ে সব করিতে হয়। বুড়া হইয়াছি আর কোথাই বা যাইব—তাই এ সকল গুলা দেখিতে হইল। তা তোমার ভয় নাই। কষ্ট কিছু হইবে না, সে বন্দবস্ত আমি করিব। এখন শুনি—তোমায় কেহ মারিয়াছিল কি—না। তাহা হইলে পাক বেটাদের আমি একবার দেখিব।

শি। না—আমায় কেহ তেমন কষ্ট দেয় নাই বা মারে নাই। তবে

যাহার জন্য যে—সে তাহা না করিলে চলিবে কেন? আর তাহাতে তাঁহার দোষ কি?

শ। দোষ হউক বা—নাই হউক—তোমায় কেহ মারিয়াছিল বা কোন কষ্ট দিয়া ছিল কি-না—তাহাই আমার জানিতে ইচ্ছা।

শিবসুন্দর স্পষ্ট কোন উত্তর দেন না—বা যা দেন, তাহাতে কিছুই স্থির হয় না, বরং মারে নাই বা কষ্ট দেয় নাই—এইরূপ বোধ হয়। কিন্তু শশাঙ্কের মন তাহা লয় না। কারণ শিবসুন্দর কি ইচ্ছা করিয়া আসিয়াছেন? যদি না আসিয়া থাকেন—তবে তাহাদের মূর্ত্তি—তাহারা না দেখাইবে কেন?

শিবসুন্দরের এই রূপ ভাবে—শশাঙ্কের হৃদয় দ্রব হইতে চলিল। এতক্ষণ জ্যোতিঃপ্রসাদের সঙ্গে, আলাপে শশাঙ্ক, রাত্রের ঘটনা কুজ্ঝটিকাবৎ দেখিতেছিলেন। শিবসুন্দরের ভাবে যেন অনেকটা সুস্থ হইলেন।

শশাঙ্ক বলিলেন, "রাত্রে আহার হইয়াছিল ত?"

শি। খাইতে দিয়াছিলেন বটে—আমি খাই নাই।

শ। কেন?

শি। ইচ্ছা হয় নাই।

শ। আজ আহার করিয়াছ?

শি। না।

শ। কেন?

শি। ইচ্ছা হয় নাই।

শ। ইচ্ছা হয় নাই কিরূপ? কয় দিন না খাইয়া থাকিবে?

শি। যত দিন ইচ্ছা না হইবে।

শ। কেন ইচ্ছা হয় নাই?

শি। আপনি ত জানেন—বাড়ী ছাড়া আমি পর হস্তে কখন খাই নাই—এ জন্য নিমন্ত্রণে যাই না।

শ। তুমি রাঁধিয়া খাইবে—সে বন্দবস্ত আমি করিব। তবে ছাড়িয়া দিতে পারিব না। কারণ আমি পরাধীন।

বলিতে বলিতে শশাঙ্কের মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। অমনি মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "ওই যা—আমি এখানে ভুলিয়া বসিয়া রহিয়াছি, ওদিকে চ'লানটা বুঝি বাহির হইয়া গেল।" এই বলিয়া শশাঙ্ক গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া নৌকায় উঠিলেন। শিবসুন্দর ভাবিলেন, "শশাঙ্ক! তুমি বড় চতুর, কিন্তু মুখ—কি দিয়া ঢাকিবে? হৃদয় কি বাক্য দিয়া ঢাকা যায়। এ ছলনা তোমার বৃথা।" শশাঙ্ক ঘাটে আসিয়া সনাতনকে ডাকিয়া বলিলেন, "এখনও "জলঘরে" রাখিয়াছ কেন? বাবু যে দেখিলে বকিবেন?"

স। আপনার হুকুম। ছোটনায়েব মহাশয়ের মুখে যে রূপ শুনিয়াছি—সেইরূপ করিয়াছি।

শ। না। সে যখন বাবু এখানে থাকিবেন না—তখন ওইরূপ করিবে।

স। তবে এখন কোথায় রাখা হইবে?

পুষ্করিণির একপার্শ্বে কেবল কষাড় বন। সে দিকে জল মধ্যে প্রায় ২৩ বিঘা জলকর ওইরূপ জঙ্গলে আবৃত। শশাঙ্ক বলিলেন— "একখানা নৌকা করিয়া ওই জল মধ্যে যে বন—তাহার মধ্যে রাখিয়া আয়, এবং সেই নৌকার উপর চাল দাল দে—উনি আপনি রন্ধন করিয়া খাইবেন। যদি বাবু দেখিতে চান—তবে অগ্রে আমি তোকে জানাইব। সেই সময়ে হাত পা বাঁধিবি নচেৎ খুলিয়া রাখিবি।"

স। যেমন হুকুম। তবে—না বাঁধিয়া রাখিলে যদি পলায়? তাহা হইলে আমার উপরেইত ঝোক পড়িবে?

শ। আমি বলিতেছি পলাইবে না—সে ভয় নাই।

সনাতনের মুখ দেখিয়া শশাঙ্ক বুঝিলেন, সনাতন কোন উত্তর করিতে পারিল না বটে—কিন্তু তাহার মন তাহা বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না। বলিলেন, "যদি পলায়—সে ঝোক আমার। এবারত বিশ্বাস হইবে? ঝোক দিতেও আমি—মাপ করিতেও আমি। তবে ভয় কি?"

পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

আহারান্তে হরসুন্দর ও নটনারায়ণ বহির্ব্বাটীতে বসিয়া আলাপ করিতেছেন। সম্মুখে জীবসুন্দর স্থির ভাবে শুনিতেছেন। যে সকল তথ্য জানিবার জন্য নটনারায়ণ ব্যস্ত—বুড়া হরসুন্দর সে আলাপে অগ্রসর হইতে চাহেন না। আবার ধর্ম্ম তত্ত্বের কথাও কহিতে চাহেন না।

শিবসুন্দরের এবম্বিধ অবস্থা দেখিয়া অবধি—জীবসুন্দর যেন হতবুদ্ধির ন্যায় হইয়াছেন। তাঁহার মনের সে পূর্ব্ববল যেন কোথায় চলিয়া গিয়াছে। তিনি যেন সহায় শূন্য—নিরাশ্রয়। সামান্য কথায় যেন তাঁহার হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছে।

শিবসুন্দর থাকিতে তিনি পিতৃ সেবা করিতেন বটে—কিন্তু আজ যেন দাদার সন্তুষ্টতার জন্য, সে সেবায় তাঁহার বিশেষ চক্ষু পড়িয়াছে। শিবসুন্দর যখন যে কার্য্য করিতেন—তাহাই করিতে ইচ্ছা হইতেছে। করিতেছেন ও তাহাই—কিন্তু চক্ষুজলে সে কার্য্য সম্পাদন হইতেছে। শিবসুন্দর যেন তাঁহার জীবন। আজিকার পিতৃসেবা, গৃহ-কর্ম্ম—যেন কেবল শিবসুন্দরের সন্তুষ্টির জন্য।

নটনারায়ণ, হরসুন্দরকে বলিলেন—"আমিত সব শুনিলাম, কিন্তু আমার জানিতে ইচ্ছা হইতেছে যে, সংসারে থাকিয়া এরূপ উদাসীনতার মর্ম্ম কি? যাহা বলিতেছেন—আমার তাহা যেন মন লইতেছে না। বোধ হয়—ইহা অপেক্ষা উহার আর কোন গুঢ় মর্ম্ম আছে যদি বিশেষ বাধা না থাকে—আমাকে বলিলে যদি কোন দোষ না হয় —তবে জানিলে বড় সুখী হই। কারণ আপনার ভাবে আমার হৃদয় বড়ই প্রফুল্ল হইতেছে।"

হর। যাহা বলিয়াছি সকলি সত্য। যদি তাহাতে প্রফুল্ল না হন, তবে যাহা বলিব—তাহা বিশ্বাস করিতে পারিবেন—কি? এই জন্যই বলিতে সাহস করি নাই—নচেৎ গুপ্ত আর কি?

নট। আমি বুঝিয়াছি—আপনার মুখে অসত্য শুনিব না। কারণ আপনার ভাবে আমার হৃদয় যেন নির্ম্মল হইতেছে।

হয় সে আমার ভাবে নহে। গুরুকৃপা ভিন্ন কেহ নির্ম্মল হইতে পারে না। গুরুর কৃপায় যখন আমি প্রথম গুরু-সমীপে—কৃপার জন্য ভিক্ষা করি—তখন তিনি বলিয়া ছিলেন, "বাবা! প্রাণ না দিলে প্রাণ কেহ লইতে পারে না। তুমি যাহা চাহিতেছ—তাহা আমার প্রাণ। প্রাণ থাকিতে প্রাণ কেহ কাহাকেও দিতে পারে না। প্রেম ভিন্ন প্রাণের বিনিময় হয় না। অতএব সংসারে যদি প্রাণ বিক্রয় করিয়া থাক—তবে আর প্রাণের ব্যবসা কায নাই। এক মুরগি সাত জায়গায় জবাই হয় না। যদি না বিক্রয় করিয়া থাক—তবে যাহারা ক্রয় করিয়াছি মনে করিয়া তোমার উপর দাবী করে—তাহাদের সে দাবী ভাঙ্গিয়া আইস। যদি তাহারা ইচ্ছায় আর দাবী না করে—তবে আসিও। নচেৎ আর এখানে আসিও না।" সেই দিন হইতে আমি সংসারের—জাত, কুল, শীল, মান, অপমান, আপদ, বিপদ, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, সুখ, দুঃখ, বিদ্যা, বুদ্ধি, পাপ, পুণ্য—হইতে সরিয়া আছি। এ সকলি তাঁহার চরণে অর্পণ করিয়াছি। অর্পণ করা কি আমার সাধ্য? তাঁহার কৃপা যতই হৃদয় লইতে পারিতেছে—ততই সমর্পিত হইয়া যাইতেছে। তবে কিরূপে আমি আবার তাহা ফিরাইয়া চাহিব? যাহা দিয়াছি—তাহা দিয়াছি। তাহার ইচ্ছায়, সে যাহা করিতেছে, সেই আমার ইচ্ছা। তাহার সুখই আমার সুখ। কোন মুখে কোন সুখের প্রার্থনায়—আজ আবার তাহার নিকট জমি বা পুত্র ভিক্ষা চাহিব?

বলিতে বলিতে হরসুন্দরের স্বর বদ্ধ হইয়া আসিল। চক্ষু—জলে ভাসিল। আবার বলিতে লাগিলেন, "বৈবাহিক মহাশয়! এ ব্যথা আপনি বুঝিবেন না। দরদি ভিন্ন এ ব্যথা ফুটিবার নহে। সংসারে ইহা হাসিবার কথা—তাই ফুটিতে ব্যথা লাগে। যে দরদি হয়, সে মুখ দেখিয়াই দরদ বুঝে। বুঝিলে—সে আর বেদনা দেয় না। কিন্তু আপনি—যে দরদে দরদি—আপনি সে দরদ ভুলিতে পারিবেন কি? সেই দরদেই আবার আমায় ব্যথা দিবেন। আর আমায় ব্যথা দিবেন না। আর এ সকল কথা আমার কাণে তুলিবেন না। যে দুঃখের দুঃখী—সুখের সুখী হইয়া হৃদয়ে হৃদয়ে আপনার আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে,

তাহার কথা বলুন—আমি কাণ পাতিয়া শুনি—আপনিও শুনুন। দিন কোথা দিয়া যাইবে বুঝিতে পারিবেন না। কি বৃথা চিন্তা করিতেছেন?"

নটনারায়ণ, হরসুন্দরের এবম্বিধ বাক্যে ও হৃদয়ভাবে বড়ই প্রীত হইলেন। ভাবিলেন—আমি অন্তরে অন্তরে যে ভক্তি-মূর্ত্তির জন্য লালাইত—এই সেই মূর্ত্তি। এত দিনে বিষয়ানন্দ যাহা দেখাইতে পারেন নাই—যাহা জ্ঞানানন্দ দেখাইতে পারেন নাই, আজ হরি কৃপা করিয়া তাহা—সম্মুখে ধরিয়াছেন। নটনারায়ণের যদি কৃষ্ণে অনুরাগ থাকে, যদি কৃষ্ণে ভক্তি থাকে—তবে কৃষ্ণের গুরু মূর্ত্তিই—এই মূর্ত্তি। মায়ায় দাঁড়াইয়াও মায়া পার—সংসারী হইয়াও অসংসারী।

কিন্তু বাহিরে কিছু ফুটিলেন না। হৃদয়ের ভাব ফুটিতে যেন লজ্জাবোধ হইতে লাগিল। বলিলেন, "যদি তাহারা ইচ্ছায় দাবী না করে, তবে আইস—নচেৎ আসিও না"—আমি এ কথার মর্ম্ম বুঝিলাম না। যদি হৃদয় খুলিলেন—তবে এ মর্ম্মও খুলুন।"

হর। একবার হৃদয়কে জিজ্ঞাসা করিলেই ইহার মর্ম্ম পাওয়া যায়। হৃদয় এ মর্ম্ম না লইলে মন লইতে পারে না। মন দিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিবেন না। বনে কাঁটা কেহ সরু করিতে যায় না—যাহার যাহা স্বভাব, তাহা আপনিই উদয় হয়। যখন সে সময় উপস্থিত হইবে, হৃদয়ে মায়াজ্যোতিঃ নিষ্প্রভ হইবে—বৈরাগ্যে হৃদয় আকুল হইবে। তখন আর সে হৃদয় সংসার চাহিবে না—আর সে হৃদয়ে কেহ দাবী দিতে আসিবে না। মায়া চাহে—মায়া। মায়ার পুতুল মায়ার পুতুল লইয়া খেলা করিতে চায়। বালিকা প্রৌঢ়ার সহিত খেলিয়া সুখ পায় না। তাই সংসার সে হৃদয় চাহে না—চাহিবে না। চাহে না বলিয়াই সংসারে সাধুর আদর নাই। সাধু-হৃদয় কেহ ক্রয় করিতে চায় না। সাধুর চরণে কেহ বিক্রিত হইতে চায় না। তাই সংসারে সাধু—শূন্য, অপরিচিত, অমানুষ, আকাশ-কুসুম। লোকে আকাশ কুসুমের কল্পনায় ফিরে—কিন্তু তাহা অলীক বলিয়াই জানে। তেমনি সাধুকে লোকে কল্পনায় আদর করে—কিন্তু বর্ত্তমানে, বর্ত্তমান দেখে না—অলীক মনে করে।

নটনারায়ণ ভাবিলেন, এতদিনে শাস্ত্রের কথা মিলিল। অন্যাভিলাষ শূন্যতায় কৃষ্ণানুরাগই শুদ্ধ ভক্তির লক্ষণ। ভুক্তি মুক্তি স্পৃহা-শূন্যে কৃষ্ণানুশীলনে, যাহাতে সে লক্ষণ বর্ত্তমান, সেই ভক্তি-বিগ্রহ। আজ ভক্তি-বিগ্রহ দেখিয়া ভক্তির মাহাত্ম্য হৃদয়ে অনুভব হইতেছে। এতদিন কেবল মনেই অনুভব হইয়াছিল। আজ বুঝিলাম হৃদয় হইতে মন ভিন্ন। মন অহংকারগত—হৃদয় সত্ত্বের পরিচয়।

অনেকক্ষণ আর কেহ কোন কথা কহিলেন না। জীবসুন্দর বসিয়া বসিয়া শুনিতেছিলেন। আর ভাবিতেছিলেন—আমার যে, দেহ, মন বিষ্ণুপ্রিয়ায় বিক্রিত, মাতা পিতায় বিক্রিত, সংসারে বিক্রিত। তবে আমার কি হইবে? আমার হৃদয়ে যে সে প্রভা নাই, যে প্রভায় বিষ্ণুপ্রিয়া—বিষ্ণুপ্রিয়ার দাবী ভুলিবে!

জীবসুন্দর এ চিন্তায়—কূল পাইলেন না। বড়ই কষ্টবোধ হইতে লাগিল। মনে মনে বলিলেন, গুরুদেব! যদি তোমার কৃপা থাকে, তবে মায়া আমায় কৃপা করিবে।

নটনারায়ণ, হরসুন্দরকে বলিলেন, "খাজনা পত্র ত আর আদায় নাই—তবে এখন চলিতেছে কিরূপে? পুঁজিত নাই?"

হর। যে চালাইবার সেই চালাইতেছে। তুমি আমি কেন—তাঁহার মুখ না তাকাইয়া সংসার ভাবিব? আর ভাবিবে? তার কায কি—সে না করে? সে নিত্যপ্রসাদ পাঠাইয়া দেয়—সংসার চলিবার ভাবনা কি?

তখন জীবসুন্দর বলিলেন, "সেই হইতেই প্রতিবাসীরা সকলেই নিত্য জিনিস পত্র পাঠান। সে জন্য আমাদের ত এ পর্য্যন্ত কোন কষ্ট হয় নাই। টাকা বাবা লইতে চাহেন নাই ও লয়েন নাই। জিনিস পত্রও লইতেন না, তবে না লইলে কেহ ছাড়ে না।"

নট। আপনি সংসারে থাকিয়াও উদাসীন, কিন্তু আমরা সংসারী। আমাদের ইহাতে মানের ভয় আছে। আর এরূপেই বা কয়দিন চলিবে? আপনি নন্দীগ্রামে চলুন। আমার বাগানবাড়ী আপনার, আমিও আপনার। আপনার জিনিস আপনি লইতে মান অপমানের ভয় নাই।

হরসুন্দর হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন,—"শৈশবের—খেলাঘরের ভাব, আজও কি ভুলিতে পার নাই? তুমি কার—কে তোমার—হইতেছ কাহার? তাহাকে দেখিয়াছ কি? সাধারণ ধর্ম্মের কথা ছাড়িয়া দাও, সে এইরূপ মনের কল্পনায় চলে। কিন্তু সত্য ধর্ম্ম—সত্য না হইলে উদয় হয় না। আগে সত্য হও—তবে সর্ত্য করিও।"

হরসুন্দর যত উড়াইয়া দেন, নটনারায়ণ ততই আগ্রহ প্রকাশ করেন। শেষে হরসুন্দর বলিলেন, "যদি তাহাই ঈশ্বরের ইচ্ছা হয়—তবে সাধ্য সাধনায় প্রয়োজন কি? আমায় তাহা মাথায় করিয়া লইতে হইবে। জীবসুন্দর ত কায কর্ম্ম করিতে পারে—বরঞ্চ উহাকে একটি কর্ম্ম যোগাড় করিয়া দাও।"

নট। ব্রাহ্মণের ছেলে—পরের চাকরী কি প্রয়োজন? আমি আমার যজমান দিয়া এখন উহাকে বসাইব। আমার খাইতে আপনাকে হইবে না। সে মান ত—আমার মান নহে—অপমান। আপনার মানেই আমার মান।

তখন জ্যেষ্ঠপুত্র সঙ্গে প্রভাবতী, পাল্কি হইতে নামিয়া হরসুন্দরের অন্দরে প্রবেশ করিলেন।

ষষ্ঠচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

নটনারায়ণ নন্দীগ্রামে পা দিতে না দিতেই, অনেকে তাঁহাকে দেবীগ্রামের কথা তুলিয়া নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। হরসুন্দরের প্রতি নন্দীগ্রামের লোকের যে, এত সহানুভূতি—তাহা তিনি এতদিন জানিতেন না।

নটনারায়ণ বাড়ীতে পঁহুছিলে, অনেকে আসিয়া ওই জল্পনাই আরম্ভ করিলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি—কি ব্যবস্থা করিয়া আসিলেন? আমরা যেরূপ জানি—তাহাতে হরসুন্দর বাবু ত কিছুই চেষ্টা চরিত্র করিবেন না।"

নট। কেন বলুন দেখি?

অনেকে বলিলেন, "তাহা জানি না, তবে তাঁহার ভাবে ওই রূপই বোধ হয়। নচেৎ—যে টোল তুলিয়া দিলেন, অন্য হইলে কেহ কি তুলে? গুরুপাঠ নিজের ইচ্ছায় তুলিলেন—নচেৎ বেশ দশ টাকা আয় ছিল। পিতার কত টাকা বাহিরে বিলাত পড়িয়াছিল, যাহারা সেচ্ছায় দিল—দিলে, যাহারা না দিলে—কই তাহাদের ত কিছুই বলিলেন না।"

এইরূপ নানা জনে নানা কথা কহিতে লাগিলেন। নটনারায়ণ বলিলেন, "লোক নানা স্থানে পাঠান হইয়াছে। আমার যাইবার অগ্রেই প্রতিবাসী মহাশয়েরা পাঠাইয়াছিলেন। আমি কয়েকটা লোক বন্দ-বস্ত করিয়া আসিলাম। যত দিন না পাওয়া যায়—তত দিন তাহারা দেশ বিদেশে অনুসন্ধান করিবে। তবে অনুসন্ধান করিয়া কি কিছু ফল হইবে—এ জ্যোতিঃপ্রসাদের খেলা। বিনা লালমুখ ভিন্ন হইবে না। কিন্তু কি করিব—যাঁহার সন্তান, যদি তিনিই না রাজি হন—করেন, তবে বাহিরের লোকের কথা ত পুলিশ লইবে না—লইলও না।"

একটু জনতা কমিলে নটনারায়ণ অন্দরে গিয়া চঞ্চলাকে সকল কথা বলিলেন। দূরে যোগমায়া দাঁড়াইয়া তাহা শুনিলেন। তিনি বসিয়া পড়িলেন।

চঞ্চলা বলিলেন, "বল কি? তবে ছেলে মেয়ে লইয়া ঘর করিব কি প্রকারে? আমার যে তাই ভয় হইতেছে? বেয়ান ঠাকরুণ কি করিতেছেন?"

নট। কি আর করিবেন। আমি ত আর তাঁহার সহিত কথা কহি না। দেখাও করি নাই।

ইন্দ্রনারায়ণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বলিলেন, "লোক কি কেহ ফিরে নাই?"

নট। না। আমি ত দেখি নাই।

ইন্দ্র। শিব বাবুর গায়ে কি কিছুই জোর নাই যে, অমনি ধরিয়া লইয়া গেল। আমার ত বিশ্বাস হয় না। তাই যদিই বা হয়—তবে হরসুন্দর বাবুরই বা কি বুদ্ধি? পুলিশকে তাহার তথ্য লইতে বলা হইল না। এই সকল আত্মসুখী লোকের জন্যই—আর আলস্যের জন্যই বাঙ্গালীর দুর্নাম। আর এতই বা পুলিশকে কি ভয়—তাহারা কি মারিবে? ইংরাজ গভরমেণ্টের সে আইন নহে।

নট। লোকের ভ্রম—পুলিশ যে শান্তিরক্ষক। আর তোমার বক্তৃতায় কায নাই। এই আমি এতটা পথ আসিলাম—একটু ঠাণ্ডা হই।

ইন্দ্র। না—সে জন্য বলিতেছি না। এরূপ যাহারা কর্ত্তব্যহীন, তাহাদের প্রশ্রয় দেওয়া ভাল নহে—তাই বলিতেছি। আমিও ত এত দিন আইন দেখিলাম। এ সব বিষয়ে যে রূপ আইন রহিয়াছে, তাহাতে যাহাকে যাহাকে সন্দেহ হয়, তখনই তাহার নাম দেওয়া উচিত। ইংরাজ গভরমেণ্টের সুনিয়মে নির্দ্দোষীর ভয় কি?

নট। তুমি বিচারকর্ত্তা, তোমার কি জানা নাই বল। তবে আমি যে, এ সময়ে গোল করিতে কেন নিষেধ করিতেছি, এইটিই তোমার জানা নাই। তোমার এ বুদ্ধি নাই যে, বড় বৌমাটী যতই শুনিবেন—ততই যে দুঃখিত হইবেন? তুমি কিন্তু চেঁচাইতে ছাড়িবে না।

চঞ্চলা বলিলেন, "ও কি আর সেই ছেলে মানুষটীই আছে যে, যখন তখন ওইরূপ করিবে? হোক না কেন ছেলে। দশে যাকে মানে—তাকে বাপেরও মানিতে হয়।" ইন্দ্রনারায়ণকে বলিলেন, "যাও বাবা! বাহিরে যাও—উঁহার ত ধাত জান, তায় আবার এতটা পথ হাটা, ভাল খাওয়া হয় নাই, আমি ত বুঝি। আমার সব দিকে তাকাইতে হয়—আমায় দোষ কে দিবে বল?"

নটনারায়ণ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "না না আমি বেশ ঠাণ্ডা আছি, আমার কোন কষ্ট হয় নাই। ইন্দ্র! একটু তামাক সাজগে ত—আমি বাহিরে যাইতেছি।"

ইন্দ্রনারায়ণ বাহিরে যাইতেছেন, চঞ্চলা বলিলেন, "হরিদাসকে

তামাক সাজিতে বল বাবা! অনেকক্ষণ তামাক থাওয়া হয় নাই—কষ্ট হইয়াছে।” নটনারায়ণকে বলিলেন—“ওকে আবার তামাক সাজিতে বলা কেন—তবে চাকর কি জন্ত?”

নট। তুমি যে বলিলে যাকে দশে মান্ত করে—বাপ হইলেও তাকে মান্ত করিতে হয়—তাইত বলিলাম।

চ। কি কথা কও—বুঝিতেই পারি না।

নটনারায়ণ ভাবিলেন—আর নহে। একবারে রাস আল্‌গা দেওয়া কিছু নহে। বলিলেন, “গৃহিণি! যদি বাপকেও ছেলের খাতির করিতে হয়—তবে ছেলেকেও বাপের তামাক সাজিতে হয়। বাপের তামাক সাজা অপমান নহে।”

নটনারায়ণ কথা কহিতেছেন, এবং গৃহিণীর মুখ তাকাইয়া তাকাইয়া দেখিতেছেন—শিবসুন্দর সংবাদে গৃহিণীর অন্তর কতটা কান্দিল।

নরনারায়ণ তামাক সাজিয়া আনিয়া পিতার হস্তে দিলেন। নটনারায়ণ বলিলেন, “এখানে আনিলে কেন?” নরনারায়ণ বলিলেন, “হরিদাস বাড়ীতে নাই—ইন্দ্র হরিদাসকে তামাক সাজিতে বলিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল। আপনি যে এখানে আনিতে বলেন নাই—তাহাত আমি জানি না।”

নটনারায়ণ বলিলেন, “দেখিলে গৃহিণী? বাপের মান—সন্তানে বুঝে, বিচার কর্ত্তা বুঝে না। কারণ আইন তা বলে না।”

চ। থাক—তোমার কোন কথায় কাজ নাই।

শিবসুন্দরের কথায় নরনারায়ণের চক্ষে জল আসিল মাত্র। কোন কথা তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন না। কেবল মুখ থানি যেন আরও গম্ভীর হইয়া দাঁড়াইল। নটনারায়ণ নরনারায়ণকে বলিলেন, “আজ রাত্রি হইল—কাল তোমার একবার দেবীগ্রামে যাওয়া উচিত। আমাকেও এখন নিত্য যাইতে হইবে বোধ হয়।”

নরনারায়ণ কোন উত্তর করিলেন না। মনে মনে বলিলেন—আর আমি কোথাও যাইব না। যে দিন যাইব—সে দিন আর ফিরিব না। যাইতে ত আমি এখনি প্রস্তুত। কিন্তু যোগমায়ার বন্ধন ছিড়িতে

পারিতেছি না। বিশাল ব্রহ্মাণ্ড বন্ধন ছেড়া যায়। কিন্তু এ সাতফেরা বেড়া বন্ধন—মানুষ বুঝি সহজে ছিড়িতে পারে না। তাই আমি আজ তাহার বিদায় ভিক্ষার প্রার্থী।

তখন উভয়ে বাহিরে গেলেন। যোগমায়া ভূমি শয্যায় পড়িয়া, চক্ষের জল ফেলিতেছেন। একবার পিতা, মাতা, জীবসুন্দর, হরিপ্রিয়া, বিষ্ণুপ্রিয়াকে দেখিতে বড় সাধ হইয়াছে। চক্ষে যেন তাঁহাদের মূর্ত্তি ভাসিতেছে। শিবসুন্দরকে মনে হইতেছে—আর চক্ষের জলে ভূমি ভাসিতেছে। একবার ভাবিলেন—চঞ্চলাকে বলিয়া দেবীগ্রামে যাইবেন, কিন্তু চঞ্চলা যাইতে দিবেন কি না—সে বিষয়ে সন্দেহ। আবার ভাবিলেন —যাইতে দিলেও যাওয়াত হইবে না, যদি আসিয়া গৃহ শূন্য দেখি? আবার দরদরধারে বস্ত্রাঞ্চল ভিজিয়া গেল। মনে মনে বলিলেন, নাথ! কোন মুখে আমি তোমায় বিদায় দিব? কাহার স্বামী—স্ত্রীর নিকট এ ভিক্ষা চাহিয়াছে? কোন্ প্রাণে এ কথা তুমি আমার নিকট ফুটিলে? তুমি ফুটিলে—কিন্তু দেখিলে না, স্ত্রী বধের পাপ অর্জ্জন করিলে। আমি তোমার সহধর্ম্মিণী—তোমার ধর্ম্মই আমার ধর্ম্ম—তুমিই আমার ধর্ম্ম। ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারিব না। যদি এই ধর্ম্মই ধর্ম্ম হইয়া আমায় পালন করাও—পালন করিব বটে—কিন্তু হৃদয় তাহাতে অক্ষম। মনের জ্ঞানে যতদূর হয় হইবে—কিন্তু তাহাতে আমায় ক্ষমা করিতে হইবে। মা! পত্র লিখিতে জানি না—তুমি পড়িতে জান না—এ দুঃখ তোমায় জানাইতে পারিলাম না। যদি মা! আমায় সংসার হইতে তুলিয়া লও—তবে যেন চরণে স্থান পাই। আর যেন মা! সংসারে না ফিরিতে হয়। বড় বউ! আজ তুমি আমার মত। তুমি আমি আজ এক। আজ একবার দেখা হইলে, তুমিও কাঁদিতে—আমিও কাঁদিতাম। কাঁদিয়া—কান্নায় বক্ষ ভাসাইতাম। কিন্তু কি করিব ভাই! তোমার জন্য প্রাণ কাঁদিলেও—সে কান্না আমার চক্ষে নাই। আজ যদি তোমায় দেখিতে যাই—যাহাকে লইয়া জগৎ দেখি, আসিয়া যদি গৃহশূন্য দেখি। তবে আমার জন্য তুমিও কাঁদিবে—আমিও কাঁদিব।

দেবীগ্রামে যাইতে যোগমায়ার বড়ই ইচ্ছা। পাছে নরনারায়ণ,

সেই সময়ে সংসার ত্যাগ করেন—আসিয়া আর না দেখিতে পান—এই ভয়েই আর সে কথা উত্থাপন করিলেন না। কিন্তু বড়ই কাতর হইলেন।

এ দিকে সন্ধ্যা হইয়াছে—গৃহ অন্ধকার। চঞ্চলা গৃহে সন্ধ্যা পড়ে নাই দেখিয়া যোগমায়াকে খুঁজিতে যেমন গৃহে প্রবেশ করিবেন—অমনি—যোগমায়ার ঘাড়ের উপর পড়িয়া গেলেন, বলিলেন, "কে—বড় বৌ বুঝি? তা না হলে আর কে? সন্ধ্যা দিতেও আলস্য—আর কার বল? চিরকালই কি শিখাইব? আমরা বুড় হইলাম—কোথায় আমরা বসিয়া থাকিব—না আমাদেরই খাটিবার সময় হ'ল। বলিব কি বল, আজ বাদে কাল ছেলে হইবে—হইলে এতদিন দুইটা হইত—তা আজও বুড়াকে খাটিতে খাটিতে মরিতে হইল। সত্য কথা বলিতে হয়, শিখাইতেও হয়, আমি ঘরের গিন্নি। তা সত্য কথা—কার ভাল লাগে বল? কি করিব বল, আমিত আর বৌদের কষ্ট দিই না—যে লোকে আমায় মন্দ বলিবে? সে ভয় আমার নাই।"

যোগমায়া ত্বরিত বেগে উঠিয়া চঞ্চলার পদধূলি লইয়া বলিলেন, "তা নয় মা! বড় দাদার কথা শুনিয়া অবধি মনটা বড় খারাপ হইয়াছে, তাই—একবার শুইয়া পড়িয়াছিলাম। আমি সন্ধ্যা দিতেছি।"

চ। তাঁর জন্য আবার ভাবনা কি? পুরুষ মানুষ। কাঁচা বয়স নহে—যে ভয়। তবে মন খারাপ করা কেন? কোম্পানির রাজত্বে মারিয়া ফেলিতে ত পারিবে না? দুই দিন কষ্ট দিবে—তা মা! সংসারে থাকিতে গেলেই বিপদও আছে—সম্পদও আছে। আমরা মেয়ে মানুষ—সবই সহিতে হয়। দেখিতেছ না—সব কথাতেই ঠাট্টা করেন। আমি একটা ঘরের গিন্নি—তাকি মনে করেন। তা কি করিবে বল, যেমন কপাল করিয়া আসিয়াছ—তেমনি ভোগ করিতে হইবে।

যোগমায়া চঞ্চলার ভাব দেখিয়া কোন উত্তর করিলেন না। চক্ষের জল চক্ষে মুছিয়া গৃহকর্ম্মে ব্যস্ত হইলেন।

কিরণশশীর নিকট গিয়া বলিলেন, "ভাই! দেশলাইটা দিবে?"

কি। কেন? তোমাদের দেশলাই?

যো। সেটা কোথায় দেখিতে পাইতেছি না।

কি। তুমি হারাইবে—আর আমি মার নিকট বকুনি খাইব? আমি দিতে পারিব না।

যো। তোমাকেইত সকাল বেলা দিয়াছিলাম—তুমি কোথা রাখিয়াছ দেখিতে পাইতেছি না।

কি। সেই সময়ে কেন দেখিয়া রাখিলে না? এখন সন্ধ্যা হইল—তবে বুঝি খোঁজ হইল? সন্ধ্যাটি হইয়াছে—আর আমি ঘরে সন্ধ্যা দিয়াছি।

এই বলিয়া—কিরণশশী দেশলাইটা বাহির করিয়া দিয়া বলিলেন, "দিদি! শিব বাবুর কথা শুনিলে?"

যোগমায়া কোন উত্তর করিলেন না। কিরণশশী বলিলেন, "আহা! তোমাদের বড় বৌটিকে মনে হইলে আমার বড় কষ্ট হয়। সন্তানাদিও হইল না, পয়সারও বল নাই, মেয়ে মানুষ কি করিবেন ভাই! সব সহ্য করিতে হয়। কোথাও কিছু নাই—একি বিপদ বল। শ্বশুর যিনি—তিনিও যেন এক রকম। আমাদের উঁহার মত যদি হতেন—তা হলে এখন দেখতে। অত জমিদারের ভয়—উঁহার নাই। থাক না তাঁর টাকা—কোম্পানীর রাজত্বে বিচার আছেত? অত ভয় তরাসে লোক আমি দেখিতে পারি না।"

কিরণশশীর কথা যোগমায়ার ভাল লাগিল না। বলিলেন, "ভাই! এখনও ঘরে সন্ধ্যা দেওয়া হয় নাই—মা বকিবেন আমি যাই।"

সপ্তচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

আহারান্তে জ্যোতিঃপ্রসাদ "জলঘরে" গমন করিলেন। "জলঘরটি" এক প্রকার দ্বিপ বিশেষ। চারিদিকে জল—নিতান্ত ক্ষুদ্রও নহে।

মধ্যাহ্নে আহারের পর একটু নিদ্রা—জ্যোতিঃপ্রসাদের অভ্যাস। নিদ্রা ভাঙ্গে ভাঙ্গে এমন সময়—আধ নিদ্রায়, কেমন শ্রুতিমধুর একটি সঙ্গীত তাঁহার কর্ণে ধ্বনিত হইতে লাগিল। তিনি অনেকক্ষণ স্থির করিতে পারিলেন না যে. সুরটী কোন দিক হইতে আসিতেছে। কারণ যেদিক হইতে আসিতেছিল—সে দিকের বাতায়ন পথ সব রুদ্ধ ছিল।

সুরটী হৃদয়ে লাগিল বটে—কিন্তু গীতের বাক্য যোজনা তাঁহার হৃদয়াঙ্গম হইল না। একটু আধটু যা শ্রুত হইতেছে—তাহাতে অর্থ বোধ হইল না। না হইলেও—তাহাতে যেন তিনি কি এক শান্তি উপভোগ করিলেন। যাহা তিনি "দুলালি খাঁর" সঙ্গীতে উপভোগ করেন নাই।

তখন তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। নিদ্রা ভঙ্গে আর সে সঙ্গীত শ্রুত হইল না। ভাবিলেন—এ কি? আমি কি স্বপ্ন দেখিলাম—না—তাহাত নয়।

তিনি ভৃত্যকে ডাকিলেন, বলিলেন, "শশাঙ্ক বাবুকো খবর দেও।" শশাঙ্ক আসিলে বলিলেন, "কে গান গাহিতেছিল বলিতে পার?"

শ। না—কই আমরাত শুনি নাই?

জ্যো। শুন নাই কি হে? আমি কি স্বপ্ন দেখিলাম না কি?

শ। তবে ঠিক হইয়াছে। বোধ হয় শিবসুন্দর গাহিয়া থাকিবেন। তাহাত অতদূরে যাইবে না—সে জন্য আমরা শুনিতে পাই নাই।

জ্যো। তাহাকে কোথা রাখা হইয়াছে।

শ। জলে—নৌকা করিয়া ওই কষাড় বনের মধ্যে।

জ্যো। ওখানে রাখা হইয়াছে যে?

শ। যদি—গোয়েন্দা ফিরে। যদি হঠাৎ আসিয়া পড়ে—তবে ওখানে কেহ সন্দেহ করিবে না।

জ্যো। হরসুন্দরের আর এতত্তে কায নাই ?

শ। নেহাত নিশ্চিন্ত হইবেন না। তাঁহার কনিষ্ঠ বৈবাহিক—নষ্ট-নারায়ণ বাবু অবশ্য ইহাতে যোগ দিবেন।

জ্যো। ঢের লোক যোগ দেয়। জ্যোতিঃপ্রসাদের নাম সকলেরই জানা আছে। বিশেষ এ তথ্য জানিবে কি প্রকারে ?

শ। সকলেই সন্দেহ করিয়াছে।

জ্যো। করুক—তুমি ভয় খাইও না। শিবসুন্দরের ভাব—কি রূপ দেখিলে—এখন কি বলে ?

শ। আগেও যা বলিয়াছে—এখনও তাই।

জ্যো। বল্ল কি ? আচ্ছা—তাহাকে একবার আনিতে বল দেখি।

তখন ভৃত্য—শিবসুন্দরকে সঙ্গে লইয়া উপস্থিত। জ্যোতিঃপ্রসাদ ভৃত্যকে বলিলেন, "এখন বাঁধন খুলিয়া দে।"

জ্যোতিঃপ্রসাদ একবার শিবসুন্দরের আপাদ মস্তক দৃষ্টি করিলেন, বলিলেন, "মনে আছে কি ? এখন কে বড় বোধ হয় ?"

শিবসুন্দর হাসিতে লাগিলেন, সে হাসিতে জ্যোতিঃপ্রসাদ—বড়ই অপমান বোধ করিলেন। ক্রোধে বুদ্ধিহীন হইয়া ভৃত্যকে বলিলেন, "চারি পাঁচ জন বেহারাকে ডাক।"

শশাঙ্ক স্থির। কেবল শিবসুন্দরের ভাব—চক্ষু ভরিয়া দেখিতেছিলেন। বেহারাদের ডাকিতেই—যাহা করা হইবে, শশাঙ্ক বুঝিলেন। ভাবিলেন—দেখা যাক—তাহাতেই বা এ ভাব কেমন সুন্দর হয়।

বেহারারা সম্মুখে দাঁড়াইলে—জ্যোতিঃপ্রসাদ বলিলেন, "আমার সম্মুখে ইহাকে একশত বার "উঠবস" করা। যদি সহজে না করে—আমায় সেই নূতন চাবুকটা দে।"

শশাঙ্কের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল—কিন্তু উপরে সমান রহিলেন। শিবসুন্দরও সম ভাবেই আনন্দে বিভোর। কেবল—এখন তাঁহার চক্ষু হইতে একবিন্দু জল ঝরিল।

বেহারারা যা বলে—তিনি তাহাই করেন। কোন আপত্তিই নাই। মিনতিও নাই—অসন্তোষও নাই। আছে কেবল আনন্দ।

এক জন বলিল,—"বাবু! এ পাগলা হ্যায়।" জ্যোতিঃপ্রসাদ শশাঙ্কের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "কি বল দেখি?"

তখন জ্যোতিঃপ্রসাদ ডাকিলেন, "শিবসুন্দর!" শিবসুন্দর হাসিতে হাসিতে উত্তর দিলেন, "বলুন।"

শশাঙ্ক বেহারাদিগকে বলিলেন, "এখন থাম্—স্থির হইতে দে।"

জ্যো। তুমি এরূপ হাসিতেছ কেন?

শি। তা আমি জানি না। হাসি পাইতেছে।

জ্যো। "উঠবসে" বেদনা লাগে নাই কি?

শি। লাগিয়াছে।

জ্যো। বেদনায় কি—হাসি আসে?

শি। আসেনা ত জানি—কিন্তু এখন আসিতেছে। আসিতেছে বলিয়াই "উঠবসের" বেদনা স্বপ্নের ন্যায়, এক এক বার জানিতে পারিলেও—আমার হৃদয় যেন আনন্দময়।

জ্যোতিঃপ্রসাদের ক্রোধ যেন কোথায় চলিয়া গেল। শিবসুন্দরের সে মূর্ত্তিতে—তিনি যেন সে জ্যোতিঃপ্রসাদ আর নাই। তখন তিনি বেহারাদিগকে বলিলেন, "তোরা বাহিরে যা।"

বেহারারা বাহিরে গেলে, জ্যোতিঃপ্রসাদ শিবসুন্দরকে নিজ শয্যায় আসিতে বলিলেন। কিন্তু শিবসুন্দর আপন ভাবানন্দে তাহা শুনিতে পাইলেন না। তখন জ্যোতিঃপ্রসাদ শশাঙ্ককে বলিলেন, "উহাকে বিছানায় বসিতে দাও।" সে ভাবে শশাঙ্কের চক্ষে এক বিন্দু জল দেখা দিল। কিন্তু জ্যোতিঃপ্রসাদ তাহা দেখিতে পাইলেন না।

শিবসুন্দর বলিলেন, "আমার পায়ে—ধূলা।"

শ। পা ধুইবে কি?

শি। না। মৃত্তিকায় বসা আমাদের অভ্যাস আছে। আমরা গরিব—ইহাতে আমাদের বাধা ঠেকে না।

শশাঙ্ক আর কথা কহিলেন না। জ্যোতিঃপ্রসাদ বলিলেন, "শিবসুন্দর! তুমি নাকি সুন্দর গীত গাহিতে পার?"

শি। আমি গীত শিক্ষা করি নাই।

জ্যো। তোমার নাকি বেশ সুন্দর গলা?

শি। তা জানি না। যে শুনে—সে তাহা বলিতে পারে।

জ্যো। তুমি কি—ইহার অগ্রে গীত গাহিতেছিলে?

শি। হাঁ।

জ্যো। এ স্থানে তোমার গীত গাহিতে ভরসা হইল?

শি। ভাবিলে হইত কি না—বলিতে পারি না। বোধ হয় ভাবি নাই।

জ্যো। কেন ভাব নাই।

শিবসুন্দরের চক্ষু হইতে তখন আবার জল বহিল। কোন উত্তর করিলেন না। সে জলে জ্যোতিঃপ্রসাদ শশাঙ্ককে বলিলেন, "একটু পাগলের ছিট আছে।"

শ। তাহাত জানিতাম না। দেখিয়া তাহাই বোধ হইতেছে।

জ্যো। এ পাগলামি ভালও হইতে পারে। নচেৎ কথা বার্ত্তায় ত বেশ। বেঠিক বেচাল নাই।

শ। তাই বা কই?

জ্যো। তবে এ—ভান না পাগলামি?

শ। দুই দিন দেখিলেই সব ধরা পড়িবে।

অষ্টচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

শশাঙ্ক সে রাত্রে বাটী হইতে বহির্গত হইলে, প্রভাবতীর সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হইল না। তিনি শশাঙ্কের কার্য্যে বড়ই মর্ম্মাহত—কিন্তু, তাঁহার হৃদয় ভাবে তাঁহাকে সুন্দরই দেখিয়া ফেলেন। সে জন্য তাঁহার আপত্তি তত বলবতী হইতে সময় পায় না।

পরদিন শশাঙ্ক বাটী আসিলেন না। প্রভাবতী শুনিলেন—তিনি "সাগরতলী" মোকামে। জমিদারী সম্বন্ধে অন্যত্রে যাইলেই শশাঙ্কের ২।১৫ দিন আসিতে বিলম্ব হয়। যদি এবারও তাই হয়—তবে হয়-

সুন্দর পরিবারের এ অবস্থা দেখিবে কে? তাঁহারা যে—না খাইয়া মারা যাইবেন।

এইরূপ চিন্তায়—প্রভাবতীর হৃদয় বড়ই উদ্বেলিত হইল। স্বামীর প্রতি একটু অভিমানও হইল। ভাবিলেন—এ সময়ে তোমার বৈবাহিকের প্রতি এরূপ উদাসীনতা ভাল হইল না। মানুষকে দায়ে ফেলিয়া তাহার হৃদয় ভাব গ্রহণ কি—এইরূপে হয়? কই—সে গ্রহণের জন্যত চাকরি বন্ধ হইল না? চাকরিইত বড় হইল।

অনেকক্ষণ এইরূপ চিন্তায় কাটিল, পরে মনে মনে হইল—বৃথা তাঁহাকে দোষ দিতেছি—তিনি আমি কি পর? আমি করিলে কি তাঁহার করা হয় না? তিনি করিলে কি আমার করা হয় না? তিনি বাড়ী থাকিতে—তিনি যতটা পারেন করিয়াছেন—আবার আসিয়া করিবেন। যখন তিনি বাড়ী নাই—সে কার্য্যত আমারই। আমি তাঁহার কার্য্য যতটা পারি—করি না কেন? তবে আমি স্ত্রীলোক—সে বুদ্ধি আমার মাথায় নাই। কিন্তু বৈবাহিকের যাহাতে আহার আচ্ছাদনের কষ্ট না হয়—তাহাত করিতে পারি।

তখন তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্র হরিপ্রসাদকে ডাকিলেন, বলিলেন, "বাবা! বিষ্ণুকে আনিতে গিয়াছিলেন, সে দুঃখ করিয়া আসে নাই—তাহাত সব জান। তাঁহাদের বড়ই কষ্ট হইয়াছে। অনেক দিন তুমিও যাও নাই। অবশ্য বিষ্ণু দুঃখ করিতে পারে—চল আজ একবার দেখা করিয়া আসি।"

হরি। বাবা বাড়ী নাই—তাঁহাকে না বলিয়া যাইবে?

প্র। তাহাত উচিত নহে, বেয়ানবাড়ী কি আমার যাইতে আছে?—তবে না গেলেও চলিতেছে না। সে মান অপমান তাকাইবার এ সময় নহে। আমার মান অপেক্ষা তাহাদের প্রাণ বড়।

হরি। কেন? বাবা আসুন—গেলেই হইবে?

প্র। সে অপেক্ষায় তাঁহাদের বিশেষ কষ্ট হইবে। তাঁহাদের অবস্থাত জান? হয়ত—দিন যাইতেছে না।

হরি। বাবা কি তাহার—ব্যবস্থা করেন নাই?

প্র। করিবেন; কিন্তু বোধ হয়—এখন কিছু দেন নাই।

হরি। কিছু দিতে হয়—আমায় দিন—আমি দিয়া আসিব। তাহা হইলে হইবে না?

প্র। আমি যেরূপ জানি—তুমি বা আর কেহও দিতে গেলে লইবেন না।

হরি। তবে কি হইবে?

প্র। সেই জন্যই ত আমি যাইতেছি। নচেৎ আমার যাওয়া কি ভাল? কোন প্রকারে লওয়াইতেই হইবে। তুমি কি তাহা পারিবে?

হরি। তবে তুমি চল। বস্তুতই তাঁহাদের বড় কষ্ট হইয়াছে। জ্যোতিঃপ্রসাদ বাবুর বড়ই—অন্যায় কাজ হইয়াছে।

প্রভাবতী সে কথায় কোন উত্তর করিলেন না। বলিলেন, "যাইব—কিন্তু যদি তাঁহার মতের বিরুদ্ধ হয়, তাহা হইলে তাঁহার দুঃখ হইবে—তাই ভাবিতেছি। তুমি কি বিবেচনা কর বাবা?"

হরি। এ সময়ে একবার দেখা করাও ভাল। বিশেষ সেই প্রায়শ্চিত্ত লইয়া মনান্তর হওয়া অবধি—বিষ্ণুরও কেমন আমাদের উপর দুঃখ দুঃখ ভাব। তুমি গেলে সেটা অনেকটা কাটিতে পারে।

প্র। তবে চল—কিন্তু তিনি আসিলে আমি বলিব—হরির ইচ্ছায় আমি গিয়াছি।

হরি। আমায় যে তাহা হইলে বকিবেন?

প্র। মার জন্য একটু বকুনি খাইবে—তাতে আর ক্ষতি কি? মেয়ে মানুষ চিরকালই পরবশ। ছেলেবেলায়—বাপ মার, বিবাহে—স্বামীর, বৃদ্ধ বয়সে—পুত্রের। তোমার কথাও ত আমায় শুনিতে হয়। এর চেয়ে আর সুখ কি বাবা! পেটের চিন্তায় তোমরা কত কষ্ট পাও। সে ভাবনায় তোমরা আমাদের ভাবিত হইতে দাও না। তোমরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া মাথায় করিয়া সংসারভার বহন কর—সেই তোমাদের মুখ তাকাইয়া আমাদের সুখী হওয়াটা কি বেশী কাজ।

হরি। না—তিনি বকিবেন না। এ সময়ে তোমার যাওয়াই উচিত। বাবা কবে আসিবেন তাহারত ঠিক নাই—এ দিকে তাঁহাদের বড় কষ্ট।

এই বলিয়া হরিপ্রসাদ দুইখানি পাল্কি ঠিক করিলেন। যথাসময়ে হরসুন্দরের বাটী পৌঁছছিলেন—তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

প্রভাবতীকে দেখিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া, তাঁহার বক্ষে মুখ লুকাইয়া কেবল কাঁদিতে লাগিলেন। কোন কথাই বলেন না। চিন্ময়ী আসিয়া প্রভাবতীকে ঘরে বসাইলেন।

কথায় কথায়—প্রভাবতী সমস্ত শুনিলেন। চিন্ময়ী ও হরিপ্রিয়ার ভাবে—তাঁহার স্বামীর প্রতি আবার অভিমান দেখা দিল। সে অভিমানে তাঁহার চক্ষে জলধারা বহিল। সকলে ভাবিল—সে ধারা কেবল সহানুভূতির জন্য। কিন্তু প্রভাবতী তাহা ফুটিতে পারিলেন না—কারণ তাহা হইলে স্বামী বাক্য লঙ্ঘন হয়।

হরিপ্রিয়া আসিয়া প্রভাবতীর পার্শ্বে বসিলেন। তখন নানা কথা বার্ত্তা চলিতে লাগিল। প্রভাবতীর ভাবে সকলেই সন্তুষ্ট। কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়ার যেন তাহাতে তত সন্তুষ্টতা নাই। সে ভাব প্রভাবতীই বুঝিলেন।

প্রভাবতী ভাবিলেন—শিবসুন্দরের নিরুদ্দেশে হরিপ্রিয়া যত আঘাত পান—আর নাই পান—বিষ্ণুপ্রিয়ার হৃদয় যেন তদপেক্ষা আঘাত পাইয়াছে—ইহার অর্থ কি? তিনি উভয়ের মুখ নিরীক্ষণ করিতেছেন—আর ইহাই চিন্তা করিতেছেন।

তখন বিষ্ণুপ্রিয়াকে লইয়া প্রভাবতী একটু নির্জ্জনে গেলেন, বলিলেন, "মা! জমি খাসে লওয়ায় তোমাদের বড় কষ্ট হইয়াছে। বোধ হয় তোমার পিতা—সেই জন্য আমার হস্তে একশতখানি টাকা দিয়াছেন। কিন্তু আমি হাতে করিয়া দেওয়ায় দেখিতে দোষ হইবে। তুমি রাখ—আমি বাড়ী গেলে বেয়ান ঠাকুরুণকে দিও। যতদিন না তোমাদের একটা কোন সুবিধা ঘটে—ততদিন তিনি বলিয়াছেন যে, তোমরা না ভাব। আমরা থাকিতে তোমাদের ভাবনা কি মা!"

বিষ্ণুপ্রিয়ার কেমন ভাব হইয়া পড়িয়াছে—যেন একটু কিছুতেই তাঁহার চক্ষের জল আসিয়া পড়ে। তিনি কিছুই উত্তর করিতে পারিলেন না—কেবল কাঁদিতে লাগিলেন।

প্রভাবতী বলিলেন, "ওকি মা! যাহার স্বামী—সেত এত অধীর হয় নাই? তুমি এত অধীর হইতেছ কেন? আমরা থাকিতে কি তাঁহার খোঁজ হইবে না? তোমাদের অসুখী দেখিয়া কি আমরা—আপনাদের সুখে নিশ্চিন্ত থাকিব? এই কি তোমার মনে লইতেছে?"

বিষ্ণুপ্রিয়া টাকা স্পর্শ করিতে চাহেন না। প্রভাবতী বার বার তাহা দেখিলেন, বলিলেন, "মার উপর অভিমান হয় বটে—কিন্তু মার কি রক্ত মাংসের শরীর নহে? মার কি অভিমান নাই? মার কি—স্বামীই ধর্ম্ম নহে? যে—ধর্ম্মের জন্য, মাকে দোষী ভাবিয়া অভিমানকে হৃদয়ে স্থান দিতেছ? মা! মাও একের জন্য সব পারে—কিন্তু সব লইয়া যদি সেই এক বজায় থাকে—সেই সুখের। তাই তোমায় সেই একের জন্যই সাধিতেছি। তুমি তাহা না বুঝিয়াই—মার মুখ না তাকাইয়া মাকে উপেক্ষা করিতেছ—এই কি তোমার ধর্ম্ম?"

বি। আমি টাকা লইতে পারিব না। মাকে দিন—যদি তিনি লন—লইবেন। তাঁহার হইয়া আমরা কেহ লইতে পারিব না।

শেষে প্রভাবতী—চিন্ময়ীকে নানা প্রকারে তাহা জানাইলেন। পাছে চিন্ময়ী কোন দোষ লন—সে জন্য তাঁহার হৃদয়ে বড়ই ভয়ের সঞ্চার হইল। কিন্তু কেমন চিন্ময়ীর হৃদয়—সে ভয় প্রভাবতীর অধিকক্ষণ রহিল না।

চিন্ময়ী বলিলেন, "বেয়ান! আপনার হৃদয়ে যে এ ভাব উঠিয়াছে—ইহাই আমাদের যথেষ্ট। কিন্তু এখন আমাদের কোন কষ্ট নাই—সে জন্য আপনি নিশ্চিন্ত হউন। যদি কষ্ট হয়—আমি আপনি চাহিব। এমন হৃদয় যাঁর—তাঁহার নিকট চাহিতে আর লজ্জা কি? যে অহংকারে দয়া করে—তাহার নিকট কি চাহিতে পারি?"

ফল কথা—প্রভাবতী বুঝিলেন, টাকা কেহই লইবেন না। এবং সকলের সাহায্যে—বিশেষ কোন কষ্টও নাই বা পাইতেছেন না। তবে শিবসুন্দরের জন্য সকলেই ব্যথিত। সে ব্যথা চিন্ময়ীর বা হরিপ্রিয়ার যাহা লাগিয়াছে—তাহা তাঁহারা ধারণ করিতে পারিতেছেন—কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়া বৈরাগ্য ভাবে সংসার শূন্য দেখিতেছেন। বিষ্ণুপ্রিয়ার সে

ভাবে—তাঁহার চক্ষে জল আসিল। ভাবিলেন, মা! স্বামী থাকিতেও তুমি সংসারে ভৈরবী—তাই মা! তোমার এ বৈরাগ্য।

দেখিতে দেখিতে রাত্রিও অনেক হইল। হরিপ্রসাদের সহিত জীবসুন্দর বাক্যালাপও করেন নাই। হরিপ্রসাদ জীবসুন্দরের ভাবগতি দেখিয়া একস্থানে চুপ করিয়া বসিয়া আছেন মাত্র। হরিপ্রিয়া আহারের উদ্যোগ করিয়া হরিপ্রসাদকে নিজের ভ্রাতার ন্যায় আহার করাইলেন। কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়া সে দিকে দৃষ্টি করিলেন না। প্রভাবতী তাহা তাকাইয়া তাকাইয়া দেখিলেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার বিষ্ণুপ্রিয়ার উপর অসন্তোষ হওয়া দূরে থাকুক, বরঞ্চ স্নেহ আরও বাড়িল। ভাবিলেন—বিষ্ণুপ্রিয়া! তোমার এ অভিমান হৃদয় শূন্যের নহে। যাহার হৃদয় আছে, সে বুঝিবে বটে, কিন্তু সাধারণে তাহা বুঝে না। না বুঝিয়া সংসার নষ্ট করে। সংসার পাঁচ ফুলের সাজি—সংসারের মুখ তাকাইয়া যে ইহা বজায় রাখিতে পারে—সেই মানুষ। হরিপ্রসাদ যুবা, সে এ সকল বুঝিবে কি? তবে তাহার হৃদয়ে বেদনা দেওয়া কেন? আবার ভাবিলেন, এ চিন্তা সুস্থ মনের, কিন্তু মনের অসুস্থতায়, সর্ব্বসাম্য মানুষের সাধ্যাতীত, তোমার দোষ কি?

আহারের জন্য জীবসুন্দর অন্দরে আসিয়া দেখিলেন যে, হরিপ্রসাদ আহারে বসিয়াছেন। পাছে একসঙ্গে বসিতে হয়, তিনি আর সে স্থানে দাঁড়াইলেন না। নিজ শয়নকক্ষে গিয়া বসিলেন।

বিষ্ণুপ্রিয়া গিয়া বলিলেন, "এখন খাইবে কি?"

জীব। আমাকে পরে দিইও। আমি হরিপ্রসাদের সহিত খাইব না।

বি। তবে তুমি বাহিরে গিয়া বসিলে না কেন? বড়ঠাকুর নাই, যেন ঠাকুরের সেবার কোন ত্রুটী না হয়। বড় ঠাকুরের কি কোন তত্ত্ব হইল না? তবে কি হইবে—আমরা কেমন করিয়া থাকিব?

বিষ্ণুপ্রিয়ার এ ভাবে জীবসুন্দর বড় দ্রবিভূত হইলেন। বলিলেন, "না—আমি বাবার কাছে শুইব, খাইতে আসিয়াছি মাত্র। আমার দ্বারায় যতদূর হয়—ততটা হইবে বিষ্ণু! কিন্তু দাদার ভক্তি আমি

কোথায় পাইব? কাহাকে দেখিয়া কাহার কথায়, সে ভক্তি লাভ করিব?"

বি। আমাদের সংসারখেলা অনেক দিন ত্যাগ হইয়াছে। হইয়াছে—হইয়াছে—তাহাতে আর আমাদের দুঃখ নাই। এখন তোমার নিকট আমার এই ভিক্ষা—যাহা ত্যাগ হইয়াছে, তাহার আকর্ষণে যেন আর অন্ধ না হই। নিত্য যেন কৃষ্ণে স্মরণ থাকে। যে স্মরণে দিদি—এ বিপদেও হাস্যমুখী। যাঁহার কৃপায় হাস্যমুখী—দেখিও যেন তাঁহার সেবার ত্রুটী না হয়। তোমার সেবাতেই আমার সেবা হইবে। তোমায় সেবা করিয়া আমি সে ফল লাভ করিব। অন্য সুখ—আর আমি তোমার নিকট আশা করি না। আমার ধন আমি—তাঁহার সেবার জন্য—তাঁহার চরণে অর্পণ করিয়াছি। যাহা দান করিয়াছি, তাহাতে আর যেন দাবি না করি। তবে তাঁহার নিকট প্রার্থনা—যেন তাঁহার কৃপায় না বঞ্চিত হই। নচেৎ আমার আর দাঁড়াইবার স্থান রহিল না।

এই বলিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। এ ক্রন্দনে যে সুখ, মানুষভাগ্যে তাহা কখন কদাচ ঘটে। সাধারণ দাম্পত্য-প্রেম তাহার ছায়ারও যোগ্য নহে। জীবসুন্দর যেন দিব্যচক্ষে প্রাতের ঘটনা দেখিলেন। বলিলেন, "কি কথা কহিলে বিষ্ণু! আমাদের উপর তাঁহার এত কৃপা—এত দিন তাহা না দেখিতে পাইলাম কেন? এখন দেখিতেছি, তাঁহার কৃপা জগতে নিত্যই বর্ত্তমান। জগতের কৃপা হয় না—তাই জগৎ তাহা দেখিতে পায় না। হায়! হায়! দাদা বলিতেন—"গুরু, কৃষ্ণ, বৈষ্ণব তিনের দয়া হল। একের দয়া হল না জীব ছারে খারে গেল।" তখন যাহার হাসিবার দিন, সে হাসিয়াছিল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে অভেদ থাকিয়া আমিও হাসিয়াছিলাম। তাইত ছারেখারে গিয়াছি। কিন্তু এখন আর—সে মনের হাসি—ভাল লাগে না। লাগে না বলিয়াইত এখন গুরু, কৃষ্ণ, বৈষ্ণবে নজর পড়িয়াছে? তাই ত আজ তোমার—আমার নিকট দাবি ত্যাগে এ ভিক্ষা।"

ঊনপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

অতি প্রত্যুষে উঠিয়াই নটনারায়ণ, রামহরি ভট্টাচার্য্যকে ডাকাইলেন। বলিলেন, "আমায় ত এখনি দেবীগ্রামে যাইতে হইবে। তুমি আজ বিষ্ণুসেবা করিও, নচেৎ আমার আসিতে বিলম্ব হইলে, সে অপেক্ষায় অনেকগুলি ঘর কষ্ট পাইবে।"

রামহরি স্বীকৃত হইলেন। নটনারায়ণ চঞ্চলাকে বলিলেন, "বিলম্ব দেখ ত—আমার জন্য অপেক্ষা করিও না।"

চ। কাল গিয়াছিলে—আবার আজ না গেলেই নয়? তাঁর বিপদ, আর আমাদের বিপদ—একই কথা। তবে এতটা পথ তাই বলিতেছি।

নট। যাহা মুখে বলিতেছ—যদি অন্তরে তাহাই হইত—তবে কি এতটা পথ বলিয়া মনে থাকিত?

চ। পার—সে ত ভালই। আমি ত আর বারণ করিতেছি না যে, আমায় দোষ দিবে। বিষ্ণুসেবার একটা ব্যবস্থা করিয়া যাও। অত বেলা অবধি আমি বউগুলাকে না খাওয়াইয়া রাখিতে পারিব না। আমি গিন্নি—আমায় সব দিকে ত তাকাইয়া চলিতে হইবে। আগে দোষের কায করি, তবে দোষ দিও।

নট। রামহরিকে বলিয়াছি।

এই বলিয়া নটনারায়ণ গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তখনও ভালরূপ আকাশ ফরসা হয় নাই। ক্রমে রৌদ্র উঠিল, গ্রাম্যপথে দুই এক জনের সহিত দেখা হইল। একজন বলিল, "কোথায় যাইবেন বাবু?"

নট। দেবীগ্রামে হরসুন্দর মহাশয়ের বাটী।

লোকটী বলিল—"আহা! তাঁহাদের বড় বিপদ। কাল রাত্রে তাঁহাদের বাড়ীতে আগুন লাগিয়া সব নষ্ট হইয়া গিয়াছে।"

নট। বল কি? তুমি কোথায় থাক?

লোকটী বলিল, "আমি সেই পথ দিয়াই আসিতেছি—আমার বাড়ী "সাপুরে।" তবে কাহার প্রাণ হানি হয় নাই—এই ঢের।"

নটনারায়ণ আর কিছু জিজ্ঞাসিলেন না। দ্রুতপদে দেবীগ্রামে পঁহু-

ছিলেন। যাহা দেখিলেন, তাহাতে যেন তাঁহার হৃদয় ভস্ম হইয়া গেল।

মৃত্তিকা স্তূপে ভস্মাবশেষ পড়িয়া আছে মাত্র। হরসুন্দর বা তাঁহার পরিবারবর্গ কাহাকেও দেখিলেন না। গ্রামের ঈশান ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ—কি?"

তিনি বলিলেন, "রাত্রে হঠাৎ এই ব্যাপার। কিরূপে এরূপ হইল—কিছুতেই বুঝিতে পারা গেল না। অগ্নি যেন চারিদিক হইতেই গর্জ্জিতে লাগিল। আমরা যাই—ছিলাম, তাই প্রাণে প্রাণে সকলকেই বাঁচাইয়াছি—নচেৎ প্রাণহানি হইত।"

নট। কেন? সকলে কি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন?

ঈ। না হে না। চারিদিকে আগুন, কোন্ দিক দিয়া কে বাহির হয়? ঘুমাইয়াছিল বই কি—রাত্রি প্রায় তখন ১টা।

নট। জিনিস পত্রগুলি সব গিয়াছে?

ঈ। জিনিসপত্র আর কি ছিল বল? তবে যা দুই একটা ছিল, গিয়াছে বই কি? চারিদিক দিয়া আগুন ধরিল। উঠিল—কোন্ দিক রক্ষা করি? কে আর তখন জিনিসের প্রতি নজর করে—প্রাণ লইয়াই টানাটানি।

নট। এও জ্যোতিঃপ্রসাদের কার্য্য—আর শশাঙ্কের মন্ত্রণা।

ঈ। না—না। সে সন্দেহ আমাদের বৃথা। কাল সে ভ্রম আমাদের ঘুচিয়াছে। ভদ্র লোককে মিথ্যা দোষারোপ ভাল নহে।

নট। কি বলুন দেখি?

ঈ। কাল শশাঙ্ক বাবুর স্ত্রী ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র আসিয়াছিলেন, তাত দেখিয়া গিয়াছ। তাঁহারাই যায় যায় হইয়াছিলেন। যদি শশাঙ্কের এ খেলা হইত—তাহা হইলে কি এ কাব কাল হইত? বা তাঁহারা কাল রাত্রে থাকিতেন?

নট। সেও একটা কথা বটে—তবে তাহার ভিতরেও কথা থাকিতে পারে। জমিদারী বুদ্ধি—সহজ বুদ্ধিহইতে কিছু স্বতন্ত্র। যাহা হউক—তাঁহারা এখন কোথায়?

ঈ। স্থান আর কোথায়? একটা সংসার—একটা ঘর হইলেই ত হয় না। তা এখনি কি করা যায়? কমলাকান্ত ভায়ার বহির্ব্বাটীতেই স্থান দেওয়া হইয়াছে। পরে একটা ব্যবস্থা করিতে হইবে। আপনি আসিয়াছেন—ভালই হইয়াছে।

নট। যাহা হইবার হইয়াছে, এখন চলুন। প্রাণে প্রাণে যে সব বাঁচিয়াছেন—তাহাই আমাদের যথেষ্ট। আমি এর জন্য ভাবি না। শশাঙ্ক বাবুর পরিবার এখন কোথায়? তিনিও কি এই খানে?

ঈ। না। এই—প্রাতেই তিনি গেলেন। এরূপ অবস্থায় পরের বাটীতে তিনি কি আর থাকিতে পারেন। তাঁহার বড় ছেলে সঙ্গে আসিয়াছিল—সেই লইয়া গেল। তবে ছেলেটীর কিছু গায়ে আঁচ লাগিয়াছে—দিন কতক ভুগিবে। তা যাহা হউক—শশাঙ্ক বাবুর পরিবার ১০০টী টাকা আমার কাছে দিয়া গিয়াছেন। পাছে হরসুন্দর পরিবারের কষ্ট হয়—এই জন্য। কিন্তু বলিয়া গিয়াছেন যে, যেন হরসুন্দর বা তাঁহা পরিবারবর্গ কেহ না টের পান। ইহার অর্থ কি বল দেখি?

এই রূপ বলিতে বলিতে কমলাকান্তের বাটীতে উভয়ে পঁহুছিলেন। হরসুন্দর—নটনারায়ণকে বসিবার আসন দিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "বিপদের পর বিপদ দেখিলেন? কাল আপনি থাকিলে কিবল কষ্ট পাইতেন।"

হরসুন্দরের যেন সেই এক ভাব। এততেও হরসুন্দর মলিন হন নাই। নটনারায়ণ মনে মনে বলিলেন—ধন্য হরসুন্দর! সংসারে তুমিই ধন্য! তোমার মত সংসারীই ধন্য! তুমি সংসার সুখে বঞ্চিৎ হইয়াও—কৃষ্ণ সেবায় প্রফুল্ল। তোমার প্রফুল্লতা ভঙ্গ করে কে? আমরা সংসার সুখের জন্য কৃষ্ণ সেবায় বঞ্চিৎ হইয়াও—সংসার সেবায় সংসারকে সন্তুষ্ট করিতে পারি না—ধিক আমাদের!

নটনারায়ণ হরসুন্দরকে বলিলেন, "এখানে থাকা ভাল দেখায় না। আমাদের ওখানে গেলে ভাল হয় না কি? আমার বাগান বাড়ীতে থাকিতে কোন কষ্ট হইবে না। এরূপে থাকায় আমাদের অপমান। যদি বলেন—বৈবাহিকের সাহায্যও ত মান্তের নহে—সে বিষয় আমার ভাবি-

রার বিষয়। আমি যাহাতে আপনার মান বজায় থাকে—সে চেষ্টা করিব। আমি আজ হইতেই জীবসুন্দরকে, সে জন্য কার্য্যে নিযুক্ত করিব। তবে আমার সাহায্য আপনার লইতে হইবে কেন? বাটী তৈয়ার করিতে আর কতদিন? তখন আবার দেশবাসী হইবেন। এ সময়ে আপনাকে আমার নিকটে রাখিতেই আমার ইচ্ছা। দেখিয়া শুনিয়া আমার ভয়ও হইতেছে।”

হর। না হে না—সুখে আছ? আমি গিয়া কি তোমার সুখ ভঙ্গ করিব? যে লক্ষ্মী শূন্য—তাহাকে যে কৃপা করে—সেও লক্ষ্মী শূন্য হয়। আমার বিপদ—আমি সহ্য করিব। আমার বিপদে তোমাদের বিপদ দেখিলে—বড় ব্যথা লাগিবে। সে ব্যথা অপেক্ষা—এ ব্যথা লঘু।

নট। ও সকল কথা আমার হৃদয়ে এখন স্থান পাইবে না। কোন কোন স্থানে তাহা দেখা যায় বটে—হয় ও বটে—কিন্তু তাই দেখিয়া যে পরের বিপদ দেখিতে পারে—তাহার হৃদয় আমি প্রার্থনা করি না। তাহার হৃদয়—কেবল আত্মসুখের, পুণ্য ফলের আশা করে। তাহার সে পরার্থ—পরার্থ নহে—স্বার্থ। যদি আপনার জন্য—আমার একটা বিপদই উপস্থিত হয়, হইল—হইল—তাহার জন্য সম্মুখে থাকিয়া আপনার এ বিপদ দেখিব কি প্রকারে? সংসারের কোন ভিক্ষা না থাকিলেও আপনার নিকট—আমার অন্য ভিক্ষা আছে। সে ভিক্ষার জন্য আপনাকে সংসারে শান্ত রাখা—আমার প্রয়োজন হইতেছে। তাহার জন্য ধন কেন—আমি জীবন অবধি দিতে পারি। এতদিন দিবার মত লোক পাই নাই—কিন্তু লইতে আসিয়াছিল—তাই দিই নাই। দিবার মত লোক পাইয়াছি—যদি আপনি কৃপা করিয়া গ্রহণ করেন।

পঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

নটনারায়ণ বাড়ী আসিয়া যথাযত বর্ণনায় বড়ই দুঃখ প্রকাশ করিলেন। এবং বৈবাহিককে বাগান বাটীতে স্থান দেওয়ার কথাও প্রকাশ করিলেন।

চঞ্চলা বলিলেন, "তা এখন হইবে কি প্রকারে? কলিকাতা হইতে ইন্দ্রনারায়ণের বন্ধুরা আসিয়া ওই খানেই—যে কয় দিন থাকিবার—থাকে, আমোদ প্রমোদ করে। তাহারাও ত আর ছেলে ছোকরা নহে? যে—যেখানে সেখানে স্থান দেওয়া হইবে। এক এক জন জজ, কালেক্টর, মুন্সী সাহেব।"

চঞ্চলার এরূপ উত্তর নটনারায়ণ আশা করেন নাই। তিনি বড়ই বিরক্ত হইয়া উঠিলেন—বলিলেন, "তোমাদের কি কেবল মানুষের চামড়া খানি গায়ে—আর সব পশুর মতন?—ছি!"

গৃহিণী রাগ করিয়া উঠিয়া গেলেন। নটনারায়ণও বাহিরে গিয়া বসিলেন। ইন্দ্রনারায়ণ বলিলেন, "বলিতে ছিলাম কি? বেয়াই বাড়ী কি লোকে সহজে যাইতে চাহে? কখনই সম্ভব নহে। তিনি কি আসিতে স্বীকৃত হইয়াছেন?"

নট। স্বীকার অস্বীকার কি? আমি আনিব। তাঁহার কি এখন অবস্থার ঠিক আছে?

ই। ইহাতে আপনার মান বটে, কিন্তু তাঁহার অপমান। আপনারত তাহা দেখাও উচিত?

নটনারায়ণের যেন সে দিকে কাণ নাই। বলিলেন, "তাত সত্যই—তাত দেখিতেই হইবে।"

ই। আর একটা কথা। আপনি দুই এক মাস না হয় কিছু কিছু দিতে পারেন, আর পাঁচ জনে চাঁদা করিয়া কোন রকমে কিছু দেওয়াও উচিত। কিন্তু বাড়ী আনা আমার মতে ভাল বোধ না—কারণ তাহা হইলে লোককে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। যতদিন আপনি দয়া করিবেন—ততদিন আর তাঁহাদের নিজের চেষ্টা তত হইবে না। বেগ না পেলে

বেগ হয় না—ইহা সাধারণ নিয়ম। তাঁহাদের ভালর জন্যই আমার এ কথা বলা।

ইন্দ্রনারায়ণের ভাবে নটনারায়ণ ভাবিলেন—একটু বাহিরে আসিয়া বসিয়াছি, বুঝি তাহাও ছোকরা বসিতে দিবে না। ইহার বক্তৃতা আর ভাল লাগে না। বলিলেন, "তুমিই না নরনারায়ণের কথায় এক দিন বলিয়াছিলে যে, সন্তানের গুরূপ করিয়া পিতার সম্মুখে কথা কওয়া উচিত নহে? আজিকার এ কথা গুলি কিরূপ? যে আত্মবঞ্চক হয়—তাহার ধারাই এই রূপ। তোমাদের স্বভাবও যেমন, হৃদয়ও তেমন। স্বভাব জয় হইলে অনর্থক যে টাকাটা খরচ হয়—সেই টাকাতেই পরের উপকার যথেষ্ট হয়। তাহা হইলে আর চাঁদার ভরসা অত করিতে হয় না। যাহার স্বভাব জয় হয় নাই, সে কেবল চাঁদা খুলিয়া পরের সর্ব্বনাশে নিজের যশঃ দেখিতে চাহে। তাই সকল কার্য্যেই তোমাদের চাঁদা খুলিতে হয়। সামান্যের জন্য যাকে তাকে বিরক্ত করিবার প্রয়োজন কি? একজনের হৃদয় আছে—কিন্তু পয়সা নাই। চাঁদা খুলিয়া—তাহাকে ব্যথিত করা কেন? চাঁদা দিলেই—যে দয়ার পরিচয় পায়—সেত অন্ধ। যাহারা দিতে পারে না বা তোমাদের কার্য্য দেখিয়া দেয় না, তোমারা তাহাদের মনুষ্যত্ব দেখিতে পাও না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি—মনুষ্যত্ব না থাকিলে কি—মনুষ্যত্ব দেখিতে পাওয়া যায়? মনুষ্যত্ব না থাকিলে কি—বৃহৎ কার্য্যের উন্নতি তাহার দ্বারায় হয়? তাই কাণ্ড জ্ঞান হীন হইয়া তোমরা, যে সে কাযে দেশটাকে উচ্ছন্ন দিবার নিমিত্ত—সকল কথায় চাঁদা চাঁদা কর। প্রশ্রয় কাহাকে বলে জান কি? কেন? বেশ্যা বা মদের জন্য প্রতিরাত্রে যে টাকা খরচ হয়—সেই খরচে যে শত শত সৎকার্য্য হইতে পারে। তাহার দিকে লক্ষ রাখিতে পার না কেন? ইহাতে কি প্রশ্রয় দেওয়া হয় না? দেখি—সভ্য হইলেই যে, ও সকল দোষ অঙ্গাভরণ হইয়া উঠে। ছি! প্রশ্রয় দেওয়া কাহাকে বলে তাহা জাননা বা বুঝনা—কিন্তু বক্তৃতায় সাধু ভাষায়—বর্ব্বর গুলার মাথা খাও। কারণ বর্ব্বরগুলা হৃদয় অভাবে বিষয়ং বুঝে না—বর্ণ জ্ঞানে মোহিত হয়, ধিক্ তোমাদের!"

নটনারায়ণ আর সে স্থানে বসিলেন না। ইন্দ্রনারায়ণ ভাবিলেন—সংস্কৃত পড়িয়া কেবল মূর্খ ই হয়।

নটনারায়ণ বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিলেন—এক স্থানে নরনারায়ণ স্থির হইয়া বসিয়া আছেন। যেন কি ভাবিতেছেন—সংজ্ঞা নাই। কারণ, সেই স্থানেই নটনারায়ণ দুই তিন বার দেখা দিলেন—কিন্তু নরনারায়ণ যেন দেখিয়াও দেখিলেন না। বিশেষ শিবসুন্দরের নিরুদ্দেশে বা হরসুন্দরের গৃহ দগ্ধে, নরনারায়ণ কোন কথাই কহেন নাই বা দুঃখ প্রকাশও করেন নাই। অবশ্য ইহার কোন গুঢ় মর্ম্ম আছে।

নটনারায়ণ, নরনারায়ণের এই ভাবে প্রথমটা একটু বিস্মিত হইয়াছিলেন, পরে তাঁহার ভাবগতি দেখিয়া বুঝিলেন যে—ইহা হৃদয় শূন্যের তাচ্ছলতা নহে—বৈরাগ্যের তীব্র বিরাগ। এ দৃশ্যে নটনারায়ণ চমকিত হইলেন। কোন বিষয় উত্থাপন না করিয়া অন্যত্রে গেলেন।

হরসুন্দরের গৃহদগ্ধে ও শিবসুন্দরের নিরুদ্দেশে, নরনারায়ণ সাংসারিক ধর্ম্ম ভাবে বীতশ্রদ্ধ হইয়াছেন। আজ তাঁহার মন আর সংসার রজ্জুর ফের—গ্রাহ্য করিতে চাহে না। রজ্জু যেন সামান্য ঊর্ণা সূত্র। হৃদয়ে—বল যেন মত্ত হস্তির। সংসার যেন—আর তাঁহার চক্ষু ঢাকিতে পারিতেছে না। সুখ দুঃখ যেন—তাঁহার হৃদয় স্পর্শ করিতে পারিতেছে না। চিন্তাজ্বর যেন—তাহার হৃদয়ে বসিয়া তাঁহার হৃদয়কে এই ভাবেই ভাবিত করিতেছে।

ক্রমে রাত্রি হইল। আজ নরনারায়ণ—আপনিই চাহিয়া আহার করিলেন। আহারান্তে শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

অন্য দিন ভিন্ন শয্যায় শয়ন করেন। আজ নরনারায়ণ যোগমায়ার শয্যায় বিশ্রাম লইলেন।

তখন যোগমায়া গৃহে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন। যোগমায়াকে দেখিবা মাত্রই নরনারায়ণ, আদর করিয়া তাঁহাকে আপন পার্শ্বে বসাইলেন।

এ ভাবে যোগমায়ার মস্তক ঘূর্ণিত হইল। চক্ষে এক বিন্দু জল

ঝরিল। তাহা দেখিয়া নরনারায়ণের চক্ষু হইতেও—এক বিন্দু জল ঝরিল।

স্বামী আদরে—যোগমায়ার চক্ষে জল কেন? যোগমায়া নিজের মনকে এ কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—মন তাহার উত্তর দিতে পারে নাই। কিন্তু প্রাণ তাহা জানিতে পারিয়াছিল। মন যতক্ষণ না জানিতে পারে—ততক্ষণ সে প্রাণের সহিত যোগ দেয় না—আপনার আনন্দেই থাকে। জানিলে—সে প্রাণের সহিত একাত্মা হয়।

কিন্তু—আজ যোগমায়ার মনও বড় ভাল নহে। আজ যোগমায়ার মন যেন সংসার হইতে একটু দূরে। সংসারে তিনি স্থির হইতে পারিতেছেন না। যোগমায়া বলিলেন, "আজ আমার দাদার জন্য মনটা বড় ভাল নহে—অবশ্য তোমার মনও খারাপ হইয়া থাকিবে। এইরূপ সংসারে যখন কোন দুঃখ উপস্থিত হইত, দেখিয়াছি দাদার সে দিন—ধর্ম্ম কথা বাড়িত। ওই কথা লইয়াই সে দিন কাটিত। খাওয়া দাওয়া—মনে থাকিত না। তুমিও তেমনি—আমায় ধর্ম্ম কথা শুনাও, মনটা বড়ই অস্থির হইয়াছে।"

যোগমায়ার এ বিশুদ্ধ ভাবে, নরনারায়ণের চক্ষু হইতে—আর এক বিন্দু জল ঝরিল। বলিলেন, "যোগমায়া! আজ রাত্রি অনেক হইয়াছে—নিদ্রা যাও। জাগিয়া থাকিলে ওই চিন্তাই মনে আসিবে।"

যো। তবে তুমি ঘুমাও—আমি তোমায় পাখা করি।

আবার একবিন্দু জল—নরনারায়ণের চক্ষু হইতে ঝরিল। এ চক্ষু জল—যোগমায়া যতই দেখিতেছেন—ততই তাহার মন যেন কি এক অজানিত ঘটনা, তাঁহার হৃদয়ে আনিয়া দিতেছে। মুখে কিন্তু কিছু ফুটতে পারিলেন না।

নর। না। তোমায় পাখা করিতে হইবে না।

বলিতে বলিতে—নরনারায়ণের স্বর বদ্ধ হইয়া গেল। তিনি আর কিছু বলিতে ভরসা করিলেন না। পাছে যোগমায়া তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়া—আজ তাঁহার সম্মুখে দুঃখিত হন।

তিনি মনে মনে হাসিলেন, ভাবিলেন—যে মন ক্ষনেক পূর্ব্বে জগৎ

সংসারিকে তুচ্ছ দেখাইতেছিল, সেই মন এখন একটা সামান্য স্ত্রী মূর্ত্তি উপেক্ষায় কাঁপিতেছে! এ মনকে নিরোধ করিতে না পারিলে—কি ধর্ম্ম বস্তুর উদয় হয়?

মন যখন যে দিকে নত হয়—সেই মনের দ্বারায়—তাহার গতি পরিবর্ত্তন সহজ নহে। নরনারায়ণ কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইলেন। তিনি মনের ছলনা বৃত্তিতে হাসিয়া বলিলেন, "দাও—আমি তোমায় হাওয়া করিতেছি। তুমিত রোজ আমায় পাখা কর—আমিই না হয় একদিন—তোমায় পাখা করিলাম?"

এই বলিয়া তিনি যোগমায়ার হস্ত হইতে পাখা খানি লইতে গেলেন—অমনি তাঁহার চক্ষু হইতে আর এক বিন্দু জল ঝরিল।

সে জলে যোগমায়ার—আর বুঝিতে বাকি রহিল না। কিন্তু বুঝিলেও কি বলিলেন—কি জিজ্ঞাসা করিবেন? তিনি আর চক্ষু জল সম্বরণ করিতে পারিলেন না।

নর। ওরূপ করিতেছ কেন?

কে উত্তর দিবে? উত্তর দিতে অগ্রসর হইলেই, যোগমায়ার দুঃখ-বেগ বাড়িয়া স্বর বন্ধ করে—চক্ষু জলে পর্য্যবসান হয়।

অনেকক্ষণ পরে যোগমায়া বলিলেন—"সত্যই কি তুমি আমায় ত্যাগ করিবে? সত্যই কি আমি তোমার সহধর্ম্মিণীর যোগ্যা নহি? যদি তুমি যোগ্যা কর—তাহা হইলেও কি আমি উপযুক্তা হইতে পারি না?"

নর। মায়া! মায়া ত্যাগের—ভোগের নহে। আমায় ত্যাগ কর—বিদায় দাও। ভোগ ইচ্ছা ত্যাগ কর।

এইরূপ কথাবার্ত্তায় অনেকক্ষণ কাটিল। উভয়ের চক্ষু জলে—উভয়ের অঞ্চল ভিজিল। কিন্তু যোগমায়া বুঝিলেন না—যে, এখনি আকাশের বজ্র আকাশ হইতে নামিয়া আসিয়া তাঁহার মস্তকের কিরীট ভস্ম করিয়া ফেলিবে।

ক্রমে যোগমায়া চিন্তায় অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। যে দিকে চক্ষু মেলিতে যান—সেই দিকেই বিভীষিকা। সম্মুখে রুদ্র মূর্ত্তি নরনারায়ণ—পশ্চাতে দগ্ধ গৃহে হরসুন্দর, চিন্ময়ীর মূর্ত্তি। আবার তাঁহার চক্ষু কাঁদিয়া

ফেলিল। যোগমায়ার এবম্বিধ অবস্থা দেখিয়া স্বপ্ন দেবী, তাঁহাকে নিজ অঙ্কে লইলেন। তখন যোগমায়া স্বপ্নাবেশে দেখিলেন—শিবসুন্দর যেন তাঁহার সম্মুখে। যোগমায়া যেন বলিতেছেন—দাদা! যাহার হস্তে দিয়াছিলে—এই দেখ সে লইল না—ফেলিয়া দিল। তবে আমি দাঁড়াই কোথা? জগতে কি আমার স্থান নাই? কৃষ্ণে—মতি দাও দাদা! তোমাদের মুখেই শুনিয়াছি—কৃষ্ণ কাহাকেও ফেলেন না। যে কাহাকেও ফেলে না—সেই আমার আশ্রয়ের আশ্রয়। দেখিও যেন সে আশ্রয় —না ভুলি। দেখিও যেন স্বামী—আশ্রয়ীত্যাগে আশ্রয় শূন্য না হন। আমার স্বামী ফেলিতে পারেন—কিন্তু আমার স্বামী আশ্রয় ফেলিয়া দাঁড়াইবার স্থান নাই।

সে স্বপ্নময় জগতে অর্দ্ধ নিদ্রায় কতই চিন্তা—তাঁহার হৃদয়ে নৃত্য করিতে লাগিল। তিনি সে নৃত্যে বিভোর হইয়া পড়িলেন।

নরনারায়ণ এতক্ষণ যোগমায়ার নিদ্রা অপেক্ষা করিতেছিলেন। যখন দেখিলেন—যোগমায়া নিদ্রাভিভূত হইলেন—তখন ধীরে ধীরে শয্যা হইতে উত্থিত হইলেন। কিন্তু পা যেন—আর চলে না। জ্ঞানকৃত অপরাধে সাধু যেমন ভীত হন, নরনারায়ণের হৃদয় যেন সেই রূপ—ভয়ে জড়প্রায়।

ক্রমে তিনি ধীরে ধীরে কক্ষদ্বারের অর্গল খুলিলেন। অতি সাবধানের সহিত দ্বার খুলিলেও, সামান্য শব্দেই যেন যোগমায়ার সে স্বপ্নগত ভাবের কিছু ভাবান্তর হইল। তিনি অর্দ্ধ নিদ্রায়—আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন :—

হৃদয় দেব! বিদায় ভিক্ষা চাহিতেছ—ভিক্ষা দিব। তোমায় আমার অদেয় কিছুই নাই। কিন্তু যে হৃদয়ে যা সাজে—সেই হৃদয়ে তা সাজাইলে —বড় সুন্দর হয়। তাই বড় দুঃখ—সে সাজে তোমায় সাজাইতে পারিলাম না। আমি আপনা তাকাইয়া—তোমার হৃদয় লইয়া—বিদায় দিতে পারিলাম না। তুমি তাহা না তাকাইয়া—আমার মুখের কথা ভিক্ষায়—এখনও দণ্ডায়মান। কিন্তু জাননা কি দেব! যাহার জন্য আজ তুমি ত্যাগী—আমি তাহার জন্যই আজ সংসারী।

কিন্তু জানিও নাথ! যদি আমি সত্য তোমার সহধর্ম্মিণী হই, যদি সত্য আমি তোমার সহধর্ম্মের প্রার্থীনি হই—যদি আমার কৃষ্ণে সত্য মতি থাকে—তবে যত দিন আমি, হে আশ্রয়! কৃষ্ণ রূপ আশ্রয়ের আশ্রয় না পাই—ততদিন তুমি, ভিন্ন আশ্রয় দেখাইয়া এ হৃদয়কে ভুলাইতে পারিবে না। কিন্তু যদি আমি সতী হই—তবে জানিও নাথ! ভিন্ন আশ্রয়ের একা তুমিই এ আশ্রয়ীর—আশ্রয়। যখন তুমি ঈশ্বর সাক্ষাতে সত্য বন্ধনে বাঁধা—আশ্রয় হইয়া তুমিও আশ্রয়ী ত্যাগ করিতে পারিবে না।

নাথ! যদি সে ত্যাগে অগ্রসর হও—সত্য হইতে চ্যুত হইতে হইবে। যদি সত্যে চ্যুত না হও—তবে আশ্রয়ীও আশ্রয় চ্যুত হইবে না। কৃষ্ণ কখন আশ্রয়ীর কাতরতায় বধির হন না। কৃষ্ণের ইচ্ছায়—আবার তোমায় আশ্রয়ীর স্মরণ লইতে হইবে। আবার ধর্ম্মে সহধর্ম্মিণীর ব্যথা বুঝিতে হইবে—আবার ডাকিতে হইবে। তখন বুঝিবে—সংসারে ধর্ম্ম—কি বনে ধর্ম্ম। তখন বুঝিবে—জ্ঞানে ধর্ম্ম—কি প্রেমে ধর্ম্ম। তখন বুঝিবে—অন্তরে মায়া—কি বাহিরে মায়া। নাথ! তুমি আমি মায়া—কিন্তু বাহিরে। অন্তরে কেন—কৃষ্ণ নামে—কৃষ্ণ দেখিলে না। তাহা হইলেত আজ আমায়—কাঁদিতে বলিতে হইত না। তাহা হইলে ত আজ তোমায়—কাঁদিয়া ঈশ্বর মুখ তাকাইতে হইত না।

আর নরনারায়ণ স্থির থাকিতে পারেন না—তাঁহার হৃদয় যেন বিক্ষোভিত হইয়া উঠিল। হৃদয় বেগ—আর যেন সম্বরণ করিতে পারেন না। ভাবিলেন—তাহা হইলে যোগমায়া জাগরিত হইবেন। সকলেরই নিদ্রা ভঙ্গ হইবে। তিনি ধীরে ধীরে কক্ষের বাহির হইলেন।

একবার—ঊর্দ্ধমুখী হইয়া ঈশ্বর প্রতি তাকাইলেন। মনে মনে বলিলেন—ভগবন! তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে—কিন্তু যাহারা আমার আশ্রয়ে—আমি তাহাদের তোমার হস্তেই আজ সমর্পণ করিয়া চলিলাম—আজ হইতে আমি সংসার হইতে বিদায় লইলাম—দেখিও প্রভু! যেন সকলেই তোমার আশ্রয়ে—আমার আশ্রয় ত্যাগ করে।

ধীরে ধীরে নরনারায়ণ অন্দর হইতে বহির্ব্বাটীতে, বহির্ব্বাটী হইতে গ্রাম্য পথে পড়িলেন। পড়িয়া বাটীর সম্মুখ দ্বারে কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইলেন।

চক্ষে যেন—তাঁহার বিরহে তাঁহার মাতা, পিতা, যোগমায়ার ক্রন্দনমুখ দেখিতে পাইলেন। অমনি তাঁহার চক্ষু মুদ্রিত হইয়া গেল। দর দর ধারে—ধারা, চক্ষু হইতে গণ্ড বহিয়া পড়িতে লাগিল।

অমনি কে যেন—সে অশ্রু মুছাইয়া দিল। নরনারায়ণ সেই স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নালোকে—বারেক চক্ষু মেলিয়া দেখিলেন—সেই জীবনদাতা—ধর্ম্ম চক্ষু সন্ন্যাসী—সম্মুখে।

সন্ন্যাসী বলিলেন, "কি ভাবিতেছ—আইস।"

মন্ত্র মুগ্ধবৎ নরনারায়ণ—সন্ন্যাসীর পশ্চাতে পশ্চাতে চলিলেন।

একপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

পরদিন রাত্রেই জ্যোতিঃপ্রসাদও শশাঙ্ক, "সাগরতলী" হইতে রওনা হইলেন। প্রত্যুষেই মায়াপুরে পঁহুছিলেন। জ্যোতিঃপ্রসাদ পাল্কি হইতে নামিয়া বেহারাদিগকে বলিলেন, "শশাঙ্কের পাল্কি কতদূর?" দেখিতে দেখিতে তাহা নিকটবর্ত্তী হইল। জ্যোতিঃপ্রসাদ বলিলেন, "আর পাল্কিতে কায নাই—বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া—আইস, একটু হাঁটিয়া যাই।"

উভয়েই পদব্রজে চলিলেন। জোতিঃপ্রসাদ বলিলেন, "শশাঙ্ক! পুলিশের রকম দেখিলে? কথায় বেশ বুঝা যাইতেছে যে, তোমার হরসুন্দর কোন দাবি দাওয়া করে নাই। এবং কেহই ঠিক বুঝিতে পারে নাই। তবে আঁচা আঁচি হইতে পারে। কিন্তু পুলিশ অমনি পেটে হাত বুলাইতে আসিয়াছে। যাহা হউক, যাহা করা গেল—তাহাতে আর গোল করিতে পারিবে কি?"

শ। মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু—খাইতে দিতে হইবে বই কি? ও

জাতটা স্বতন্ত্র। যখনিকার তখনি—পরে আবার যে কে সেই। হইবে না? উহারা যে শান্তি রক্ষক।

জ্যো। দেখিও যেন এ সময় আসামী না পলায়। তাহা হইলেই গোল। তবে খুব ঠাণ্ডা দেখিলাম। আহা! লোকটার ভাবে তোমার কিরূপ বোধ হয়? তোমার ত শিবসুন্দরকে জানা আছে?

শ। জানা আর কি? মেয়ের ভাসুর—এই বইত নহে। আর কি বোধ হইবে?

জ্যো। না—দেখ ধরিয়া আনা হইয়াছে—বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে। অবশ্য দরিদ্র হইলেও, বাড়ীতে যেরূপ থাকে, এখানে সেরূপ কিছুই নাই। বাড়ীর জন্য একটা—ভাবনাও ত আছে: কিন্তু মুখের ভাবে—তাহাত বোধ হয় না? মুখে যেন হাসি মাখান। ব্যাপার কি বল দেখি? আর হো হো করিয়া ও আনন্দই বা—কি?

শ। বোধ হয় পাগলের একটু ছিট থাকিবে। আমি তাহাত কখন শুনি নাই—তবে দেখিয়া ওই রূপ বোধ হয় না?

জ্যো। না—জ্ঞান ত বেশ আছে। পাগলই বা বলি কি রূপে? বিশেষ আমাদের উপর রাগ বা দ্বেষ—কিছুই নাই দেখিয়াছ?

শ। তা বুঝিলেন কি রূপে?

জ্যো। কি রূপে বুঝিলাম—তা বলিতে পারি না। তবে আমার মনে হইতেছে। আমি বলিলাম, "বাড়ী যাবে?" বলিল, "আপনার ইচ্ছা।" আমায় ছাড়িয়া দাও—কি অন্য কিছু—কই তাত কিছুই বলিল না? তোমায় কিছু বলিয়াছে কি?

শ। না।

জ্যো। তবে—আমি যখন বলিলাম, "এখন পিতাকে দেখিতেছে কে? এখন পিতার মান্য রাখিতেছে কে?" তখন কিছুই বলিল না বটে—কিন্তু যেন মুখ খানা আরক্ত বর্ণ হইয়া উঠিল। তাও এক মজা। অন্যে ও সময়ে কাঁদিয়া ফেলে। কাঁদিল না—পাগলের মত হাঁসিতে লাগিল। আর দুই চক্ষু দিয়া জল গড়াইতে লাগিল। কি বল দেখি?

শ। আমার বোধ হয়—পাগলের ভাব দেখাইয়া পলাইবার চেষ্টা।

জ্যো। তা হইতে পারে। তা তোমার আমার চক্ষু—এড়ান বড় দায়। জ্যোতিঃপ্রসাদ কি সহজে ভুলে? অনেক পাগলকে সোজা করিয়াছি। জ্যোতিঃপ্রসাদের প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন হইবার নহে।

এই রূপ কথাবার্ত্তায় বাটী পঁহুছিলেন। শশাঙ্ক বলিলেন, "আমায় আজ একবার দেবীগ্রাম যাইতে হইবে। কাল কি হইল—সেটাত জানা চাই।"

জ্যো। হা—হা। তা সে ঠিক হইয়াছে। ছেলে গেল—বাড়ী গেল—এইবার পথের ভিখারী।" হরসুন্দরকে এই বার বুঝিতে হইবে। তখন ভারি সাধুত্ব দেখাইয়াছিল। ভাল—এখন তোমার যাওয়া কি ভাল দেখায়?

শ। আমি বৈবাহিক—আমার যাইতে বাধা কি? আপনি যাইবেন?

জ্যো। কেন? আমি যাইব কেন?

শ। আপনি শিবসুন্দরের ভাব দেখিয়া ভাবিতেছিলেন—একবার বুড়ার ভাবটা দেখিয়া আসিবেন।

জ্যো। বটে বটে—বুড়া বড় সাধু। একবার সাধুর ভাবটা এই বেলা দেখিলে হয়। কখন যাই যাই—এখন গেলে সন্দেহ বাড়িবে না?

শ। গোপনে যাইতে হয়।

জ্যোতিঃপ্রসাদ অন্দরে প্রবেশ করিলেন। শশাঙ্ক ধীরে ধীরে গৃহাভিমুখে চলিলেন। মনে মনে বলিলেন, জ্যোতিঃপ্রসাদ! এখনি চূড়া হইতে ভূমিতে নামা হইবে না। আগে চক্ষু চিনিবার মত হউক—তবে সে কথা। তোমার ভালবাসার ঋণের জন্যই আমি সাগরে ঝাঁপ দিয়াছি। যদি তোমায় তুলিতেই না পারি—তবে কি হইল।

বাটী পঁহুছিয়া গৃহিণীকে দেখিতে পাইলেন না। কনিষ্ঠ পুত্র নন্দলাল সমস্ত জ্ঞাপন করাইলেন। শশাঙ্ক কোন উত্তর করিলেন না। ভাবিলেন—তবে প্রভার মুখে না শুনিয়া আর দেবীগ্রামে যাইতেছি না। ভালই হইয়াছে—প্রভা যাওয়ায় লোকে আর সন্দেহ করিতে পারিবে না।

আবার ভাবিলেন—যাহার জন্য দেবীগ্রামে যাইবার তাড়াতাড়ি;

প্রভা যখন গিয়াছে—তখন সে কার্য্যও বাকি থাকিবে না। বুঝিয়াছি —প্রভা! তুমি সেই জন্যই গিয়াছ। কিন্তু বৈবাহিকের বাড়ী যাওয়া ভাল হইল কি? প্রভা! সম্বন্ধ হিসাবে সাধারণ, বৈবাহিক বাড়ী সহজে যায় না। সাধারণ লোক কি তোমার এ হৃদয় বুঝিয়া তোমার—এ যাওয়ার মর্ম্ম বুঝিবে? বুঝিবে না—কিন্তু নিন্দা করিতেও ছাড়িবে না। সে কথায় কায নাই। সাধারণ চরিত্র সাধারণ—প্রভা! তোমার মত স্ত্রীতে; সংসারে স্বর্গ আনিতে পারে—কিন্তু দুঃখ বড়—তুমি সংসার সুখেই বিভোর। চক্ষু মেলিয়া তাকাইতে শিখিলে না—যদি তাকাইতে শিখিতে, তবে দেখিতে—ইহাত ক্ষণ ভঙ্গুর। যাহা ক্ষণ ভঙ্গুর—তাহাতে প্রাণ সমর্পণ দুঃখের হেতু।

আবার ভাবিলেন—হরসুন্দরের গৃহ দগ্ধের কথাত প্রভা শুনে নাই, যদি কোন অমঙ্গল হইয়া থাকে।' ভাবিতে ভাবিতে শশাঙ্ক বিষণ্ণ হইলেন। হৃদয় সমুদ্র যেন বিক্ষোভিত হইয়া উঠিল। তখন শশাঙ্ক মনে মনে হাসিলেন, বলিলেন—তবে তুমি বৈবাহিককে কি ভাল বাসিয়াছ? যদি আপনা স্বরূপ ভাল না বাসিয়া থাক—এখনও পর বলিয়া বোধ থাকে—তবে পরকে এ কষ্ট দেওয়া উচিত কি? পরোপকারের জন্য নিজের স্বার্থ ত্যাগ করিতে হয়। তুমি হরসুন্দরকে আপনা স্বরূপ ভাবিয়া জ্যোতিঃপ্রসাদের জন্য হরসুন্দরের স্বার্থ লক্ষ কর নাই—তবে কোন লজ্জায় প্রভার জন্য আকুল হইলে? প্রভার অমঙ্গলে যেমন অমঙ্গল—হরসুন্দরের অমঙ্গলে কি তদধিক অমঙ্গল নহে? তবে হরসুন্দরকে আপনাস্বরূপ—কই লইতে পারিয়াছ?

ক্রমে বেলা হইল। শশাঙ্ক কেবল প্রভার প্রতীক্ষায়। যথা সময়ে আহার করিলেন। আহারান্তে নিদ্রা স্বভাব—কিন্তু নিদ্রা হইল না। এমন সময়ে প্রভা পাল্কি হইতে নামিলেন। ভৃত্য সংবাদ দিলে শশাঙ্ক তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া দেখিলেন—হরিপ্রসাদের গাত্র-চর্ম্ম স্থানে স্থানে ঝলসাইয়া গিয়াছে—তবে অধিক কিছু হয় নাই। কিন্তু জ্বর ভোগ হইতেছে।

শশাঙ্ক প্রভাবতীকে জিজ্ঞাসিলেন "এ—কি?"

প্র। যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল। জিজ্ঞাসায় আর প্রয়োজন কি?

শশাঙ্ক সে দিকে লক্ষ না করিয়া বলিলেন, "হরসুন্দর বাবুর পরিবার সকলে ভাল ত?"

প্র। যেমন ভাল রাখিয়াছ—আর কি বলিব?

এই বলিয়া প্রভাবতী অন্দরে প্রবেশ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে শশাঙ্কও সঙ্কুচিত ভাবে চলিলেন। বলিলেন, "আর কাহার কিছু হয় নাই ত?"

প্র। না। এখন ছেলেটাকে দেখ? এ কথা কি একবারও শুনাইতে নাই? আমি তোমার ইচ্ছার বিরোধী হইতে চাহি না—কিন্তু এ ইচ্ছা তোমার হৃদয়ে কেন? আমার মুখ তাকাইয়া এ ইচ্ছা ত্যাগ কর। লোককে—কষ্ট দিয়া ধর্ম্ম উপার্জ্জন যদি হয়—জানিনা—তবে বোধ হয়—তাহা মানুষের পক্ষে নহে।

বলিতে বলিতে প্রভাবতী কাঁদিয়া ফেলিলেন। আবার বলিতে লাগিলেন, "দেখ—হাতে হাতে ঈশ্বর দেখাইয়া দিলেন। তোমারই সন্তান মরিতে মরিতে বাঁচিয়াছে। তাঁহারা দেবতুল্য—গায়ে আঁচ অবধি লাগে নাই।"

শ। কি হইয়াছে? ও কিছুই নহে। ওর জন্য তোমার ভাবিবার প্রয়োজন নাই। আমি একটা তেল দিতেছি—কয়দিন মাখিলে কিছুই থাকিবে না। তাঁহাদের জন্যই আমি ভাবিতেছিলাম।

প্র। কেন? আমরা কি কেহ নহি? যে কেবল তাঁহাদের জন্য ভাবিতেছিলে?

শ। তোমাদের ফেলিতে গেলেও ফেলা যায় না। বৈবাহিককে লইতে গিয়াও লইতে পারিতেছি না—এই প্রভেদ। যে দিন তাঁহার প্রতি ভালবাসা, এই সংসার ভালবাসার ন্যায় সহজ হইবে, সেই দিন জানিব—আমি কৃষ্ণসেবার উপযুক্ত হইয়াছি।

প্র। এই রূপেই কি লোক ভালবাসিতে যায়? ভালবাসার কি—এই রীতি।

শ। ভালবাসা বোধ হয় এক রূপ নহে। যদি হইত—তবে আমি

এরূপ করিতে পারিতাম না। যদি ভালবাসা বুঝিয়া থাক—তবে এ কথা তুলিয়া আমায় বার বার ব্যথিত করিও না।

বলিতে বলিতে শশাঙ্কের চক্ষে জল দেখা দিল। তখন প্রভাবতী সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া বলিলেন, "আমিত কোন মতে টাকা কাহাকেও দিতে পারিলাম না—হরিপ্রসাদ শেষে ঈশান ঠাকুরকে অনেক মিনতি করিয়া টাকা দিয়া আসিয়াছে, এবং বলিয়া আসিয়াছে, যেন তাঁহাদের কোন কষ্ট না হয়।"

শ। তুমি অর্দ্ধাঙ্গিনী হইয়া আজ অর্দ্ধাঙ্গের কায করিয়া আসিয়াছ। এ কথায় আমি যতদূর সুখী হইলাম, অন্য কিছুতেই এ সুখ দিতে পারিতে না।

একটু হাসিয়া বলিলেন, "এখন দশ দিন তোমার তিরস্কার খাইতে রাজি আছি। যা খুসি বলিয়া দাম আদায় করিয়া লইতে পার।"

প্র। সব সময়ে—অত রসিকতা ভাল লাগে না।

শ। তাত লাগেই না। কিসে লাগিবে? বয়েসের কি গাছ পাথর আছে? একবার আরসি খানা আনিব কি?

প্র। তুমি—কি? তাঁহারা দাঁড়ান কোথা বল দেখি? তাঁহাদের জন্য কি তোমার একবারও চিন্তা হইতেছে না?

শ। যদি হইবে—তবে এরূপ করিব কেন? যাহার জন্য করিতেছি—আগে তাহা হউক—তাহার পর সে চিন্তার ঢের সময় আছে। দাঁড়াইবার স্থান নাই কি? তবে আমার মাথা কি জন্য? প্রভা! জানিও—সংসারের মলা আর শশাঙ্ক মাথায় বহিবে না। তাই শশাঙ্কের এ কার্য্য।

প্রভাবতী আর কোন উত্তর করিলেন না। শশাঙ্ক হরিপ্রসাদকে দেখিতে গেলেন। দেখিয়া শুনিয়া বলিলেন, "আমি একটা তৈল পাঠাইয়া দিতেছি—ভয় নাই। অধিক কষ্ট হইতেছে কি?"

হরি। না—আমিত কিছু বুঝিতে পারিতেছি না।

এ কথায়—শশাঙ্ক আশ্চর্য্য হইলেন—বলিলেন, "বল কি? যেরূপ হইয়াছে—তাহাতে ত বোধ হয় তোমার বেশ কষ্ট হইতেছে?"

হরি। সকলে বলিতেছে বটে—কিন্তু আমিত কিছু বুঝিতে পারিতেছি না।

এ কথায় শশাঙ্কের চক্ষে এক বিন্দু জল দেখা দিল বটে—কিন্তু হৃদয় ভাব কিছুই ফুটিলেন না। এবং সে জল হরিপ্রসাদকেও দেখাইলেন না। তিনি গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইলেন। যাইতে যাইতে মনে মনে মনকে বলিলেন, শশাঙ্ক! সাবধান—হরসুন্দরকে আর চক্ষুর আড় করিও না। হৃদয় প্রস্তর মায়াজলে গলে না—কিন্তু ভক্তিজলে সহজেই গলে, গলিতেছে না কি?

দ্বিপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

ক্ষণেক পরে যোগমায়ার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। দেখিলেন—পার্শ্বে নরনারায়ণ নাই। তিনি ভবিষ্যৎ জীবন যেন চক্ষে দেখিতে পাইলেন। মস্তক ঘূরিতে লাগিল—কিন্তু মন তখনও ভিতরে বসিয়া তাঁহাকে আশ্বাস দিতেছে। মনের আশ্বাসে তিনি উঠিলেন, দেখিলেন—দ্বার মুক্ত। তখন আর বুঝিতে বাকী রহিল না। মনের আশ্বাস বাক্যে গৃহ হইতে বাহির হইলেন, চারি দিক খুঁজিলেন, কিন্তু কোথাও খুঁজিয়া পাইলেন না। বড়ই হৃদকম্প হইতে ছিল—তিনি পড়িয়া গেলেন। আঘাতও পাইলেন। সে শব্দে চঞ্চলা উঠিলেন, দেখিলেন—যোগমায়া তখন বাহিরের দরজা খুলিতেছেন। তাড়াতাড়ি তিনি যোগমায়ার হস্ত ধরিলেন—বলিলেন, "কোথা যাও।"

যো। বাহিরে।

চ। বাহিরে কোথায়?

যো। ঘরে নাই। যদি রাস্তায় থাকেন।

চ। কে ঘরে নাই? রাত্রে স্ত্রীলোক তুমি—নির্জ্জনে একালা কোথায় যাইতে ছিলে?

যোগমায়ার দৃষ্টি ঠিক নাই। তিনি যেন কি এক নিরাশ দৃষ্টিতে চঞ্চলার প্রতি তাকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। চঞ্চলা আবার বলিলেন, "নরনারায়ণ কোথায়?"

যোগমায়ার মুখে বাক্যও নাই—চক্ষে জলও নাই। তিনি কোন উত্তর করিলেন না। চঞ্চলা হাত ধরিয়া গৃহে আনিলেন—বিনা আপত্তিতে যোগমায়া গৃহে আসিয়া আবার পড়িয়া গেলেন। তখন গৃহ শূন্য দেখিয়া চঞ্চলা সমস্ত বুঝিলেন।

চঞ্চলা কাঁদিয়া নটনারায়ণকে ডাকিলেন। নটনারায়ণ উঠিয়া চঞ্চলার মুখে সমস্ত শুনিলেন, কিন্তু কোন উত্তর করিলেন না।

চ। একবার বাহিরে দেখনা—যদি কোথায় বসিয়া থাকে। আমি যে তিষ্ঠিতে পারিতেছি না।

নট। কোথায় দেখিব—তাহাকে আর পাওয়া যাইবে না।

এই বলিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। আবার চঞ্চলা কাঁদিয়া উঠিলেন।

নট। কাঁদিও না চঞ্চলা! সন্ন্যাসীর কথা মনে কর—আমরাই অপরাধী। কোন মুখে কাঁদিতেছ?—ধরিতে গেলে—কিন্তু দেখিলে—ধরা কি রহিল?

তখন ইন্দ্রনারায়ণ উঠিলেন, বলিলেন. "এর মধ্যে এত ব্যস্ত হইতেছেন কেন? দেখুন কোথায় আছেন—তাঁহারত ওরূপ দেখান আছে—আজত নূতন নহে। সেবার—রাত্র দুইটার পর নেসা করিয়া হাজির। সন্ন্যাসী হওয়া সহজ নহে। যারা হয়—তাহারা কি আর সংসারে থাকে? বোধ হয় দেবীগ্রামে গিয়াছেন। অনেক দিন যান নাই—তাই গিয়াছেন। তা—বলিয়া যাওয়া ত ;উচিত। নচেৎ যে, আপনারা ভাবিবেন, তাঁহার কি সে জ্ঞান আছে?"

এই বলিয়া একবার বাড়ীর চারিধার খুঁজিলেন। পরে আসিয়া বলিলেন, "আমিত বলিয়াছি—তিনি দেবীগ্রামে গিয়াছেন। সে জন্য ভাবনা নাই। আপনারা শয়ন করুনগে যান।"

—তিনি নির্নিমেষ কেবল ইন্দ্রনারায়ণের মুখ ভা দেখিতে ছিলেন মাত্র। কিন্তু অন্তরে কিছুই বোধ হইতে ছিল না। ন্য দিন এরূপ কথায় ইন্দ্রনারায়ণের প্রতি তাঁহার ঘৃণা জন্মে—কিন্ এখন যে ঘৃণা করিবে—সে নাই। তাহার পরিবর্ত্তে যে আছে—তাহারও এ কথা ভাল লাগিল না। ঐই নটনারায়ণ বাহিরে গিয়া লেন।

চঞ্চলা তখন বিশেষ জানিবার নিমিত্ত যোগমায়াকে নানা প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু যোগমায়া কোনটী উত্তর, ঠিক দিতে পারিলেন না। কারণ তাহার মন প্রকৃতিস্থ ছিল না। চঞ্চলা তাহাতে বড়ই বিরক্ত হইলেন, বলিলেন, "এই জন্যই ছেলে আমার সংসার ত্যাগ করিল। মনের মত বউ হইলে কি কেহ—স্ত্রী ত্যাগ, বাপ, মা ত্যাগ করিয়া যাইতে পারে? আমার কপালে সুখ নাই—তুমিই বা কি করিবে? নচেৎ কি দোষ করিয়াছি—বলিয়া থাক দেখি? দোষ করিলেত দোষ দিবে—শুধু শুধু আমায় এ দোষ দেওয়া কেন? আমি কি বউকে

—কি তা

তারার তখন [illegible] যন্ত্রণা বাড়িল। তিনি সুর-তান-লয়-তালা কোথায় সঙ্গীত আরম্ভ করি[illegible] সে সঙ্গীতের বাদ্য কিন্তু ক্রন্দন। বাদ্য আত ক্রম করিয়া কেবল [illegible] যিনি কাণ দিবেন—তিনিই এরূপ ক্রন্দনের মর্ম্ম বুঝিতে পারিবে[illegible] এ মর্ম্মে "আপ্তসুখ" ভিন্ন অন্য কিছুরই গন্ধ মাত্র নাই। বৈধব্য [illegible]র মহড়া শেষ করিয়া তারা বিনাইয়া বিনাইয়া সাধা চক্ষে আ[illegible] আরম্ভ করিলেন,—"বউ যদি তোমার [illegible] হইত—তাহা হইলে [illegible] তুমি আমাদের ত্যাগ করিয়া ফেলিয়া যাইতে পারিতে? তোমার [illegible]—ভাই! আমাদেরও কপাল। বড় আশা করিয়া তোমার বিবাহ [illegible]ছিলাম। বড় আশা করিয়াই তুমি—বিবাহ করিয়াছিলে। পাছে ম[illegible] মত বউ না হয়, এজন্য—তুমি প্রথমে কোন মতে বিবাহ করিতে চাহ [illegible]ই। ঈশ্বর কিন্তু আমাদের সে মুখ তাকাইলেন না। তাই তুমি দুঃখে—মনের ঘৃণায় সন্ন্যাসী হইলে। যদি তাই হল ভাই! তবে কি আমরা কেহ নই? কই—আমাদের মুখত একবার [illegible] কোথায় মুখ[illegible]ত একবার আর পাওয়া যাইবে না।

এই বলিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। আবার চঞ্চলা কাঁদিয়া উঠিলেন।

নট। কাঁদিও না চঞ্চলা! সন্ন্যাসীর কথা মনে কর—আমরাই অপরাধী। কোন মুখে কাঁদিতেছ?—ধরিতে গেলে—কিন্তু দেখিলে—ধরা কি রহিল?

তখন ইন্দ্রনারায়ণ উঠিলেন, বলিলেন. "এর মধ্যে এত ব্যস্ত হইতেছেন কেন? দেখুন কোথায় আছেন—তাঁহারত ওরূপ দেখান আছে—আজত নূতন নহে। সেবার—রাত্র দুইটার পর নেসা করিয়া হাজির। সন্ন্যাসী হওয়া সহজ নহে। যারা হয়—তাহারা কি আর সংসারে থাকে? বোধ হয় দেবীগ্রামে গিয়াছেন। অনেক দিন যান নাই—তাই গিয়াছেন। তা—বলিয়া যাওয়া ত:উচিত। নচেৎ যে, আপনারা ভাবিবেন, তাঁহার কি সে জ্ঞান আছে?"

এই বলিয়া একবার বাড়ীর চারিধার খুঁজিলেন। পরে আসিয়া বলিলেন, "আমিত বলিয়াছি—তিনি দেবীগ্রামে গিয়াছেন। সে জন্য ভাবনা নাই। আপনারা শয়ন করুনগে যান।"

—তিনি কি সত্য সত্যই সন্ন্যাসী হইলেন? সে কি মানুষের কায? মনে করিলেই হয়? নিশ্চয় তিনি দেবীগ্রামে গিয়াছেন।"

তা। তোমার জন্যই আমার এ সংসারে থাকা। ইন্দ্র আমার ওরূপ নহে। ঈশ্বর ভাল করুন—ইন্দ্রের মুখ তাকাইয়াই আছি। ইন্দ্রের কি ধর্ম্মে মতি নাই? যা রয় সয়—সেই ভাল।

এই রূপে সে রাত্রি কাটিল। নরনারায়ণ যখন দ্বার উন্মুক্ত করিয়া গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হন—তখন যোগমায়া অর্দ্ধ নিদ্রায়। এখনও যেন চক্ষে তাহাই দেখিতেছেন—আর সকলই স্বপ্নবৎ বোধ হইতেছে। হরি হরি! বলিতে পার এ স্বপন—কি জাগরণ।